তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নবম কল্পের তৃতীয় ভাগের সূচী পত্র

বৈশাখ ৪০৫ সংখ্যা	পৃষ্ঠা
ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব	১
বৈদিক আর্য্যসমাজ	৩
ভগবদ্গীতা বিষয়ে বক্তৃতা	৭
বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের ভাবগতি উপলক্ষে দেশানুরাগের প্রকৃত পদ্ধতি কিরূপ	১৩
আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক	১৮
জ্যৈষ্ঠ ৪০৬ সংখ্যা	
মানব জীবনের পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতি	২১
ভগবদ্গীতা বিষয়ে বক্তৃতা	২৩
জীবিকাতত্ত্ব	৩৩
ধ্রুবোপাখ্যান	৩৮
আনন্দমোহন বসুর পত্র ও তাহার উত্তর	৪০
আষাঢ় ৪০৭ সংখ্যা	
নব-বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ	৪১
বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের ভাবগতি উপলক্ষে দেশানুরাগের প্রকৃত পদ্ধতি কিরূপ	৪২
মনুষ্যের পরমায়ু	৫০
নিরীশ্বর বিবাহ	৫২
প্রাচীন সমরতত্ত্ব	৫৪
ধ্রুবোপাখ্যান	৫৭
সংস্কৃত কবিতা	৫৮
শ্রাবণ ৪০৮ সংখ্যা	
আত্মোন্নতি সাধনের কর্ত্তব্যতা	৬১
বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের ভাবগতি উপলক্ষে দেশানুরাগের প্রকৃত পদ্ধতি কিরূপ	৬৩
আর্য্য উপনিবেশ	৭০
পাশ্চাত্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার	৭২
ভাদ্র ৪০৯ সংখ্যা	
ঈশ্বরোপাসনা	৭৭
বেদান্ত দর্শন	৭৯
আঁকতিল দুপেরোঁ	৮৩
অবিদ্যা ভেদ	৮৬
সাধুসঙ্গ পাপীর সংশোধনের একটি প্রধান উপায়	৮৯
প্রাচীন সমরতত্ত্ব	৯০
ধ্রুবোপাখ্যান	৯২
আশ্বিন ৪১০ সংখ্যা	
আমরা কাহার সামগ্রী	৯৭
বেদান্ত দর্শন	৯৮
ধর্ম্মশূন্য সাহিত্য।	১০২
হিন্দুধর্ম্মের মুখ্যভাব	১০৭
গ্রহ-ভ্রমণ-বিষয়ে মত-ভেদ	১০৮
জীবের স্থূল সূক্ষ্ম সম্বন্ধ, বন্ধন ও মোক্ষ বিষয়ক বেদান্ত মত	১১০
জাতীয় হৃদয়োৎসব	১১৩
ASPIRATION	১১৬
কার্ত্তিক ৪১১ সংখ্যা	**পৃষ্ঠা**
ভবানীপুর পঞ্চবিংশতি সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	১১৭
ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্ম্মসাধন	১২০
বেদান্ত দর্শন	১২১
সাধুসঙ্গ পাপীর সংশোধনের প্রধান উপায়	১২৫
বেদান্ত মতে আত্মীয় উপাসনা	১২৮
মহাবীর	১৩০
AN INQUIRY INTO THE NATURE OF GOD	১৩২
অগ্রহায়ণ ৪১২ সংখ্যা	
ঈশ্বর আত্মার আত্মা	১৩৭
স্তোত্র	১৩৮
বেদান্ত দর্শন	১৩৯
দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা	১৪৩
পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে	১৪৬
মহাবীর	১৪৭
ভগবদ্গীতা হইতে শ্লোক সংগ্রহ	১৪৯
অভয় মঙ্গলভাব হৃদয়ে জাগাও	১৫২
জ্ঞানী বাক্য	১৫৪
পৌষ ৪১৩ সংখ্যা	
ঈশ্বরের প্রতি মনের নানাপ্রকার ভাব	১৫৭
বেদান্তদর্শন	১৫৮
পূর্ব্বতন গৃহস্থ	১৬২
পরমেশ্বর জীবকৃত শুভাশুভের কর্ত্তা বা ভোক্তা নহেন	১৬৭
জ্ঞানী বাক্য	১৭০
THE HYMNS OF RAJA RAM MOHUN ROY	১৭৩
মাঘ ৪১৪ সংখ্যা	
ধর্ম্মের কঠিনতা	১৭৭
প্রাচীন সমরতত্ত্ব	১৭৯
পরমেশ্বর কর্ত্তা ও হর্ত্তা হইয়াও স্বকৃত কর্ম্মের ফল-ভোক্তা নহেন	১৮২
বেদান্তদর্শন	১৮৪
বিজ্ঞান ও মানব-জাতির উন্নতি	১৮৭
জ্ঞানী বাক্য	১৯১
তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক	১৯৪
ফাল্গুন ৪১৫ সংখ্যা	
উপদেশ ১	১৯৭
উপদেশ	২০৪
অষ্টচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	২০৯
ব্রহ্ম-সঙ্গীত	২১২
অষ্টচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	২১২
ব্রহ্ম-সঙ্গীত	২১৫
জ্ঞানী বাক্য	২১৬
চৈত্র ৪১৬ সংখ্যা	
উপদেশ	২১৭
নীতি	২২০
শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য	২২১
অসভ্য জাতির অদ্ভুত ভাব ও রীতি	২২৩
ন্যায় ও দয়া বিষয়ক বিচার	২২৫
তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক	২২৯

	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
অবিদ্যা ভেদ	৪০৯	৮৬
অভয় মঙ্গলভাব হৃদয়ে জাগাও	৪১২	১৫২
অষ্টচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	৪১৫	২০৯
অষ্টচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	৪১৫	২১২
অসভ্য জাতির অদ্ভুত ভাব ও রীতি	৪১৬	২২৩
আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক	৪০৫	১৮
আনন্দ মোহন বসুর পত্র ও তাহার উত্তর	৪০৬	৪০
আত্মোন্নতি সাধনের কর্ত্তব্যতা	৪০৮	৬১
আর্য্য উপনিবেশ	৪০৮	৭০
আমরা কাহার সামগ্রী	৪১০	৯৭
আঁকতিল দুপেরোঁ	৪০৯	৮৩
ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব	৪০৫	১
ঈশ্বরোপাসনা	৪০৯	৭৭
ঈশ্বর আত্মার আত্মা	৪১২	১৩৭
ঈশ্বরের প্রতি মনের নানাপ্রকার ভাব	৪১৩	১৫৭
উপদেশ	৪১৫	১৯৭
উপদেশ	৪১৫	২০৪
উপদেশ	৪১৬	২১৭
গ্রহ-ভ্রমণ-বিষয়ে মত-ভেদ	৪১০	১০৮
জাতীয় হৃদয়োৎসব	৪১০	১১৩
জীবিকাতত্ত্ব	৪০৬	৩৩
জীবের স্থূল সূক্ষ্ম সম্বন্ধ, বন্ধন ও মোক্ষ বিষয়ক বেদান্ত মত	৪১০	১১০
জ্ঞানী বাক্য	৪১২	১৫৪
জ্ঞানী বাক্য	৪১৩	১৭০
জ্ঞানী বাক্য	৪১৪	১৯১
জ্ঞানী বাক্য	৪১৫	২১৬
তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক	৪১৪	১৯৪
তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক	৪১৬	২২৯
স্তোত্র	৪১২	১৩৮
দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা	৪১২	১৪৩
ধর্ম্মশূন্য সাহিত্য	৪১০	১০২
ধর্ম্মের কঠিনতা	৪১৪	১৭৭
ধ্রুবোপাখ্যান	৪০৬	৩৮
ধ্রুবোপাখ্যান	৪০৭	৫৭
ধ্রুবোপাখ্যান	৪০৯	৯২
নব-বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ	৪০৭	৪১
নিরীশ্বর বিবাহ	৪০৭	৫২
নীতি	৪১৬	২২০
ন্যায় ও দয়া বিষয়ক বিচার	৪১৬	২২৫
পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে	৪১২	১৪৬
পরমেশ্বর জীবকৃত শুভাশুভের কর্ত্তা বা ভোক্তা নহেন	৪১৩	১৬৭
পরমেশ্বর কর্ত্তা ও হর্ত্তা হইয়াও স্বকৃত কর্ম্মের ফল-ভোক্তা নহেন	৪১৪	১৮২
পাশ্চাত্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার	৪০৮	৭২
পূর্ব্বতন গৃহস্থ	৪১৩	১৬২
প্রাচীন সমরতত্ত্ব	৪০৭	৫৪
প্রাচীন সমরতত্ত্ব	৪০৯	৯০
প্রাচীন সমরতত্ত্ব	৪১৪	১৯৭
ভগবদ্গীতা বিষয়ে বক্তৃতা	৪০৫	৭
ভগবদ্গীতা বিষয়ে বক্তৃতা	৪০৬	২৩
ভবানীপুর পঞ্চবিংশতি সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	৪১১	১১৭
ভগবদ্গীতা হইতে শ্লোক সংগ্রহ	৪১২	১৪৯
মনুষ্যের পরমায়ু	৪০৭	৫০
মহাবীর	৪১১	১৩০
মহাবীর	৪১২	১৪৭
মানব জীবনের পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতি	৪০৬	২১
বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের ভাবগতি উপলক্ষে দেশানুরাগের প্রকৃত পদ্ধতি কিরূপ	৪০৫	১৩
বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের ভাবগতি উপলক্ষে দেশানুরাগের প্রকৃত পদ্ধতি কিরূপ	৪০৭	৪২
বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের ভাবগতি উপলক্ষে দেশানুরাগের প্রকৃত পদ্ধতি কিরূপ	৪০৮	৬৩
বিজ্ঞান ও মানব-জাতির উন্নতি	৪১৪	১৮৭
বেদান্ত দর্শন	৪০৯	৭৯
বেদান্ত দর্শন	৪১০	৯৮
বেদান্ত দর্শন	৪১১	১২১
বেদান্ত দর্শন	৪১২	১৩৯
বেদান্তদর্শন	৪১৩	১৫৮
বেদান্তদর্শন	৪১৪	১৮৪
বেদান্ত মতে আত্মীয় উপাসনা	৪১১	১২৮
বৈদিক আর্য্যসমাজ	৪০৫	৩
ব্রহ্ম-সঙ্গীত	৪১৫	২১২
ব্রহ্ম-সঙ্গীত	৪১৫	২১৫
ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্ম্মসাধন	৪১১	১২০
শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য	৪১৬	২২১
সংস্কৃত কবিতা	৪০৭	৮৫
সাধুসঙ্গ পাপীর সংশোধনের একটি প্রধান উপায়	৪০৯	৮৯
সাধুসঙ্গ পাপীর সংশোধনের প্রধান উপায়	৪১১	১২৫
হিন্দুধর্ম্মের মুখ্যভাব	৪১০	১০৭
ASPIRATION	৪১০	১১৬
AN INQUIRY INTO THE NATURE OF GOD	৪১১	১৩২
THE HYMNS OF RAJA RAM MOHUN ROY	৪১৩	১৭৩

সম্বৎ ১৯৩৪। কলিগতাব্দ ৪৯৭৯। ১ চৈত্র বুধবার।

Registered No 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প
তৃতীয় ভাগ
৪০৫ সংখ্যা বৈশাখ ১৭৯৯ শক ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৮

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব।*

"সএষ সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ।"

"সেই এই পরমাত্মা সকলের নিয়ন্তা ও সকলের অধিপতি। তিনি এই জগতে যে কিছু পদার্থ আছে সমুদায়েরই শাসন করেন।"

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বহুবিধ পদার্থ-পরিপূর্ণ সুবিস্তৃত জড়-জগৎ যেমন এই চর্ম্ম-চক্ষুর সম্মুখে নিয়তই প্রকাশ পাইতেছে, তেমনি জ্ঞান-চক্ষুর নিকটে অতি বিচিত্র ভাবে নানা বিষয়যুক্ত প্রকাণ্ড অধ্যাত্ম-জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। চর্ম্ম-চক্ষু উন্মীলিত থাকিলে যেমন জড়-জগতের সত্তা সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলেই অন্তর্জগতের সত্তা অতি সুন্দররূপে জ্ঞান-চক্ষুর গোচর হইয়া পড়ে। চর্ম্ম-চক্ষু বাহ্য জগতের স্থূল পদার্থ দেখিতে পাইলেই তাহার দৃষ্টি-ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হয়, জ্ঞান-চক্ষু জড়-জগৎ এবং অধ্যাত্ম-জগতের সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম, ভৌতিক অভৌতিক পদার্থ যতই সন্দর্শন করে, ততই তাহার দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়। চর্ম্ম-চক্ষুর যাহা কিছু অধিকার এবং যাহা কিছু কর্ত্তৃত্ব আছে, এই জড়-জগতের বাহ্য পদার্থ ভিন্ন আর কিছুতেই নাই, জ্ঞান-চক্ষুর অধিকার এবং কর্ত্তৃত্ব জড়-জগৎ এবং অন্তর্জগৎ উভয় জগতেই বিদ্যমান। চর্ম্ম-চক্ষু যে সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়, তাহা জড়-জগতের স্থূল সৌন্দর্য্য ব্যতীত আর দ্বিতীয় নহে, জ্ঞান-চক্ষু জড়-জগৎ এবং অন্তর্জগতের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য যতই অবলোকন করে ততই পরিতৃপ্ত হয়। চর্ম্ম-চক্ষু দেশ-কালে সংকীর্ণভাবে আবদ্ধ থাকিয়া তাহার দর্শন-কার্য্য সম্পন্ন করে, জ্ঞান-চক্ষু অতি ব্যাপক এবং অতি প্রশস্তভাবে স্বীয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করত অতি দূরবর্ত্তী দেশকাল আপনার আয়ত্ত করে। চর্ম্ম-চক্ষু বাহ্য জগৎ লইয়া অহরহ ব্যাপৃত রহিয়াছে, এই হেতু বাহ্য জগতের সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধ, জ্ঞান-চক্ষু অন্তর্বাহ্য উভয় জগৎ লইয়া সর্ব্বক্ষণ কার্য্য করিতেছে এই জন্য উভয় জগতের সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধ। এই উভয় জগতের সঙ্গে জ্ঞান-চক্ষুর যে সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা সংবর্দ্ধন করাই চর্ম্ম-চক্ষুর কার্য্য। এই

* বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।

হেতু চর্ম্ম-চক্ষু জ্ঞান-চক্ষুর অধীন থাকিয়া তাহার দৃষ্টিকে প্রশস্ত করিবার উদ্দেশে সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত রহিয়াছে, জ্ঞান-চক্ষু চর্ম্ম-চক্ষুর সাহায্যে বাহ্য জগতের পরিপাটী শৃঙ্খলা এবং অন্তর্জ্জগতের অত্যাশ্চর্য্য নিয়ম সন্দর্শন করিয়া আপনার দৃষ্টিকে আপনিই উজ্জ্বল করিতেছে। জ্ঞান-চক্ষুর দৃষ্টি এই প্রকারে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইলে যখন জড়-জগৎ এবং অধ্যাত্ম জগতের প্রকৃতি বিশদরূপে তাহার সন্নিধানে প্রকাশিত হয়, তখন প্রত্যক্ষ রূপে দেখিতে পাওয়া যায়, উভয় জগতে প্রতিনিয়ত যে সকল কার্য্য সংঘটিত হইতেছে, তত্তাবৎ কার্য্য-সম্বন্ধে যেমন নিয়ম, তেমনি নিয়ম সম্বন্ধে এক নিয়ন্তা বিদ্যমান রহিয়াছেন। কার্য্যের মূলে নিয়ম থাকাতেই কার্য্য এবং নিয়মের মধ্যে যেমন অব্যবহিত যোগ, নিয়মের মূলে নিয়ন্তা বিদ্যমান থাকাতেই নিয়ম এবং নিয়ন্তার মধ্যেও তেমনি অব্যবহিত যোগ। এইরূপ যোগ থাকাতেই কি বাহ্য জগৎ কি অন্তর্জ্জগৎ উভয় জগতের অনির্ব্বচনীয় শোভা সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপ যোগ যদি না থাকিত, তবে কোথায় বা সৌর জগতের অত্যাশ্চর্য্য পারিপাট্য, কোথায় বা অগণ্য-নক্ষত্র-খচিত প্রসারিত আকাশমণ্ডলের নিরূপম সৌন্দর্য্য, কোথায় বা সুধাকর চন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্নার অপূর্ব্ব কান্তি, কোথায় বা অত্যুচ্চ অভ্রভেদী তুষারাবৃত পর্ব্বতশৃঙ্গের অকৃত্রিম শোভা, কোথায় বা মেদিনীর মেখলাসদৃশ অতলস্পর্শ মহাসমুদ্রের সূর্য্যকিরণ-বিম্বিত বিবিধ বর্ণের বিচিত্রতা, কোথায় বা পুষ্পফল-সুসজ্জিত গগন-স্পর্শী উদ্ভিদরাজ্যের সুরঞ্জিত লাবণ্য, কোথায় বা সহস্র জন নয়, লক্ষ জন নয়, কোটি জন নয়, অসংখ্য অসংখ্য নরনারীর ভিন্ন ভিন্ন মুখশ্রী, কোথায় বা বিবিধ বর্ণযুক্ত অমূল্য মণি মানিক্যের উজ্জ্বল দীপ্তি। জড় জগৎ এইরূপ বহুবিধ বাহ্য শোভা সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া রহিয়াছে। এই সকল শোভা সৌন্দর্য্য চর্ম্ম-চক্ষে সন্দর্শন করিয়া যখন বিজ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করি, তখনই দেখিতে পাই যে, যে সর্ব্বাধিপতি বিশ্বনিয়ন্তার অখণ্ড নিয়মে এই জড় জগৎ শাসিত হইতেছে, সেই সর্ব্বাধিপতি বিশ্বনিয়ন্তার অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে অধ্যাত্ম জগৎ নিয়মিত হইতেছে। পার্থিব রাজার রাজ-নিয়মের পরিবর্ত্তন হয়, ব্যবস্থার ব্যভিচার হয়। আজ যাহা নিয়ম বলিয়া অবধারিত হইল, কাল তাহা অনিয়মে পরিণত হয়, আজ যাহা ব্যবস্থা বলিয়া বিধিবদ্ধ হইল, কাল তাহা অব্যবস্থা বলিয়া রহিত হয়, আজ যে নিয়ম-পত্র বাহির হইয়া দেশ দেশান্তরে বিঘোষিত হইল, কাল সে নিয়মপত্র অনুসারে কার্য্য হয় না। পার্থিব রাজার রাজ-নিয়ম দিন দিন এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, দিন দিন নূতন ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইতেছে। কেবল পরিবর্ত্তন নয়, কেবল নূতন হইতেছে না, তাহা ব্যভিচার এবং পক্ষপাতিতা-দোষে দূষিত হওয়ায়, ধনীর পক্ষে একরূপ, নির্ধনের পক্ষে অন্যরূপ, বলবানের প্রতি একরূপ, দুর্ব্বলের প্রতি অন্যরূপ। যে ব্যক্তি সাধু তিনিই এখানকার রাজ-শাসনে হয় ত দণ্ডিত হন, যে ব্যক্তি অসাধু তিনিই ছল-কৌশলে, মিথ্যা-প্রবঞ্চনায় গুরু দোষ হইতে হয় ত পরিত্রাণ পান। যিনি যে বস্তুর প্রকৃত স্বত্ববান্, তিনি হয় ত এখানকার রাজার বিচারে সে বস্তুর স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হন। আর যাহার যে বস্তুতে কোন স্বত্ব নাই, সে সেই বস্তুর যথার্থ স্বত্ববান্ বলিয়া অবধারিত হয়। যাহা সত্য, তাহাই হয় ত এখানে মিথ্যা এবং যাহা মিথ্যা, তাহাই হয় ত এখানে সত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। পার্থিব রাজার রাজ-নিয়মের এইরূপ অবস্থা। এখানকার বিচারের এইরূপ

ভাব। ত্রিভুবন-পালক বিশ্বপতির রাজ্যে যে নিয়ম একবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কস্মিন্ কালে তাহার পরিবর্ত্তন নাই, তিনি যাহা বিচার করেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রম নাই, প্রমাদ নাই, মোহ নাই, অজ্ঞানতা নাই। কেন না তিনি নিজে অপরিবর্ত্তনীয়-স্বভাব, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই একমাত্র ন্যায়বান্ রাজা ও মঙ্গলময় বিধাতা। তিনি যাহা বিধান করেন তাহা ব্যতিক্রম হইবার নহে। যাঁর বিধানে জন্ম, তাঁরই বিধানে মৃত্যু, যাঁর বিধানে বৃদ্ধি, তাঁরই বিধানে ক্ষয়, যাঁর বিধানে উৎপত্তি, তাঁরই বিধানে নিবৃত্তি। এই জড় বস্তু সম্বন্ধে জন্ম-মৃত্যু, বৃদ্ধি-ক্ষয় এবং উৎপত্তি-নিবৃত্তির মধ্যে যেমন বাহ্য জগতের শোভা সৌন্দর্য্যের অভাব নাই, তেমনি অন্তর্জগতের পুণ্য-পাপ সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ নানাবিধ অবস্থা সত্ত্বেও যদি জ্ঞান ও ধর্ম্ম-বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব থাকে, তবে আত্মার শোভা সৌন্দর্য্যের বিনাশ নাই। আত্মার শোভা সৌন্দর্য্য যদ্দ্বারা রক্ষা পাইতেছে, তাহাই বিধাতার জ্ঞান ও ধর্ম্মের বিধান। এইরূপ বিধান যদি না থাকিত, তবে কোথায় বা তপস্যার অপরাজিত স্বর্গীয় বল, কোথায় বা পতিপত্নীর মধ্যে নিষ্কলঙ্ক প্রেম, কোথায় বা হৃদয়-বন্ধুর অকৃত্রিম প্রণয়, কোথায় বা পুত্র-কন্যার অবিচলিত শ্রদ্ধা ভক্তি, কোথায় বা জনক-জননীর অনিবার্য্য স্নেহ মমতা, কোথায় বা নিঃস্বার্থ পরোপকার, কোথায় বা চিরস্থায়ী কীর্ত্তি-স্বরূপ বিদ্যালয় সংস্থাপন, কোথায় বা ধর্ম্ম-মন্দির-প্রতিষ্ঠা, কোথায় বা নিরাশ্রয়ীর আশ্রয় জন্য আতিথ্যকার্য্য। জ্ঞান ও ধর্ম্মের বিধান থাকাতেই এইরূপ বহুবিধ হিতানুষ্ঠান দ্বারা অন্তর্জগৎ শোভা সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত হয়। মনুষ্য যখন আপনার সৌন্দর্য্য আপনিই জ্ঞান-নেত্রে দেখিতে পান তখনই পরমাত্মার অলৌকিক সৌন্দর্য্য তাহার চিত্তকে আকর্ষণ করে। পরমাত্মার অলৌকিক সৌন্দর্য্য জীবাত্মার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের সঙ্গে যখন একত্রিত হয়, তখনই জীবাত্মার প্রকৃত আনন্দ, তখনই তাহার মুক্তি।

বৈদিক আর্য্যসমাজ।

আর্য্যসমাজ শিরোমণিদিগের যে ষড়ঙ্গ বেদ অর্থজ্ঞানের সহিত অধ্যয়ন করিতে হইত তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। নিরুক্তকার যাস্ক বেদ-বিষয়ে আস্থা প্রদর্শনার্থ যে সমস্ত ঋক উদাহরণ দিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে নিবেশিত করিতেছি। বৈদিক আর্য্যসমাজ-প্রবন্ধে বেদ লইয়া এত বহূক্তি করিবার প্রয়োজন এই যে, পাঠকগণ প্রবন্ধের প্রয়োজন এবং সম্বন্ধ জানিতে না পারিলে তৎপাঠে প্রবৃত্ত হয়েন না, অতএব প্রবন্ধারম্ভে প্রয়োজন, সম্বন্ধ প্রভৃতি বলা আবশ্যক।

"জ্ঞাতার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে।
গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ॥'

এক্ষণে বেদপ্রশংসা কীর্ত্তন করা যাইতেছে।

(১) "স্থাণুরয়ং ভারহার কিলাভূৎ অধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোর্থং। যোর্থজ্ঞঃ ইহ সকলং ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা। যদ্গৃহীতং অবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দাতে অনগ্নৌ ইব শুষ্কেধোন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ॥'

যে ব্যক্তি বেদের অর্থগ্রহ না করিয়া বেদপাঠ করেন তিনি কেবল বেদের ভার বহন করেন। কিন্তু যিনি বেদের অর্থজ্ঞ তিনি ইহলোকে সকল শ্রেয়োলাভ করেন এবং সেই জ্ঞান দ্বারা পাপক্ষয় হইলে মৃত্যুর পর স্বর্গ প্রাপ্ত হয়েন। যেরূপ অগ্নিরহিত প্রদেশে প্রক্ষিপ্ত শুষ্ক কাষ্ঠ কদাপি প্রজ্বলিত হয় না তদ্রূপ আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট বেদবাক্য অর্থজ্ঞান ব্যতিরেকে পুনঃ পুনঃ পঠিত হইলেও তাহা স্বর্গ প্রকাশ করে না। সুতরাং বেদের অর্থজ্ঞান অত্যাবশ্যক।

(২) যে অর্ব্বাঙ্ উত যে পুরাণে বেদং বিদ্বাং সমভিতোবদন্তি আদিত্যমেব তে পরিবদন্তি সর্ব্বে অগ্নিং দ্বিতীয়ং তৃতীয়ঞ্চ হংসং। যাবতীর্বৈ দেবতাস্তা সর্ব্বা বেদবিদি ব্রাহ্মণে বসন্তি। তস্মাৎ ব্রাহ্মণেভ্যঃ বেদবিদ্ভ্যঃ দিবে দিবে নমস্কুর্য্যাৎ নাশ্লীলং কীর্ত্তয়েৎ এতা এব দেবতা প্রীণাতি।

যে পুরুষগণ বিদ্যামদে ধনমদে বা কুলমদে মত্ত হইয়া পুরাতন কালে উৎপন্ন এবং অর্ব্বাচীন কালে উৎপন্ন চতুর্দ্দশ-বিদ্যাস্থান-কুশল * বেদবিদ্বান অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিন্দা করেন তাহারা প্রথমে আদিত্যকে দ্বিতীয় অগ্নিকে এবং তৃতীয় বায়ুকে নিন্দা করেন। বেদজ্ঞ বিপ্র আদিত্য অগ্নি ও বায়ুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়েন। কেবল এই দেবতাত্রয় নহে কিন্তু দেবগণ বেদবিৎ বিপ্রের শরীরে বাস করেন। অতএব বেদবিৎ বিপ্রকে দেখিয়া বা স্মরণ করিয়া প্রতিদিন নমস্কার করা উচিত। তাঁহাদিগের দোষ সত্ত্বেও তৎকীর্ত্তন করিবে না। এইরূপ আচরণ করিলে তত্তন্মন্ত্রার্থভূত দেবতা সকল সন্তুষ্ট হয়েন। ইহা কেবল বেদাধ্যায়ীকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত হয় নাই, কিন্তু বেদবিদ্বান ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে। এবং তৈত্তিরীয় সংহিতাভাষ্যে বেদার্থপ্রকাশে লিখিত আছে যে, বেদশাস্ত্র ইষ্ট প্রাপ্তির এবং অনিষ্ট পরিহারের অলৌকিক উপায় জ্ঞাপন করে সুতরাং সম্যক্ উপাদেয়।

উতত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচং উতত্বঃ শৃন্বন্ ন শৃণোত্যেনাং। উতো তস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েব পত্যে উশতী সুবাসা।

যে ব্যক্তি ব্যাকরণ না জানিয়া বেদপাঠ করেন তিনি পাঠমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া বেদবাক্য সম্যক্ দেখিতে সমর্থ হয়েন না, কারণ ব্যাকরণ জ্ঞান ব্যতীত পাঠশুদ্ধি নির্ণয় করা যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি ব্যাকরণজ্ঞানবিশিষ্ট কিন্তু মীমাংসা জ্ঞান ব্যতিরেকে বেদপাঠ করেন তিনি বেদবাক্য সম্যক্রূপে শ্রবণ করিতে পারেন না, যেহেতু অনেক স্থলে মীমাংসাবোধ না থাকিলে সন্দেহনিরসন হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি ব্যাকরণ এবং মীমাংসা জানেন তিনি বেদের প্রকৃত স্বরূপগ্রহ করিতে সমর্থ হয়েন।

(৪) উতত্বং সখ্যে স্থিরপীতমাহুর্নৈনং হিন্বন্ত্যপি বাজিনেষু। অধেন্বা চরতি মায়য়ৈষ বাচং শুশ্রুবান ফলামপুষ্পাম্।

অভিজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন যে চতুর্দশ-বিদ্যাস্থাননিপুণ ব্যক্তি বেদরূপ বাক্যের সখ্যে অবস্থিতি করিয়া বেদোক্ত অর্থামৃত পান করেন, কোন ব্যক্তিই তাঁহার সহিত বিবাদ করিতে সমর্থ হয়েন না, সুতরাং বাগীশ্বরপ্রগল্ভ সভাস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যেও কেহ তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন না। কিন্তু যে ব্যক্তি পাঠমাত্ররত হইয়া বেদের পূর্ব্ব এবং উত্তর কাণ্ড অধ্যয়ন করেন তিনি পরমপুরুষার্থ লাভে অক্ষম হয়েন। যদ্রূপ ইন্দ্রজাল-নির্ম্মিত গাভি সদৃশ মায়ারূপ গাভি হইতে ক্ষীর প্রাপ্ত হওয়া যায় না তদ্রূপ ফলপুষ্পরহিত বেদবাক্য হইতে শ্রেয়োলাভ হয় না। বেদের পূর্ব্বকাণ্ডোক্ত ধর্ম্মের জ্ঞান পুষ্প এবং উত্তরকাণ্ডোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান ফল। সুতরাং বেদের অর্থজ্ঞান অতীব আবশ্যক।

(৫) ছন্দোগ ব্রাহ্মণেরা বলেন,

যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি।

অর্থজ্ঞান এবং শ্রদ্ধার সহিত যাহা সম্পাদিন করা যায় তাহা বলবত্তর হইয়া থাকে। শ্রুতিও আছে,

নাবেদবিৎ মনুতে তং বৃহন্তঃ

যিনি বেদজ্ঞ নহেন তিনি সর্ব্বব্যাপা বৃহৎ ব্রহ্মকেও জানিতে পারেন না।

ইত্যাদিরূপ বেদশাস্ত্রের প্রশংসা হিন্দু-শাস্ত্র নিবহের সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়, কিন্তু নিন্দা

* চতুর্বেদ, ষড়ঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়শাস্ত্র, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র এই চতুর্দশ বিদ্যা।

কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতএব বেদশাস্ত্র যে চিরকাল হিন্দুসমাজে অভ্রান্ত এবং প্রমাণ বলিয়া মান্য এবং গণ্য হইয়া আসিয়াছে তাহা নিশ্চিতরূপে প্রতিপাদিত হইল।

বেদবিভাগ বিষয়ে পূর্ব্বে বহুবিধ মত আলোচনা করা গিয়াছে, এক্ষণে তদ্বিষয়ে আমাদিগের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা যাইতেছে। বেদের বিভাগ বিবিধ। প্রথমতঃ বেদ কৢপ্ত এবং কল্প্য ভেদে দুই প্রকার।

যা তু প্রত্যক্ষতঃ প্রতিপদ্যতে সা কৢপ্তা।

যাহা প্রত্যক্ষ প্রতিপন্ন হইতেছে তাহা কৢপ্ত শ্রুতি। যথা—

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্।

প্রাচীন ঋষিরা ঈশ্বর-প্রণোদিত হইয়া যে সকল স্তবস্তুতি করিয়া গিয়াছেন এবং যাহা অক্ষর-গ্রথিত হইয়াছে তাহার নাম বেদ বা কৢপ্ত শ্রুতি। ইহা ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ব্ববেদ প্রভেদে চতুর্বিধ। যাঁহারা বলেন বেদ অনন্ত (অর্থাৎ অনন্তবাদীরা) তাঁহাদিগের মতে বেদের কৢপ্ত শ্রুতি ব্যতীত আর শ্রুতি আছে। যত সদাচার আছে সমস্ত বেদমূলক। অবশিষ্ট শ্রুতির নাম কল্প্য শ্রুতি।

যা তু স্মৃতিসদাচারাভ্যাং অনুমীয়তে সা কল্প্যশ্রুতিঃ।

স্মৃতি এবং সদাচার দ্বারা যে শ্রুতির অনুমান করিতে হয় তাহার নাম কল্প্য শ্রুতি। সদাচারমূলক বচন সমুদায় বেদে দৃষ্ট হয় না, সুতরাং সেইরূপ শ্রুতি কল্পনা করিতে হইবেক। সদাচার দেশভেদে এবং কালভেদে অনন্ত, সুতরাং তন্মূল-স্বরূপে কল্প্য শ্রুতি অনন্ত। স্মৃতিশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় সমস্ত দেবমূলক নহে, সুতরাং শ্রুতি কল্পনা করিতে হইল। প্রাচীন ঋষিগণ বেদের দোহাই দিয়া সদাচার সমূহ সমাজে প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। দায়ভাগে হোলাকাধিকরণ নামক একটি প্রকরণ মীমাংসা হইতে গৃহীত হইয়াছে। পশ্চিমদেশীয়েরা হোলি করিত না কিন্তু পূর্ব্বদেশীয়েরা হোলি করিত। সুতরাং পূর্ব্বদেশে "হোলাকা কর্ত্তব্য" ইত্যাকার একটি শ্রুতি কল্পনা করিতে হইয়াছে। সদাচার সমর্থন এবং সমাজে তদনুষ্ঠান প্রচারের নিমিত্তই কল্প্য শ্রুতির আবিস্কার হয়। কিন্তু কালসহকারে কল্প্য শ্রুতি কুসংস্কারের মূল হইয়া উঠিল। জিগীষাপরবশ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি মাত্রেই বেদের নাম করিয়া বিবিধ কুসংস্কার সমাজে প্রচলিত করিলেন। সামাজিকেরা বেদের নাম শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলেন, প্রচলিত আচারের সদসদতা বিষয়ে দৃক্পাতও করিলেন না। অতএব যেখানে দেখা যাইবে "শ্রুতিরেব প্রমাণম্" অর্থাৎ শ্রুতি কল্পিত হইল তথায়ই বুঝিতে হইবে যে উহা বেদমূলক নহে। পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের এই প্রভেদ জানা অতি প্রয়োজনীয়।

কৢপ্ত শ্রুতি গ্রন্থভেদানুসারে চতুর্বিধ—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ব্ববেদ। কিন্তু মন্ত্রভেদানুসারে ত্রিবিধ—ঋক্মন্ত্র, যজুর্মন্ত্র এবং সামমন্ত্র। বৃত্তবদ্ধ মন্ত্রের নাম ঋক্, গীতবিশিষ্ট মন্ত্র সাম এবং গদ্যে বিবৃত মন্ত্র যজুষ্। দ্বিতীয়তঃ, বেদ মন্ত্রকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড ভেদে দ্বিবিধ। জ্ঞানকাণ্ড উপনিষৎ। বেদ আবার মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ ভেদে দ্বিবিধ। ব্রাহ্মণভাগ আবার বিধি এবং অর্থবাদ ভেদে দ্বিবিধ। ইত্যাদি বিবিধ প্রণালী অনুসারে বিবিধ ভেদ সাধিত হইতে পারে। অনুষ্ঠানস্মারক যাজ্ঞিক সমাখ্যানের নাম মন্ত্র। বিধিভাগ অপ্রবৃত্তপ্রবর্ত্তক এবং অজ্ঞাতজ্ঞাপক ভেদে দ্বিবিধ। অজ্ঞাতজ্ঞাপক ভেদের নাম উপনিষৎ।

বেদের নিত্যত্ব-বিচার পূর্ব্বে বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে এক্ষণে তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত

এই। বেদের প্রত্যেক মন্ত্রের পূর্ব্বেই এই মন্ত্র অমুক ঋষির প্রণীত উক্ত আছে। নিত্যত্ববাদীরা বলেন যে, ঐ ঋষি ঈশ্বরপ্রণোদিত হইয়া উক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন মাত্র। অথবা বেদমন্ত্র স্বয়ং ব্যক্ত হইবার জন্য উক্ত ধর্ম্মাত্মা ঋষিবিশেষের কণ্ঠ আশ্রয় করিয়াছিল। এ মতে আপত্তি এই যে, বেদে যাহা লিখিত আছে তাহা কি ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া বোধ হয় অথবা কোন ঋষির বাক্য বলিয়া বোধ হয়। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র দেখ। এইটি কি ঈশ্বরের বাক্য হইতে পারে? ঈশ্বর কি বলিবেন যে 'আমি অগ্নিকে পূজা করিব। এক জন ভক্ত ঋষি ঐরূপ বলিতে পারেন যে আমি অগ্নিদেবকে স্তব করিতেছি, কিন্তু ঈশ্বর কিরূপে উহা বলিবেন। পুনর্ব্বার উত্তর কাণ্ডের আলোচনা করা যাউক। কঠোপনিষদের প্রথম বাক্য দেখিলে কি বোধ হয় যে উহা ঈশ্বরের বাক্য? উশনার নচিকেতা নামে পুত্র ছিল, ইহা কি নিত্য-বাক্য অথবা ঈশ্বরের বাক্য? যিনি যতই কেন বিচার করুন না, পূর্ব্বোক্ত বাক্যদ্বয় কখনই ঈশ্বরের বাক্য বা নিত্য বাক্য হইতে পারে না। তবে বেদের নিত্যতা শব্দের অর্থ কি? বেদের বর্ণরচনা নিত্য নহে কিন্তু বেদের বিধি এবং উপদেশ নিত্য। অহিংসা পরম ধর্ম্ম এই উপদেশ নিত্য। কঠোপনিষদের নিম্নলিখিত উপদেশটি চিরকাল বিদ্যমান, যে সময়েই উহা লিখিত হউক না কেন। যথা—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথা রসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥

এইরূপ কঠোপনিষদের অন্যান্য সদুপদেশ চিরকাল বিদ্যমান আছে। অতএব বেদমন্ত্রের অন্তর্নিহিত পরম তত্ত্ব সকল নিত্য এবং তজ্জন্যই বেদ নিত্য। এরূপ বলিলে যে, সকল মন্ত্র বা বাক্য নিত্য উপদেশযুক্ত তাহা বুঝায় না। বেদরচনা যে নিত্য নহে তাহা প্রাচীন পণ্ডিতেরা স্বীকার করিতেন। কালিদাস বশিষ্ঠ ঋষিকে মন্ত্রকৃৎ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার টীকাকার মল্লিনাথ মন্ত্রকৃৎ শব্দের মন্ত্রস্রষ্টা অর্থ করিয়াছেন। সৃষ্টিশব্দের অর্থ অভূতপূর্ব্ব পদার্থের উৎপাদন। তাহা হইলে ইহাঁদিগের মতে বেদ ঋষিদিগের সৃষ্টি। মন্ত্র শব্দে বাক্যরচনা বুঝিতে হইবেক, উপদেশ নহে। বেদপ্রণেতা ঋষিগণ অরণ্যবাসী তপস্বী ছিলেন না। তাঁহারা পদে পদে আপনাদিগের জন্য অর্থ, ধান্য, পুত্র, গৃহ, গো, অশ্ব, রত্ন, প্রভৃতি প্রার্থনা করিতেন। সুখবৃদ্ধির নিমিত্ত এবং শত্রুনিপাতের নিমিত্ত তাঁহারা বারংবার দেবতাস্তব করিতেন। এই সকল কি বনবাসী তপস্বীদিগেব প্রার্থনা? সুতরাং বৈদিক ঋষিগণ কেবল মাত্র তাপসধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না। তৎকালে বৈদিক ভাষা কথোপকথনে ব্যবহৃত হইত। ক্রমে ভাষার পরিবর্ত্ত হইল; ব্যাকরণের সূত্র রচিত হইল, এবং সংস্কৃত ভাষা নূতন শ্রীধারণ করিল। বৈদিক ভাষা অবোধগম্য হইয়া উঠিল। সুতরাং পাণিনি তাহার ব্যাকরণ এবং স্বরপ্রক্রিয়া রচনা করিলেন। যাস্ক তাহার দুরূহ শব্দ সমূহের অর্থ লিখিলেন। পিঙ্গল তাহার ছন্দ বিবৃত করিলেন। আশ্বলায়ন প্রভৃতি তাহার অনুষ্ঠানোপযোগি কল্পসূত্র রচনা করিলেন। পরাশর তাহার কালসিদ্ধির নিমিত্ত জ্যোতিষ সূত্র বিবৃত করিলেন। অতঃপর বেদব্যাস বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিলেন। পরবর্ত্তী ঋষিগণ বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ নির্ম্মাণ করিলেন। ক্রমশঃ উপনিষদের রচনা আরম্ভ হইল। এইরূপে বেদ সম্পূর্ণ হইল। অনেকে বেদের টীকা লিখিলেন। তন্মধ্যে মহীধরের বিরচিত বেদদীপ নামক

শুক্ল যজুর্ব্বেদের কৃষ্ণ ভাষ্য এবং সায়নাচার্য্য-বিরচিত ঋগ্বেদ, কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ এবং সামবেদের বেদার্থপ্রকাশ নামক ভাষ্য সর্ব্ব-প্রসিদ্ধ। বেদ যে ঋষিদিগের রচনা তাহা পর প্রস্তাবে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করা যাইবেক।

ভগবদ্গীতা বিষয়ে বক্তৃতা।

(জাতীয় সভায় অভিব্যক্ত)

৪০৪ সংখ্যা পত্রিকার ২২৬ পৃষ্ঠার পর।

অর্জ্জুনের মোহ বর্ণনা অতি সুন্দর, ও তাহাতে বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। সে বর্ণনাটী উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগের নিকট পাঠ করিতেছি।

এবমুক্তোহৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমং॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাং।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথপিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা॥
শ্বশুরাঃ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্॥
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ।

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্‌চৈব পরিদহ্যতে॥
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব॥
ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জ্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নোরাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ॥
তইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন॥
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন॥
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্॥
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব॥

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ইহা কহিলে পর উভয় পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যস্থলে অথচ ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য এবং অন্যান্য রাজাদিগের সম্মুখে অর্জ্জুনের মনোজ্ঞ রথ স্থাপিত করিয়া বাসুদেব কহিলেন, "হে পার্থ! অবস্থিত কুরুগণকে দর্শন কর।" তৎপরে অর্জ্জুন দুই দল অবলোকন করিয়া দেখিলেন পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, মিত্র, শ্বশুর এবং উপকারী, সকল লোক সমর করণার্থ সংগ্রামস্থলে আগত হইয়াছেন। উভয় দলে এই সকল বন্ধুকে দেখিয়া অতিশয় কৃপাতে অভিভূত হইয়া অর্জ্জুন বিষণ্ণভাবে কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! যুদ্ধইচ্ছায় দণ্ডায়মান এই বন্ধুগণকে দেখিয়া আমার হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইল এবং মুখ-শোষ হইতেছে। আমার শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে এবং হস্ত হইতে গাণ্ডীব ধনুঃ পতিত হইতেছে, আর শোকাগ্নি শরীরের চর্ম্মদাহ করিতেছে। হে কেশব! যে সকল কারণে অমঙ্গল ঘটে তাহাই দেখিতেছি, তাহাতে আমার মন যেন ঘুরিতেছে অতএব আমি আর তিষ্ঠিতে পারি না। সংগ্রামে আত্মীয়গণকে বিনাশ করিয়া উত্তম ফল কি হইবে তাহা দেখি না। হে কৃষ্ণ! জয়, রাজ্য, সুখভোগ, ইহার কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষা নাই। আমরা যাঁহাদিগের নিমিত্ত রাজ্য সুখভোগাদির আকাঙ্ক্ষা করি তাঁহারা এই সকল লোক; আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক এবং স্বসম্পর্কীয় মনুষ্য। হে গোবিন্দ! ইহাঁরাই প্রাণ ধন পরিত্যাগ স্বীকার করিয়া যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছেন, তবে আর আমার-

দিগের রাজ্য ও সুখভোগ এবং জীবনেতে কি প্রয়োজন আছে? হে মধুসূদন! যদ্যপি ইহাঁরা আমারদিগকে আঘাতও করেন, আর স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল পর্য্যন্তও অধিকার পাই, তথাচ আমি ইহাঁরদিগের বধ ইচ্ছা করি না, তাহাতে এক পৃথিবীর নিমিত্ত দুর্য্যোধনাদিকে নষ্ট করিয়া আমারদিগের কি প্রিয় কার্য্য হইবে? এই সকল বক্তিদিগকে নষ্ট করিলে আমারদিগকে পাপ আশ্রয় করিবে, অতএব ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ত্রাদিকে বন্ধুবর্গ সহিত নষ্ট করিতে আমরা সমর্থ নহি। হে মাধব! আমরা কিরূপে আত্মীয়গণের বিনাশ করিয়া সুখী হইব।”

আমরা প্রথমে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান বিষয়ে ভগবদ্গীতার কি মত তাহা বলিব, পরে তদানীন্তন কালে ভগবদ্গীতা দ্বারা ধর্ম্ম-বিষয়ে মতের কিরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইবার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা বলিব, তৎপরে অন্যান্য দেশীয় ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে ভগবদ্গীতা কি কি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তাহা বলিব। পরিশেষে সংশয়বাদ এবং এই ভোগ-বিলাসের কালে ভগবদ্গীতা পাঠের উপকারিত্ব বর্ণনা পূর্ব্বক উপসংহার-স্থলে তাহার প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া বক্তৃতা সমাপন করিব।

ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে ভগবদ্গীতার মত অতি উচ্চ। ভগবদ্গীতার এক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ঈশ্বর

“পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুং॥”

১০ম, ১২।

“পরব্রহ্মই পরম ধাম, তিনি পরম পবিত্র, পুরুষ অর্থাৎ আত্মা, মুক্ত, জ্যোতির্ম্ময়, আদিদেব, জন্মরহিত, সর্ব্বব্যাপা হয়েন।”

“জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং।
ভূত ভর্ত্তৃচ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতং॥”

১৩শ, ১২-১৭।

তাঁহাকে জানিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, তিনি উৎপত্তিরহিত এবং বিধি-নিষেধের বিষয় নহেন। তিনি অচিন্তনীয় শক্তি দ্বারা সর্ব্বত্র হস্ত-পদ-বিশিষ্ট এবং সর্ব্বত্র চক্ষু মস্তক ও মুখযুক্ত এবং সর্ব্বত্র কর্ণময় হইয়া লোকে সর্ব্বব্যাপকরূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ প্রকাশ করেন কিন্তু নিজে সকল ইন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত; তিনি স্বয়ং আসক্তি-শূন্য তথাচ সকলকে ধারণ করিতেছেন, এবং নিজে নির্গুণ হইয়াও সত্ত্বাদি সকল গুণের পালন করেন। তিনি স্থাবর জঙ্গম সমুদায় প্রাণির বাহিরে এবং মধ্যে অবস্থিত, এবং সকলের কারণ প্রযুক্ত তিনিই চরাচর সমুদায়; কিন্তু অতি সূক্ষ্ম, এই কারণে স্পষ্টরূপে জ্ঞানের গোচর হয়েন না, তিনি দূরে তিনি নিকটে তিনি সকলের কারণ, এ প্রযুক্ত কোন প্রাণি হইতে ভিন্ন নহেন, কেবল কার্য্যরূপে ভিন্নের ন্যায়। তিনি সকলের প্রতিপালক ও সকলের সংহারক, তিনি প্রভু, তিনি সর্ব্বব্যাপী। তিনি সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতিঃ-পদার্থ সকলের প্রকাশক, তিনি অন্ধকারের অতীত, তিনি জ্ঞান-স্বরূপ, জ্ঞানগোচর এবং জ্ঞানগম্য ও সকল প্রাণির হৃদয়ে সর্ব্বনিয়ন্তা স্বরূপে অবস্থিত।”

যদ্যপি এই কয়েকটী ও পূর্ব্বোক্ত শ্লোক উপনিষদকে আদর্শ করিয়া লিখিত কিন্তু ইহাতে ভগবদ্গীতা-রচয়িতা নিজের ক্ষমতা

অল্প প্রদর্শন করেন নাই। ঈশ্বরের এরূপ মহোচ্চ বর্ণনা কেবল প্রাচীন আর্য্যেরা করিতে পারিতেন। ঈশ্বর আমাদিগের পরম আবাস-স্থান; সকল স্থানেই তাঁহার চক্ষু, তিনি সকল দেখিতেছেন; সকল স্থানেই তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল শুনিতেছেন; তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ-প্রকাশক, কিন্তু নিজে সকল ইন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত, তিনি নির্গুণ অর্থাৎ ভৌতিক ও মানসিক গুণবর্জ্জিত, অথচ তিনি সকল গুণের প্রতিপালক; তিনি দূরে, তিনি নিকটে; তিনি সকল পদার্থের কারণ, অতএব তিনি সকল পদার্থ হইতে ভিন্ন নহেন; সকল পদার্থ তাঁহার কার্য্য, অতএব তিনি সকল পদার্থ হইতে ভিন্ন; তিনি জ্যোতির জ্যোতিঃ, সকল জ্যোতিষ্মান পদার্থ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইতেছে; তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। হৃদয় যেমন আমাদিগের নিকট পদার্থ এমন আর অন্য কোন পদার্থ নাই, তিনি হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব তিনি যেমন আমাদিগের নিকট এমন আর কেহ নহেন। মনুষ্য ইহা অপেক্ষা ঈশ্বরের স্বরূপ উচ্চ-রূপে বর্ণনা করিতে পারে কি না সন্দেহ।

আমার কোন বন্ধু ভগবদ্গীতার অন্তর্গত একটী স্তোত্রের সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া একটি স্তোত্রসার রচনা করিয়াছেন। তিনি তাহাতে একটিও নূতন শব্দ ব্যবহার করেন নাই কেবল গীতার উল্লিখিত স্তোত্রের সার শ্লোক সকল লইয়া তাহা রচনা করিয়াছেন। সে স্তোত্রসারটি এই—

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ং শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতোমে॥
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্তৃং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥
নমোনমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্যঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোস্তু তে সর্ব্বতএব সর্ব্ব॥
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোঽসি ততোসি সর্ব্বং।
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্॥
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েপ্যপ্রতিমপ্রভাবঃ।
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশ মীড্যম্॥

“তুমি মুমুক্ষু ব্যক্তির জ্ঞাতব্য পরম ব্রহ্ম, তুমি এই বিশ্বের উৎকৃষ্ট আশ্রয়, তুমি সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক, ও নিত্য পুরুষ। তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই এবং তোমার প্রভাবও অনন্ত। আমি দেখিতেছি, তোমার বাহু অনন্ত, চন্দ্র-সূর্য্য তোমার নেত্র এবং প্রদীপ্ত হুতাশন তোমার মুখ। তুমি স্বতেজে এই বিশ্বকে প্রদীপ্ত করিতেছ। তুমি আদি দেব, পুরাণ পুরুষ, তুমি এই বিশ্বের পরম নিধান, তুমি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, তুমি পরম ধাম। হে অনন্তস্বরূপ! তুমিই এই বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছ। তোমাকে সহস্র বার নমস্কার, পুনরায় তোমাকে সহস্র বার নমস্কার। হে সর্ব্বাত্মন্! তোমাকে সম্মুখে নমস্কার, তোমাকে পশ্চাতে নমস্কার। তুমি অনন্তপ্রভাব, তুমি অমিতবিক্রম, সকলই তোমার আয়ত্তাধীন, অতএব তুমি সর্ব্বস্বরূপ। তুমি চরাচর ভুবনের পিতা, তুমি পূজ্য ও সর্ব্বাপেক্ষা গুরু; ত্রিলোকে তোমার সমান কেহ নাই, তোমা অপেক্ষা অধিকও কেহ নাই। তোমার প্রভাব অসীম। তুমি স্তবনীয় ঈশ্বর, এই জন্য আমি তোমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।”

এরূপ গম্ভীর ও উচ্চ ভক্তিভাবের স্তোত্র অন্য দেশের ধর্ম্মগ্রন্থে পাওয়া সুকঠিন।

জগতের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ-বিষয়ে ভগবদ্গীতার কি মত তাহা অনুসন্ধান করিতে এক্ষণে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি।

ভগবদ্গীতার মতে ঈশ্বর জগৎ হইতে পৃথক্। জগৎ দুই প্রকার পদার্থে বিভক্ত; চেতন ও অচেতন। ঈশ্বর চেতন ও অচেতন পদার্থ সকল হইতে ভিন্ন।

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যোলোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥

"লোকে দুই পুরুষ প্রসিদ্ধ আছেন, এক ক্ষর অন্য অক্ষর। সকল পদার্থ ক্ষর আর কূটস্থ অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ জীব, যিনি ভোক্তা তিনি অক্ষর হয়েন। এই ক্ষর এবং অক্ষর হইতে যিনি ভিন্ন তিনি উত্তম পুরুষ, তাঁহাকে বেদে পরমাত্মা কহে, তিনিই সর্ব্বনিয়ন্তা নির্ব্বিকার এবং সকল প্রাণির হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া সকলকে পালন করেন। তিনি জড় পদার্থের অতীত অতএব লোকে এবং বেদে তাঁহাকে পুরুষোত্তম কহে।"

ভগবদ্গীতার মতে ঈশ্বর জগৎ হইতে ভিন্ন কিন্তু তাহার কোন কোন স্থানে জগৎ আর ঈশ্বর এক বলিয়া যে উল্লেখ আছে তাহার কারণ এই যে, মনুষ্য যখন ঈশ্বরের অপরিচ্ছিন্নতা সর্ব্বব্যাপিত্ব ও তাঁহার উপর জগতের একান্ত নির্ভর, অর্থাৎ এত নির্ভর যে ঈশ্বর যদি আপনাকে জগৎ হইতে পৃথক করিয়া লয়েন তাহা হইলে জগতের কিছুই থাকে না, গাঢ়রূপে আলোচনা করেন স্বভাবতঃ তাঁহার মুখ হইতে যে সকল বাক্য নিঃসৃত হয় তাহা সর্ব্বেশ্বরবাদের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত জগৎ স্থিতি করিতেছে। তিনি যদি আপনাকে জগৎ হইতে পৃথক করিয়া লয়েন তবে সকল বস্তুই বিপর্য্যস্ত ও বিপ্লুত হয়! ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে লিখিত আছে।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব॥

"হে ধনঞ্জয়! আমা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। যেমন গ্রথিত মণি সকল সূত্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে সেইরূপ এই জগৎ আমাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে।"

কি সুন্দর উপমা! মণি যেমন সূত্রেতে গ্রথিত থাকে তেমনি এই সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতু সকলই সেই সনাতন অনাদি পুরুষে গ্রথিত হইয়া আছে। যেমন মণি সূত্র হইতে বিযুক্ত হইলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে তেমনি ঈশ্বর হইতে এই সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সকল বিযুক্ত হইলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া একেবারে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়। জগত ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে কিন্তু ঈশ্বরের সম্যক্ সত্তা জগতে বদ্ধ নাই। তিনি যেমন জগত ব্যাপিয়া আছেন তেমনি জগতের অতীত হইয়াও স্থিতি করিতেছেন। তাঁহার অন্ত নাই, তিনি অনন্ত পুরুষ। "একাংশেন স্থিতোজগৎ।" জগৎ কোথায় তাঁহার এক কোণে পড়িয়া আছে। "একাংশেন স্থিতোজগৎ" ভগবদ্গীতার এই বাক্য ঈশ্বরের অনন্ত-স্বরূপ কি আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ করিতেছে! কেবল প্রাচীন আর্য্যেরাই এইরূপে ঈশ্বরের অনন্ত-স্বরূপ কীর্ত্তন করিতে পারিতেন।

জগৎ ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে, কিন্তু ঈশ্বর কোন সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত নহেন, তাঁহার অধিষ্ঠানে নিত্য নিয়মানুসারে জগতের সকল পদার্থ কার্য্য

করিতেছে কিন্তু তিনি কোন কার্য্যে লিপ্ত নহেন।

যথাকাশে স্থিতোনিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্র বেগবান্।
তথা সর্ব্বানি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ ৯ম,৬।

"সর্ব্বত্রগামী বায়ু যেমন আকাশে নিরন্তর থাকে অথচ আকাশের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই চরাচর সংসারও ঈশ্বরেতে সেইরূপ জানিবে।"

সাংসারিক পদার্থ সকল যে কার্য্য করিতেছে তাহা ঈশ্বরের কার্য্য নহে যে হেতু ঈশ্বর নিজে কোন সাংসারিক পদার্থ নহেন। ঈশ্বর সংসারের অতীত। আকাশ যেমন স্থির আছে কিন্তু চঞ্চল বায়ু তাহাতে সঞ্চরণ করে তেমনি ঈশ্বরে চঞ্চল সংসার স্থিতি ও কার্য্য করিতেছে কিন্তু তাহার চঞ্চলতা ঈশ্বরকে সংক্রামিত করিতে পারে না। ভগবদ্গীতা কি সুন্দর উপমা দ্বারাই ঈশ্বরের নির্ব্বিকার-স্বরূপ প্রতিপাদন করিতেছেন!

"ঈশ্বর সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হয়েন না কিন্তু তিনি সকল পদার্থে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাদিগের কার্য্যের নিয়ন্তৃত্ব করেন।"

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥

ঈশ্বরের অধ্যক্ষতা-নিবন্ধন প্রকৃতি চরাচর প্রসব করিতেছে। হে কুন্তিনন্দন! এই হেতু বশতঃ জগৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

জগতের পরিবর্ত্তন সকল ঈশ্বরের অধ্যক্ষতা হেতু সম্পাদিত হইতেছে। প্রকৃতি নিত্য নিয়মানুসারে নূতন নূতন জীব ও অন্যান্য পদার্থ এবং নূতন নূতন ঘটনা প্রসব করিতেছে কিন্তু ঈশ্বরের অধ্যক্ষতা-নিবন্ধন ঐরূপ প্রসব করিতেছে। অধুনাতন বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত যে, প্রকৃতিই নিত্য নিয়মানুসারে সংসারকে প্রসব করেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ঈশ্বরের অধিষ্ঠানভূত অধ্যক্ষতাধীন তাহা হইয়া থাকে ইহা স্বীকার করেন না।

ভগবদ্গীতা ঈশ্বরের অধিষ্ঠানভূত উক্ত নিয়ন্তৃত্ব কার্য্যকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া তাহাকে চারি সংজ্ঞা প্রদান করিতেছেন। সে সকল সংজ্ঞা এই, অধিভূত, অধ্যাত্ম, অধিযজ্ঞ, অধিদৈব*। ঈশ্বর অধিভূতরূপে সকল ভৌতিক পদার্থে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাদের নিয়ন্তৃত্ব করিতেছেন, অধ্যাত্মরূপে আত্মাতে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহার নিয়ন্তৃত্ব করিতেছেন, অধিযজ্ঞরূপে ধর্ম্মকার্য্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাকে নিয়মিত করিতেছেন; অধিদৈবরূপে দেবলোকে অর্থাৎ পৃথিবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর লোক সকলে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহার নিয়ন্তৃত্ব করিতেছেন।

ঈশ্বর অধিভূতরূপে ভৌতিক জগৎকে নিয়মিত করিতেছেন। তাঁহার সংস্থাপিত নিয়মানুসারে সূর্য্য চন্দ্র উদিত হইতেছে ও অস্ত যাইতেছে। তাঁহারই নিয়মানুসারে গ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতু অনন্ত আকাশে ধাবিত হইতেছে। তাঁহারই নিয়মানুসারে ঘননীল গভীর সাগরবর, ভয়ানক মহোচ্চ উর্ম্মিমালা উত্থিত করিয়া পৃথিবীকে রসাতলে দিবার চেষ্টা করিতেছে, তথাপি স্বকীয় নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিতে সক্ষম হইতেছে না। তাঁহারই নিয়মানুসারে তুষারাবৃত শ্বেত পর্ব্বত সকল হইতে পূর্ব্ববাহিনী ও পশ্চিমবাহিনী নদী সকল নিঃসৃত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহারই নিয়মানুসারে ধাতু ও প্রস্তর সকল উৎপাদিত হইতেছে। তাঁহারই নিয়মানুসারে বৃক্ষ সকল পত্র পুষ্প ফলে সুশোভিত হইয়া দর্শন ও রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করিতেছে। তাঁহারই নিয়মানুসারে মানব শরীররূপ যন্ত্র আপনা আপনি পরি-

* ৭ম অধ্যায়ের শেষ ও ৮ম অধ্যায়ের প্রথম দেখ। অধিভূত প্রভৃতি শব্দের "God in Nature, God in Soul, God in Religious Action, God in Worlds Supernatural." ইংরাজী অনুবাদ হইতে পারে।

চালিত হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যরূপে স্থিতি করিতেছে।

ঈশ্বর অধ্যাত্মরূপে আত্মার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া তাহার কার্য্যের নিয়ন্তৃত্ব করিতেছেন।

পদার্থ দুই প্রকার, ভৌতিক পদার্থ, ও আত্মা। ঈশ্বর যেমন ভৌতিক পদার্থের অধ্যক্ষতা করিতেছেন তেমনি আত্মারও অধ্যক্ষতা করিতেছেন। তিনি মাতার ন্যায় আত্মাকে অতি যত্নের সহিত পোষণ করিতেছেন। আত্মা শরীরের সহিত সংযুক্ত হইয়া যে আকার ধারণ করিয়াছে তাহাকে মন শব্দে উক্ত করা যায়। মনের সকল কার্য্য ঈশ্বরের অধ্যক্ষতার অধীন। তিনি মনীষী অর্থাৎ মনের নিয়ন্তা। কি ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ, কি স্মৃতি, কি ধৃতি, কি যুক্তি, কি কল্পনা, মনের সকল কার্য্য ঈশ্বরের দ্বারা নিয়মিত হইতেছে। তিনি "ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ" "তিনি বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।" শরীরের সহিত আত্মার সংযোগ অবস্থাতে যে সকল বৃত্তির উৎপত্তি হয়, তদ্ব্যতীত আত্মার কতকগুলি নিজের বৃত্তি আছে, সে সকল বৃত্তি তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতি-সম্বন্ধীয়। সেই সকল বৃত্তি দ্বারা সে ঈশ্বরকে জানিতে ও তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতে সক্ষম হয়। সেই সকল বৃত্তির উন্মেষ-কার্য্য ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্বে সম্পাদিত হইয়া থাকে। যে উহাঁকে চায়, তিনি তাহাকে আপনাকে পাইবার উপায় প্রদর্শন করেন। তিনি মনুষ্যের ধর্ম্মভাবের উদ্দীপন করিতেছেন, তিনি মনুষ্যকে জ্ঞান-ধর্ম্মে উন্নত করিতেছেন, তিনি তাহাকে সেই অমৃতের সোপান প্রদর্শন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার অভিলাষী হওয়া চাই তাহা না হইলে তিনি আমাদিগের প্রতি এইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন না। আমাদিগের আত্মার কিরূপ অবস্থা হইলে তিনি এই অনুগ্রহ আমাদিগের প্রতি প্রকাশ করেন তাহা গীতার একটী শ্লোকে অতি সুন্দররূপ বর্ণিত আছে।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

"যে ব্যক্তি সতত আমাতে যুক্ত থাকে, এবং প্রীতি পূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, তাহাকে এমন বুদ্ধি আমি প্রদান করি, যদ্দ্বারা সে আমাকে লাভ করিতে সক্ষম হয়।"

ঈশ্বর অধিযজ্ঞরূপে জগতের সমস্ত ধর্ম্ম-কর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া তাহার নিয়ন্তৃত্ব করিতেছেন। মনুষ্য কেবল আত্মার অভ্যন্তরে ধর্ম্মভাব পোষণ করিয়া পরিতৃপ্ত নহে; উপাসনা ধর্ম্মোৎসব ও দানাদি পরোপকারজনক কার্য্যে তাহা ব্যক্ত করিয়া থাকে। ঈশ্বরের অনুশাসনে এই সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হয়। তিনি জগতের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ। যে যেখানে যে প্রকারে উপাসনা করিতেছে সে তাঁহাকেই উপাসনা করিতেছে। তিনি তাঁহার সকল উপাসকদিগের মন আপনার প্রতি আকর্ষণ করিতেছেন ও তাঁহাদিগের আত্মার উপর ধর্ম্মামৃত সিঞ্চন করিতেছেন। তিনি ধর্ম্মোৎসবরূপ মহা যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি স্বয়ং উৎসব-সমাজে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান থাকিয়া সহস্র ধারে আনন্দ বর্ষণ করেন। তিনি ধর্ম্মোদ্দেশে পরোপকারজনক কার্য্য সম্পাদন করিতে তাঁহার সাধকদিগকে প্রবৃত্ত করেন। সমস্ত জগতের সমস্ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম একবার আলোচনা করিলে কি মহান্ ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়! এই মহান্ ব্যাপারের তিনি একমাত্র অধ্যক্ষ ও নিয়ন্তা।

ঈশ্বর কেবল দৃশ্যমান জগৎ ও মনুষ্যের আত্মার নিয়ন্তা নহেন। তিনি অতীন্দ্রিয় ও অলৌকিক শ্রেষ্ঠতর লোক সকল ও তন্নিবাসী দেবতাদিগের নিয়ন্তা। যেমন মনুষ্য

ও কীটাণুর মধ্যে অসংখ্য জীবশ্রেণী আছে তেমনি ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে অসংখ্য জীবশ্রেণী আছেন তাঁহারা দেবতা শব্দের বাচ্য। তাঁহারা আমাদিগের অপেক্ষা জ্ঞান-ধর্ম্মে উন্নত, তাঁহারা আমাদিগের অপেক্ষা অমৃত-প্রস্রবণ পরমেশ্বর হইতে অধিকতর অমৃত পান করিতে সক্ষম। সেই দেবলোকের শোভা ও সৌন্দর্য্য আমাদিগের মনের অতীত; সেখানকার অনাহত সুগভীর নিত্য সঙ্গীত-মাধুরী আমরা কল্পনা করিতেও সক্ষম নহি। এই দেব-লোকের সমস্ত অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় ব্যাপারের নিয়ন্তা পরমেশ্বর।

ক্রমশঃ

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের ভাবগতি উপলক্ষে দেশানুরাগের প্রকৃত পদ্ধতি কিরূপ।*

সভাপতি মহাশয়! সভ্য মহাশয়গণ! যে প্রশ্নের মীমাংসায় আমি অদ্য হস্তক্ষেপ করিয়াছি তাহা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। ইহার এক পক্ষে ক্রন্দন, এক পক্ষে হাস্য এবং এক পক্ষে বিভীষিকা মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। যাঁহারা ক্রন্দনপক্ষীয় তাঁহারদের মুখে এইরূপ শুনা যায় যে, "হায়! তোমরা কি ছিলে কি হইয়াছ! তোমরা যে আপনাদের লোকের হিত পরামর্শ অনুসারে চলিবে, আপনারদের দেশের সুবুদ্ধি এবং শোভন রুচি অনুসারে চলিবে, স্বদেশের কোন মঙ্গল অনুষ্ঠানে তোমরা যে আপনারদের যত্ন, আপনারদের অধ্যবসায়, আপনারদের মনের ছবি অঙ্কিত দেখিবে, সে পথ জন্মের মত রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে! তোমরা যে আপনার দেশকে আপনার বলিয়া সম্বোধন করিবে সে দিন জন্মের মত অস্তমিত হইয়াছে! তোমারদের দেশের মস্তকের উপরে একটা প্রকাণ্ড শ্যেনপক্ষী উড্ডীয়মান হইতেছে, তাহার এক পক্ষে পরবুদ্ধি, অন্য পক্ষে পররুচি, এবং নখচঞ্চুতে পরপ্রভুত্ব, তোমারদের আর পরিত্রাণের উপায় নাই।" যাঁহারা হাস্যপক্ষীয় তাঁহারা বলিবেন যে, শ্যেন পক্ষীটির উদ্দেশ্য যে কিছু মন্দ তাহা নহে বরং যুক্তিতে এইরূপ পাওয়া যায় যে, তোমাদের দেশের মস্তকে হস্ত বুলাইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, অথবা সুবিস্তীর্ণ পক্ষদ্বয়ের ছায়া বিস্তার করিয়া তোমারদের দেশের অঙ্গ শীতল করিবেন, এইরূপ কোন সুমহৎ মঙ্গল অভিপ্রায়েই তাঁহার অত্রস্থানে শুভাগমন হইয়াছে! এ আর তুমি বুঝিতেছ না! অতএব দেশের মহা-মহোৎসবে যোগ দেও, উন্নতি উন্নতি বলিয়া নৃত্য কর, শক্তের পদধূলির তিলক এবং ফোঁটা করিয়া ললাটে ধারণ কর, এবং অশক্তের নত মস্তক পদদ্বারা দলন কর, এই সকল কর যে, ঊনবিংশতি শতাব্দী তোমার উপরে প্রসন্ন হইবেন। বৃথা আক্ষেপ করিয়া কালক্ষেপ করিলে তাহাতে হইবে কি? আবার তাও বলি, দেশানুরাগ এই যে একটা লম্বা চৌড়া শব্দ মুখে উচ্চারণ করিতেছ, এ দেশে তাহার দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? এ দেশ কি তোমারদের আপনারদের দেশ, না তোমারদের পরামর্শ লইয়া এদেশের কোন কার্য্য হয়, না কোন কালে হইবে তাহার সম্ভাবনা আছে? এ বড় অদ্ভুত কথা, মাথা নাই তার মাথা ব্যথা; দেশানুরাগ ত আলেক-লতা নহে যে, তাহা শুদ্ধ কেবল বাতাসের উপরে জীবন ধারণ করিয়া বর্ত্তিয়া থাকিবে। কোম্পানির বাগানের বড় বটবৃক্ষটি ত দেখিয়াছ, দেশানুরাগ সেই প্রকার বটবৃক্ষ। তাহার

* বীটন সভাতে পঠিত।

প্রতি-শাখা প্রশাখা জন্মভূমিতে মাথা সঁপিয়া দিয়া, সেই জননীর আশীর্ব্বাদে নূতন বলবীর্য্য ধারণ পূর্ব্বক আকাশাভিমুখে উত্থান করে; এইরূপে তাহা ক্রমাগত জন্মভূমির সহিত শাখা-প্রশাখার যোগ রক্ষা পূর্ব্বক আপনার মঙ্গল-রাজ্য বিস্তার করিতে থাকে। তোমারদের যে দেশানুরাগ তাহা বিদেশ হইতে জীবিকা লাভ করিয়া আপনার পুষ্টি সাধন করিতেছে, জন্মভূমির সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই, তাহার আর কত ভাল হইবে! তোমারদের দেশানুরাগ কিরূপ? না যেমন ঘরে বসিয়া রাজা উজীর ধ্বংশ করা, অথবা বীর সেনাপতি সাজিয়া নাট্যশালায় দাপিয়া বেড়ানো, অথবা শৃগাল হইয়া সিংহের বিক্রম প্রদর্শন করা, ইহার অধিক আর কিছুই নহে।"

বিভীষিকাপক্ষ চক্ষু রাঙাইয়া বলেন এই "কি বলিতেছ? দেশানুরাগ! তোমরা পূর্ব্বে তণ্ডুলাহারী মূষিক ছিলে, এক্ষণে মাংসাশী বিড়াল হইয়াছ, তাহাতেও সন্তুষ্ট নহ, তোমরা সিংহের ভক্ষ্য সামগ্রীতে হস্ত বাড়াইতেছ! তোমারদের ওই একবিন্দু থাবা আর সিংহের এই প্রকাণ্ড থাবা,- এ দুয়ের মধ্যে কত প্রভেদ তাহা বুঝি এখনো তোমারদের জানা হয় নাই। অতএব রসনাকে সংযত করিয়া সাবধানে কথা কহিও। তোমরা দুর্ব্বল বলিয়া তোমারদের সাতখুন মাপ হইয়াছে, এইবার সাবধান! এই তিন পক্ষ আপাতত আমার চক্ষে পড়িয়াছে, আরো কত পক্ষ কত প্রতিপক্ষ এখানে উপস্থিত বা অনুপস্থিত আছেন, কে গণনা করিয়া বলিতে পারে। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা কোন পক্ষেই নহেন। ইহাঁরদের মনের যেটি রোগ, তাহাকে পক্ষাঘাত বলিলেও বলা যায়। আবার এমন ব্যক্তিও অনেক আছেন যাঁহারা, চক্ষু কর্ণ বুজিয়া এক পক্ষেই কায়মনোবাক্যে ঢলিয়া পড়েন; ইহাঁরদের যেটি রোগ তাহার নাম পক্ষপাত। পক্ষাঘাত এবং পক্ষপাত মনের এই যে দুটি রোগ, তাহা একেবারে আরোগ্য হওয়া সুকঠিন। তবে পীড়ার যাহাতে অনেক সাম্য হইতে পারে, তাহার একটি উপায় আছে। কি? না পক্ষে পক্ষে সংঘর্ষণ। আমার পক্ষে যাহা বলিবার আছে আমি তাহা বলিলাম, প্রতিপক্ষের যাহা বলিবার আছে তিনিও তাহা বলিলেন, আমিও তাঁহাকে বেদনা দিতে ছাড়িলাম না, তিনিও আমাকে বেদনা দিতে ছাড়িলেন না; ইহারই নাম পক্ষে পক্ষে সংঘর্ষণ। এটি যেন মনে থাকে যে, বেদনা হওয়াটা শুভ চিহ্ন। যাঁহারদের মনে পক্ষাঘাত নিতান্ত বদ্ধমূল হইয়াছে, তাঁহারাই বেদনা উপলব্ধি করেন না। আমার প্রতিপক্ষগণ আমার নিকট হইতে যেমন বেদনা পাইবেন তেমনি উপকারও পাইবেন, একথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি। এইরূপ আবার প্রতিপক্ষগণের নিকট হইতে আমি বেদনা পাইব, এ ভয়ও আমার আছে এবং উপকার পইব, এ আশাও আমার আছে। এইরূপ দুই দিক্ দেখিয়া আমি অদ্যকার কর্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে সভাপতি এবং সভ্যমহাশয়গণের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা আমার স্পর্দ্ধাদোষ মার্জ্জনা পূর্ব্বক মুক্ত-হৃদয়ের কথাগুলির প্রতি সদয় কর্ণপাত করেন।

আমারদের দেশে এক্ষণে জ্ঞানের ক্রমশই উন্নতি হইতেছে ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, কিন্তু যদি বল যে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমারদের দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তবে সে কথায় আমি কখন হাঁ দিতে পারি না। আমারদের দেশের জ্ঞানোন্নতি সম্বন্ধে অনেকে কেবল ইহাই বলেন, "আহা জ্ঞানালোকে আমারদের দেশের রাশি রাশি

কুসংস্কার দূরে প্রস্থান করিয়াছে।" আমিও তাহাই বলি, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি কথা জুড়িয়া দিই; সে কথা এই "কার্য্য-সামর্থ্য যেখানে তিলমাত্রও নাই সেখানে জ্ঞানগর্ব্ব ভাল দেখায় না।" ইহা আমি স্বীকার করি যে, জ্ঞান অতি শ্রেষ্ঠ পদার্থ, জ্ঞানের যত উন্নতি হয় ততই ভাল, কিন্তু ইহাও বলি যে, জ্ঞান অতি গুরুপাক বস্তু। যাঁহাদের শরীরে শক্তি আছে, মনে তেজ আছে, হৃদয়ে প্রেম আছে, তাঁহারদের অন্তঃকরণেই জ্ঞান রীতিমত পরিপাক প্রাপ্ত হয়; অপর ব্যক্তিদিগের তাহা না হইয়া বরং হিতে বিপরীত হয়। আমারদের দেশে জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যদি ভাবের উন্নতি হইত তাহা হইলে আমারদের দেশের যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে বা হইতে পারিবে তাহার মূল পত্তন হইতেছে একথা অসঙ্কোচে বলিতে পারিতাম। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমারদের নব্যসম্প্রদায়দিগের মধ্যে যেমন জ্ঞানের চর্চ্চা আছে, তেমন ভাবের চর্চ্চা নাই, এজন্য দেশানুরাগ যে কাহাকে বলে তাহাও তাঁহাদের অনেকের নিকট অপ্রকাশ রহিয়াছে। কি আক্ষেপের বিষয় যে, অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তির মুখে আমি পুনঃ পুনঃ এইরূপ কথা শুনিয়াছি যে, "জাতীয় ভাব কি, তাহা আমাকে বুঝাইতে পার?" তাঁহারা যে জাতি শব্দের অর্থ জানেন না, বা ভাব শব্দের অর্থ জানেন না, তাহা নহে; অথবা তাঁহারা যে শব্দার্থ জানেন ভাবার্থ জানেন না তাহাও নহে। স্বজাতির প্রতি মনের যে একটা টান তাহাকেই জাতীয় ভাব বলি, ইহাও তাঁহাদের অবিদিত নাই; তাঁহাদের জিজ্ঞাসা কেবল এই যে, আমরা স্বজাতীয় ব্যক্তিদিগকে যেমন ভালবাসি বিজাতীয় ব্যক্তিদিগকেও তেমনি ভালবাসি, এ অবস্থায় জাতীয় ভাব একথা ব্যবহার করিবার বিশেষ কি প্রয়োজন তাহাই আমরা বুঝিতে চাই। ইহাঁরদের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, শুদ্ধ ভাল বাসা হইলেই হয় না, পাত্রভেদে ভালবাসার মাত্রাভেদ নিতান্তই প্রয়োজন। যদি বলি যে, শুভাকাঙ্ক্ষী বয়োবৃদ্ধ লোকদিগকে ভক্তি করিবে, তাহাতেই ত বলা হয় যে, তোমার পিতামাতাকে ভক্তি করিবে, তবে কেন বালকদিগকে উপদেশ দিবার সময় অগ্রে বলি যে, পিতামাতাকে ভক্তি করিবে, পরে বলি যে, গুরুজনদিগকে ভক্তি করিবে। এক আধ জন নৈয়ায়িক পণ্ডিত হয় ত উহার মধ্য হইতে দ্বিরুক্তি-দোষ বাহির করিতে চেষ্টা পাইবেন, কিন্তু, তদ্ভিন্ন আর সকলেই বলিবেন যে, ঐরূপে উপদেশ দেওয়াই কর্ত্তব্য। যদি বলি যে, সকল মনুষ্যের প্রতি অনুরাগী হও, তাহাতেই ত বলা হয় যে, স্বদেশীয় ব্যক্তিগণের প্রতিও অনুরাগী হও; তবে কেন অগ্রে বলি যে স্বদেশের প্রতি অনুরাগী হও, তাহার পরে বলি যে সকল দেশীয় মনুষ্যের প্রতি অনুরাগী হও। যদি বল যে, অন্যান্য গুরুজনকে যেরূপ ভক্তি করি, পিতামাতাকে ঠিক্ সেইরূপ ভক্তি করি, তবে তাহাতে দাঁড়ায় এই যে, পিতৃমাতৃভক্তি যে কি তাহা তুমি জান না। যে ব্যক্তি অন্যান্য গুরুজন অপেক্ষা পিতামাতাকে অধিক করিয়া না মানে, তাহার পিতৃভক্তি বা মাতৃভক্তি কেবল একটা কথার কথা মাত্র। এইরূপ যদি অন্যান্য জাতি বা দেশ অপেক্ষা আপনার জাতি বা দেশের প্রতি আমারদের অধিক অনুরাগ না থাকে, তাহা হইলে আমারদের দেশানুরাগ কেবল একটা কথার কথা মাত্র, তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাঁহারা এই কথা হৃদয়ের সহিত বলিতে পারেন "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও গরীয়সী, তাঁহার-

দেরই যথার্থ মাতৃভক্তি, তাঁহারদেরই যথার্থ দেশানুরাগ। অতএব স্বদেশের প্রতি সামান্য অনুরাগ থাকিলেই যে, দেশানুরাগ হয় তাহা নহে, স্বদেশের প্রতি বিশেষ অনুরাগ চাই; সেই বিশেষ অনুরাগই দেশানুরাগ শব্দের বাচ্য। স্বদেশের প্রতি সামান্য অনুরাগ কি? না স্বদেশকে অন্যান্য দেশের সহিত সমান ভাবে ভালবাসা। স্বদেশের প্রতি বিশেষ অনুরাগ কি? না অন্যান্য দেশ অপেক্ষা স্বদেশকে অধিক করিয়া ভালবাসা। স্বদেশের প্রতি এই যে বিশেষ অনুরাগ ইহাই প্রকৃতরূপে দেশানুরাগ শব্দের বাচ্য। অনুরাগের যেমন মাত্রাভেদ বিবেচনা আবশ্যক তেমনি তাহার মুখ্য গৌণ বিবেচনা আবশ্যক। আমরা ইহা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি যে, অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষী গুরুজনকে পিতা মাতার ন্যায় ভক্তি করিবে, কিন্তু ইহা বলিতে মুখে বাধে যে, পিতামাতাকে অন্যান্য গুরুজনের ন্যায় ভক্তি করিবে। এক জন তর্কবাগীশের মতে উভয়ই একই কথা। তিনি বলিবেন যে, এ-পৃষ্ঠা ও-পৃষ্ঠার সমান ইহা বলাও যা, আর ও-পৃষ্ঠা এ-পৃষ্ঠার সমান ইহা বলাও তা; অন্যান্য গুরুজনকে পিতামাতার ন্যায় ভক্তি করিবে, ইহা বলাও যা, আর পিতামাতাকে অন্যান্য গুরুজনের ন্যায় ভক্তি করিবে, ইহা বলাও তা, একই কথা। কিন্তু যাঁহারদের হৃদয়ে কণামাত্রও ভাব বোধ আছে, তাঁহারা ওরূপ তর্ক শুনিলে বক্তার বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া অবাক্ হইবেন। অপর গুরুজনকে পিতামাতার ন্যায় ভক্তি করিবে ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পিতা মাতাকে তুমি যেরূপ ভক্তি কর, তাহাকে ভক্তির মুখ্য আদর্শ করিয়া অন্যান্য গুরুজনকে তাহারই অনুযায়ী ভক্তি করিবে; এখানে পিতৃমাতৃ ভক্তি মুখ্য, অন্যান্য গুরুজনের প্রতি ভক্তি তাহার কাছে গৌণ। এইরূপ একজন দেশানুরাগী ব্যক্তি ইহা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারেন যে, অন্যান্য দেশকে আপনার দেশের মত করিয়া ভাল বাসিবে, কিন্তু ইহা কখনই বলিতে পারেন না, আপনার দেশকে অন্যান্য দেশের মত করিয়া ভাল বাসিবে। স্বদেশের প্রতি যে একটি অকৃত্রিম অনুরাগ দেশীয় জনগণের হৃদয়ে স্বভাবগুণে গাঁথা আছে, তাহাকে মুখ্য আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া যদি অন্য দেশকে তদনুসারে ভালবাসা যায়, তবে মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্য কার্য্যই করা হয়, তাহাতে আর সংশয় নাই। এক্ষণে দেশানুরাগী কে? তাহা এক কথায় নির্দ্দেশ করিবার সময় হইয়াছে। স্বদেশের প্রতি যাঁহার বিশেষ অনুরাগ এবং মুখ্য অনুরাগ, তিনিই প্রকৃতরূপে দেশানুরাগী। স্বদেশের প্রতি যাঁহার সামান্য অনুরাগ বা গৌণ অনুরাগ, দেশানুরাগী, এ বিশেষণ পদ তাঁহাকে অর্শে না। যাহা বলিলাম তাহার একটা উদাহরণ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। হিন্দুমেলা উপলক্ষে আমারদের দেশে প্রথম যে ভারত-সঙ্গীতটি রচিত হয়, তাহাতে মুখ্য দেশানুরাগের লক্ষণটি সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,

> মিলে সবে ভারত-সন্তান ;
> একতান মনঃপ্রাণ
> গাও ভারতের যশোগান।
> ভারতভূমির তুল্য
> আছে কোন্ স্থান,
> কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান।
> ফলবতী বসুমতী স্রোতস্বতী-পুণ্যবতী,
> শতখণি রত্নের নিধান।

এখানে ভারতভূমিকে অন্যান্য সকল ভূমির মুখ্য আদর্শরূপে বরণ করা হইল। ভারত ভূমির প্রতি বিশেষ অনুরাগ থাকিলেই ভারতভূমির বিশেষ সৌন্দর্য্য-গুলি সর্ব্বাগ্রে চক্ষে পড়ে। সেই সকল আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য চক্ষে পড়ে যাহা অন্যান্য দেশের ভাবনাতীত ভারতের হিমালয় সকল পর্ব্বতের আদর্শ-স্বরূপ। ভারতের ফলবতী বসুমতী, সকল বসুমতীর আদর্শ-স্বরূপ। ভারতের পুণ্যবতী স্রোতস্বতী সকল নদীর আদর্শ-স্বরূপ।

> রূপবতী সাধ্বী সতী ভারতললনা,
> কোথায় দিবে তাদের তুলনা।
> শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা,
> দময়ন্তী পতিরতা অতুলনা ভারতললনা।

এখানে ভারতললনাকে অন্যান্য দেশীয় ললনার আদর্শরূপে বরণ বরা হইল।

> বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ।
> বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন।
> বাল্মীকি বেদব্যাস ভবভূতি কালিদাস
> কবিকুল ভারতভূষণ।

এখানে ভারতভূমির জ্ঞানী এবং কবিদিগকে জ্ঞানী এবং কবিকুলের আদর্শরূপে বরণ করা হইল।

> ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহিক কি স্মরণ,
> পৃথ্বিরাজ আদি বীরগণ।
> ভারতের ছিল সেতু যবনের ধূমকেতু,
> আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন।

এখানে ভারতের বীরগণকে বীরের আদর্শরূপে বরণ করা হইল।

> বীরযোনি এই ভূমি বীরের জননী,
> অধীনতা আনিল রজনী।
> সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
> দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি।

এখানে স্বদেশের ঐ মহান আদর্শ যাহা এক্ষণে পরাধীনতার সংস্পর্শে মলিন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা পুনর্ব্বার উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিবে এইরূপ আশ্বাস দেওয়া হইল। কি উপায়ে? না, কেন ডর ভীরু কর সাহস আশ্রয়, যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়। ছিন্ন ভিন্ন হীন বল, ঐক্যেতে পাইবে বল, মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়। এ গীতটিতে ভারত ভূমিকে পৃথিবীর আদর্শরূপে বরণ করা হইয়াছে; এ জন্য ইহা অসংকোচে বলা যাইতে পারে যে, মুখ্য দেশানুরাগ এ গীতের জন্মদাতা। এমন হইতে পারিত যে, গীত-রচয়িতা ইংলণ্ড বা পৃথিবীর অন্য কোন দেশকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া ভারতভূমিকে তাহার পদানুবর্ত্তী হইতে বলিতেছেন; কিন্তু তাহা হইবে কেন? গীত-রচয়িতার হৃদয়ে যখন ভারত ভূমির মহান্ আদর্শ জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে, তখন তিনি কোন্ প্রাণে তাহা হইতে চক্ষু ফিরাইয়া অন্যত্র অবলোকন করিবেন। ভারত কি এমনিই হৃদয়শূন্য যে, অন্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়া তবে আপনার মাকে মা বলিতে শিখিবে, আপনার দেশকে ভক্তি করিতে শিখিবে? প্রকৃত দেশানুরাগী ব্যক্তি অমন কথা মুখে আনিতেও লজ্জা বোধ করেন। ভারতের কি আপনার কোন আদর্শ নাই, আপনার কোন দৃষ্টান্ত নাই, তাহা যদি না থাকে তবে হাস্যপঙ্কের কথাই ঠিক, মাথা নাই তার মাথাব্যথা। পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ মাত্র থাকিলে হইবে না, বিশেষ অনুরাগ এবং মুখ্য অনুরাগ চাই, সেই প্রকার অনুরাগই প্রকৃতরূপে দেশানুরাগ শব্দের বাচ্য।

এতক্ষণে আমার মনে পড়িল যে, আমি একটা বড় কুকাজ করিয়াছি। বিদ্যার হাটের মাঝখানে অনুরাগকে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছি। হৃদয়ের প্রীতিকে অন্তঃকরণরূপ অন্তঃপুরের বাহিরে আনিয়া কি ভাল কাজ করিয়াছি? তর্কের লাঠিয়ালেরা বেদও মানে না কোরানও মানে না, তাঁহারদের হস্তে পড়িলে কি আর রক্ষা আছে? বিশেষতঃ যাঁহারা নব্য, সভ্যতা মন্ত্রে নূতন দীক্ষিত; ঊনবিংশতি শতাব্দী যাঁহারদের কালীঘাটের কালী মা, ইংরাজি পুঁথির বচন যাঁহাদের লাঠি সড়্কি, কোর্ত্তা হ্যাট যাঁহারদের জয়-পতাকা, ইংরাজ চালের চলন যাঁহারদের বীরদাপ, তাঁহা-

রদের একজন কেহ যদি সম্মুখে দণ্ডায়মান হন.তবে আমার এবং এই নিরীহ দেশানুরাগটীর উপায় যে কি হইবে তাহা বুঝিতে পারি না! একটা গল্প আছে যে একজন হিন্দুস্থানী যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়াই চাসা ভূষা লোকদিগের মধ্যে বিবিধ প্রবন্ধ রচনা এবং বক্তৃতা দ্বারা আপনার বিদ্যার পরিচয় প্রদান করত যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। দৈবযোগে একদিন কোন এক অপরিচিত স্থানের বিজ্ঞ সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন। তিনি ভাবে বুঝিলেন যে, এ বড় কঠিন ঠাঁই, অতএব একটু বিবেচনা করিয়া মুখ খুলিতে হইল। এই ভাবিয়া তিনি একবার চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "হিঁয়া কোই ব্যাকরণিয়া হ্যায়্রে। অর্থাৎ তিনি ব্যাকরণবেত্তাদিগকে মনে মনে বড় ডরান। যদি শুনেন যে "ব্যাকরণিয়া কেহ এখানে নাই "তবে তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করেন,অর্থাৎ এক লাফে মুগ্ধবোধ পাণিনি প্রভৃতির পাঁচিল টপ্কাইয়া আপন মুখের যে কি পর্য্যন্ত দৌড় তাহা তিনি মনের সাধে সকলকে প্রদর্শন করেন। কিন্তু যদি দেখেন যে গতিক বড় ভাল নয়, ব্যাকরণ-শার্দূলেরা লম্ফ দিয়া তাঁহার গ্রীবা ধরিবার জন্য অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে, তবে তিনি আপনার তেজ সম্বরণ করেন, অথবা কোন ছুতা করিয়া মানে মানে স্বস্থানে প্রস্থান করেন, এই তাঁহার অভিপ্রায়! আমি যদি তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান্ হইতাম তবে আমি প্রথমেই বলিতাম যে, এখানে কোন নৈয়ায়িক উপস্থিত আছেন কি? তাহার পরে বিবেচনা পূর্ব্বক কথা কহিতাম। কিন্তু দুরদৃষ্ট ক্রমে আমি অনেক দূর আগিয়া পড়িয়াছি, এখন আর পিছাইতে পারি না। তবে আমার মনের ভাব এই যে, এই নিরীহ দেশানুরাগটীকে মানে মানে এখান হইতে ফিরাইয়া অন্তঃকরণের অন্তঃপুরে লইয়া উপনীত হইতে পারিলে নিষ্কৃতি পাই, আর এমন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করি না। আমি যাহা ভয় করি তাহা এই, কেহ বলিবেন যে, বিদেশীয় উৎকৃষ্ট আদর্শানুসারে চলিলে তাহাতে ক্ষতি কি? কেহ বলিবেন "স্বদেশ ও দেশ বিদেশও দেশ, যেখান হইতে যাহা ভাল পাইব তাহা গ্রহণ করিব, কেহ বলিবেন ঊনবিংশতি শতাব্দীতে ও কি পাগলের ন্যায় বকিতেছ, কেহ বলিবেন যে, তবে আমরা টেবিল্ চেয়ারে বসিব না, আধকোর্ত্তা আধা চাপকান পরিব না, রেলগাড়িতে চড়িব না। বাঃ! এই সকল তর্কের লাঠিবাজির মধ্যে নিরীহ দেশানুরাগটিকে আমি কি, স্বয়ং নৃসিংহ অবতার আইলেও বাচাঁইতে পারেন কি না সন্দেহ। তর্কের লাঠি-বিদ্যা আমারও কিছু কিছু জানা আছে, কিন্তু এখন সে বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ বা উল্লেখ করিতেও আমি অনিচ্ছুক। এখন আমি কেবল এইটি ভিক্ষা চাই যে, আপনারা হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তথাকার অন্তঃপুরে এই সরলপ্রকৃতি নিরীহ দেশানুরাগটিকে নির্ব্বিবাদে প্রবেশ করিতে দি'ন!

ক্রমশঃ

আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) ..	২
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত ঐ ভাল বাঁধা	২॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে) ..	৩॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	।০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০

বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত ..	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ...	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ	॥০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ..	॥০
দশোপদেশ	॥৵০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	॥০
মাঘোৎসব	১
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	।৵০
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ	।০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ভাগ	॥০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	/০
ব্রহ্মোপাসনা	/০
ব্রহ্ম-স্তোত্র	/১০
ধর্ম্ম-শিক্ষা	৵০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৵০
প্রবচন সংগ্রহ	/১০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ ভাল বাঁধা ..	॥০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত চতুর্থ ভাগ ..	৵০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত পঞ্চম ভাগ	৵০
দুর্গোৎসব	/০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	/০
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা	/১০
বর্ণমালা দ্বিতীয় সংখ্যা ..	/০

	Rs.	As.	P.
Reply to Bishop Watson's Apology for the Bible ..		5	6
A Discourse against Hero-making in religion		12	
Hindoo Theism		1	
Theist's Prayer Book		1	
Signs of the Times		1	
Vedantic Doctrines Vindicated		2	
Doctrine of Christian Resurrection		2	
Physiology of Idolatry ..		2	

কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু

কর্ম্মাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাতুরেঘাটা)

শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র

শ্রীযুক্ত রাজারাম মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারি সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

বিজ্ঞাপন।

এখন অবধি গ্রাহকগণ হুণ্ডি মণিঅর্ডর প্রভৃতি আমার নামে অথবা সহকারি সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস মহাশয়ের নামে পাঠাইবেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ
১ বৈশাখ ১৭৯৯শক

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

আগামী ৪ বৈশাখ রবিবার প্রাতে ৭ ঘণ্টার সময় মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

আগামী ২০শে বৈশাখ মঙ্গলবার নন্দনবাগানস্থ মৃত বাবু কাশীশ্বর মিত্র মহাশয়ের ভবনে শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ৬।০ ও সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময় ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

বর্ষ শেষ হওয়াতে যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষের নিমিত্ত অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। অগ্রিম মূল্য অগ্রে প্রদান না করিলে সমাজের ক্ষতি করা হয়।

যাঁহাদিগের নিকট পত্রিকার মূল্য দ্বাদশ মাস অনাদায় আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান মাসের মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন। নতুবা সমাজ তাঁহাদিগের নিকট মাশুল দিয়া পত্রিকা প্রেরণে অসমর্থ হইবেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম।

এই পুস্তকের মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে এবং অর্থ ও তাৎপর্য্য বাঙ্গলা অক্ষরে। ইহা উৎকৃষ্ট লাল কাল কালীতে সুপরিচ্ছন্নরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ৩৷৹ সাড়ে তিন টাকা ও ডাকমাশুল ।৶৹ সাত আনা।

আয় ব্যয়।

মাঘ, ফাল্গুন ১৭৯৮ শক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৮৪৯।৶৹
পূর্ব্বকার স্থিত	২৬৭।৶১০
সমষ্টি	১১১৬৸৵১০
ব্যয়	৯১৪৸৶ ৫
স্থিত	২০২/ ৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৩৬৫ ৵১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৪৬৸৶৹
পুস্তকালয়	১৩৬।৹
যন্ত্রালয়	১৪।৵৹
গচ্ছিত	১৮৬॥৵১০
সমষ্টি	৮৪৯।৶৹

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	১৬২ ৵৹
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৬৬॥ ১৫
পুস্তকালয়	১০৬ ৶১০
যন্ত্রালয়	৩০৩ /৫
গচ্ছিত	১৭৬৸/১৫
সমষ্টি	৯১৪৸৶ ৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০
" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০
" কালীকৃষ্ণ ঠাকুর	২৫
" গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৫
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০
" শিবচন্দ্র নন্দী	১১
" আশুতোষ মল্লিক	১০
" যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	১০
" হরিমোহন রায়	১০
" রাখালচন্দ্র সেন	৬
" মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	৫
" ভুজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়	৫
" মণিলাল মল্লিক	৪
" ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪
" শ্রীনাথ মিত্র	৩
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	২
" কাশীনাথ দত্ত	২
" রাজকৃষ্ণ আঢ্য	১
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	২
" ভূমেশচন্দ্র বসু	২
" হরকুমার সরকার	২
" নৃপালচন্দ্র মল্লিক	১
" কানাইলাল পাইন	১
" কালীনাথ বসু	১
" গোপালচন্দ্র মল্লিক	১
" যদুনাথ দে	১
" কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	।০
	৩০৫।০

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়	১২
" সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	১০
" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২
	২৪
দানাধারে প্রাপ্ত	২৫। ১৫
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	১০॥/১৫
	৩৬৫ ৵১০

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা; অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। বার্ষিক ডাকমাসুল ছয় আনা সম্বৎ ১৯৩৪। কলিগতাব্দ ৪৯৭৯। ১ বৈশাখ বৃহস্পতিবার

Regiesterd No 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প
তৃতীয় ভাগ
জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৯ শক

৪০৬ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৮

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

মানবজীবনের পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতি।

বয়সের পরিবর্ত্তন, সাংসারিক অবস্থার পরিবর্ত্তন, বন্ধুতার পরিবর্ত্তন, পৃথিবীতে কেবলই পরিবর্ত্তন. পরিবর্ত্তন ব্যতীত আর কথা নাই।

বাল্যকাল কেবলই ক্রীড়ার কাল। বালক সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ক্রীড়া করে। ক্রীড়া, কেবলই ক্রীড়া, সে ক্রীড়ার আর অন্ত নাই। জগৎ কেবল একটী বৃহৎ ক্রীড়ালয় বলিয়া প্রতীত হয়; সমস্ত জীবন কেবল ক্রীড়াতেই অতিবাহিত হইবে এই রূপ বোধ হয়। বালকের অভিনব দৃষ্টিতে সকল বস্তু ইন্দ্রধনুর ন্যায় শোভনরূপে প্রতীত হয়; সমস্ত জগৎ অতীব মনোহর বলিয়া জ্ঞান হয়। যৌবনের প্রারম্ভে কি উদ্যম, কি ভরসা, কি আশা! ঐ সময়ে কতই বিদ্যা উপার্জ্জন করিব, কতই ধন লাভ করিব এইরূপ আশার উদ্রেক হয়। সে সকল কেবল আশা বলিয়া প্রতীত হয় না, নিশ্চয় বলিয়া জ্ঞান হয়। কিন্তু যতই আমাদিগের বয়সের আধিক্য হইতে থাকে ততই আমাদিগের আশাতরু সকল একে একে ছিন্নমূল হইতে থাকে, ততই সংসারের শীতলতা আমাদিগের মনকে আশ্রয় করে। যৌবনকালে সকল বস্তু যেরূপ মনোহর বোধ হইত, বার্দ্ধক্যে আর সেরূপ বোধ হয় না; বার্দ্ধক্যে আশা ও উদ্যমের হ্রাস হয়; বৃদ্ধ মনুষ্য নিরুৎসাহ নিরানন্দ ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া কাল যাপন করে। যৌবনের প্রারম্ভে সকল মনুষ্যকেই সাধু বলিয়া বোধ হয়, মন সকলকে আন্তরিক বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে ব্যগ্র হয়। কিন্তু যখন আমরা দেখি, সরল ভাবে সমর্পিত চিত্তকে লোকে আপনার হস্তে পাইয়া তাহাকে নির্দ্দয়রূপে নির্যাতন করে, যখন বন্ধুতাতে আমরা আঘাতের পর আঘাত প্রাপ্ত হই, তখন বার্দ্ধক্যে স্বভাবতঃ মনুষ্যের প্রতি সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সংশয়ই আবার দুঃখের কারণ হয়। কোন কবি কহিয়াছেন যে, প্রেমিক ও উন্মত্ত ও কবি এই তিন প্রকার ব্যক্তি কল্পনাঘন ব্যক্তি, অর্থাৎ তাঁহারা কল্পনাতে পরিপূর্ণ। এই তালিকাতে আমি বালককে সংযোগ করিতে চাই, বালকও কল্পনাঘন ব্যক্তি। সে কল্পনায় বিস্তীর্ণ রাজ্যে সর্ব্বদাই সঞ্চরণ করিতেছে।

DAMAGED.

যতই আমাদিগের বয়সের বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই কল্পনার প্রভাব কমিতে থাকে, ততই যুক্তিবৃত্তির প্রবলতা হইতে থাকে। যুক্তিবৃত্তি পরিশেষে এমন প্রবল হইয়া উঠে যে, যুক্তির তুষারময় ক্রোড়ে প্রীতি বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

আমাদিগের সাংসারিক অবস্থার পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন হইতেছে। যে সুখ আমরা উপভোগ করি, ঠিক্ সেই প্রকার সুখটি আর আগমন করে না। যে দুঃখ আমরা ভোগ করি, ঠিক্ সেই প্রকার দুঃখটি আর আগমন করে না। আমাদিগের সাংসারিক অবস্থা সূর্য্যাস্ত কালের আকাশের বর্ণের ন্যায় পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হয়। যখন আমরা দুঃখের অবস্থায় থাকি তখন বোধ হয় যে, এ দুঃখের আর শেষ হইবে না, কিন্তু হঠাৎ আমরা একেবারে আশার অতীত সুখ প্রাপ্ত হই। যখন আমরা সুখের অবস্থায় থাকি, তখন মনে হয় যে, এই সুখের আর শেষ হইবে না; কিন্তু কোথা হইতে হঠাৎ এমনি বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়, বোধ হয় সে বিপদ আর আমরা অতিক্রম করিতে পারিব না। কিন্তু তাহাও আবার আমরা অতিক্রম করিয়া উঠি। বিপদের সময়ে পৃথিবীর প্রতি বিরক্ত হইয়া মনের যেরূপ অবসাদ উপস্থিত হয়, বোধ হয় মনের সেরূপ অবসাদ ভাব কখনই তিরোহিত হইবেক না। কিন্তু মানব মনের স্বাভাবিক স্থিতিস্থাপকতা গুণ নিবন্ধন তাহাও তিরোহিত হয়।

পৃথিবীতে বন্ধুতার পরিবর্ত্তন হইতেছে। বাল্যকালে বিদ্যালয়ে সেই এক কাষ্ঠাসনের উপর আমরা যে কএক জন বসিতাম, যাহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও মুখশ্রী এক্ষণে অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায় স্মরণ হইতেছে, যাহাদিগের সঙ্গে এরূপ গাঢ় বন্ধুতা ছিল যে তাহার বর্ণনা করা যায় না, তাহারদিগের মধ্যে কেহ পরলোকে গমন করিয়াছেন, কেহ দেশান্তরে গমন করয়াছেন আর ফিরিয়া আইসেন নাই, এবং কেহ বা এমন শীতল-চিত্ত হইয়াছেন যে, তাঁহরদিগের নিকট হইতে এক্ষণে বন্ধুতার [illegible] প্রতিচ্ছায়াও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। না[illegible] বশত বন্ধুতার পরিবর্ত্তন হয়। মত-পরিবর্ত্তন নিবন্ধন বন্ধুতার পরিবর্ত্তন হয়। সাংসারিক অবস্থার প্রভেদ নিবন্ধন বন্ধুতার পরিবর্ত্তন হয়। অনেক দিন পর্য্যন্ত দূরে অবস্থিতি নিবন্ধন বন্ধুতার পরিবর্ত্তন হয়।

পৃথিবীতে কেবলই পরিবর্ত্তন, কেবলই পরিবর্ত্তন। এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে আমরা কোথায় স্থির হইয়া দাঁড়াইব? কোথায় গিয়া আমরা মনের আরাম ও প্রকৃত শান্তি প্রাপ্ত হইব? সেই ধ্রুব সত্য, অচল সনাতন পুরুষই একমাত্র প্রাণারাম পদার্থ, একমাত্র প্রকৃত শান্তির নিকেতন। এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারে আমাদিগের একটি দৃঢ় শঙ্কু আবশ্যক যাহা অবলম্বন করিয়া আময়, সুস্থির থাকিতে পারি. সেই দৃঢ় শঙ্কু পরমেশ্বর। তাঁহাতে স্থিতি করিলে সাংসারিক কোন পরিবর্ত্তনই আমাদিগকে কষ্ট দিতে পারে না। তাঁহাতে স্থিতি করিলে কি বয়সের পরিবর্ত্তন, কি সাংসারিক অবস্থার পরিবর্ত্তন, কি বন্ধুতার পরিবর্ত্তন কিছুই কষ্ট দিতে সক্ষম হয় না। বাল্যকাল আনন্দের বাল্যকাল কবিত্বপূর্ণ কাল, কিন্তু বার্দ্ধক্যের কি কবিত্ব নাই? বার্দ্ধক্যের কবিত্ব ধর্ম্ম, কিন্তু বাল্যকালের কবিত্ব ও বার্দ্ধক্যের কবিত্ব এই দুই কবিত্বের মধ্যে প্রভেদ এই যে, বাল্যকালের কবিত্ব কল্পনাময় ও অলীক ও বার্দ্ধক্যের কবিত্ব সত্যপূর্ণ। অতএব ধর্ম্মকে আশ্রয় করিলে বার্দ্ধক্য কখনই নীরস বলিয়া বোধ হয় না। সাংসারিক অবস্থার সহস্র পরিবর্ত্তন হউক কিন্তু ঈশ্বরে

স্থিতি করিলে সে পরিবর্ত্তন আমাদিগকে কষ্ট দিতে পারে না! সুখ দুঃখ আমাদিগের আয়ত্তাধীন নহে কিন্তু ধর্ম্ম আমাদিগের আয়ত্তাধীন, ধর্ম্ম যদি আমরা আয়ত্ত করিতে পারি, তবে আমাদিগের কোন উদ্বেগ নাই, কোন চি[illegible]।

"যংলব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকংততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥"

যাঁহাকে লাভ করিলে অপর লাভ লাভ বলিয়া জ্ঞান হয় না, যাঁহাতে স্থিতি করিলে গুরু দুঃখ মনকে বিচলিত করিতে পারে না, তাঁহাকে [illegible]রা করতলস্থ করিতে পারি, তাহা হ[illegible]সারিক অবস্থার সহস্র পরিবর্ত্তন হউক না কেন, আমাদিগের কি চিন্তা, কি ভয়, কি উদ্বেগ? পরমেশ্বরে স্থিতি করিলে বন্ধুতার পরিবর্ত্তন আমাদিগকে উদ্বেজিত করিতে পারে না। যাঁহার সহিত আমাদিগের চির সম্বন্ধ তাঁহাকে যদি আমরা লাভ করিতে পারি তাহা হইলে পার্থিব বন্ধু আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলেও তাহাতে ক্ষতি বোধ হয় না। "চলচ্চিত্তং" মানব চিত্তের সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু ঈশ্বরে. কোন বিকার নাই। তাঁহার সহিত বন্ধুতা করাই শ্রেয়স্কর। তাঁহাতে প্রীতি স্থাপন না করিলে প্রীতিবৃত্তির সার্থকতা হয় না। প্রীতির অচলপ্রতিষ্ঠা পরমেশ্বর, তাঁহাতে প্রীতি স্থাপন করিলেই প্রীতির সার্থকতা হয়।

ভগবদ্গীতা বিষয়ে বক্তৃতা।

(জাতীয় সভায় অভিব্যক্ত)

৪০৫ সংখ্যা পত্রিকার ১৩ পৃষ্ঠার পর।

আমরা জগতের উপর ঈশ্বরের সাধারণ নিয়ন্তৃত্বের বিষয় বলিলাম। সেই সাধারণ নিয়ন্তৃত্ব ব্যতীত জগতের সহিত তাঁহার একটি বিশেষ মধুর সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধ এই যে তিনি জগতের পিতামাতা ও সুহৃদ।

"সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং।" ৫ম, ২৯।
"পিতা হি লোকস্য চরাচরস্য।" ১১শ, ৪৩।
"পিতাহমস্য জগতোমাতা ধাতা পিতামহঃ"। ৯ম, ১৭।

পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয় যেমন প্রিয়ের অত্যাচার সকল সহ্য ও দোষ মার্জ্জনা করেন ঈশ্বর সেইরূপ জীবের অত্যাচার সকল সহ্য ও দোষ মার্জ্জনা করেন।

"পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুং।" ১১শ, ৪৪।

ভগবদ্গীতা জীবাত্মার স্বরূপ যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অতি উচ্চ।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতু মর্হসি॥ ২য়, ২৩, ২৫

"আত্মা শস্ত্র দ্বারা ছিন্ন এবং অগ্নি দ্বারা দাহিত ও জল দ্বারা গলিত এবং বায়ু দ্বারা শোষিত হয় না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য। আত্মাকে এইরূপ জানিয়া শোক ত্যাগ কর।"

আত্মার মহত্তম কার্য্য পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হওয়া। এই সম্মিলনের নাম যোগ। যোগসাধনের জন্য জ্ঞান, প্রীতি ও ভক্তি আবশ্যক।

জ্ঞান না থাকিলে যোগ হইতে পারে না, যেহেতু যে ঈশ্বরকে জানে না সে কি প্রকারে তাঁহাতে যুক্ত হইতে পারে? জ্ঞানানুশীলন জন্য শ্রদ্ধা ও ইন্দ্রিয়সংযম আবশ্যক। জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে ঈশ্বরজ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্তি হয় না। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়দমন করিতে সক্ষম হয় নাই, রিপুদিগের দৌরাত্ম্যে যাহার মন সর্ব্বদা চঞ্চল, ঈশ্বরজ্ঞানানুশীলনের প্রতি তাহার অভিরুচি হয়

না এবং সে সেই জ্ঞানানুশীলন জন্য মনের যেরূপ অভিনিবেশ আবশ্যক সে অভিনিবেশ লাভ করিতে সক্ষম হয় না। জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র বস্তু ইহলোকে দৃষ্ট হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি যোগসংসিদ্ধ হইয়া পরমাত্মাকে লাভ করিতে সক্ষম হয়েন। যোগ সাধনের জন্য প্রীতিও আবশ্যক। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি না থাকিলে মনুষ্য তাঁহাতে কি প্রকারে যুক্ত হইতে পারে? সাধক ঈশ্বরকে সর্ব্বদাই প্রীতি পূর্ব্বক ভজনা করেন। অনন্যভক্তির দ্বারাই ঈশ্বর লভনীয়। যে ব্যক্তি অব্যভিচারী ভক্তির দ্বারা তাঁহাকে সেবা করে সেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। যিনি একান্ত ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরেতে সর্ব্বদা যুক্ত থাকেন তিনিই জ্ঞানীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃসংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৪র্থ, ৩৯
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥ ৪র্থ,৩৮
"ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।" ১০ম, ১০
"ভক্ত্যা লভ্যস্তনন্যয়া।" ৮ম, ২২
"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে"১৪শ,২৬
"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়োহি জ্ঞানিনোত্যর্থমহংস চ মম প্রিয়ঃ" ৫ম, ১৭॥

কূর্ম্ম যেমন আপনার অঙ্গ সকল আপনার শরীরের অভ্যন্তরে সংহরণ করে তেমনি যোগী ব্যক্তি যখন ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে অনায়াসে নিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হয়েন তখন তাঁহার বুদ্ধি ঈশ্বরেতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এইরূপ ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার না করিলে যোগ সাধন হয় না। প্রকৃত যোগী ব্যক্তি মনে করিলে বহির্বিষয় হইতে মনকে উঠাইয়া ঈশ্বরেতে সংযুক্ত করিতে পারেন। অবাতকম্পিত দীপশিখা যেমন স্থির থাকে সেইরূপ যোগীর চিত্ত ঈশ্বরেতে স্থির থাকে। তিনি আধ্যাত্মিক জগতে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকেন, সংসার তাঁহার সম্বন্ধে রাত্রিস্বরূপ।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥২য়, ৫৮।
যথা দীপোনিবাতস্থোনেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ৬ষ্ঠ, ১৯।
যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ তোমুনেঃ ॥২য়.৬৯

যোগী ব্যক্তির চিত্ত অবাতকম্পিত দীপশিখার ন্যায় ঈশ্বরেতে স্থিতি করে, তিনি আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে সর্ব্বদা জাগ্রত এবং সংসারের প্রতি এরূপ আসক্তিশূন্য যে তাহা তাঁহার পক্ষে নিশার স্বরূপ প্রতীয়মান হয় তথাপি তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি"। ২য়, ৪৮,

প্রকৃত যোগের পরীক্ষা এই যে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয় কর্ম্ম সম্পাদন [illegible] অথচ যোগভ্রষ্ট হইবেক না।

যোগী ব্যক্তি ফলকামনা পরিত্যাগ ক[illegible] সাংসারিক কার্য্য করেন। যশ, মান প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষায় সাংসারিক কার্য্য করিলে মনের শান্তিভঙ্গ হয়। অতএব ঈশ্বরেতে মনঃসমাধান করিতে পারা যায় না। যে ব্যক্তি ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করেন তিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের মধ্যে কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মেতেই আমাদের অধিকার; কর্ম্মের ফলে আমাদের অধিকার নাই। কর্ম্মের ফলাফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া স্থিরচিত্ত থাকা কর্ত্তব্য। কর্ম্ম আশানুরূপ ফলযুক্ত না হইলে তাহাতে বিষণ্ণ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। যে কিছু কর্ম্ম করিবে, যাহা কিছু আহার করিবে, যে কিছু হোম করিবে, যাহা কিছু দান করিবে, যে কিছু তপস্যা করিবে তাহা সমস্ত ঈশ্বরে অর্পণ করিবে। সকল কর্ম্ম ঈশ্বরের কর্ম্ম

বলিয়া করিবে। ধন মান যশের জন্য যে ব্যক্তি কার্য্য করে সে ব্যক্তি পাপে অনায়াসে লিপ্ত হয়। কিন্তু যোগী ব্যক্তি ধন মান যশের জন্য কর্ম্ম করেন না। অতএব তিনি পাপে লিপ্ত হয়েন না। পদ্মপত্র যেমন স্রোতের উপরে স্থিতি করে, জলে লিপ্ত থাকে না, তেমনি পৃথিবীর পাপস্রোত তাঁহার নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হয়; তিনি তাহাতে লিপ্ত হয়েন না।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ
স সন্ন্যাসী। ৬ষ্ঠ, ১
সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগোবিশিষ্যতে॥ ৫ম,২
কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। ২য়, ৪৭
যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং ॥ ৯ম, ১
মৎকর্ম্মকৃৎ। ১১ শ, ৫০
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ৫ম, ১০

পদ্মপত্রের উপমা কি সুন্দর! ইহাতে সত্য ও সৌন্দর্য্য কি আশ্চর্য্যরূপে মিশ্রিত আছে।

কর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বভূতের উপকার সাধন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৫ম, ২৫
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥১২শ, ৪

ভগবদ্গীতানুসারে প্রকৃত যোগের লক্ষণ কি তাহা কথিত হইল। যোগী ব্যক্তি অবাতকম্পিত দীপশিখার ন্যায় স্থিরভাবে ঈশ্বরে সর্ব্বদা ধ্যানযুক্ত থাকিবে এবং ফলকামনাশূন্য হইয়া সকল সাংসারিক কার্য্য বিশেষতঃ সর্ব্ব ভূতের হিতসাধন-কার্য্য সম্পাদন করিবে। প্রকৃত যোগের লক্ষণ কথিত হইয়া এক্ষণে প্রকৃত যোগীর কি লক্ষণ ও স্বভাব তাহা বিবৃত হইতেছে।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ ॥ ৬ষ্ঠ, ৩২

"যে ব্যক্তি সুখদুঃখ সম্বন্ধে আত্মদৃষ্টান্তে সর্ব্ব প্রাণিতে সমদৃষ্টি করেন আমার মতে সেই যোগী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণএবচ।
নির্মমোনিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥
সন্তুস্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ॥
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।
১২শ, ১৩, ১৪,

"যে ব্যক্তি কোন প্রাণির প্রতি বিদ্বেষ না করিয়া সকলের সঙ্গে মিত্রতা ও সকলের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন, যিনি মমতা ও অহঙ্কাররহিত, আর অন্যের সুখে সুখী আর অন্যের দুঃখে দুঃখী ও ক্ষমাযুক্ত হন, যে ব্যক্তি সদাই সন্তুষ্ট, অপ্রমত্ত, সংযতস্বভাব এবং ঈশ্বরবিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া মন এবং বুদ্ধিকে তাঁহাতে সমর্পণ করেন সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রিয় হয়।"

যোগসাধনের ফল শান্তি ও আনন্দ। শান্তি অতীব প্রার্থনীয়। হর্ষ বিষাদের মধ্যে বিষাদ ত আদবেই প্রার্থনীয় নহে আর হর্ষ বালোচিত ও লঘুত্বসূচক। শান্তচিত্ততা অত্যন্ত মহদ্গুণ। মহত্ত্বের কথা দূরে রাখিয়া লাভক্ষতি গণনা পূর্ব্বক কেবল বণিকের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলেও শান্তচিত্ততা অতীব প্রার্থনীয়। মনকে হর্ষবিষাদের অধীন রাখিলে অধিকাংশ স্থলে বিষাদই প্রাপ্ত হইতে হয়, যে হেতু পৃথিবীতে সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিক। অতএব শান্তচিত্ততা লাভ করিবে। ধর্ম্মসাধনের মুখবন্ধ-স্বরূপ ইন্দ্রিয়সংযম-জনিত সামান্য শান্তি ধর্ম্মসাধনের প্রবল ইচ্ছা ও আত্মচেষ্টা দ্বারা লভনীয়, কিন্তু যে গভীর শান্তির কথা বলা যাইতেছে তাহা কেবল যোগসাধন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি ঈশ্বরে সর্ব্বদা যুক্ত থাকেন, একমাত্র ঈশ্বরই যাঁহার সুখের কারণ, কেবল

ঈশ্বরই যাঁহার মতিগতি তিনিই দুঃখেতে অনুদ্বিগ্নমনা এবং স্পৃহারহিত হইতে পারেন এবং সুখদুঃখ,লাভালাভ, জয় পরাজয় সমান জ্ঞান করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারেন। যোগী ব্যক্তি ঈশ্বরকে লাভ করিয়া, অন্য লাভকে তাহা অপেক্ষা অধিক মনে করেন না এবং ঈশ্বরে স্থিতি করিয়া গুরু দুঃখ দ্বারাও বিচলিত হয়েন না।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধোস্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ২য়, ৫৬
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতোন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ ৬ষ্ঠ,২২
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। ২য় ৩৮

কিন্তু এই সকল শ্লোকের এই অর্থ নহে যে মনুষ্য আপনার প্রকৃতিকে প্রস্তরবং জড় করিয়া ফেলিবে। ধার্ম্মিক ব্যক্তির মনে সাংসারিক কামনা যে আদোবে প্রবেশ করে না এমত নহে, তাহা প্রবেশ করে, কিন্তু যেমন নানা নদ নদীর জল সমুদ্রে প্রবেশ করে অথচ তদ্দ্বারা পূর্ণ হইলেও যেমন সমুদ্র আপনার সীমা অতিক্রম করে না, সেইরূপ ধার্ম্মিক ব্যক্তি আপনার মনে ঐ সকল কামনার প্রবেশ সত্ত্বেও তদ্দ্বারা বশীভূত হইয়া ধর্ম্মের সীমা অতিক্রম করেন না। এই প্রকার ব্যক্তিই শান্তি প্রাপ্ত হয়, যে কামনার দাস সে তাহা প্রাপ্ত হয় না।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥ ২য়, ৭০

এই শ্লোকের ছন্দের গজেন্দ্রগমনবৎ গাম্ভীর্য্য, কিম্বা তাহার ভাবের সারবত্তা, কিম্বা তাহার রচনার লালিত্য, যাহা বিবেচনা করা যায় তাহাতেই ইহাকে শ্লোকের মধ্যে রাজা শ্লোক বলিয়া গণ্য করিতে ইচ্ছা হয়।

যোগসাধনের একটি মনোহর ফল যেমন শান্তি তেমনি আর এক মনোহর ফল সুখ। সে সুখ যে সাংসারিক সুখ অপেক্ষা কত সারবান ও গভীর যিনি তাহা উপভোগ করিয়াছেন তিনি বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন। অন্য লোকে তাহা কি প্রকারে বুঝিবে?

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥৬ষ্ঠ, ২৮

"যে যোগী এই প্রকারে সর্ব্বদা মনকে বশীভূত করেন তাঁহার সকল পাপ বিনাশ পায় এবং তিনি অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ সর্ব্বোত্তম সুখ প্রাপ্ত হয়েন।"

ঈশ্বর আমাদিগকে ত সর্ব্বদা স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন কিন্তু তাহা আমরা অজ্ঞান বশতঃ অনুভব করি না। যোগের সময় যখন আমরা সেই সংস্পর্শ অনুভব করি তখন পিতার সুধাময় পবিত্র আলিঙ্গনে পুত্র যেমন সুখ অনুভব করে সেই প্রকার সুখ আমরা অনুভব করি, কিন্তু তাহা তদপেক্ষাও অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। সে সুখ যে কি তাহা বাক্যেতে বর্ণনা করা যায় না; যিনি তাহা আস্বাদন করিয়াছেন তিনি তাহা অবগত আছেন।

আমি যাহা বলিলাম তাহাতে এরূপ বোধ হইতে পারে যে, মনুষ্য আপনি আত্মচেষ্টা করিয়া যোগ সাধন করিলে ধর্ম্মসিদ্ধি লাভ করিতে পারে কিন্তু তাহা নহে; ধর্ম্মসিদ্ধি লাভের জন্য যেমন আত্মচেষ্টা আবশ্যক তেমনি দেবপ্রসাদও আবশ্যক।

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগন্তং যেন মামুপযান্তি তে" ১০ম, ৯

"যে ব্যক্তি সতত পরমেশ্বরে যুক্ত থাকে এবং তাঁহাকে প্রীতি পূর্ব্বক ভজনা করে তাহাকে ঈশ্বর এমন বুদ্ধি প্রদান করেন যাহাতে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়।"

প্রত্যেক মনুষ্যের আধ্যাত্মিক অবস্থাতে একটুকু বিশেষত্ব আছে; সেই বিশেষ অবস্থার উপযোগী উপায় সকল অবলম্বন করিবার বুদ্ধি ঈশ্বর প্রেরণ না করিলে এবং সেই

বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য না করিলে সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ভগবদ্গীতা পাঠ করিলে এইরূপ বোধ হয় যে উহার প্রণেতা একটি সুমহৎ ধর্ম্মপরিবর্ত্তন সাধন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বেদান্ত-দর্শন ঈশ্বরকে এরূপ নিগুর্ণ ও অনির্ব্বচনীয়-স্বরূপ করিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন যে,তাঁহাকে উপাসনার অতীত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ভগবদ্গীতা-প্রণেতা তাঁহাকে পিতা মাতা ও সুহৃৎ রূপে বর্ণনা করিয়া উপাসনাগম্য করিয়াছেন। বেদান্ত-দর্শনে কেবল জ্ঞানের কথা পাওয়া যায়; প্রীতি ও ভক্তির কথা অতি অল্প পাওয়া যায়। ভগবদ্গীতাতে প্রীতি ও ভক্তির কথা যথেষ্ট পাওয়া যায়। পাতঞ্জল দর্শন কেবল যোগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন; মীমাংসা কেবল কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন! এই জন্য মীমাংসা-দর্শনকার জৈমিনি আপনার গ্রন্থের প্রথমে কেবল কর্ম্মকে প্রধান দেবতা বলিয়া তাহাকে নমস্কার করিয়াছেন, কিন্তু ভগবদ্গীতা যোগের সহিত কার্য্যসংযোগ করিতে উপদেশ দেন। বোধ হইতেছে যে, ভগবদ্গীতা-প্রণেতার কালে দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি দার্শনিক মতের সামঞ্জস্য বিধান এবং দার্শনিক আলোচনার অনিষ্ট নিবারণ জন্য গীতা রচনা করিয়াছিলেন। শুদ্ধ দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার অনিষ্ট নিবারণ জন্য যে তিনি গীতা রচনা করিয়াছিলেন এমৎ নহে। তাঁহার সময় বেদের প্রতি লোকের অন্ধ নির্ভর ছিল। কোন বিশেষ ধর্ম্মগ্রন্থের প্রতি অন্ধ নির্ভর ধর্ম্মবিষয়ে মনকে যেমন বদ্ধ ও হীনভাবাপন্ন করে এমন আর অন্য কিছুই নহে। ভগবদ্গীতা-প্রণেতা বেদের প্রতি অজ্ঞানোচিত অন্ধ নির্ভর হইতে মানব মনকে বিমুক্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন যে হেতু তাহাতে এমন সকল শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। যথা

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ২য়, ৫২

"যখন তোমার বুদ্ধি মোহ-সমূহের অতীত হইবে তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত সম্বন্ধে বৈরাগ্য লাভ করিবে।"

বেদের সময় ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি স্ত্রী শূদ্রের অধিকার ছিল এমৎ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু ভগবদ্গীতার কালে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি স্ত্রী শূদ্রের অধিকার অদোবে নাই লোকের মনে এই বিশ্বাস প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ভগবদ্গীতা-প্রণেতা এই বিশ্বাস অপনোদন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন এই জন্য তাহাতে এই সকল শ্লোক দৃষ্ট হয়। যথা

স্ত্রিয়োবৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেপি যান্তি পরাং গতিং।৯ম,৩২

"স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্রও ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা সদ্গতি প্রাপ্ত হয়।"

বেদের প্রতি একান্ত নির্ভর ও ব্রহ্মজ্ঞানে স্ত্রী শূদ্রের আদোবে অধিকার নাই এই বিশ্বাস লোকের মন হইতে উঠাইবার জন্য নিজ বেদ হইতে ভগবদ্গীতা পোষকতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যেহেতু নিজ বেদে "অপরা ঋগ্বেদঃ" ইত্যাদি শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি স্ত্রীলোকদিগের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে আমরা ভগবদ্গীতা অন্য দেশের ধর্ম্ম-গ্রন্থ অপেক্ষা কি কি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রথমতঃ, ঈশ্বরস্বরূপের এরূপ সুমহৎ বর্ণনা অন্য দেশের ধর্ম্ম-গ্রন্থে পাওয়া সুকঠিন। অন্যান্য দেশের ধর্ম্ম-গ্রন্থে ঈশ্বরের তটস্থ লক্ষণের অর্থাৎ জগৎ-কার্য্যে প্রকাশিত তাঁহার জ্ঞান শক্তি করুণা এবং জগতের উপর তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ভাবের অনেক মহৎ বর্ণনা পাওয়া যায়;

কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপ লক্ষণের এরূপ মহৎ বর্ণনা পাওয়া যায় না। যাঁহারা ঈশ্বরকে জগতের একটী বিশেষ স্থান অর্থাৎ স্বর্গে বিশেষরূপে প্রকাশিত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে তাঁহার স্বরূপলক্ষণের অর্থাৎ তাঁহার অনন্তত্ব ও অনির্ব্বচনীয়ত্বের এতদ্রূপ সুমহৎ বর্ণনা কি প্রকারেই বা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? দ্বিতীয়তঃ, অবাতকম্পিত দীপশিখাবৎ মহোচ্চ ব্রহ্মযোগের কথা অন্য দেশের ধর্ম্ম-গ্রন্থে আদোবেই পাওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ, শান্তিসাধনের বিষয়েও ভগবদ্গীতার ন্যায় এরূপ সুমহৎ উপদেশ আর কোথায় পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম শান্তিসাধক ধর্ম্ম নহে। খৃষ্ট যে শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন না তাহা তাঁহার অভিশাপাদিতে এবং জেরুজেলমস্থ ঈশ্বরোপাসনালয়ের দ্বারস্থিত বণিকদিগের প্রতি ব্যবহারেতেই প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার ও দেশীয় খৃষ্ট গৌরাঙ্গের আদর্শে আমাদিগের দেশের কোন কোন ধর্ম্মপ্রচারকেরা ধর্ম্মোন্মত্ততার ভাব প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেছেন ইহা কোন মতেই শ্রেয়স্কর বোধ হয় না। উন্মত্ত উপাসনার মত্ততার পরে মন অবসাদদশা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থাতে মন শুষ্ক ও ধর্ম্মোৎসাহশূন্য হয়। উন্মত্ততার পর অবসাদ, অবসাদের পর পুনরায় উন্মত্ততা এরূপ করিলে কোন কালেই সাধন হয় না, অতএব প্রকৃত যোগাভ্যাসের প্রতি উন্মত্ত উপাসনা যেরূপ ব্যাঘাতজনক এরূপ আর অন্য কিছুই নহে। উন্মত্তসাধন অপেক্ষা শান্তসাধন যে ধর্ম্মসিদ্ধি লাভের প্রতি অধিক উপযোগী তাহার আর সন্দেহ নাই। এই জন্য আমাদিগের প্রাচীন ঋষিরা উপদেশ দিয়াছিলেন যে শান্তভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিবেক। "শান্ত উপাসীত।" চতুর্থতঃ, কর্ম্মফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্ম করার বিষয়ে ভগবদ্গীতাতে যেরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় এমন অন্য কোন দেশের গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পঞ্চমতঃ, ভগবদ্গীতার উপদেশে যেরূপ ঔদার্য্য পরিলক্ষিত হয় এমন অন্য দেশের ধর্ম্ম-গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় না। এ বিষয়ে আমি কিছু বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি। ভগবদ্গীতার মতে মনুষ্য যেখানে যে প্রকারে দেবোপাসনা করিতেছে সে ঈশ্বরেরই উপাসনা করিতেছে।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যা পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ৪র্থ, ১১

"যে যে প্রকারে আমাকে ভজনা করে আমি সেই প্রকারে তাহাকে অনুগ্রহ করি। হে পার্থ! সকল মনুষ্যই আমার পথে অনুবৃত্তি করিতেছে।"

সকল ধর্ম্মে অল্প বা অধিক পরিমাণে সত্য আছে। এই জন্য এখানে উক্ত হইয়াছে যে সকলে ঈশ্বরের পথে অনুবৃত্তি করিতেছে। ভগবদ্গীতার অনেক স্থানে উল্লেখ আছে যে ব্রহ্মজ্ঞান সকল পথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অন্যান্য দেশের ধর্ম্মগ্রন্থ পৌত্তলিকতার প্রতি যেরূপ বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে ভগবদ্গীতা সেইরূপ প্রকাশ করেন না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া পৌত্তলিকের ন্যায় আচরণ করা দোষ, কিন্তু অজ্ঞানতা বশতঃ যাহার পরিমিত দেবদেবীতে আন্তরিক বিশ্বাস আছে তাহার পক্ষে পৌত্তলিকতা দোষ নহে। মনুষ্য অপূর্ণস্বভাব, সে অনন্তস্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মকে সম্যক্ রূপে ধারণ করিতে পারে না, অতএব অজ্ঞান মনুষ্যেরা যে পরিমিতরূপে ঈশ্বরের উপাসনা করিবে ইহার আশ্চর্য্য কি? ভগবদ্গীতার আখ্যায়িকানুসারে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরস্বরূপে যখন অর্জ্জুনকে তাঁহার বিরাট অর্থাৎ অনন্তমূর্ত্তি দেখাইলেন তখন অর্জ্জুন সেই অনন্তমূর্ত্তি ধারণা করিতে না পরিয়া আকুল

ও হতচেতা হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মানব মূর্ত্তি প্রদর্শন করাতে অর্জ্জুন বলিলেন,

দৃষ্টেব্দং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সম্বৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥১১শ,৫১

"হে জনার্দ্দন! তোমার এই মানুষাকার দেখিয়া এক্ষণে আমি সুপ্রসন্নচিত্ত এবং পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলাম।"

এই বাক্য দ্বারা ভগবদ্গীতা মনুষ্যের এই বিষয়ে স্বাভাবিক ক্ষীণতার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু অন্যান্য দেশের ধর্ম্মগ্রন্থ এরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। ভগবদ্গীতা ইহার অব্যবহিত পরেই আবার পৌত্তলিকতারূপ সোপানে বদ্ধ না থাকিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে আরোহণ করিবার উপদেশ দিতেছেন।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যোঅহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ ১১শ, ৫৪

"হে শত্রুতাপন! কেবল আমাতেই অত্যন্ত নিষ্ঠাযুক্ত যে ভক্তি তাহা দ্বারা আমার এই বিশ্বরূপকে যথার্থতঃ দেখিতে এবং জানিতে ও ইহাতে প্রবেশ করিতে পারে।"

ঈশ্বরকে সামান্য পুষ্প দ্বারা পূজা অপেক্ষা প্রীতি-পুষ্প দ্বারা তাঁহার পূজা করা শ্রেয়ঃ। কিন্তু যাহারা অজ্ঞানতা বশতঃ তাঁহাকে সামান্য পুষ্প দ্বারা পূজা করে, সরল মনে প্রদত্ত সেই পুষ্প পরমেশ্বর কি গ্রহণ করেন না? অবশ্য গ্রহণ করেন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যোমে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ৯ম, ২৬

"কোন ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক পরমেশ্বরের উদ্দেশে পত্র, পুষ্প, ফল, জল অর্পণ করিলে পরমেশ্বর ঐ শুদ্ধচিত্ত ভক্তের প্রদত্ত পত্রপুষ্পাদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করেন।"

কথিত আছে যে কোন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী দেশের কোন বালক কোন পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া সেই সুন্দর পার্ব্বত্য প্রদেশের সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া একটী "রিবণ গ্রাস*" অর্থাৎ নানা শোভন বর্ণযুক্ত ফিতার ন্যায় দেখিতে যে তৃণ সেই তৃণ একটি তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছিল। পরমেশ্বর সরল মনে প্রদত্ত বালকের ঐ উপহার অনেক কপটাচারী ধার্ম্মিকের গির্জায় উপাসনা অপেক্ষা অধিকতর প্রসন্নতার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই। ভগবদ্গীতা ধর্ম্মমত ও উপাসনাপ্রণালীর সম্বন্ধে যেমন ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়াছেন তেমনি ধর্ম্মাচরণের মাত্রা বিষয়েও অল্প ঔদার্য্য প্রদর্শন করেন নাই। যে ব্যক্তি অল্প ধর্ম্ম করিয়াছে তাহাকে গীতা উৎসাহ প্রদান দ্বারা ধর্ম্মপথে আরও অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছেন, যেন কোন ক্রমে ধর্ম্মপথে মনুষ্য অগ্রসর হইতে পারিলেই গীতা আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন।

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ' ২য়, ৪০

"অল্পমাত্র ধর্ম্মও মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করে।"

যে ব্যক্তি অনেক যত্ন করিয়া যোগ সাধন করিয়াছেন কিন্তু অবশেষে যোগভ্রষ্ট হইয়াছেন তাহাকে গীতা এই আশ্বাস প্রদান করিতেছেন।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্‌দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ ৬ষ্ঠ, ৪০

"হে পার্থ! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির ইহলোকে এবং পরলোকে বিনাশ দৃষ্ট হয় না। হে তাত! শুভকর্ম্মকারী কোন দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।" যাহারা অল্প ধর্ম্ম করিয়াছে অথবা কঠিন কার্য্য যোগসাধনে আরোহণ করিয়া তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে তাহাদিগের কথা দূরে থাকুক, যাহারা ধর্ম্মের কোন ধারই ধারে না, কেবল পাপে লিপ্ত থাকে, এমন সুদুরাচার ব্যক্তিকেও

* Ribbon-grass.

গীতা সুমধুর স্বরে ধর্ম্মপথে আহ্বান করিতেছেন।

অপি চেৎ সুদারাচারোভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতোহি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিযচ্ছতি!
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"
৯ম, ৩০ ৩১

"সুদুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যমনা ও সম্যক্ অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া ঈশ্বরকে ভজনা করে তাহাকে সাধু বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইয়া নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হয়। হে কৌন্তেয়! তুমি নিঃশংসয়ে অন্যকে বলিবে যে পরমেশ্বরের ভক্ত সে কখন বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।"

ষষ্ঠতঃ, খ্রীষ্ট্রীয়ানদিগের ওল্‌ডটেষ্টমেণ্ট কেবল স্বজাতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ ইহুদিদিগের উপকার সাধন করিতে বলে। সকল মনুষ্যের উপকার সাধনের কথা ওল্‌ডটেষ্টেমেণ্টে দৃষ্ট হয় না। নিউটেষ্টেমেণ্ট ওল্‌ডটেষ্টমেণ্ট অপেক্ষা একটুকু উর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছেন অর্থাৎ নিউটেষ্টমেণ্ট এইরূপ উপদেশ দেন যে, সকল মনুষ্যের উপকার করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তদপেক্ষা উর্দ্ধে উঠিতে সক্ষম হয়েন নাই। ভগবদ্গীতা বলিতেছেন কেবল মনুষ্য নহে, সকল জীবের উপকার সাধন করা কর্ত্তব্য। সপ্তমতঃ, অন্য দেশের কোন ধর্ম্মগ্রন্থ শারীরিক নিয়ম পালন ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গণ্য করেন না। ভগবদ্গীতা বলিতেছেন,

নাত্যশ্নতস্তু যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতোনৈব চার্জ্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগোভবতি দুঃখহা॥ ৬ষ্ঠ, ১৬, ১৭

"যে অত্যন্ত অধিক আহার করে কিম্বা একেবারেই আহারত্যাগী হয় এবং অধিক নিদ্রালু হয় কিম্বা এককালে নিদ্রা ত্যাগ করে, হে অর্জ্জুন! এমত ব্যক্তির যোগ হয় না। যাহার গমনাগমন চেষ্টা, নিদ্রা, জাগরণ, আহার এই সকল নিয়মিত রূপে থাকে যোগ তাহারই দুঃখনিবৃত্তির কারণ হয়।"

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধ্যাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং॥১৭শ,৮,৯,১০

"পরমায়ু, উৎসাহ, বল, মনঃপ্রসন্নতা ও রুচি এই সকলের বৃদ্ধিকর আরোগ্যজনক ও উৎকৃষ্টরস ও স্নেহযুক্ত দ্রব্য এবং যে দ্রব্যের সার ভাগ শরীরে অধিক কাল স্থায়ী হয় আর যে দ্রব্য সুদৃশ্য এইরূপ আহার্য্য সামগ্রী সাত্ত্বিক ব্যক্তিদিগের প্রিয়। অতিশয় তিক্ত অম্ল বা উষ্ণ কিম্বা ঝাল বা রুক্ষ দ্রব্য এবং শর্ষপাদির ন্যায় যে দ্রব্য কিঞ্চিৎকাল চর্ম্মে থাকিলে চর্ম্ম নষ্ট করে; এই সকল সামগ্রী ভক্ষণকালে কষ্টকর এবং পরে মনের গ্লানি ও রোগজনক হয়, ইহাই রাজস ব্যক্তিদিগের প্রিয়। দুগ্ধাদি যে সকল দ্রব্য পাকের পর অনেক ক্ষণ গত হইলে শীতল হয় সেই সকল দ্রব্য শীতল অবস্থায় ব্যবহার এবং যাহার সার ভাগ শরীর হইতে নিঃসৃত হইয়া যায় আর যাহা দুর্গন্ধযুক্ত বা পর্য্যুসিত অথবা উচ্ছিষ্ট কিম্বা অপবিত্র সেই সকল দ্রব্য তামসদিগের প্রিয় হয়।"

আহারানুসারে সৎ প্রবৃত্তি অথবা অসৎ প্রবৃত্তি পোষিত হয় ইহা যে উচ্চতম বিজ্ঞান শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ এবং সেই সম্বন্ধের নিয়ম অবধারণ করে সেই উচ্চতম বিজ্ঞানের একটি পরম সত্য। অন্য দেশের ধর্ম্মগ্রন্থ সকলে এই সত্য স্বীকার করে না কেবল আমাদিগের দেশের ধর্ম্মগ্রন্থ তাহা স্বীকার করে।

এতদ্দেশে বর্ত্তমান কাল সংশয়বাদ ও ভোগবিলাসের কাল। যে হিন্দুজাতি চির কাল ধর্ম্মানুরাগ জন্য বিখ্যাত ছিল, যাহার

অসনে বসনে শয়নে স্বপ্নে ধর্ম্ম, সেই জাতি বিদেশীয় আসুরিক জ্ঞান-প্রভাবে ক্রমে ধর্ম্মের প্রতি আস্থাশূন্য হইতেছে। ক্রমে সংসারবাদ বহুল প্রচার হইতেছে; "অয়ং লোকো নাস্তি পরঃ" এই লোকই সর্ব্বস্ব, পরকাল নাই, এই বিশ্বাস ক্রমশঃ লোকের মনে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। সকলেই সাংসারিক ভোগবিলাসে মত্ত; ঈশ্বর ও পরকাল একবার ভ্রমেও মনে করে না। যে হিন্দুজাতির প্রাণ ধর্ম্ম ছিল, যে জাতি ঈশ্বর ও পরলোকের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া সাংসারিক প্রত্যেক কার্য্য সম্পাদন করিত এবং নিজে কষ্ট সহ্য করিয়া দয়া ধর্ম্মে অসংখ্য অর্থ ব্যয় করিত সেই জাতি এক্ষণে ধর্ম্মানুরাগশূন্য হইতেছে। ভগবদ্গীতা আসুরিক ভাব বর্ণনাস্থলে ঐ ভাবের যে চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান কালের প্রতি সম্পূর্ণরূপে প্রযুজ্য হয়।

অসৌ ময়া হতঃ শত্রু হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান সুখী॥
আঢ্যোহভিজনবানস্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশোময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥
১৬শ, ১৪, ১

"আমি এই শত্রুকে নষ্ট করিয়াছি। অন্য শত্রুদিগকেও নষ্ট করিব। এবং আমি প্রভু, আমি ভোগী, আমি কৃতকার্য্য, আমি বলবান, আমি সুখী। আমি সম্পত্তিবান, আমি কুলীন, আমার সমান আর কে আছে। আমি মহাযজ্ঞ করিব, দান করিব, আমোদ করিব, এই জ্ঞানে তাহারা বিমোহিত হয়।"

যাহারা এই প্রকার জ্ঞানে বিমোহিত হয় তাহারা মনে করে আমিই আছি, ঈশ্বর নাই। ভোগ-বিলাসই সর্ব্বস্ব।

কিন্তু উপরে বর্ণিত সংশয়বাদ ও ভোগবিলাসসূচিত আসুরিক ভাব আপনার শাস্তি আপনি আনয়ন করে। ভগবদ্গীতার আর এক স্থানে লিখিত আছে।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোহস্তি ন পরোন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥৪র্থ,৪০

"অজ্ঞান ও অশ্রদ্ধাযুক্ত সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাহার ইহলোকে বা পরলোকে সুখ নাই।"

এই উপদেশের জাজ্বল্যমান প্রমাণ ফ্রান্স দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা। তাহার বীর্য্যহীনতা এবং পদে পদে জর্ম্মেনির পদাঘাত সহ্য করা সম্রাট লুই নেপোলিয়নের সময় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত সংশয়বাদ, ভোগ-বিলাস ও পাপাচরণের ফল। ভগবদ্গীতা যথার্থই বলিয়াছেন।

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ॥
প্রসক্তা কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ॥ ১৬ল, ১৬

"লোকে অভীষ্ট অনেক বস্তুতে মনের অবস্থান প্রযুক্ত ভ্রান্তিযুক্ত হইয়া মোহস্বরূপ জালে বদ্ধ হয়। তৎপরে কামভোগে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া অতি কুৎসিত নরকে যায়।"

ঈশ্বর করুন যে বঙ্গদেশ এইরূপ নরকে না পতিত হয়। আমি এক্ষণকার যুবকদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যত্ন ও অভিনিবেশের সহিত বেদ ও বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদাদি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করুন। ইহা ব্যতীত উল্লিখিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার আর উপায়ান্তর নাই। ঐ সকল শাস্ত্র সংশয়বাদ ও ভোগবিলাস-পরায়ণতার যেমন মহৌষধ এমন আর দ্বিতীয় নাই। বেদ বেদান্তাদির সার মর্ম্ম এই ভগবদ্গীতা গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। অন্তত এই ক্ষুদ্র ও সুলভ গ্রন্থটি যদি যত্নের সহিত অধ্যয়ন করেন এবং ইহার উপদেশ সকল কার্য্যে পরিণত করেন তাহা হইলে কি পর্য্যন্ত অমৃত ফল প্রসূত হয় তাহা বলা যায় না।

এই ভগবদ্গীতা—এই ঈশ্বরবিষয়ক সঙ্গীত—অনুপম,অদ্বিতীয়। বোধ হয়,ঈশ্বর-বিষয়ে এমন উচ্চ ধাতুর সঙ্গীত কেহ কখন করে নাই। যখন ভগবদ্গীতা পাঠ করা যায় তখন বোধ হয় যে, দিব্যলোকবাসী কোন পুরুষ অন্তরীক্ষে ঈশ্বরবিষয়ে গান করিতেছেন আর মর্ত্ত্যলোক স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছে। আহা! কি অমৃতময় সঙ্গীত কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল! এমন সঙ্গীত ত কখন শ্রবণ করি নাই। হে সংসার-যন্ত্রণায় তাপিত ব্যক্তিরা! এই সঙ্গীত শ্রবণ কর ও যাহা শ্রবণ করিবে তাহা কার্য্যে পরিণত কর, তাহা হইলে তোমাদিগের সংসারযন্ত্রণা দূরীভূত হইবে, তোমাদিগের আধি-ব্যাধি বিগত হইবে, তোমরা ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া আপ্তকাম হইবে। স্বর্গস্থিত উপনিষদ-প্রেরিত এই দেবদূত অমৃতময় সঙ্গীতে অতি সুগভীর রূপে পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন, অতি আশ্চর্য্যরূপে আত্মার স্বরূপ প্রতিপাদন করিতেছেন, যোগের সহিত কর্ম্মসংযোগ করিতে উপদেশ দিতেছেন এবং সাংসারিক দুঃখক্লেশের অতীত হইয়া সেই মহোচ্চ ব্রহ্মযোগে আরোহণ করিতে বলিতেছেন, যাহা অবাতকম্পিত দীপশিখার ন্যায় বিষয় কার্য্য সম্পাদন সময়েও ঈশ্বরের দিকে মনকে স্থির ভাবে রাখে। ঐ দেবদূত কঠিন উপদেষ্টা নহেন; এমন স্নেহপূর্ণ উপদেষ্টা অল্পই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি অনেক দিন যোগ সাধন করিয়া যোগভ্রষ্ট হইয়া নিরাশপঙ্কে পতিত হইয়াছেন তাঁহাকে পিতার ন্যায় ঐ দেবদূত বলিতেছেন।

"নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'

যে ব্যক্তি অল্পমাত্র ধর্ম্ম করিয়াছে তাহাকেও এই দেবদূত মধুর আশ্বাসে ধর্ম্মপথে আরও অগ্রসর হইতে প্রোৎসাহিত করিতেছেন।

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ"

যে আদবেই ধর্ম্মসাধন করে না, যে সুদুরাচার, যে সমস্ত পৃথিবীর অবজ্ঞাত ও ঘৃণিত, তাহাকেও এই করুণাময় দেবগাথক অবজ্ঞা বা ঘৃণা করেন না, তাহাকেও তিনি এই কথা বলিয়া ধর্ম্মপদবীতে আরোহণ করিতে উপদেশ দিতেছেন।

"অপি চেৎ সুদারাচারোভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিংনিযচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃপ্রণশ্যতি॥"

কি অমৃতময় বাক্য! কি কারুণ্য! কি স্নেহ!

ভগবদ্গীতা গঙ্গানদীর ন্যায়। যেমন বিমলসলিলা জাহ্নবী ভারতবর্ষের অসংখ্য লোকের তৃষ্ণা শান্তি করিতেছেন তেমনি এই ভগবদ্গীতা ভারতবর্ষের অনেক লোকের জ্ঞানতৃষ্ণা শান্তি করিতেছেন। যেমন গঙ্গানদীর জল অনেককে জীবন দান করিয়াছে ও করিতেছে সেইরূপ এই ভগবদ্গীতা গ্রন্থ অনেক লোককে ধর্ম্মজীবন দান ও দেবানুপ্রাণিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই ভগবদ্গীতার নিকট ভারতবর্ষ কত উপকৃত তাহা বলা যায় না। আমাদিগের কত পৈতৃক ধন আছে সংখ্যা করা যায় না; সেই পৈতৃক ধন অবহেলা করিয়া আমাদিগের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন নাই। আমি যে ধনের কথা বলিতেছি তাহা স্বর্ণ নহে, রজত নহে, হীরক নহে তাহা সেই জ্ঞানরূপ ধন যাহা সংশয় ও মহান্ধকার নষ্ট করিয়া সেই পরম পথ প্রদর্শন করে। সভ্যগণ! তোমরা এই ধন লাভ কর তাহা হইলে অর্জ্জুন যেমন গীতার শেষে শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন তোমরাও সেইরূপ ঈশ্বরকে বলিতে সক্ষম হইবে।

"নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত
স্থিতোস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।"

"হে অচ্যুতস্বরূপ! তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হইল, আমি আত্মস্মৃতি লাভ করিলাম, আমার সন্দেহ বিগত হইল, আমি তোমার আদেশ পালন করিব।"

জীবিকাতত্ত্ব।

গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিয়া যিনি যেরূপ কার্য্যই করুন না কেন, সকলকেই সর্ব্বাগ্রে জীবিকার অন্বেষণ করিতে হয়। যিনি প্রকৃত গৃহস্থ, তিনি কি জ্ঞানোন্নতি, কি ধর্ম্মোন্নতি, যাহাতেই প্রবৃত্ত হউন এবং কি সমাজ, কি রাজ্য, যাহার উন্নতি সাধন ও শান্তি রক্ষার নিমিত্তই ব্রতী হউন, তাঁহাকে অধিকতর কর্ত্তব্য জ্ঞানে সর্ব্বাগ্রে কতিপয় নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবেই হইবে। স্বীয় পরিবারের ভরণ পোষণ, বাসোপযোগি গৃহাদি নির্ম্মাণ, সন্তানগণকে যথাসম্ভব বিদ্যা দান, যথাসময়ে পুত্র-কন্যাদিগের উপনয়ন ও বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার সাধন, পিতা-মাতার শ্রাদ্ধ সম্পাদন, আপনার ও পরিবারস্থ কাহারো পীড়া উপস্থিত হইলে তাহার চিকিৎসা বিধান এবং যে সকল দৈব দুর্ব্বিপাক অবশ্যম্ভাবি তৎপরিহারের উপায় সংস্থাপন ইত্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য সকল কি দরিদ্র কি ধনী সর্ব্বপ্রকার ভদ্র গৃহস্থকেই সাধ্যানুসারে করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির যে বিশেষ বিশেষ নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য আছে, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। সুতরাং তত্তাবতের উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। প্রত্যেক গৃহস্থ ব্যক্তিকে এইরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য যাহা যাহা সংগ্রহ করিতে হয়; তৎসমুদায়কেই সাধারণতঃ তাঁহার জীবিকা বলা যায়। আবার যখন একমাত্র অর্থই সর্ব্ববিধ উপকরণ সংগ্রহের মূলস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে, অর্থাৎ যখন তাহাই মাত্র সংগ্রহ করিলে সমুদায় কর্ত্তব্যই অনায়াসে সাধন করিতে পারা যায়, তখন তাহাই প্রত্যেক ব্যক্তির জীবিকার মূল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যাঁহারা পরব্রহ্মের সহিত যোগসাধন করিয়া সমস্ত পার্থিব অভাবের উত্তেজনা হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং সমুদায় বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় সম্যক্‌রূপে বশীভূত করিয়া আত্মাকে যার পর নাই প্রশান্ত করিয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন মনুষ্যের মধ্যে আর কেহই জীবিকার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে পারেন না। যিনি গৃহস্থ তিনি জীবিকার নিতান্ত অনুগত সেবক, এ কথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। গৃহস্থ ব্যক্তি উপযুক্ত জীবিকা লাভে অসমর্থ হইলে, তাঁহার দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। সেরূপ অবস্থায় তাঁহার শরীর নিস্তেজ হয়, বুদ্ধিভ্রংশ হয়, মনের নীচ প্রবৃত্তি সকল প্রবল ও উৎকৃষ্ট বৃত্তি সমুদায় দুর্ব্বল হয় এবং লজ্জা, গ্লানি, ভয় ও দুঃখশোক প্রভৃতি যাবতীয় বিকটাকার রিপুই তাঁহার নিত্য সহচর ও অনুচর হইয়া উঠে। উপযুক্ত জীবিকার অভাব বশত সাংসারিক লোকদিগকে কিরূপ কষ্টে কালাতিপাত করিতে হয় তাহা অধুনা অস্মদ্দেশের প্রায় কাহাকেও অধিক কথা বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই, প্রত্যেক ব্যক্তি আপনা হইতে যত দূর বুঝিতেছেন তাহাই যথেষ্ট।

যাঁহারা লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, জীবিকার অভাব উপস্থিত হইলে কাহারই কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নহে। যখন সন্তোষ অবলম্বন করিলে মনে কোন প্রকার সন্তাপই তিষ্ঠিতে পারে না তখন জীবিকা লাভে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের সন্তোষ আশ্রয়

করাই শ্রেয়ঃ। ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের এবংবিধ উপদেশ আশু শ্রবণ-সুখকর হয় বটে, কিন্তু কোন ব্যক্তি তদনুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হন কি না, তাহা একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। মনে সন্তোষ স্থাপন করিতে পারিলেই তাহাতে কোন প্রকার সন্তাপ স্থান পায় না, ইহা সত্য বটে, কিন্তু যোগী ভিন্ন আর কেহই সকল অবস্থায় সেরূপ সন্তোষ সংস্থাপন করিতে সমর্থ নহেন। সন্তাপ মাত্রই বিশেষ বিশেষ অভাব হইতে উৎপন্ন হয়। যে অভাব যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তদুৎপন্ন দুঃখও সেই পরিমাণে সংবরণ করিতে হয়। মনুষ্যের অভাব প্রধানতঃ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে একরূপ অভাব গৃহস্থ মাত্রকেই অনুভব করিতে হয় এবং তাহা পূরণ করিতে না পারিলে কাহারই জীবন রক্ষা পায় না; আহার, পরিচ্ছদ, বাসগৃহ ও রোগের চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ক যে অভাব তাহাই এই শ্রেণীভুক্ত। আর এক প্রকার অভাব নানাবিধ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই লোকদিগকে অনুভব করিতে দেখা যায়। সকলের উপর এই জাতীয় অভাব-সকলের সমানরূপ অধিকার নাই, যাহারা যতটুকু প্রবৃত্তির বেগ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র, তাঁহাদিগকে ততটুকু এই শ্রেণীর অভাব অনুভব করিতে হয়। বিদ্যাভ্যাস, পূজার্চ্চনা, ঐশ্বর্য্য লাভ, লোকসমাজে আধিপত্য বিস্তার, আড়ম্বরের সহিত পুত্র-কন্যাদিগের বিবাহ ও গুরুজনদিগের শ্রাদ্ধ সম্পাদন, দুঃখী দরিদ্রদিগকে অর্থদান এবং বাহ্য ইন্দ্রিয় সমুদায়ের তৃপ্তিসাধনোপযোগি দ্রব্যাদির আহরণ, ইত্যাদি বিষয়ক যে সকল অভাব তাহাই এই শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীস্থ অভাব সকল পূরণ করিতে না পারিলে ইহলোকে জীবন রক্ষার কোন ব্যাঘাত ঘটে না, কেবল মনোবৃত্তি সমুদায়ের বেগ-নিরোধ জন্যই সন্তাপ জন্মে। যখন কোন ব্যক্তি এই দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ অভাব সকল পূরণ করিতে অসমর্থ হইয়া ক্ষুব্ধ হয়েন, তখন তাঁহাকে সন্তোষ আশ্রয় করিয়া সন্তাপবিমুক্ত হইতে উপদেশ দিলেই শোভা পায়, কারণ সে স্থলে উপদিষ্ট ব্যক্তি কিঞ্চিৎ মানসিক বলের সহিত চেষ্টা করিলেই উপদেষ্টার উপদেশ একরূপ কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি প্রথম শ্রেণীর অভাব সকল পূরণ করিতে না পারিয়া, ব্যাকুল হইয়া, বিষণ্ণ মনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকেন, তখন তাঁহাকে সন্তোষ অবলম্বন পূর্ব্বক সুস্থির হইতে উপদেশ দিলে কিছুমাত্র ফল দর্শিতে পারে না—তখন সেই উপদিষ্ট ব্যক্তি জ্ঞানী হইলেও যে ফল, মূর্খ হইলেও সেই ফল। বস্তুতঃ ঐরূপ অভাবগ্রস্ত হইয়া কেহই কখন সন্তোষ অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। সে অবস্থায় হয়, তিনি চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা উপস্থিত অভাব মোচন করিয়া সুস্থির হইবেন, না হয়, জন্মের মত কালসাগরে প্রাণ-প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া নিরুদ্বেগ হইবেন, ইহা ভিন্ন তাঁহার গত্যন্তর নাই। অন্যের কথায় প্রয়োজন কি, মহর্ষি বশিষ্ঠদেবও ক্ষুধায় কাতর হইয়া, চাণ্ডাল-হস্ত হইতে কুক্কুর-মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন, ইহা একবার স্মরণ করিলেই সকলে আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবেন। আর এক ঋষি বলিয়াছিলেন যে, অনসন প্রযুক্ত ঋক সকল আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে না।

অতএব ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া, লোকদিগকে সন্তোষ-সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেই ভাল হয়। আমাদিগের বিবেচনায় যখন যাঁহার যে সকল অভাব পূরণ করা ইহলোকে ও পরলোকের মঙ্গল-সম্বন্ধে নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া প্রতীয়

মান হয়, তখন তাঁহাকে কেবল সন্তোষ অবলম্বন পূর্ব্বক নিরস্ত থাকিতে না বলিয়া, যে উপায় দ্বারা সেই সকল অভাব সহজে পূর্ণ হইতে পারে, তত্তাবতের গূঢ় উপদেশ দেওয়াই প্রকৃত ধর্ম্মোপদেষ্টার কর্ত্তব্য। আর যখন কোন ব্যক্তির হৃদয়স্থ অভাব সকল ইহলোক ও পরলোকের মঙ্গলের প্রতিকূল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তখন কেবল তাঁহাকে তত্তাবতের পূরণ-অসামর্থ্য জন্য সন্তাপ হইতে রক্ষা করিবার আশয়ে সন্তোষাশ্রয়ের উপদেশ দেওয়াই বিধেয়। এইরূপ বিবেচনা করিয়া লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করিলে তাহাও সফল হয় এবং মানবকুলের উন্নতি-স্রোতও বহমান থাকে। ইহার অন্যথা হইলে উপদেশেরও কিছুমাত্র ফলোদয় হয় না, অথচ উন্নতি-স্রোতেরও ব্যাঘাত-চেষ্টা করা হয়।

জীবিকা লাভের বহুবিধ পথ আছে। যিনি তাহা লাভের নিমিত্ত যে পথ অবলম্বন করেন, তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে তাঁহার জীবন পবিত্র বা অপবিত্র ভাবে অতিবাহিত হয়। এই নিমিত্ত আমাদিগের শাস্ত্রে বিবিধ শ্রেণীর লোকের নিমিত্ত প্রধানতঃ পঞ্চবিধ জীবিকা লাভের পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। মনুসংহিতা প্রভৃতি অস্মদ্দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত ও সত্যানৃত এই পাঁচ প্রকার বৃত্তি দ্বারা দ্বিজাতিরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয়েরা স্ব স্ব জীবিকা লাভ করিবেন। শিল উঞ্ছাদি বৃত্তির নাম ঋত, অযাচিত দান গ্রহণের নাম অমৃত, ভিক্ষা দ্বারা প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহের নাম মৃত, কৃষি-কার্য্যের নাম প্রমৃত, এবং বাণিজ্য-কার্য্যের নাম সত্যানৃত। জীবিকার এই পঞ্চবিধ পথের মধ্যে শাস্ত্রকারগণ পবিত্রাপবিত্র বিবেচনায় ঋত ও অমৃত এই দুই পক্ষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কেন না, কৃষকদিগের পরিত্যক্ত শস্য সংগ্রহ ও অযাচিত দান গ্রহণ দ্বারা যে জীবিকা লাভ করা যায়, তাহার সহিত হিংসা নীচতা বা অন্য কোন প্রকার পাপের সংস্পর্শ মাত্র নাই। আর তাঁহারা মৃত, প্রমৃত ও সত্যানৃত এই তিনটি বৃত্তিকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিবেশিত করিয়াছেন; কেন না, ভিক্ষা করিবার সময়ে যেমন গ্লানি স্বীকার করিতে হয় তেমনি অন্যকে অকারণ কষ্ট দিতে হয়; হল-কুর্দ্দালাদি দ্বারা কৃষিকার্য্য করিবার সময়ে অনেক প্রাণীর হিংসা করিতে হয় এবং বাণিজ্য-কার্য্য চালাইবার সময়ে সত্য-মিথ্যা উভয়বিধ ব্যবহারই করিতে হয়। এইরূপে জীবিকার পথসমূহের দোষ-গুণ বিচার করিয়া, শাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণদিগের স্বাভাবিক পবিত্রতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিধান করিয়াছেন, যে, তাঁহারা যদি ঋত ও অমৃত বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন তাহা হইলেই ভাল হয়। কিন্তু যদি তাঁহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি বহু পরিবারবিশিষ্ট হয়েন, তবে তিনি মৃত, প্রমৃত ও সত্যানৃত বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও জীবিকা লাভ করিবেন, কিন্তু কোন মতেই কোন অবস্থাতেই শ্ববৃত্তি অর্থাৎ সেবা দ্বারা জীবিকা লাভ করিবেন না। সেবাকে কি কারণে তাঁহারা কুক্কুর-বৃত্তি বলিয়া যার পর নাই ঘৃণা করিয়াছেন তাহা বুদ্ধিমান ও স্বাধীন-প্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

যদিও শাস্ত্রকারদিগের উপদেশ আমাদিগের শিরোধার্য বটে, তথাচ বর্ত্তমান কালের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহাদিগের প্রদর্শিত উল্লিখিত পঞ্চবিধ বৃত্তিই অস্মদ্দেশীয় আধুনিক জনগণের অবলম্বনীয় হইতে পারে না। তাঁহাদিগের পূর্ব্বতন

করাই শ্রেয়ঃ। ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের এবংবিধ উপদেশ আশু শ্রবণ-সুখকর হয় বটে, কিন্তু কোন ব্যক্তি তদনুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হন কি না, তাহা একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। মনে সন্তোষ স্থাপন করিতে পারিলেই তাহাতে কোন প্রকার সন্তাপ স্থান পায় না, ইহা সত্য বটে, কিন্তু যোগী ভিন্ন আর কেহই সকল অবস্থায় সেরূপ সন্তোষ সংস্থাপন করিতে সমর্থ নহেন। সন্তাপ মাত্রই বিশেষ বিশেষ অভাব হইতে উৎপন্ন হয়। যে অভাব যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তদুৎপন্ন দুঃখও সেই পরিমাণে সংবরণ করিতে হয়। মনুষ্যের অভাব প্রধানতঃ দ্বিবিধ। তম্মধ্যে একরূপ অভাব গৃহস্থ মাত্রকেই অনুভব করিতে হয় এবং তাহা পূরণ করিতে না পারিলে কাহারই জীবন রক্ষা পায় না; আহার, পরিচ্ছদ, বাসগৃহ ও রোগের চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ক যে অভাব তাহাই এই শ্রেণীভুক্ত। আর এক প্রকার অভাব নানাবিধ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই লোকদিগকে অনুভব করিতে দেখা যায়। সকলের উপর এই জাতীয় অভাব-সকলের সমানরূপ অধিকার নাই, যাহারা যতটুকু প্রবৃত্তির বেগ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র, তাঁহাদিগকে ততটুকু এই শ্রেণীর অভাব অনুভব করিতে হয়। বিদ্যাভ্যাস, পূজার্চ্চনা, ঐশ্বর্য্য লাভ, লোকসমাজে আধিপত্য বিস্তার, আড়ম্বরের সহিত পুত্র-কন্যাদিগের বিবাহ ও গুরুজনদিগের শ্রাদ্ধ সম্পাদন, দুঃখী দরিদ্রদিগকে অর্থদান এবং বাহ্য ইন্দ্রিয় সমুদায়ের তৃপ্তিসাধনোপযোগি দ্রব্যাদির আহরণ, ইত্যাদি বিষয়ক যে সকল অভাব তাহাই এই শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীস্থ অভাব সকল পূরণ করিতে না পারিলে ইহলোকে জীবন রক্ষার কোন ব্যাঘাত ঘটে না, কেবল মনোবৃত্তি সমুদায়ের বেগ-নিরোধ জন্যই সন্তাপ জন্মে। যখন কোন ব্যক্তি এই দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ অভাব সকল পূরণ করিতে অসমর্থ হইয়া ক্ষুব্ধ হয়েন, তখন তাঁহাকে সন্তোষ আশ্রয় করিয়া সন্তাপবিমুক্ত হইতে উপদেশ দিলেই শোভা পায়, কারণ সে স্থলে উপদিষ্ট ব্যক্তি কিঞ্চিৎ মানসিক বলের সহিত চেষ্টা করিলেই উপদেষ্টার উপদেশ একরূপ কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি প্রথম শ্রেণীর অভাব সকল পূরণ করিতে না পারিয়া, ব্যাকুল হইয়া, বিষণ্ণ মনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকেন, তখন তাঁহাকে সন্তোষ অবলম্বন পূর্ব্বক সুস্থির হইতে উপদেশ দিলে কিছুমাত্র ফল দর্শিতে পারে না—তখন সেই উপদিষ্ট ব্যক্তি জ্ঞানী হইলেও যে ফল, মূর্খ হইলেও সেই ফল। বস্তুতঃ ঐরূপ অভাবগ্রস্ত হইয়া কেহই কখন সন্তোষ অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। সে অবস্থায় হয়, তিনি চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা উপস্থিত অভাব মোচন করিয়া সুস্থির হইবেন, না হয়, জন্মের মত কালসাগরে প্রাণ-প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া নিরুদ্বেগ হইবেন, ইহা ভিন্ন তাঁহার গত্যন্তর নাই। অন্যের কথায় প্রয়োজন কি, মহর্ষি বশিষ্ঠদেবও ক্ষুধায় কাতর হইয়া, চাণ্ডাল-হস্ত হইতে কুক্কুর-মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন, ইহা একবার স্মরণ করিলেই সকলে আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবেন। আর এক ঋষি বলিয়াছিলেন যে, অনসন প্রযুক্ত ঋক সকল আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে না।

অতএব ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া, লোকদিগকে সন্তোষ-সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেই ভাল হয়। আমাদিগের বিবেচনায় যখন যাঁহার যে সকল অভাব পূরণ করা ইহলোকে ও পরলোকের মঙ্গল-সম্বন্ধে নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া প্রতীয়

মান হয়, তখন তাঁহাকে কেবল সন্তোষ অবলম্বন পূর্ব্বক নিরস্ত থাকিতে না বলিয়া, যে উপায় দ্বারা সেই সকল অভাব সহজে পূর্ণ হইতে পারে, তত্তাবতের গূঢ় উপদেশ দেওয়াই প্রকৃত ধর্ম্মোপদেষ্টার কর্ত্তব্য। আর যখন কোন ব্যক্তির হৃদয়স্থ অভাব সকল ইহলোক ও পরলোকের মঙ্গলের প্রতিকূল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তখন কেবল তাঁহাকে তত্তাবতের পূরণ-অসামর্থ্য জন্য সন্তাপ হইতে রক্ষা করিবার আশয়ে সন্তোষাশ্রয়ের উপদেশ দেওয়াই বিধেয়। এইরূপ বিবেচনা করিয়া লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করিলে তাহাও সফল হয় এবং মানবকুলের উন্নতি-স্রোতও বহমান থাকে। ইহার অন্যথা হইলে উপদেশেরও কিছুমাত্র ফলোদয় হয় না, অথচ উন্নতি-স্রোতেরও ব্যাঘাত-চেষ্টা করা হয়।

জীবিকা লাভের বহুবিধ পথ আছে। যিনি তাহা লাভের নিমিত্ত যে পথ অবলম্বন করেন, তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে তাঁহার জীবন পবিত্র বা অপবিত্র ভাবে অতিবাহিত হয়। এই নিমিত্ত আমাদিগের শাস্ত্রে বিবিধ শ্রেণীর লোকের নিমিত্ত প্রধানতঃ পঞ্চবিধ জীবিকা লাভের পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। মনুসংহিতা প্রভৃতি অস্মদ্দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত ও সত্যানৃত এই পাঁচ প্রকার বৃত্তি দ্বারা দ্বিজাতিরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয়েরা স্ব স্ব জীবিকা লাভ করিবেন। শিল উঞ্ছাদি বৃত্তির নাম ঋত, অযাচিত দান গ্রহণের নাম অমৃত, ভিক্ষা দ্বারা প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহের নাম মৃত, কৃষি-কার্য্যের নাম প্রমৃত, এবং বাণিজ্য-কার্য্যের নাম সত্যানৃত। জীবিকার এই পঞ্চবিধ পথের মধ্যে শাস্ত্রকারগণ পবিত্রাপবিত্র বিবেচনায় ঋত ও অমৃত এই দুই পক্ষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কেন না, কৃষকদিগের পরিত্যক্ত শস্য সংগ্রহ ও অযাচিত দান গ্রহণ দ্বারা যে জীবিকা লাভ করা যায়, তাহার সহিত হিংসা নীচতা বা অন্য কোন প্রকার পাপের সংস্পর্শ মাত্র নাই। আর তাঁহারা মৃত, প্রমৃত ও সত্যানৃত এই তিনটি বৃত্তিকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিবেশিত করিয়াছেন; কেন না, ভিক্ষা করিবার সময়ে যেমন গ্লানি স্বীকার করিতে হয় তেমনি অন্যকে অকারণ কষ্ট দিতে হয়; হল-কুদ্দালাদি দ্বারা কৃষিকার্য্য করিবার সময়ে অনেক প্রাণীর হিংসা করিতে হয় এবং বাণিজ্য-কার্য্য চালাইবার সময়ে সত্য-মিথ্যা উভয়বিধ ব্যবহারই করিতে হয়। এইরূপে জীবিকার পথসমূহের দোষ-গুণ বিচার করিয়া, শাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণদিগের স্বাভাবিক পবিত্রতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিধান করিয়াছেন, যে, তাঁহারা যদি ঋত ও অমৃত বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন তাহা হইলেই ভাল হয়। কিন্তু যদি তাঁহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি বহু পরিবারবিশিষ্ট হয়েন, তবে তিনি মৃত, প্রমৃত ও সত্যানৃত বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও জীবিকা লাভ করিবেন, কিন্তু কোন মতেই কোন অবস্থাতেই শ্ববৃত্তি অর্থাৎ সেবা দ্বারা জীবিকা লাভ করিবেন না। সেবাকে কি কারণে তাঁহারা কুক্কুর-বৃত্তি বলিয়া যার পর নাই ঘৃণা করিয়াছেন তাহা বুদ্ধিমান ও স্বাধীন-প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

যদিও শাস্ত্রকারদিগের উপদেশ আমাদিগের শিরোধার্য্য বটে, তথাচ বর্ত্তমান কালের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহাদিগের প্রদর্শিত উল্লিখিত পঞ্চবিধ বৃত্তিই অস্মদ্দেশীয় আধুনিক জনগণের অবলম্বনীয় হইতে পারে না। তাঁহাদিগের পূর্ব্বতন

অবস্থোচিত ব্যবস্থাকে আধুনিক অবস্থানুসারে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া অবলম্বন করিলে কিছুমাত্র প্রত্যবায় হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ঋত ও অমৃত এই দুই বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ ও পবিত্রতাজনক হইলেও তাহা আধুনিক লোকদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের কিছুমাত্র উপযুক্ত নহে। অধুনা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত অগত্যা যেরূপ জীবিকার নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা উক্ত দুই বৃত্তি দ্বারা কোন মতেই লাভ করা যাইতে পারে না। উক্ত বৃত্তিদ্বয় দ্বারা পরিবারবিহীন উদাসীনদিগেরই জীবন-যাত্রা একরূপ নির্ব্বাহ হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা কোন মতেই কোন স্বল্পপরিবার গৃহস্থেরও উপযুক্ত জীবিকা লব্ধ হইতে পারে না। অতএব উক্ত বৃত্তিদ্বয় জীবনের পবিত্রতা রক্ষার উপযোগী হইয়াও যখন প্রাণ রক্ষার উপযোগী হইতেছে না তখন তাহা অন্ততঃ গৃহস্থমাত্রেরই পরিত্যাজ্য হইতেছে। মৃত অর্থাৎ ভিক্ষা-বৃত্তি যেমন সামান্য-লাভ-জনক তেমনি আবার একের কষ্ট ও অন্যের গ্লানি-জনক, সুতরাং তাহাও গৃহস্থ ব্যক্তির পরিহার্য্য হইতেছে। অপর দ্বিবিধ বৃত্তির সম্বন্ধে শাস্ত্রকারদিগের উপদেশ সম্পূর্ণরূপে মাননীয়। প্রমৃত ও সত্যানৃত বৃত্তি অর্থাৎ কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা স্বাধীনরূপে বিস্তর অর্থ লাভ করা যায় বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে কৃষিতে কিঞ্চিৎ হিংসা ও বাণিজ্যে কিঞ্চিৎ সত্যমিথ্যার সংস্পর্শ আছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে যে, কৃষি ও বাণিজ্য কিয়ৎ পরিমাণে দোষযুক্ত হইলেও বহু-পরিবার-বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অবাধে তাহা অবলম্বন করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন—তাহাতে তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় না। এই ব্যবস্থা অনুসারে আধুনিক গৃহস্থমাত্রের প্রধানতঃ কৃষি ও বাণিজ্য অবলম্বন করিয়াই জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে। কারণ, এক্ষণে যাঁহারা বহু-পরিবার-বিশিষ্ট তাঁহাদিগের তো কথাই নাই, যাঁহারা সেরূপ নহেন, তাঁহাদিগকেও পূর্ব্বকার বহু-পরিবার-বিশিষ্টের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে। অপরন্তু, যাঁহারা জীবনের পবিত্রতা আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে সেবা-বৃত্তি যে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহা কোন কোন ব্যক্তির নিকটে আপাততঃ যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে বটে, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বহুদর্শী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রকেই উক্ত ব্যবস্থাতে অনুমোদন করিতে হইবে। কিন্তু সেবামাত্রই যে তুল্যরূপ দূষিত, তাহা বলা যায় না। বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক যেরূপ সেবা করিতে গিয়া এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকটে, স্বীয় মূল্যবান সময়ের অধিকাংশের স্বামিত্ব সমর্পণ করেন এবং প্রভু যাহা আদেশ করেন তাহাই পালন করিতে বাধ্য থাকেন, সেইরূপ সেবাই সম্পূর্ণরূপে নিন্দনীয়, আর যেরূপ সেবা কোন বিশেষ নিয়মে বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত অন্যকে করা যায়, তাহা কখনই তাদৃশ নিন্দনীয় হইতে পারে না। অতএব বিশেষ বিবেচনা করিয়া, সেবা-বৃত্তি অবলম্বন করিলেও জীবন তাদৃশ অপবিত্র বা কলুষিত হইতে পারে না।

এক্ষণে কেহ কেহ আমাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যখন শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ঋত ও অমৃত এই দুইটি পবিত্রতম বৃত্তিকে আমরা অধুনাতন লোকদিগের অবলম্বনযোগ্য নহে বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি এবং যখন অপর তিনটি বৃত্তিকে শাস্ত্রের সহিত একবাক্য হইয়া অল্প বা অধিক দোষাঘ্রাত বলিয়া স্বীকার করিতেছি, তখন যাঁহারা নির্দ্দোষ জীবিকা লাভের অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের নিমিত্ত কি পথ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। এবিষয়ে আমরা যত দূর চিন্তা করিয়াছি তাহাতে বিশেষ বিশেষরূপ কৃষি ও শিল্প কার্য্যই সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যেরূপ শিল্প ও কৃষি কর্ম্মে অধিক সময় ক্ষেপণ না করিয়া, মধ্যমরূপ জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগি অর্থ লাভ করিতে পারা যায়, অথচ কোন প্রকার পাপে লিপ্ত হইতে না হয়, তাহাই এক্ষণে পূর্ব্বকালের ঋত বা অমৃত বৃত্তির সদৃশ। যাহাতে অল্প সময় ক্ষেপণ করিলে প্রয়োজনীয় ফল লাভ করা যায়, তাহাই যে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র পথ, এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, জীবিকা লাভের নিমিত্ত যত অধিক সময় ক্ষেপণ করিতে হইবে, অন্যান্য কর্ত্তব্য সাধনে তত অধিক ত্রুটি জন্মিবে; সুতরাং তদ্রূপ সময়-সাপেক্ষ পথ সকল পরম্পরা সম্বন্ধে পাপজনক তাহার আর সন্দেহ নাই।

আমরা ইতস্ততঃ স্বদেশীয় লোকদিগকে উপযুক্ত জীবিকার অভাবে শীর্ণ ও তন্নিবন্ধন চিন্তাজ্বরে জীর্ণ হইতে দেখিয়া এবং যেখানেই যাহার জীবিকার সচ্ছলতা সেইখানেই পরপীড়ন বা নীচতম সেবা-বৃত্তির পরাকাষ্ঠা নিবন্ধন তাহার জীবন কলুষিত হইতে দেখিয়া, এখন হইতে অন্যান্য তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে জীবিকা-তত্ত্ব প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই জীবিকাতত্ত্বে আমরা শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধে এরূপ প্রস্তাব সকল প্রকাশ করিব, যে বুদ্ধিমান পাঠকগণ তৎসমুদায়ের সাহায্যে অনায়াসেই নূতন নূতন পথ সকল অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত জীবিকা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। যাঁহারা অবাধে পবিত্রতম জীবিকা লাভ করিয়া কাল যাপন করিতে চাহেন এবং যাঁহারা কিঞ্চিৎ অধিক আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক নাতিদোষ গুণবিশিষ্ট নূতন নূতন পথ সকল অবলম্বন করিয়া প্রচুর পরিমাণে অর্থোপার্জ্জন করিতে বাসনা করেন, তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব মনোরথ-পূরণোপযোগী পাঠ্য বিষয় সমুদায় আমাদিগের জীবিকাতত্ত্বে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। আমরা সেবা-বৃত্তি ভিন্ন জীবিকা লাভের আর আর সমুদায় পথই সাধ্যমত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় যে সমুদায় বাস্তবিক ফলপ্রদ বিষয় আমাদিগের দেশের এক প্রদেশে প্রচলিত আছে, অন্যান্য প্রদেশে নাই, তৎসমুদায় আমরা সাধ্যমতে অনুসন্ধান করিয়া সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে প্রকাশ করিব। ইউরোপীয় শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় যে সকল বিষয় আমাদিগের দেশের লোকেরা অক্লেশে ও অনতিবৃহৎ যন্ত্রাদির সাহায্যে সম্পন্ন করিয়া বিশেষ লাভবান হইতে পারেন তৎসমুদায়ই বিশেষ রূপে বিবৃত হইবে। যেরূপ সামান্য ভাষায় ও সহজ প্রণালীতে উক্ত প্রস্তাব সকল বিবৃত করিলে তৎসমুদায়, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপদেশ অপেক্ষা না করিয়া, সামান্য বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকেরাও বুঝিতে পারেন ও তদনুসারে কার্য্য করিয়া লাভবান হইতে পারেন, আমরা জীবিকাতত্ত্বের সমস্ত বিষয়েই সেইরূপ ভাষা ও প্রণালী অবলম্বন করিব, সুতরাং বিজ্ঞ পাঠকমাত্রেরই নিকটে আমাদিগের প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা আমাদিগের জীবিকাতত্ত্বের কোন প্রস্তাবে কোন ব্যাকরণ বা অলঙ্কার-দোষ দেখিলে তাহার জন্য তাঁহারা যেন আমাদিগকে ক্ষমা করেন।

ধ্রুবোপাখ্যান।

স্বায়ম্ভুব মনুর দুইটী পুত্র ছিল, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। উত্তানপাদের দুই পত্নী, সুরুচি ও সুনীতি। মহিষী সুরুচি উত্তানপাদের প্রেয়সী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে উত্তম নামে রাজার এক পুত্র জন্মে। উত্তম পিতার অত্যন্ত স্নেহপাত্র ছিলেন। উত্তানপাদ দ্বিতীয়া পত্নী সুনীতির প্রতি তাদৃশ অনুরক্ত ছিলেন না। মহাত্মা ধ্রুব এই সুনীতিরই গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন।

একদা মহারাজ উত্তানপাদ প্রিয়পুত্র উত্তমকে লইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন ইত্যবসরে ধ্রুব বালকসুলভ চাপল্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে উঠিবার জন্য চেষ্টা করেন। ঐ সময় রাজমহিষী সুরুচি তথায় উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং উত্তানপাদ তাঁহার সমক্ষে ধ্রুবকে সমাদর করিতে পারিলেন না। তখন সুরুচি সপত্নীপুত্র ধ্রুবের ইচ্ছা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর নাই, সুতরাং এক্ষণে অকারণ কেন এইরূপ মনোরথ করিতেছ? এই সিংহাসন আমার পুত্র উত্তমেরই যোগ্য, তুমি কেন ইহাতে আরোহণ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছ? নির্বোধ! আমার সপত্নী তোমায় উদরে ধারণ করিয়াছে, ইহা কি তুমি জান না?

তখন বালক ধ্রুব বিমাতার বাক্যে কুপিত হইয়া জননীর নিকট উপস্থিত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার অধর ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে সুনীতি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! তোমার এইরূপ ক্রোধের কারণ কি? বল, কে তোমাকে আদর করে নাই? তোমার নিকট অপরাধী হইয়াই বা কে মহারাজের অবমাননা করিল?

অনন্তর ধ্রুব দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুরুচির গর্ব্বিত বাক্য আনুপূর্ব্বিক সমস্তই কহিলেন। শুনিয়া সুনীতি একান্ত বিমনায়মান হইলেন, আবেগ বশত তাঁহার হৃদয় বারংবার স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি কাতর বচনে কহিলেন, বৎস! তোমার অদৃষ্ট যে নিতান্ত মন্দ, সুরুচি এ কথা সত্যই কহিয়াছেন। যিনি পুণ্যবান, বিমাতা কখনই তাঁহাকে এরূপ কহিতে পারে না। এক্ষণে তুমি দুঃখিত হইও না, দেখ, ফলাফল সমস্ত স্বকৃত কর্ম্মের সম্পূর্ণ আয়ত্ত। তুমি যেরূপ কার্য্য করিয়াছ, তাহার ফলে কেহ তোমায় বঞ্চিত করিতে পারে না এবং যে কর্ম্ম না করিয়াছ তাহার ফলও কেহ তোমায় দিতে পারিবে না। বৎস! যে ব্যক্তি কৃতপুণ্য তাহারই সিংহাসনে অধিকার, এই বুঝিয়া শান্ত হও। যদি সুরুচির বাক্য তোমার মর্ম্মান্তিগই হইয়া থাকে, তবে না হয়, পুণ্যসঞ্চয় কর। তুমি সুশীল ও ধর্ম্মপরায়ণ হও এবং সতত লোকহিতকর কার্য্যে রত থাক; জল যেমন নিম্ন দিকেই গমন করে, সেইরূপ ঐশ্বর্য্য সৎপাত্রকেই আশ্রয় করিয়া থাকে।

তখন ধ্রুব কহিলেন, জননি! বিমাতার দুর্বাক্যে আমার মন ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, তোমার সান্ত্বনা তথায় আর তিষ্ঠিতে পারিল না। এক্ষণে আমি যাহাতে জগৎপূজ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হই এইরূপ যত্ন ও চেষ্টা করিব। যদিও আমি সুরুচির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করি নাই তথাচ তুমি আমার প্রভাব প্রত্যক্ষ কর। উত্তম স্বচ্ছন্দে সাম্রাজ্য অধিকার করুন, তাহাতে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি। অন্যপ্রদত্ত পদে আমার অভিলাষ নাই। এক্ষণে পিতাও যাহাতে বঞ্চিত আছেন সেই শ্রেষ্ঠ পদ লাভেই আমার ইচ্ছা।

ধ্রুব জননীকে এই বলিয়া বহির্গমন করিলেন এবং অদূরবর্ত্তী এক অরণ্যে প্রবেশ

পূর্ব্বক দেখিলেন, তথায় সাতজন মহর্ষি নির্জনে কুশাসনে উপবিষ্ট আছেন। তিনি বিনীত ভাবে তাঁহাদিগের পাদবন্দন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধনগণ! আমি রাজা উত্তানপাদের পুত্র, নির্ব্বেদ বশত আপনাদের নিকটস্থ হইলাম।

মহর্ষিগণ কহিলেন রাজকুমার! তুমি নিতান্ত শিশু, তোমার বয়ঃক্রম চার পাঁচ বৎসর হইবে, এখন ত বৈরাগ্যের কারণ কিছুমাত্র ঘটিতে পারে না? তোমার ত কোন বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা নাই? পিতা পৃথিবীর অধীশ্বর এবং শরীরেও কোনরূপ পীড়া দৃষ্ট হইতেছে না। এক্ষণে বল, বৈরাগ্য কি জন্য উপস্থিত হইল?

তখন ধ্রুব মহর্ষিগণের সমক্ষে সুরুচির সগর্ব্ব ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিলেন। শুনিয়া মহর্ষিগণ পরস্পর কহিতে লাগিলেন, ক্ষত্রিয়তেজ কি অদ্ভুত! বালকেরও মানহানি সহ্য হয় নাই! বিমাতা যে সমস্ত অপমানের কথা কহিয়াছেন, তাহা এ পর্য্যন্ত ইহাঁর মর্ম্মপীড়া প্রদান করিতেছে। ক্ষত্রিয়কুমার! বল, তোমার প্রার্থনা কি?

ধ্রুব কহিলেন, মহর্ষিগণ। আমি রাজ্য কি ঐশ্বর্য্য কিছুই চাহি না; যে স্থান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যাহা পূর্ব্বে কেহ কখন প্রাপ্ত হন নাই, আমি তাহারই প্রার্থী। এক্ষণে বলুন, কিরূপে সেই স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মহর্ষিগণ কহিলেন, রাজকুমার! চরাচরগুরু হরির আরাধনা ব্যতীত সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান কাহারই পক্ষে সুলভ নহে। যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যিনি অনাদি ও অনন্ত সেই মহান্ পুরুষ যাহার উপর প্রসন্ন হন তিনিই অক্ষয় স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যদি সেই স্থান অধিকার করিতে তোমার ইচ্ছা হয় তবে যিনি অব্যয় ও অচ্যুত, এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার অন্তর্গত, তুমি তাঁহারই আরাধনায় প্রবৃত্ত হও। যিনি পরম আশ্রয় পরব্রহ্ম, যিনি যজ্ঞে যজ্ঞপুরুষ, যোগে পরম পুরুষ, তিনি প্রসন্ন হইলে সকল কামনা পূর্ণ হয়; অধিক কি, পরম পুরুষার্থ মুক্তিপদার্থও লব্ধ হইয়া থাকে। বৎস! এক্ষণে তুমি সেই বিশ্বপতির আরাধনা কর, তোমার সকল সংকল্পই সিদ্ধ হইবে।

ধ্রুব কহিলেন, তপোধনগণ! আপনারা বলুন, কিরূপে হরির আরাধনা করিতে হয়?

মহর্ষিগণ কহিলেন, বৎস! ভক্তিপরায়ণ মনুষ্যগণ যেরূপে হরির আরাধনা করেন, কহিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমত, বাহ্য ব্যাপার হইতে মনের সম্যক প্রত্যাহার আবশ্যক। পরে সেই জগতের আধার বিষ্ণুর প্রতি মনঃসমাধান করিতে হইবে। তুমি একাগ্রচিত্ত ও সংযতাত্মা হও এবং যিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা, যিনি প্রকৃতি ও পুরুষ, সেই ওঁকারপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে নমস্কার কর! বৎস! তোমার পিতামহ মনু এইরূপেই তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন।

অনন্তর ধ্রুব প্রীত মনে মহর্ষিগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক যমুনাতটবর্ত্তী পবিত্র মধুবনে উপস্থিত হইলেন। দানবরাজ মধুর অবস্থান নিবন্ধন উহা মধুবন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বে তথায় মহাবীর শত্রুঘ্ন ঐ মধুরই পুত্র লবণকে সংহার করিয়া মথুরাপুরী সংস্থাপন করেন। ধ্রুব ঐ পবিত্র তীর্থে উপস্থিত হইয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন এবং ঋষিগণের উপদেশক্রমে দেবাদিদেব বিষ্ণুকে আত্মস্বরূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভগবান বিষ্ণু সর্ব্বভূতে অবস্থিত, ধ্রুব অনন্যমনে ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া তাঁহার আবির্ভাব সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। তৎকালে পৃথিবী আর তাঁহার ভার বহন করিতে পারিল না। তিনি যখন কঠোর সাধনের জন্য বামপদে দণ্ডায়মান থাকিতেন

তখন পৃথিবীর অর্দ্ধভাগ সন্নত হইত। তিনি যখন অঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান হইতেন তখন পৃথিবী বনপর্ব্বতের সহিত বিচলিত হইত।

শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসুর পত্র ও তাহার উত্তর।

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

এই পত্রসম্বলিত একটী বিজ্ঞাপন আপনাদিগের অবগতির জন্য প্রেরণ করিতেছি। প্রস্তাবিত বিষয়টী অত্যন্ত গুরুতর এবং ইহার উপর ব্রাহ্মসমাজের ভাবী কল্যাণ ও উপকারিতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে; সুতরাং এপ্রস্তাবে ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী মাত্রেরই যোগ দেওয়া উচিত। বলা বাহুল্য যে আপনাদের সমাজের ন্যায় সমাজ সকলের সাহায্য ব্যতীত এই মহৎউদ্দেশ্য সাধনের আশা সুদূরপরাহত। অতএব আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, আপনি আপনাদিগের সমাজের সভ্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া আগামী ৭ই জ্যৈষ্ঠ দিবসের সাধারণ সভাতে যাহাতে আপনাদের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিতে পারেন এরূপ উপায় বিধান করিবেন। যদি স্থানীয় প্রতিনিধি প্রেরণের নিতান্ত অসুবিধা হয়, কলিকাতা ও তৎসন্নিধানবর্ত্তী কোন বন্ধুকে প্রতিনিধিরূপে মনোনীত করিবেন। অথবা প্রস্তাবিত বিষয়ে আপনাদিগের অভিপ্রায়সম্বলিত একখানি পত্র প্রেরণ করিবেন। প্রতিনিধির নাম ১০ মের মধ্যে আমার নিকট প্রেরণ করিলে বাধিত হইব।

কলিকাতা
১১ নং সাউথ সরকুলর রোড

বশম্বদ
শ্রীআনন্দমোহন বসু।
সম্পাদক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু মহাশয় সমীপেষু।

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

প্রতিনিধি সভা প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে আপনার পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। আদি ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য এই যে, বিনা আড়ম্বরে শান্তভাবে সহজে এতদ্দেশে প্রকৃত পারমার্থিক ভাবের যাহাতে উন্নতি হয় সেইরূপ প্রণালীতে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করা কর্ত্তব্য। বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে,প্রস্তাবিত প্রণালী সে প্রণালী নহে। প্রতিনিধি সভা সংস্থাপিত হইলে ধর্ম্মের ভিতরে নানা প্রকার জটিল বৈষয়িক কৌশল ও ব্যক্তিগত আধিপত্য প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা তাহা হইলে বিষয়কোলাহলের প্রাদুর্ভাবে প্রকৃত লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের হানি হইবেক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ
২৬ বৈশাখ ১৭৯৯ শক

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

চৈত্র ১৭৯৮ শক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	...	১০৭৮৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	...	২০২/৫
সমষ্টি	...	...	৩০৯৮/১৫
ব্যয়	...	...	১৬০।৶১৫
স্থিত	...	...	১৪৯।৵০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৯৷৷৵০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	...	৬৬।৵১০
পুস্তকালয়	...	...	১২৮০
যন্ত্রালয়	...	...	১৭
গচ্ছিত	...	...	১৮৶০
সমষ্টি	...	...	১০৭৮১০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৬৯৷৷৵১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	...	৭০৮৶১০
পুস্তকালয়	...	...	৮/১০
যন্ত্রালয়	..	...	১।১০
গচ্ছিত	...	...	১৭৷৷৶১০
সমষ্টি	...	...	১৬০।৶১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	১
" ভোলানাথ সেন	...	১
		২
দানাধারে প্রাপ্ত	... ...	২।৶৫
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	...	৫।১৫
		৯৷৷৵০

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। বার্ষিক ডাকমাসুল ছয় আনা। সম্বৎ ১৯৩৪। কলিগতাব্দ ৪৯৭৯। ১ জ্যৈষ্ঠ রবিবার।

Regiesterd No 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প
তৃতীয় ভাগ
আষাঢ় ১৭৯৯ শক

৪০৭ সংখ্যা। ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৮

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যোবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

নব-বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ।

১ বৈশাখ ১৭৯৯ শক।

অদ্য আমরা কেন এখানে সমাগত হইয়াছি? কিসের আকাঙ্ক্ষায় আমরা মনোদ্বার মুক্ত করিয়া বন্ধুবান্ধব-সহ একত্রে মিলিত হইয়াছি? যাঁহাকে দেখিয়া নব বর্ষের প্রারম্ভে আমাদের আত্মা নব ভাব ধারণ করিবে, মোহে মুহ্যমান অচেতন আত্মা যাঁহার নামে সচেতন হইবে, যিনি মঙ্গল মূর্ত্তিমান, সত্য জাজ্বল্য, যিনি সকল রোগের মহৌষধি, সকল তাপের শান্তিবারি, সেই প্রাণস্বরূপ পরমাত্মার প্রতি মনশ্চক্ষু উন্মীলন করিব, প্রাণের অভ্যন্তরে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আত্মার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিব, তাঁহার অমৃত নাম লইয়া, তাঁহার অভয় পদের শরণ লইয়া, তাঁহার আশীর্ব্বাদের অজেয় বল লইয়া, তাঁহার প্রেমামৃত-রসের পাথেয় সম্বল লইয়া শুভ সম্বৎসর আরম্ভ এবং শেষ করিব, এই আশাতে পিপাসিত হইয়া আমরা এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। সেই মঙ্গলময় প্রভুর চরণে আইস আমরা হৃদয় মন আত্মা সকলই উৎসর্গ করিয়া দিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে আহ্বান করি। হে পরমাত্মন্! তোমাকে দেখিযা মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য, তোমাকে পাইয়া নব জীবন পাইবার জন্য, নব বর্ষের প্রারম্ভে আমরা তোমার দ্বারে দণ্ডায়মান আছি, এখান হইতে কখনই আমরা শূন্যহস্তে ফিরিব না। সেই প্রেম যাহা তোমাকে অন্তঃকরণমধ্যে চিরস্থায়ী করিতে পারে তাহারই জন্য তোমাকে আমরা ডাকিতেছি, সেই ভক্তি-নিষ্ঠা যাহা তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও পূজা করে না তাহারই এক বিন্দু আমরা যাচ্ঞা করিতেছি, সেই জ্ঞান যাহা তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না তাহারই এক বিন্দু আমরা যাচ্ঞা করিতেছি, আমারদের এই প্রার্থনা আশু পূর্ণ কর। তুমি যেখানে অধিষ্ঠান কর, নির্জনে হউক সজনে হউক গৃহে হউক অরণ্যে হউক, সেই খানেই লক্ষ্মী অচলপ্রতিষ্ঠ হয়, বিদ্যা ফলবতী হয়, সেখানে সকলই শুভ; যেখানে তোমার অধিষ্ঠান নাই সেখানে লক্ষ্মী চঞ্চলা হয়, বিদ্যা নিষ্ফলা হয়, সেখানে কিছুতেই শুভ নাই। তোমার পূজা করিয়া, তোমার প্রণত ভক্ত হইয়া, তোমার করুণাতে নির্ভর করিয়া,

তোমার প্রেমামৃত-রসে অভিষিক্ত হইয়া, যেন বৎসর বৎসর তোমার পুর্ণ্য-পথে অগ্রসর হইতে পারি, তিলার্দ্ধ তোমা হইতে অন্তর হইয়া যেন বিপথে না পড়ি, সেই প্রসাদ আমাদিগকে বিতরণ কর। তোমার প্রসাদে আমরা সংসারের ভয়াবহ তরঙ্গসকল উত্তীর্ণ হইব, বিপদে সম্পদে তোমার আশ্রয়ে অটল থাকিব, তোমার ধর্ম্ম-পথে চলিতে ক্রমশই বল পাইব, এই আশাতেই আমারদের আত্মা জীবিত রহিয়াছে, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমারদের এই আশা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের ভাবগতি উপলক্ষে দেশানুরাগের প্রকৃত পদ্ধতি কিরূপ।

৪০৫ সংখ্যা পত্রিকার ১৮ পৃষ্ঠার পর।

এক্ষণে দেশানুরাগের প্রকৃত পদ্ধতি কিরূপ তাহা একবার অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক্। দেশানুরাগের নিবাস কোথায়? ইহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহার উত্তর এই যে, দেশীয় জনগণের হৃদয়ে। তর্ক করিয়া কেহ দেশানুরাগী হ'ন নাই হইবেন না। এবং তর্ক করিয়াও কোন ব্যক্তির হৃদয়ে দেশানুরাগ প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া যায় নাই যাইবেক না। অতএব তর্ক বিতর্কে ক্ষান্ত হইয়া দেশানুরাগের স্বাভাবিক গতি এবং পদ্ধতি কিরূপ, তাহাই প্রদর্শন করি।

মনুষ্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথমে কিছু জ্ঞানী হয় না, কিন্তু প্রথমেই ভক্ত হয়। কাহার ভক্ত? না পিতামাতার। অতএব ইহা একটি অকাট্য কথা যে, যদিও জ্ঞান এবং প্রীতি ভক্তি উভয়ই একত্রে অবতীর্ণ হয়, তথাপি পরিস্ফুট হইবার সময় প্রীতি ভক্তি অগ্রে পরিস্ফুট হয়, জ্ঞান তাহার পরে পরিস্ফুট হয়। প্রীতি ভক্তিকে মনে কর যেন ফুল, জ্ঞানকে মনে কর যেন ফল। ফুল ও ফলকণা উভয়ে একত্রে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু অগ্রে ফুল ফুটে, পশ্চাতে ফল ফলে, ইহার কদাপি অন্যথা হয় না। পিতামাতার প্রতি এবং ভ্রাতাভগিনীর প্রতি যে ভালবাসা তাহা ঘরের বাহিরে পদ নিক্ষেপ করিলেই দেশানুরাগ-রূপ নবমূর্ত্তি ধারণ করে। গৃহানুরাগ গৃহ হইতে দেশে প্রসারিত হইলেই দেশানুরাগ হয়। আমারদের ভদ্রাসন বাটীকে আমরা পৈতৃক বাস্তু বলি, এবং তাহা আমারদের পিতৃপিতামহের বাসস্থান বলিয়া প্রাণান্তেও তাহাকে ছাড়িতে চাহি না। যদি কোন অনিবার্য্য কারণ বশত তাহাকে ছাড়িতে হয় তবে আমারদের মস্তকে যেন বজ্রপাত হয়। তাহার একটি কোথায় বসিবার আসন আছে, একটি কোথায় পালঙ্গ আছে, একটি কোথায় আয়না আছে, একটি কোথায় ছবি আছে; তাহার পরিসর-ভূমিতে একটি কোথায় আম্রের গাছ আছে, একটি কোথায় পুষ্করিণী আছে, একটি কোথায় চাঁপাফুলের গাছ আছে, সকলই আমারদের মনেতে এমনি মাখামাখি হইয়া রহে যে, তাহারদের কাহাকেও তথা হইতে একচুল অন্তর করিতে মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণা বোধ হয়। এ যেমন, তেমনি যখন আমরা আমারদের দেশকে পৈতৃক ভূমি বলিতে শিখিব এবং তাহা আমারদের পূর্ব্বপুরুষদিগের বাসস্থান বলিয়া প্রাণান্তেও তাহার প্রতি মমতা ছাড়িতে পারিব না; তাহার হিমালয় পর্ব্বত, তাহার বিন্ধ্যাচল, তাহার ভাগীরথী নর্ম্মদা বিতস্তা নদী, তাহার বাল্মীকি ব্যাস কালিদাস বররুচি বিক্রমাদিত্য, তাহার অযোধ্যা হস্তিনা উজ্জয়িনী অবন্তী, এ সকল যখন আমারদের মনেতে এমনি প্রগাঢ়রূপে বদ্ধমূল হইবে

যে, বরং আমারদের শরীর হইতে আমারদের মস্তক বিচ্ছিন্ন হইবে তথাপি আমারদের হৃদয় হইতে সে সকল মহান্ সুন্দর এবং কল্যাণ আদর্শ এক তিলও অন্তর হইবে না, যখন আমারদের মনে আচারে ব্যবহারে কর্ম্মকার্য্যে কথায় বার্ত্তায় পৃথিবীর আদর্শভূত অপ্রতিম ভারতবর্ষ এবং তাহার মহান্ অমায়িক ভাব-মাহাত্ম্য প্রতিবিম্বিত হইতে থাকিবে, তখনি জানিব যে আমরা যথার্থ দেশানুরাগী হইয়াছি। দেশের প্রতি যৎসামান্য অনুরাগ থাকিলেই যদি দেশানুরাগী হওয়া যাইত তাহা হইলে যাঁহারা দেশের ভাষা পর্য্যন্ত ইংরাজী করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারাও দেশানুরাগী! যাঁহারা দেশের পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত দুচক্ষে দেখিতে পারেন না তাঁহারাও দেশানুরাগী! যদি যথার্থ দেশানুরাগী হইতে চাও তবে গৃহের প্রতি তোমার যে একটি অকৃত্রিম স্নেহ মমতা আছে তাহা দেশে প্রসারিত কর! গৃহের পিতার ন্যায় দেশের পিতা আছে, গৃহের মাতার ন্যায় দেশের মাতা আছে, গৃহের ভ্রাতার ন্যায় দেশীয় ভ্রাতা আছে। দেশের পিতা কে? না দেশীয় রাজা অথবা রাজপুরুষগণের সমষ্টি। দেশের মাতা কে? না দেশীয় প্রজাবর্গ। সংক্ষেপে প্রজা বলিলাম, কিন্তু আমার বিশেষ লক্ষ্য তাহারদের প্রতি যাহারা চাস বাস করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, ভূমির সহিত যাহারদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। মাতার দুগ্ধে শিশুসন্তানের জীবন রক্ষা হয়, প্রজার অন্নে দেশের জীবন রক্ষা হয়। পিতার কর্ত্তৃত্বে গৃহের শান্তি রক্ষা গৌরব রক্ষা শ্রীবৃদ্ধি এবং উন্নতি সাধন হয়। রাজার কর্ত্তৃত্বে দেশের শান্তি রক্ষা গৌরব রক্ষা শ্রীবৃদ্ধি এবং উন্নতি সাধন হয়। শাস্ত্রে আছে যে, মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা। মাতা পৃথিবী হইতেও গুরুতর, পিতা আকাশ হইতেও উচ্চতর। পৃথিবীর সহিত মাতার এই যে উপমা এবং আকাশের সহিত পিতার এই যে উপমা, ইহা অতি সুন্দর। অন্নরূপ পৃথিবীর স্তনদুগ্ধে আমরা জীবন ধারণ করিতেছি। পৃথিবীর ক্রোড়ে আমরা লালিত পালিত হইতেছি। শিশুসন্তানের যেমন পিতা অপেক্ষাও মাতার সহিত নিকট সম্বন্ধ সেইরূপ আকাশ এবং তাহার চন্দ্র সূর্য্য অপেক্ষাও পৃথিবীর সহিত আমারদের নিকট সম্বন্ধ। পুনশ্চ পিতামাতার মনশ্চক্ষু যেমন সন্তানগণের মঙ্গলের প্রতি দিনরাত্রি পড়িয়া আছে সেইরূপ আকাশের চন্দ্র-সূর্য্য-তারকা-চক্ষু পৃথিবীর গর্ব্ভজাত জীবগণের মঙ্গলের প্রতি দিন রাত্রি পড়িয়া আছে। আকাশ যেমন সর্ব্বদিক্‌ব্যাপী পিতার মঙ্গল ভাব তেমনি সর্ব্বদিক্‌দর্শী। যেমন পিতামাতা তেমনি রাজা-প্রজা তেমনি আকাশ-পৃথিবী। দেশীয় ভ্রাতা কে? না দেশের মধ্যে যাঁহারা যাঁহারদের স্বশ্রেণীর লোক তাঁহারাই তাঁহাদের দেশীয় ভ্রাতা। যেমন দেশের এক জন রাজপুরুষ আর এক জন রাজপুরুষকে ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করিতে পারেন। একজন প্রজা আর এক জন প্রজাকে ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করিতে পারেন। এইরূপে গৃহের ভাব দেশে যতই প্রসারিত হয়, ততই দেশের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হয়।

যেমন গৃহের প্রতি এবং দেশের প্রতি তেমনি শিক্ষাস্থানের প্রতিও মনুষ্যের স্বভাবত একটি ভাল বাসা জন্মে। চরাচর পৃথিবী সমস্তই মনুষ্যের শিক্ষা স্থান। গৃহে বালকেরা কি শিখে? না ভালবাসা। তাহার পর জ্ঞান শিক্ষা আবশ্যক, পাঠশালা সেই জ্ঞানশিক্ষার স্থান। পাঠশালায় গুরু পিতামাতার গুরু ভার আপন হস্তে গ্রহণ করেন। ঘরে যাঁহারা ভালবাসার শীতল ছায়াতে লালিত পালিত হন, বিদ্যালয়ে তাঁহারা প্রখর বুদ্ধির উত্তাপে

বড়ই যন্ত্রণা ভোগ করেন। আধুনিক বিদ্যালয়-সমূহের হৃদয়বহির্ভূত শিক্ষাপদ্ধতি বালকদিগের পক্ষে ভাল নহে। তাহাতে বালকদিগের একটি মহৎ রোগ জন্মে। কি? না অগ্নিমান্দ্য। বালকদিগের জঠরাগ্নি কেবল নহে, সকল প্রকার অগ্নিই ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া যায়। আহার বিষয়ে কেবল নহে, সকল বিষয়েই মন্দাগ্নি হয়। স্বদেশের প্রতি একটা মন্দাগ্নি বল, অরুচি বল, বিতৃষ্ণা বল তাহা ত যৎপরোনাস্তিই হয়। জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বালকগণের হৃদয়ে যাহাতে ভাবের স্ফূর্ত্তি হয়, সে প্রকার শিক্ষাদান এক্ষণে নাই বলিলেও হয়। প্রাচীন ব্যক্তিদিগের মুখে শুনা যায় যে, হেয়ার সাহেব ডিরোজিও সাহেব এইরূপ দুই এক জন মহাত্মা দেশের বালকদিগকে কেবল জ্ঞান শিক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, তাহারদের হৃদয়ে ভাবের সঞ্চার করিয়া দিতেন, মনুষ্যত্বের সঞ্চার করিয়া দিতেন। তাহার ফল এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারদের সময়ের ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই দেশানুরাগী সভ্য ভব্য, ভাবজ্ঞ রসজ্ঞ, লোকহিতৈষী পরিণামদর্শী, এক কথায় এই যে, মানুষের মত মানুষ। যেমন ভালবাসার পাঠশালা গৃহ, জ্ঞানের পাঠশালা বিদ্যালয়, তেমনি কার্য্যের পাঠশালা দেশ। বিদ্যালয়—গৃহ এবং দেশ এ দুয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করে। সুতরাং বিদ্যার যিনি গুরু তিনি গৃহের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পিতা এবং দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী রাজা, উভয়ের প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া ছাত্রগণকে সুশিক্ষা প্রদান করেন ইহাই তাঁহার কর্ত্তব্য। এইটি তাঁহার সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, জ্ঞান-শিক্ষা যেমন আবশ্যক তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভাব-শিক্ষা এবং কার্য্যশিক্ষাও তেমনি আবশ্যক। ভাব এবং কার্য্যকে জ্ঞান হইতে বিযুক্ত করিয়া, যদি জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে কেবল ঔদাসীন্যই শিক্ষা দেওয়া হয় আর কিছুই নহে! যে জ্ঞান ভাবের সহিত এবং কার্য্যের সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না, সে জ্ঞান উদাসীন বই আর কি? কাহারো যদি ক্রয় বিক্রয় করিতে, বা কোন প্রকার হিসাব রাখিতে না হয়, তবে "একে একে দুই হয়" এ কথা সত্য হইলেই বা কি আর না হইলেই বা কি? যদি স্বদেশকে বিশেষরূপে এবং মুখ্যরূপে ভাল বাসিবার কোন আমারদের প্রয়োজন না থাকে, তবে আর্য্যভট্ট কালিদাস প্রভৃতি আমারদের দেশে জন্মিয়াছিলেন একথা সত্য হইলেই বা কি আর না হইলেই বা কি? যে জ্ঞান, ভাব এবং কার্য্য দুয়ের বাহির তাহার না আছে বাড়ি ঘর, না আছে আত্মপর, না আছে দেশ-বিদেশ। এক্ষণকার বিদ্যালয়ের যেরূপ শিক্ষাপ্রণালী তাহা ঘর ছাড়া এবং দেশ ছাড়া, এক কথায় এই যে সৃষ্টি-ছাড়া, এরূপ শিক্ষার বশতাপন্ন হইয়াও যাঁহারা লক্ষ্মীছাড়া না হ'ন তাঁহারাই ভাগ্যবান্। সে শিক্ষা না জানি কেমন, যাহার যুক্তি এইরূপ যে, আমারদের দেশও দেশ, অন্যের দেশও দেশ, সুতরাং আমারদের অপনারদের দেশকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিবার কোন আবশ্যকতা নাই। এ যে কথা এ ত উদাসীনের কথা। এই প্রকার ঔদাস্যকে অনেকে ঔদার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। ঔদাস্য এবং ঔদার্য্য এদুয়ের মধ্যে আদ্যক্ষরদ্বয়ের মিল আছে, অন্ত্য যফলার মিল আছে, অক্ষরসংখ্যারও মিল আছে ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, কিন্তু তাহা বলিয়া দুইকে যে অভেদ ভাবে দেখিব, এত উদার ভাব এবং সমদর্শিতা আমাতে এখনো জন্মে নাই। যে ব্যক্তি আপনার দেশকে বিশেষরূপে এবং মুখ্যরূপে ভাল বাসেন, তিনি যখন সেই ভালবাসা অন্যদেশে প্রসারণ করেন, তখন তাহাতে

তাঁহার ঔদার্য্য প্রকাশ পায়, তিনি যখন অন্য দেশকে একেবারে হেয় জ্ঞান করেন, তখন তাঁহার তাহাতে অনৌদার্য্য প্রকাশ পায়। এইরূপ আপনার মাতাকে এবং আপনার জন্মভূমিকে বিশেষরূপে এবং মুখ্যরূপে ভাল বাসিয়া, তাহার উপরে তুমি যত উদার হইতে পার স্বচ্ছন্দে হও, ঔদাস্য-দোষ খণ্ডন করিয়া তুমি যত উদার হইতে পার স্বচ্ছন্দে হও, বিদ্বান্ ব্যক্তির কার্য্যই ত সেই। কিন্তু যদি আপনার মাতা বা জন্মভূমিকে অনুগ্রহ করিয়া মনের এক কোণে স্থান দেও এবং অন্যের মাতা বা জন্মভূমিকে হৃদয়ের প্রধানতম আসনে যত্ন পূর্ব্বক সংস্থাপন কর, তবে তজ্জন্য তোমাকে যে, কেহ উদার মাতৃভক্ত বা উদার দেশানুরাগী বলিবে, তাহা বলিবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও; তবে উপহাসচ্ছলে লোকে এমন বলিতে পারে যে, "ইনি অতি উদার ব্যক্তি অথবা অতি উন্নতিশীল ব্যক্তি, ইনি আপনার মাতা অপেক্ষাও অন্যের মাতাকে অধিক ভক্তি করেন, আপনার দেশ অপেক্ষাও অন্য দেশকে অধিক ভাল বাসেন। প্রবাদ আছে, গোড়ায় কাটিয়া আগায় জল, এ সেইরূপ।"

এখন জ্ঞান-শিক্ষার সহিত দেশানুরাগের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা একবার প্রণিধান পূর্ব্বক দেখা যাউক্। পক্ষী যেমন আপনার শাবককে উচ্চে উচ্চে উড়িতে শেখায়, সেইরূপ জ্ঞান, প্রেমের পথপ্রদর্শক হইয়া, তাহাকে গৃহ হইতে দেশে আহ্বান করে। আমরা যখন বালক ছিলাম তখন মাতাকে জানিতাম যে, ইনিই আমাকে অন্ন খাওয়ান, বস্ত্র পরান, পিতাকে জানিতাম যে, ইহাঁরি আধিপত্যে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। তখন উপন্যাসেই শুনিতাম যে, রাজা এক জন আছেন, এই পর্য্যন্ত। তাহার পরে ক্রমে আমারদের বহির্দৃষ্টি হইতে লাগিল, ক্রমে আমারদের চক্ষু ফুটিতে লাগিল, ক্রমে আমরা আপনারদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলাম; তখন জানিতে পারিলাম যে, কৃষকেরা যদি শস্য উৎপাদন না করে তবে মাতার সাধ্য নাই যে তিনি আমাদিগকে অন্ন খাওয়ান, তখন জানিতে পারিলাম যে, রাজা যদি রাজ্যশাসন না করেন, তবে পিতার সাধ্য নাই যে, তিনি তস্করাদি হইতে গৃহকে নিরাপদে রক্ষা করেন। এইরূপ করিয়া ক্রমে ক্রমে আমরা জানিতে পারি যে, দেশের মঙ্গল হইলেই গৃহের মঙ্গল হয়, দেশের অমঙ্গল হইলেই গৃহের অমঙ্গল হয়। মঙ্গল শুধু যে, শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতা বা ধনমান বিষয় বিভব তাহা নহে, এ সকল ত সামান্য মঙ্গল। বিশেষ মঙ্গল কি? না স্বাধীনতা। স্বাধীনতাকে বিশেষ মঙ্গল বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, স্বাধীনতা আইলেই আর সমুদায় মঙ্গল অনুগত ভৃত্যের ন্যায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইসে। স্বাধীনতা কাহাকে বলে? আমার ইচ্ছামত আমি চলিব, তোমার ইচ্ছামত তুমি চলিবে, এরূপ অরাজক ভাব কি স্বাধীনতা? স্বেচ্ছাচার কি স্বাধীনতা? তাহা কখনই হইতে পারে না। মনের সকল ভাব যখন যোটবদ্ধ হইয়া জ্ঞানোদ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সাধনে উন্মুখ হয়, তখন মনোমধ্যে যে একটি অজেয় শক্তির সঞ্চার হয় মনের স্বাধীনতা তাহাকেই বলে। এ যেমন, তেমনি দেশের সকল লোক যখন যোটবদ্ধ হইয়া দেশহিতৈষী বিজ্ঞ জনের উদ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়, দেশের স্বাধীনতা তাহাকেই বলে। নয়ত আমি এপথে যাইতেছি, তুমি ও-পথে যাইতেছ, আর এক জন আর এক পথে যাইতেছে, ইহাতে স্বাধীনতার চিহ্ন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহাতে অরাজক ভাবই সম্পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। আমারদের দেশে কাজের স্বাধীনতা হইবে এখনো তাহার

সময় হয় নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া ভাবের স্বাধীনতা না হইবে কেন? তাহার ত কোন প্রতিবন্ধক নাই। আমারদের স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের সকল বাহু যে একবাহু হইবে তাহা এক্ষণে আমরা চাহি না, কেন না তাহাতে বিপরীত ফলও ফলিতে পারে। আমারদের জ্ঞানচক্ষু যতক্ষণ না সম্যক্‌রূপে প্রস্ফুটিত হয়, ততক্ষণ এরূপ আশা করাই অন্যায় যে কাজের স্বাধীনতা আমারদের হস্তায়ত্ত হইবে; আমারদের দেশের সকল বাহু একবাহু না হউক, সকল হৃদয় ত একহৃদয় হইতে পারে—তাহা না হয় কেন? এস্থলে এই এক আপত্তি উঠিতে পারে যে, হৃদয়ের প্রতি ওরূপ যত্নাতিশয্য করিলে বালকগণের জ্ঞানশিক্ষায় অমনোযোগ হইতে পারে কিন্তু এটি অতি ভুল। অনেকে বালকগণকে রাত্রি দুই প্রহরের এদিকে শয়নাগারে যাইতে দেখিলেই মনে করেন যে, এ ছেলের লেখা পড়া হইবে না। ইহাঁরা কিরূপ? না ইংরাজিতে যাহাকে বলে penny wise pound foolish পয়সার বেলায় খুব হুসিয়ার কিন্তু টাকার বেলায় অন্ধ। একটু সময় পাছে ব্যর্থ যায় এই জন্য রাত্রি-জাগরণের ব্যবস্থা, কিন্তু রাত্রি-জাগরণ করিলে সমস্ত দিন যে অসুখে যায়, পড়ায় তেমন মন বসে না, মনে তেমন স্ফূর্ত্তি থাকে না, সুতরাং যে সময়টুকু রাত্রির নিকট হইতে বল পূর্ব্বক অপহরণ করা হইল তাহার চতুর্গুণ সময় দিবসের নিকটে দণ্ডচ্ছলে প্রত্যর্পণ করিতে হয়, এটি তাঁহারা দেখিয়াও দেখিবেন না। যাঁহারা মনে করেন যে, রাত্রি-জাগরণ না করিলে সময়ের অপব্যয় করা হয়, তাঁহারদের ন্যায় অতিবুদ্ধি লোকেরাই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন যে, বালকগণের হৃদয়ের ভাবোদ্দীপনে আর কাজ নাই, যাহা হইতেছে তাহাই হউক, জ্ঞানশিক্ষা হউক্! এন্‌ট্রান্‌স্ হইতে আরম্ভ করিয়া এলে, বিএ, এমে, বিএল পর্য্যন্ত হইয়া যাউক্, তাহার পরে যাহা বল তাহা শুনা যাইবে, তাহার এদিকে ও-সকল কথা মুখে উচ্চারণ করিও না। ইহাঁরা কি মনে করেন যে, শুষ্কঃ কাষ্ঠস্তিষ্ঠত্যগ্রে এই ছাঁচে যদি বালকের কোমল মনকে একবার গড়িয়া তোলা হয় তবে কি যাবজ্জীবনেও তাহা শুধরাইবে? যে ঘোড়া একবার ছক্ক-গাড়ির গাড়োয়ানকে প্রভু বলিতে শিখিয়াছে তাহার কি আর ইহজন্মে নিস্তার আছে? গৃহের ভিত্তি-ভূমি যদি দৃঢ় না হয় তবে গৃহ কিসের উপরে দাঁড়াইবে? যদি হৃদয় সদ্ভাবে পূর্ণ না হয়, তবে জ্ঞানশিক্ষা কিসের উপরে দাঁড়াইবে? মনে কর, ভারতবর্ষের বেদ পুরাণ প্রভৃতি সমুদায়ই কণ্ঠস্থ করিলে, কিন্তু তাহাতে তোমার মনে এমন কোন ভাবের উদ্রেক হইল না যাহা সেতুস্বরূপ হইয়া দেশের পিতৃ-পুরুষগণের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ এবং উচ্চ আদর্শ তোমার হৃদয়ক্ষেত্রে এবং মনোনেত্রে আনয়ন পূর্ব্বক তোমাতে নব জীবনের সঞ্চার করিতে পারে—তবে আর হইল কি? অনেকে মনে করেন, জ্ঞানশিক্ষা দিলেই ফল যতদূর হইবার তাহা হয়। ইহাঁরা এ কথাও বলিতে পরেন যে, বীজ ছাড়াইলেই শস্যোৎপত্তি যতদূর হইবার তাহা হয়। এটি ইহাঁদের মনে নাই যে, সর্ব্বাগ্রে ভূমিকে এরূপ চসিয়া প্রস্তুত করা আবশ্যক যে, দেবতার বর্ষণ তাহার অভ্যন্তরে সম্যক্‌রূপে প্রবেশ পাইতে পারে। এমনি, সর্ব্বাগ্রে হৃদয়কে এরূপ প্রস্তুত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রথমে গৃহের এবং বংশের মহান্ আদর্শ, পরে দেশের এবং দেশীয় পিতৃপুরুষগণের মহান্ আদর্শ, তাহার পরে অন্যান্য দেশের মহান্ আদর্শ, তাহার অভ্যন্তরে যথোচিত প্রবেশ পায়। এই প্রকার হৃদয়েই জ্ঞানবীজ নিপতিত হইলে, তবে

তাহাতে প্রচুর পরিমাণে ফল দর্শিতে পারে।

ভাব গৃহ হইতে যত দূরে দূরে প্রসারিত হয়, ততই তাহা জ্ঞানের সহিত যুক্ত হয়, এবং জ্ঞান সুদূর আকাশ হইতে নামিয়া যতই গৃহের নিকটবর্ত্তী হয়, ততই তাহা ভাবের সহিত যুক্ত হয়। ভাব যখন গৃহেতেই বদ্ধ থাকে তখন জ্ঞান অতি অস্ফুট থাকে। তখন পিতামাতাকে ভালবাসি, ভ্রাতাভগিনীকে ভালবাসি, এই পর্য্যন্ত। কেন যে ভালবাসি তাহা তখন আমরা জানিও না, জানিতে চাহিও না। পিতামাতা আমারদের এত উপকার করিতেছেন বলিয়া তাঁহারদিগকে ভালবাসিতেছি এ কথা তখন একবার মনেও আসে না। তাহার পরে মাতৃক্রোড় হইতে যখন পাঠশালায় গমন করি তখন সঙ্গীগণের মধ্যে ইহাঁর এইগুণ উহাঁর এই দোষ, শিক্ষকদিগের মধ্যে ইহাঁর এইগুণ উহাঁর এই দোষ, ইহাঁকে এই জন্য ভাল বাসি, উহাঁকে এই জন্য ভাল বাসি না, এইরূপ বিচার আরম্ভ হয়। দেখ, ভাব যেই ঘরের বাহিরে পদার্পণ করিল অমনি জ্ঞানের খুঁটিনাটি আরম্ভ হইল। এ সময়ে জ্ঞানের সবে নূতন উদ্রেক। এ সময়ের জ্ঞান এইরূপ যে, তাহাতে বিচারশক্তি হইয়াছে, কার্য্যশক্তি হয় নাই। কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভাবকে নিয়মে রাখিতে পারে, এ ক্ষমতা এখনো তাহার জন্মে নাই। তাহার পরে ভাব যখন পাঠশালা হইতে দেশে প্রসারিত হয়, নানা কার্য্য উপলক্ষে যখন নানা ব্যক্তির সহিত আমারদের সংঘর্ষণ হয় তখনি জ্ঞান পরিপক্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন জ্ঞানেতে কর্ত্তৃত্ব পরিস্ফুট হয়। তখন জ্ঞান দ্বেষাদিকে দমনে রাখিয়া এবং প্রেমাদিকে বিধিমতে সঞ্চালন করিয়া ভাবকে কর্ত্তব্য-পথে নিযোগ করে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ভাব যখন গৃহ হইতে দেশে প্রসারিত হয়, তখন জ্ঞানের সহিত তাহার আলাপের ঘনিষ্ঠতা হয়। আর এক দিকে এইরূপ দেখা যায় যে, জ্ঞান যতই উচ্চ বা উদার হউন্ না কেন, তিনি শূন্য হইতে অবতরণ পূর্ব্বক গৃহকে এক পার্শ্বে এবং বিদেশকে আর পার্শ্বে করিয়া দুয়ের মধ্যস্থল যে স্বদেশ তাহাতে যদি রীতিমত প্রতিষ্ঠিত না হন, তবে নিতান্ত ভাববিরুদ্ধ কার্য্য করেন, উদাসীনের ন্যায় কার্য্য করেন। জ্ঞান স্বদেশের হিতসাধন-কার্য্যে অবনত হইয়া কি করেন? না প্রথমেই ভাবের প্রতি দৃষ্টি করেন, মূলের প্রতি দৃষ্টি করেন। জ্ঞান দেখেন যে, ভাব অগ্রে পরিস্ফুট না হইলে আমি পরিস্ফুট হইতে পারিতাম না, সুতরাং স্বাধীনতা লাভে বঞ্চিত হইতাম। এ জন্য দেশহিতৈষী জ্ঞানবান্ ব্যক্তি প্রথমে এই দেখেন যে, দেশের হৃদয়ে হৃদয়ে মিল আছে কি না, যদি মিল আছে এমন হয়, তবে যতই জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে, ততই স্বাধীনতার সূত্রপাত হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু যদি এমন হয় যে, দেশের হৃদয়ে হৃদয়ে মিল নাই তবে যতই জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে ততই পরাধীনতার মূল দৃঢ় হইতে থাকিবে, ইহাও তেমনি নিঃসংশয়! অনেকে মনে করেন যে, শুদ্ধ কেবল জ্ঞান দ্বারাই দেশের হৃদয়ে হৃদয়ে মিল হইতে পারে, কিন্তু তাহা কখনই হইতে পারে না। আমরা এক পিতামাতার পুত্র ইহা জানিলেই কি লোকের ভ্রাতৃবিরোধ নিবৃত্তি হয়, কখনই না। গৃহের প্রতি যদি আমারদের একটা মনের টান থাকে, পিতামাতার প্রতি যদি আমারদের একটা মনের টান থাকে তবে তাহাই ভ্রাতৃবিরোধের মহৌষধি হইতে পারে। জ্ঞান কেবল এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নিরস্ত হন যে, ভ্রাতৃবিরোধ যাহাতে নিবৃত্ত হয় তাহা করা

কর্ত্তব্য। জ্ঞানের আকাশবাণী ভাবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে, তবেই তাহাতে কাজ হয়, নচেৎ উদাসীন কহিতেছে উদাসীন শুনিতেছে এরূপ হইলে কোন কাজ হয় না। জ্ঞান দ্বারা তুমি যেন রেলগাড়ি নির্ম্মাণ করিলে কিন্তু যদি এমন হয় যে, তোমার ঘরে সুখ নাই তবে রেলগাড়িতে চড়িবে কে? অতএব জ্ঞানবান্ ব্যক্তির প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই যে, দেশের সকল হৃদয় কিরূপে এক-হৃদয় হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করেন। তাহার পরে যত রেলগাড়ি হয় ততই ভাল। না হয় তাহাতেই যে দেশ একেবারে মারা যাইবে তাহাও নহে। কিন্তু ইহা নির্ঘাত কথা যে, দেশের হৃদয়ে হৃদয়ে যদি অনৈক্যের সঞ্চার হয় তবে দেশ ধনে প্রাণে মারা যাইবে। আমারদের দেশীয় জনগণের মধ্যে প্রধান অনৈক্যের কারণ এক্ষণে যাহা দেখা যায় তাহা এই, উদাসীন জ্ঞানের পরামর্শে আমরা দেশ-বহিভূর্ত আচার ব্যবহার রীতি নীতির অনুশীলনে এমনি বেগে অগ্রসর হইতেছি যে, একেবারে দেশছাড়া না হইয়া তাহার এ দিকে আর থামিতেছি না। যেমন দেশের টাকা দেশছাড়া হইতেছে, দেশের অন্ন দেশ-ছাড়া হইতেছে, দেশের লক্ষ্মী দেশছাড়া হইতেছে, সেইরূপ দেশের জ্ঞানীরাও দেশ-ছাড়া হইতেছেন,—তবে দেশে রহিল আর কে? কতকগুলি শ্রমজীবি চাসা আর কতকগুলি অল্পপ্রাণ মহাজন, ইহাঁরাই কেবল! অতএব উদাসীন জ্ঞানের কথা ঢের শুনিয়াছ এবং তাহার ফলও বিস্তর পাইয়াছ এক্ষণে তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া ভাবের প্রতি একটু মনোযোগ কর। বৈদেশিক মায়ামৃগের পশ্চাতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছ এই বেলা মান্বে মানে ফের, স্বদেশীয় গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ কর, এইটি কর যে, পরিত্রাণ পাইবে। আমারদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের মধ্যে যে সকল আচার ব্যবহার রীতি নীতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল তাহাকেই আদর্শ করিয়া দেশের হিতানুষ্ঠান কর যে, দেশের সকল হৃদয় একহৃদয় হইয়া তোমার সহিত যোগ দিতে পারিবে। উদাসীন জ্ঞান যদি তাহার প্রতিবাদ করে তবে তাহা শুনিবার আবশ্যকতা নাই; উদাসীনের কথায় কিছুই আইসে যায় না। ভাবজ্ঞ এবং কার্য্যজ্ঞ যে জ্ঞান, তিনি ত তোমার উপরে প্রসন্ন হইবেন, তাহাই তোমার যথেষ্ট। এক্ষণে আমারদের দেশে যতটুকু জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে তাহা হইতে যদি আর অধিক উন্নতি না হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি আমারদের দেশের হৃদয়কে আর একধাপ উচ্চে উঠানো আমারদের পক্ষে অতীব আবশ্যক হইয়াছে। শিক্ষাপ্রণালীর স্বাভাবিক গতি কিরূপ তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি; যথা প্রথমে ভালবাসা শিক্ষা, তাহার পরে জ্ঞান শিক্ষা, তাহার পরে কার্য্যশিক্ষা। অগ্রে স্বদেশকে যেরূপ প্রাণের সহিত ভালবাসা উচিত সেইরূপ ভালবাস, সেই ভালবাসার পত্তন-ভূমির উপর, জ্ঞানশিক্ষা যত চলে ততই ভাল। স্বদেশের কুসন্তানেরা বিজ্ঞতার ভান করিয়া এইরূপ বলিতে পারেন যে, যে, "বঙ্গবাসিগণ! বল দেখি, এক্ষণে তোমরা পূর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন কি না? সকল বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা তোমরা নির্ভয় কি না?" ইহার উত্তর এই যে, যে পক্ষী পিঞ্জরে বদ্ধ থাকে সে বরং এক দিন পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, কিন্তু যাহাকে পিঞ্জর হইতে মুক্ত করিয়া অহিফেন-যুক্ত খাদ্য ভক্ষণ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহার আর কোন কালেই পরিত্রাণ নাই। পিঞ্জরস্থ পক্ষী স্বাধীনতা লাভ করিতে অশক্ত; অহিফেন-জীবি-পক্ষী স্বাধীনতা লাভ করিতে অনিচ্ছুক। যাঁহারা আমাদিগকে শেষোক্ত অবস্থায় নিক্ষেপ করিতে চাহেন তাঁহারদিগকে

যদি ভয় না করিব তবে আর কাহাকে ভয় করিব? পূর্ব্বাপেক্ষা আমরা নির্ভয় হইয়াছি ইহা সত্য কিন্তু ভয়ের কোন কারণ নাই বলিয়া যে নির্ভয় হইয়াছি তাহা নহে। পতঙ্গ যেমন নির্ভয়ে অনলে প্রবেশ করে, আমরাও তেমনি নির্ভয়ে পরমুখাপেক্ষা পরানুকৃতি এবং আত্মহানির মধ্যে প্রবেশ করিতেছি। যে শিশু মাতার স্তন্য পান করে তাহারই কেবল বাস্তবিক ভয়ের কোন কারণ নাই। কিন্তু মায়াবিনী পূতনা-রাক্ষসীর স্তন-দুগ্ধকে যে না ভয় করে, তাহার মৃত্যু সন্নিকট। এখানে এই একটি জানা আবশ্যক যে, দেশানুরাগকে কার্য্যে পরিণত করা সামান্য জ্ঞানের কর্ম্ম নহে, পঠদ্দশার অপরিপক্ব জ্ঞানের কর্ম্ম নহে। যে জ্ঞান পরিপক্ব অর্থাৎ যে জ্ঞানে কর্ত্তৃত্বভাব সম্যকরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা দ্বারাই সে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। পরিপক্ব জ্ঞানই পুরাতনের সহিত নূতনের এবং গৃহের সহিত দেশের যোগ রাখিয়া দেশের প্রকৃত হিতানুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে পারে। সেরূপ গুরুতর কার্য্য বালবুদ্ধি দ্বারা কোন ক্রমেই সম্ভবে না। পুরাতনের সহিত নূতনের যোগ রক্ষা কিরূপ এবং গৃহের সহিত দেশের যোগ রক্ষাই বা কিরূপ ইহা বিশেষ করিয়া প্রদর্শন করিতে গেলে বিস্তর পুঁথি বাড়িয়া যায়, এজন্য তাহার স্বল্প আভাসমাত্র দিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। অবিবেচক ব্যক্তি মনে করেন যে, পুরাতনের সহিত কোন প্রকার যোগ রাখিয়া কাজ নাই একেবারেই নূতন রীতি-নীতি প্রণালী-পদ্ধতি আচার-ব্যবহার ক্রিয়া-কলাপ অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া একটা হুলস্থুল ব্যাপার বাধাইয়া দেওয়া যাউক; জগৎ সংসার যদি ইহাঁরদের পরামর্শ শুনিয়া চলিত, তবে গত কল্য দিনের পর রাত্রি হইয়াছে, অদ্য সেরূপ না হইয়া দিনের স্থানে রাত্রি হইত রাত্রির স্থানে দিন হইত। গত কল্য আমারদের দেশে বট অশ্বত্থ জন্মিয়াছে, অদ্য তাহার স্থানে ওক গাছ উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিত, এইরূপ নিমেষে নিমেষে জগতের মূর্ত্ত্যন্তর এবং অবস্থান্তর ঘটিত, সংসারের কেবল সঙ্ই সার হইত। ইহাঁরদের জানা উচিত যে চক্রের আবর্ত্তন ব্যতিরেকে যেমন রথ অগ্রসর হইতে পারে না, সেইরূপ পুরাতনের আবৃত্তি ব্যতিরেকে জগতের কোন ব্যাপারই উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতে পারে না। সকলই পেঁচাও পথে ঘুরিতে ঘুরিতে উন্নতি মঞ্চে আরোহণ করিতেছে। সমুদ্র হইতে বাষ্প উঠিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে সঞ্চিত হইতেছে, আবার নদীরূপ ধারণ পূর্ব্বক ঘুরিয়া ফিরিয়া সমুদ্রেই প্রত্যাগমন করিতেছে। ভূমিস্থিত বীজ বৃক্ষাকারে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার বীজাকারে ভূমিতেই নিপতিত হইতেছে। পৃথিবী সূর্য্যের নিকট প্রদেশ হইতে দূর প্রদেশে যাইতেছে, আবার দূর প্রদেশ হইতে নিকট প্রদেশে ফিরিয়া আসিতেছে। ভারতের পুরাতন সভ্যতা চাপা পড়িয়া নূতন নূতন সভ্যতা পশ্চিম পশ্চিম প্রদেশে অভ্যুদিত হইয়াছে, আবার ভারতবর্ষের পুরাতন সভ্যতা নূতন বেশে অভ্যুদিত হইবে তাহার চিহ্ন সকল বিবিধ প্রকারে দেখা দিতেছে। ইউরোপে এখন শবদাহ নিরামিশ ভোজন ইত্যাদি প্রথা অল্পে অল্পে প্রচলিত হইতেছে। কিন্তু এই প্রকার দুই একটি পরিবর্ত্তনকে আমি কেবল চিহ্নরূপেই গ্রহণ করিতেছি, প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতেছি না। সমুদায় বিশ্বসংসার আমার কথার প্রমাণ যোগাইতেছে; কোন বিশেষ ঘটনা তাহার পোষকতা করে উত্তম, না করে সে আমারদের বুঝিবার ভুল। সারেগমা যখন সা হইতে নি পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, তখন ইহা চক্ষু বুজিয়া

বলা যাইতে পারে যে, আর এক ধাপ উচ্চে উঠিলেই সেই পুরাতন সা নূতন বেশে দেখা দিবে। চক্রের আবৃত্তি দ্বারা রথ যেমন গম্য স্থানের দিকে ক্রমশই অগ্রসর হয় একস্থানে কদাপি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে না, সেইরূপ পুরাতনের আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সকলি উন্নতির নূতন নূতন গ্রামে পদ-নিক্ষেপ করিতেছে। আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি এই ভাবটি জগতের একটি নিগূঢ় তত্ত্ব। এক জন সুগায়ক যেমন গীতকালে গাতের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করেন, এবং প্রত্যেক আবৃত্তির সময় নূতন নূতন তানোদ্ভাবন করিয়া ডালপালা বিস্তার করিতে থাকেন জগৎ সংসারের সর্ব্বত্রই সেইরূপ পুরাতন আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন উন্নতির অনুবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব যাঁহারা পুরাতনের সহিত সম্পর্ক একেবারে রহিত করিয়া নূতনে প্রয়াসী হন, তাঁহারা জগৎ সংসারের রীতিবহির্ভূত একটা সৃষ্টি-ছাড়া পদ্ধতি অবলম্বন করেন ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

ক্রমশঃ

মনুষ্যের পরমায়ু।

বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে প্রতীতি হইবে যে সচরাচর মনুষ্য যত দিন জীবন ধারণ করিয়া থাকে, মনুষ্যের আয়ু তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, যেমন কীট পতঙ্গ পশু-পক্ষী প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীস্থ জীবদিগের আয়ুর কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, সেইরূপ মনুষ্যেরও আয়ুর কাল নির্দ্দিষ্ট আছে। ফ্রান্স দেশীয় সুবিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিৎ বফোঁর মতে এক শত বৎসর মনুষ্যের আয়ুর নির্দ্দিষ্ট স্বাভাবিক কাল। আমাদিগের দেশেও "শতায়ুর্ব্বৈ পুরুষঃ" এই শ্রুতি প্রচলিত আছে। ক্লারিজ নামক ইংলণ্ডীয় কোন জল-চিকিৎসক বলেন যে, যে সময়ের মধ্যে এই পৃথিবীর কোন জীব পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত হয়, তাহাকে সেই সময়ের আট গুণ সময় জীবিত থাকিতে দেখা যায়, ইহা প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতির এই নিয়মানুসারে দুই শত বৎসর মনুষ্যের আয়ুর স্বাভাবিক সময়; কারণ, সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির নিয়মানুসারে চলিলে মনুষ্য পঞ্চবিংশতি বৎসরে পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত হয় *। আমাদিগের বিবেচনায় ক্লারিজ সাহেবের মত অনেক পরিমাণে সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে অনেক ব্যক্তি পূর্ণ দুই শত বৎসর না হউক এক শত বৎসর অপেক্ষা অনেক অধিক কাল জীবিত ছিল। পিত্রার্ক জারতেন নামক হঙ্গেরি দেশীয় এক জন কৃষক এক শত পঁচাশি বৎসর জীবিত ছিল। সে ১৫৯৭ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করে এবং ১৭৭২ খৃঃ অব্দে ইহলোক হইতে অবসৃত হয়। লুইজা ফ্রাঙ্কো নাম্নী দক্ষিণ আমেরিকানিবাসিনী এক কাফ্রী স্ত্রী এক শত পঁচাত্তর বৎসর জীবিত ছিল। হেনরি-জেনকিনস্ নামক এক জন দরিদ্র ব্যবসায়ী ইংরাজ এক শত উনসত্তর বৎসর জীবিত ছিল। টমাস পার নামক এক জন ভদ্র ইংরাজ এক শত বায়ান্ন বৎসর জীবিত ছিলেন। কথিত আছে যে টমাস পার তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে রাজ-বাটীতে নিমন্ত্রিত হয়েন। তিনি তথায় নানা প্রকার গুরুপাক খাদ্য দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিয়া অজীর্ণতা দোষে রোগাক্রান্ত হইয়া কাল-গ্রাসে পতিত হয়েন। তাঁহার মৃত্যুর পর কতকগুলি সুদক্ষ চিকিৎসক তাঁহার মৃত

* R. F. Claritdge's Hydropathy. P 33.

শরীর পরীক্ষা করেন। তাঁহারা বলেন যে টমাস পারের শরীরস্থ ফুসফুস্, হৃৎপিণ্ড, এবং খাদ্য জীর্ণ করিবার যন্ত্রাদি সম্পূর্ণ সুস্থ-অবস্থায় ছিল, এবং যদ্যপি পার রাজ-বাটীতে অপরিমিতরূপে গুরুপাক দ্রব্যাদি ভক্ষণ না করিতেন তাহা হইলে তিনি আরও অনেক বৎসর জীবিত থাকিতে পারিতেন *। কাউণ্টেস ডেসমণ্ড নাম্নী ইংলণ্ডীয় এক জন সম্ভ্রান্তবংশীয়া স্ত্রী এক শত পঞ্চাশ বৎসর জীবিত ছিলেন। কথিত আছে যে তিনি এক শত চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রত্যহ দুই তিন ক্রোশ ভ্রমণ করিতে পারিতেন, এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সুপারি বৃক্ষে অনায়াসে আরোহণ করিতে পারিতেন। এক সুপারি বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়াই তিনি মৃত্যুগ্রস্ত হয়েন †। গ্রীস দেশীয় সুবিখ্যাত চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গেলেন এক শত চল্লিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। কোন কোন ইংরাজ পরিব্রাজক তাঁহাদিগের ভ্রমণবৃত্তান্তে এরূপ লিখিয়া গিয়াছেন যে, আরব দেশে দুই শত বৎসর বয়স্ক মনুষ্য তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়েও ইউরোপে এবং আমেরিকায় অনেক ব্যক্তিকে এক শত বৎসরের অধিক কাল জীবিত থাকিতে দেখা যায়। যখন দেখা যাইতেছে যে অনেক লোক এক শত বৎসরের অধিক কাল জীবিত ছিলেন, এবং তাঁহারা স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মানুযায়ী কার্য্য করা ব্যতীত আর কোন অলৌকিক কিম্বা অস্বাভাবিক উপায়ে এরূপ দীর্ঘ কাল জীবিত ছিলেন না তখন আমরা প্রাণিতত্ত্ববিদ্ বফোঁর মত কিম্বা আমাদিগের দেশে প্রচলিত 'শতায়ুর্ব্বৈঃ পুরুষঃ' এই শ্রুতি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না।

ইহা কোন ক্রমেই অপ্রাকৃতিক, কিম্বা অসম্ভব নহে যে যদি কোন মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি স্বাস্থ্য রক্ষার সমস্ত নিয়মানুসারে লালিত পালিত হয়, তাহা হইলে সে অন্যুন দুই শত বৎসর অথবা ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত মনুষ্য-আয়ুর নির্দ্দিষ্ট কাল জীবিত থাকিতে পারে। মনুষ্য যদি শরীররক্ষার সমস্ত নিয়ম জানিতে ও সেই সমুদায় নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে পারে তাহা হইলে সে রোগশূন্য হইয়া তাহার আয়ুর নির্দ্দিষ্ট কাল এই পৃথিবীতে অনায়াসে জীবিত থাকিতে পারে।

জগদীশ্বর আমাদিগের পার্থিব জীবনের যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন প্রত্যেক মনুষ্যের সেই সময় পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবার উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের মঙ্গলই উদ্দেশ্য। তিনি যে নিয়ম করিয়াছেন তাহা আমাদিগের অনন্ত মঙ্গলের জন্য তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ভঙ্গ করিয়া, আমাদিগের অমঙ্গলের পথ আমরাই উদ্ঘাটন করিতেছি। অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতেই আমাদিগের পার্থিব জীবন। আমাদিগের আত্মা এই মানবদেহে অবস্থিতি করিয়া, জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত ও পরিপুষ্ট হইয়া অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। আমরা এই পৃথিবীতে ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট সমস্ত সময় এই মানব জীবন ধারণ করিয়া তাঁহার সুন্দর মঙ্গলময় নিয়ম সকল পালন না করিলে আমাদিগের আত্মা পরকালের জন্য কি প্রকারে প্রকৃত ও সম্পূর্ণ রূপে উপযুক্ত হইবে। আমরা যদি এখানে বিংশতি কিম্বা পঞ্চাশৎ বৎসর জীবিত থাকিয়া অকালে আমাদিগকে মৃত্যুমুখে

* D. H. Jacques, The philosophy of Human Beauty. P. 215.

† Quarterly Review. No 247. P 183.

পাতিত করি তাহা হইলে আমাদিগের ইহ জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করা হইল না, এবং পরকালের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হওয়া হইল না। যাহাতে আমরা এই পৃথিবীতে ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট আয়ুর সমস্ত সময় এই মানব দেহ ধারণ করিয়া তাঁহার সমুদায় আজ্ঞা ও নিয়ম পালন করিয়া পরলোকের জন্য প্রকৃতরূপে প্রস্তুত হইতে পারি তজ্জন্য আমাদিগের বিশেষরূপে চেষ্টিত হওয়া কর্ত্তব্য।

নিরীশ্বর বিবাহ।

আমরা গত পৌষ মাসের পত্রিকায় নিরীশ্বর বিবাহ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলাম, বৈশাখ মাসের "সমদর্শী" পত্রিকায় তাহার একটি খণ্ডন প্রকাশিত হইয়াছে।

যাঁহারা ব্রাহ্ম হইয়া আইনমতে বিবাহ দিয়া থাকেন, তাঁহারা দুই প্রকারে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করেন, এক আইনমতে বিবাহ আর এক উপাসনা করিয়া বিবাহ। উপাসনা করিয়া বিবাহ আইনমতে বিবাহের পূর্ব্বে অথবা পরে হইয়া থাকে। কিন্তু লেখক মহাশয় বলেন যে উপাসনা করিয়া যে বিবাহ সেই বিবাহই বিবাহ আর আইনমতে যে বিবাহ সেটি কেবল রেজেষ্টারি মাত্র। কিন্তু উক্ত আইন প্রণিধান করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, ঐ আইনে একটি বিবাহ-পদ্ধতির বিধান আছে। সেই পদ্ধতি অনুসারে রেজিষ্টারের সম্মুখে বিবাহ করিতে হয়, আর আইনমতে সেই বিবাহই বৈধ আর ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া যে বিবাহ তাহা অবৈধ।

আমরা লিখিয়াছিলাম "ধর্ম্মের সহিত পার্থিব বিবেচনা মিশ্রিত করিয়া উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন করা এবং সকল প্রকার পার্থিব বিবেচনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া তাহা সম্পাদন করা এই দুই প্রকার বিবাহের মধ্যে শেষোক্ত প্রকার বিবাহ যে মহত্তর তাহা আইনের অত্যন্ত পক্ষপাতী ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।" এতৎ সম্বন্ধে লেখক মহাশয় এই কথা বলেন যে "বিবাহ সকল সামাজিক ক্রিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, সেই জন্য বিবাহ বিষয়ে পার্থিব বিবেচনা অধিকতর প্রয়োজনীয়। বিবাহার্থী পাত্র ও পাত্রী কিসে সুখী হইবে, কিসে তাহাদের সম্বন্ধ ও সম্মিলন পরস্পরের কল্যাণজনক হইবে, সেই জন্য পিতা মাতাকে সকল দিক বিবেচনা করিতে হয় এবং পাত্র পাত্রীকেও সেইরূপ; রূপ গুণ কিরূপ, উভয়ের কোন ব্যাধি আছে কি না, পাত্রের সাংসারিক অবস্থা কি প্রকার, তাহাদিগের উপযুক্ত বয়ঃক্রম হইয়াছে কি না প্রভৃতি পার্থিব বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হয়, তাহা কি সম্পাদক মহাশয় স্বীকার করেন না? তিনি কি একটি রূপ-গুণ-সম্পন্না কামিনীকে এক জন মূর্খ নিরন্ন ব্যাধিযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিতে পারেন? ঈশ্বরকে সাক্ষী করা যদি এই সমস্ত পার্থিব বিবেচনার সহিত অসমঞ্জস হয়; তাহা হইলে ঈশ্বরকে সাক্ষী করার অর্থ কি আমি বুঝিতে পারিলাম না?" লেখক মহাশয় এই স্থলে যে সকল পার্থিব বিবেচনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সকল ধর্ম্মের সম্মত, অতএব তাহা করা কর্ত্তব্য *। কিন্তু আমাদিগের দেশের লোকের মনে ঈশ্বরের নামশূন্য বিবাহ-পদ্ধতি বৈধ এবং ঈশ্বরের নাম করিয়া বিবাহ অবৈধ এই বিশ্বাসের সঞ্চার-কার্য্যে পোষকতা করা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য। প্রকৃত ব্রাহ্ম তাহা কখন করিবেন না। আইনমতে

* যথা ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বিতীয় খণ্ডে আছে—"সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণাং সুব্রত্তামুদ্বহেন্নরঃ।" "পুরুষ সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণা সুশীলা স্ত্রীর সহিত বিবাহ করিবেক।"

বিবাহ দিলে ঐ বিশ্বাসের পোষকতা করা হয়। আইনমতে বিবাহের পূর্ব্বে অথবা পরে সহস্র উপাসনা করিলেও উল্লিখিত ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ-কার্য্য-জনিত দোষের ক্ষালন হয় না। ঈশ্বরের নাম না করিয়া বিবাহ বৈধ আর ঈশ্বরের নাম করিয়া বিবাহ অবৈধ এই ভাব আইনমতে বিবাহকারীদিগের সমস্ত বিবাহ-পদ্ধতিকে অনীশ্বরভাব প্রদান করিতেছে। ঐ অস্বাভাবিক ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ভাব ধর্ম্ম-প্রাণ ভারতবর্ষে পূর্ব্বে কখন ছিল না। লেখক মহাশয় ব্রাহ্ম হইয়া এই অস্বাভাবিক ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ভাবের প্রচারার্থ যত্নবান হইয়াছেন ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

লেখক মহাশয় বলেন "যদি আদি সমাজ বিরোধী না হইতেন তাহা হইলে ব্যবস্থাপক সভা ঐ বিধির মধ্যে যে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ভাগ সন্নিবেশ করিয়াছিলেন তাহা থাকিত এবং পদ্ধতিটি সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হইত।" এই স্থলে লেখক স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন যে ঐ পদ্ধতি ধর্ম্মশূন্য, কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অমূলক দোষারোপ করিতেছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের অভিপ্রায় ব্রাহ্মধর্ম্ম রক্ষা করিয়া হিন্দুসমাজ হইতে যত দূর বিচ্ছিন্ন না হইতে পারা যায় তাহা না হওয়া এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম রক্ষা করিয়া হিন্দু-রুচি অনুসারে যত দূর চলা যায় তত দূর চলা। এই অভিপ্রায় সাধন করিতে গিয়া, যদি ঐ পদ্ধতি ধর্ম্মশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকে তবে তিনি কি করিবেন? যাহা হউক, যখন ঐ পদ্ধতি ধর্ম্মশূন্য, লেখক মহাশয় এবং তন্মতাবলম্বী ব্রাহ্মেরা ইহা স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন তখন তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য যে, উক্ত পদ্ধতিঅনুসারে বিবাহ-রীতি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করেন।

আমরা লিখিয়াছিলাম "আমরা রাজ্য বিষয়ে স্বাধীনতা হারাইয়াছি, আবার কি সামাজিক স্বাধীনতাও হারাইতে হইবে।" এতৎসম্বন্ধে লেখক মহাশয় বলেন "প্রথমেই বলা হইয়াছে সমাজ অনুমতি দেন নাই। সে অবস্থায় আদি সমাজের ন্যায় আমরা আপাততঃ স্থির হইয়া থাকিলেই হইত। কিন্তু যখন সমাজই দায় সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আমাদিগকে রাজ-দ্বারে লইয়া যাইবেন তখন কি করা হইবে? তখন দায়াধিকারীদিগকে হয় অধিকারের আশা ত্যাগ করিতে হইবে অথবা অধিকারের জন্য রাজদ্বারে যাইতে হইবে এবং তখন সেই বিবাহকে ও বিবাহ-জাত অপত্যদিগকে বৈধ করিবার প্রার্থনা করিতে হইবে। ফলত উভয় কার্য্যই এক প্রকার হইতেছে, কেবল একটি বিবাহের পূর্ব্বে, অপরটি পরে।" গাঢ়রূপে বিবেচনা করিলে প্রতীতি হইবেক যে, উভয় কার্য্যই একপ্রকার হইতেছে না। বিবাহের পর রাজদ্বারে যাওয়া ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য নহে কিন্তু আইনমতে বিবাহ উপরে প্রদর্শিত কারণ জন্য ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য। বিবাহের পর রাজদ্বারে যাওয়া নিষ্ফল হইবে আমরা এরূপ আশঙ্কা করি না। আদি সমাজের বিবাহপদ্ধতির বৈধতা বিষয়ে লেখক মহাশয়ের সন্দেহ যদ্যপি ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক মহাশয়দিগের ব্যবস্থা দ্বারা এবং আমাদিগের দেশে ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু জাতি ও ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিবাহ-রীতি প্রচলিত আছে এবং রাজদ্বারে ঐ সকল প্রকার বিবাহই বৈধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে এই বিবেচনা দ্বারা দূরীকৃত না হয় তাহা হইলে তাঁহাকে ষ্টীফেন্ সাহেব সুপ্রীম্ কাউন্সিলে যে বক্তৃতা করেন তাহা পাঠ করিতে আমরা অনুরোধ করিতেছি *।

* পরলোকগত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ব্রাহ্ম-বিবাহ বিষয়ক পুস্তিকাতে এই বক্তৃতাটি সমস্ত প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অবশেষে আমরা অনুরোধ করিতেছি লেখক মহাশয় এবং তন্মতাবলম্বী ব্রাহ্মেরা উল্লিখিত "কিম্ভূত কিমাকার বিধি" (আমরা লেখক মহাশয়েরই কথা উদ্ধৃত করিতেছি) অনুসারে বিবাহ-রীতি পরিত্যাগ করুন। তাহা না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম কোনমতে রক্ষিত হইতেছে না।

প্রাচীন সমরতত্ত্ব।

'যুদ্ধ' এই শব্দটির ধাতু 'যুধ'। যুধ ধাতুর অর্থ সম্প্রহার, অর্থাৎ পরস্পর নিয়ম পূর্ব্বক প্রহার। তাদৃশ প্রহার ঘটনার কারণ কেবল লোভ্য বস্তু ও আত্মাভিভব বা অমর্ষ। যুদ্ধ-ব্যাপার পশুরাজ্যে আছে, তীর্য্যক্ জাতির মধ্যে আছে, মনুষ্যমধ্যেও আছে; সুতরাং যুদ্ধ ঘটনা প্রাণিসমাজের সাধারণ ও স্বাভাবিক। যাহা স্বাভাবিক, তাহা আদিম কালেও ছিল, বর্ত্তমান কালেও আছে ও ভবিষ্যতেও থাকিবে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

অতি পুরাতন কালের আর্য্যেরা ভারতে আসিয়া দস্যু বিনাশ করত ভ্রমণ করিতেন। ঋগ্বেদে যুদ্ধের উল্লেখ আছে, মনুতেও যুদ্ধের বিধিব্যবস্থা আছে, মহাভারত ও রামায়ণের মধ্যে যুদ্ধের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া বোধ হয় যুদ্ধকাণ্ড এ দেশের অতীব প্রাচীন।

আদিম কালের বেদ ও মধ্যকালের পুরাণাদি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রথমতঃ মনুষ্যগণ কাষ্ঠলোষ্ট শিলাখণ্ড লইয়াই যুদ্ধ করিত। অনন্তর যষ্টি; ক্রমে বিবিধ উপকরণ নির্ম্মিত হইতে লাগিল। এই উন্নতির সময়েই তীরক্ষেপ-যন্ত্র ধনুকের সৃষ্টি হয়। ক্রমে তাহার মধ্যে বিজ্ঞানের প্রবেশ হইল এবং বিবিধ গ্রন্থের সৃষ্টি ও রীতিমত শিক্ষাও চলিতে লাগিল। এই যুদ্ধ-তত্ত্ব-প্রচারের জন্য এক খানি বেদই নির্ম্মিত হইল; তাহার নাম ধনুর্ব্বেদ। পুরাকালের ক্ষত্রিয়েরা এবং কোন কোন ব্রাহ্মণও এই ধনুর্বেদ শিক্ষা করিতেন।

ধনুর্ব্বেদ গ্রন্থ খানি কি প্রকার? তাহা আমরা জানি না। কোথাও পাওয়া যায় কি না তাহাও অবগত নহি। ফলতঃ ধনুর্ব্বেদ নামক এক খানি যে বিপুল গ্রন্থ ছিল তাহাতে আর সংশয় নাই। তাহার কারণ, হিন্দুদিগের সমস্ত পুস্তকে ঐ গ্রন্থের উল্লেখ এবং উহার মাহাত্ম্য-বর্ণন দৃষ্ট হয়। এই ধনুর্ব্বেদ বিশ্বামিত্রপ্রণীত। শাস্ত্রসূচী নামক গ্রন্থে ইহার সারসঙ্কলন আছে। মধুসূদন সরস্বতী তাহা স্বকৃত পুষ্পদন্তীয় স্তোত্রব্যাখা গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, পাঠকগণের হৃদ্বোধের নিমিত্ত আমরা তাহা সঙ্কলন করিতেছি।

"এবং ধনুর্ব্বেদঃ পাদচতুষ্টয়াত্মকোবিশ্বামিত্রপ্রণীতঃ। তত্র প্রথমোদীক্ষাপাদঃ (১) দ্বিতীয়ঃ সংগ্রহপাদঃ (২) তৃতীয়ঃ সিদ্ধিপাদঃ (৩) চতুর্থঃ প্রয়োগপাদঃ (৪)। তত্র প্রথমে পাদে ধনুর্লক্ষণং, অধিকারি নিরূপণঞ্চ কৃতম্। তত্র ধনুঃশব্দশ্চাপে রূঢ়োপি চতুর্ব্বিধাযুধবাচী বর্ত্ততে। তচ্চ চতুর্ব্বিধম্ মুক্তম্ (১) অমুক্তম্ (২) মুক্তামুক্তম্ (৩) যন্ত্রমুক্তঞ্চ (৪)। তত্র মুক্তং চক্রাদি। অমুক্তং খড়্গাদি। মুক্তামুক্তং শল্যাবান্তর ভেদাদি। যন্ত্রমুক্তং শরগোলাদি। তত্র মুক্তমস্ত্রমিত্যুচ্যতে, অমুক্তং শস্ত্রমিত্যুচ্যতে। তদপি ব্রাহ্মবৈষ্ণবপাশুপতপ্রাজাপত্যাগ্নেয়াদিভেদাদনেকবিধম্, এবং সাধিদৈবতেষু সমন্ত্রেষু চতুর্বিধাযুধেষু যেষামধিকারঃ ক্ষত্রিয়কুমারাণাং তদনুযায়িনাঞ্চ তে সর্ব্বে চতুর্ব্বিধাঃ পদাতিরথগজ তুরগারূঢ়াঃ। দীক্ষাভিষেকশকুনমঙ্গলকরণাদিকঞ্চ সর্ব্বং প্রথমে পাদে নিরূপিতম্। সর্ব্বেষাং শাস্ত্রবিশেষাণাং আচার্য্যস্য চ লক্ষণপূর্ব্বকং সংগ্রহণপ্রকারোদর্শিতঃ দ্বিতীয়ে পাদে। গুরুসম্প্রদায়সিদ্ধানাং শাস্ত্রবিশেষাণাং পুনঃপুনরভ্যাসোমন্ত্রোদেবতাসিদ্ধিকরণাদিকং নিরূপিতম্ তৃতীয়ে পাদে। এবং দেবতার্চনাভ্যাসাদিভিঃ সিদ্ধানামস্ত্রবিশেষাণাং প্রয়োগশ্চতুর্থপাদে নিরূপিতঃ। ক্ষত্রিয়াণাং স্বধর্ম্মাচরণং যুদ্ধং দুষ্টদস্যুচৌরাদিভ্যঃ প্রজাপালনঞ্চ ধনুর্ব্বেদস্য প্রয়োজনম্।"

মধুসূদন সরস্বতী মহিম্নস্তোত্রটীকা

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই—

ধনুর্বেদ চারি অংশে বিভক্ত। দীক্ষাপাদ (১) সংগ্রহপাদ (২) সিদ্ধিপাদ (৩) ও প্রয়োগপাদ। প্রথম পাদে মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও যন্ত্রমুক্ত, এই চারি জাতি অস্ত্রশস্ত্রের লক্ষণ ও পরীক্ষা;* অধিকারী নির্ণয় অর্থাৎ হস্ত্যারূঢ়, রথারূঢ়, অশ্বারূঢ় ও পদাতি সৈন্যের কর্ত্তব্য নির্ণয় এবং দীক্ষা, অভিষেক, শকুন (নিমিত্ত-জ্ঞান) মঙ্গলামঙ্গল-জ্ঞান এবং আনুষঙ্গিক † উপকরণের কথা বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় পাদে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রের (আকার প্রকার) ও আচার্য্যের লক্ষণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তত্তাবতের শিক্ষাপ্রণালীও নির্দ্ধারিত হইতেছে। তৃতীয় পাদে গুরু এবং সম্প্রদায়সিদ্ধ বিশেষ বিশেষ অস্ত্রের অভ্যাস, মন্ত্র এবং দেবতা-সিদ্ধির উপায় নিরূপিত হইয়াছে ‡। দেবতার্চ্চনা এবং অভ্যাস দ্বারা অস্ত্র শস্ত্র সকল সিদ্ধ অর্থাৎ আয়ত্ত হইলে পর কি কৌশলে তাহার প্রয়োগ করিতে হয় সে সমস্ত চতুর্থ পাদে বলা হইয়াছে।

এই সকল সার সংগ্রহ দেখিয়া বোধ হয়, ধনুর্ব্বেদ অতি বিস্তৃত গ্রন্থ এবং পূর্ব্বে তাহা বিদ্যমান থাকা সম্ভব। না থাকিলে প্রাচীন মহাত্মারা কোথায় পাইলেন। মিথ্যা করিয়া লিখিবার কোন প্রয়োজনও নাই এবং লিখিলেও তাহা জনসমাজের গ্রহণীয়ও হয় না।

এই প্রকার অসুরগুরু উশনার কৃত আর এক খানি গ্রন্থ আছে তাহার নাম 'যুদ্ধশাস্ত্রম্"। এই গ্রন্থের নাম ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না। এতদ্ভিন্ন যুদ্ধজয়ার্ণব নামে আর একখানি গ্রন্থ আছে, তাহা জ্যোতিঃশাস্ত্রের গ্রন্থও বটে এবং যুদ্ধশাস্ত্রের গ্রন্থও বটে। তাহার কারণ, আকাশের গ্রহনক্ষত্রাদির যুদ্ধ ঘটনা কল্পনা করিয়া তাহাদের গতি এবং মানবীয় যুদ্ধের উপদেশ করা হইয়াছে।

ফলত যুদ্ধশাস্ত্রের খণ্ড উপদেশ সর্ব্বত্রই আছে। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস প্রভৃতি সকল আর্য্য গ্রন্থেই কিছু কিছু আছে। এই সকল দেখিয়া অনুমান হয় যে, এক সময়ে ভারতবর্ষে যুদ্ধ-বিদ্যার অত্যন্ত অনুশীলন হইয়াছিল। লোক সকল রীতিমত শিক্ষিত হইত, শিক্ষার নিমিত্ত গুরু ছিল ও বিদ্যালয়ও ছিল। মহাভারতে লিখিত আছে, দ্রোণ এবং কৃপাচার্য্যের নিকট অনেকে দূর দেশ হইতেও অস্ত্রশিক্ষার্থী হইয়া আগমন পূর্ব্বক বাস করিত এবং তাহাদের একটি নির্দ্দিষ্ট শিক্ষাস্থান ছিল।

শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অস্ত্র সকল সকলে জানিত না এবং সকলে সকলকে শিক্ষা দিতেন না। দৈব এবং আসুর মন্ত্রজ্ঞদিগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্প্রদায় দিল। আদি পর্ব্বে লিখিত আছে, ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র প্রথমে ব্রহ্মা প্রকাশ করেন। তিনি অগ্নিকে শিক্ষা দেন। অগ্নি আপন পুত্র অগ্নিবেশ্যকে, অগ্নিবেশ্য দ্রোণকে এবং অর্জ্জুনকে তাহা প্রদান করেন, সকল শিষ্যকে দেন নাই। যাহা হউক, হিন্দুদিগের শাস্ত্র সকল মনোনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে এক সময়ে এ দেশে কাব্য ইতিহাসাদির ন্যায় যুদ্ধবিদ্যাও উচ্চতর সোপানে অধিরোহণ করিয়াছিল।

---

* চক্র এবং তৎসজাতীয় অস্ত্রকে মুক্তাস্ত্র বলে। খড়্গ, চন্দ্রহাস অর্থাৎ তরবারি প্রভৃতি অমুক্ত অস্ত্রের জাতি। শল্য প্রভৃতি অস্ত্র মুক্তামুক্ত জাতীয় এবং তীর ও গোলা প্রভৃতি যন্ত্রমুক্ত অস্ত্রের জাতি। এ সমস্ত অস্ত্রপ্রকরণে বিস্তার বলা হইবে।

† আনুষঙ্গিক উপকরণে অর্থাৎ কোষ, বল, অমাত্য, সেনা, সেনাপতি, রাষ্ট্র, দুর্গ, ব্যূহ প্রভৃতি।

‡ মন্ত্রসিদ্ধ বা মন্ত্রপ্রের্য্য অস্ত্র কিরূপ? উহা কল্পিত কি উহার মধ্যে কিছু সত্য আছে তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না।

রথ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে হস্ত্যারোহী, রথারূঢ়, অশ্বারূঢ় ও পদাতি—এই চারি শ্রেণীর যোদ্ধা আছে। এই সকল যোধগণের কার্য্য সকল পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে। সম্প্রতি রথযোদ্ধা সম্বন্ধে লোকের যে সংশয় আছে তাহা দূরীকরণের নিমিত্ত অগ্রে রথের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিব।

'রথ' এই শব্দ শুনিবা মাত্র চূড়াবিশিষ্ট সচরাচর রথই বোধ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ যুদ্ধের রথ সেরূপ নহে। যুদ্ধের রথ ভিন্ন, ক্রীড়া অর্থাৎ আরাম করিয়া ব্যাড়াইবার রথ ভিন্ন এবং দেবতা তুলিয়া পূজা করিবার রথ ভিন্ন। এই ভিন্ন ভিন্ন রথের ভিন্ন ভিন্ন নামও আছে। যথা,—

> "যুদ্ধার্থে চক্রবদ্‌যানে শতাঙ্গঃ স্যন্দনোরথঃ।
> সংক্রীড়ার্থঃ পুষ্পরথোদেবার্থস্তু মরুদ্রথঃ।"
>
> (হেমচন্দ্রাচার্য্য)

যুদ্ধের নিমিত্ত চক্রযুক্ত যান-বিশেষের নাম শতাঙ্গ, স্যন্দন এবং রথ। ক্রীড়ার নিমিত্ত যানের নাম পুষ্প-রথ এবং দেবতার নিমিত্ত প্রস্তুত রথের নাম মরুদ্রথ। এইরূপ অমরসিংহও যুদ্ধোপযোগী রথের কথা স্বতন্ত্র করিয়া বলিয়াছেন "যুদ্ধার্থে স্যন্দনোরথঃ।" অতএব যুদ্ধের রথ স্বতন্ত্র ভাবে নির্ম্মিত হইত তাহার আর সংশয় নাই। রথে উঠিয়া যুদ্ধ করিবার প্রথা প্রাচীন কালে এই ভারতবর্ষে ছিল এবং শুনা যায় যে মিসর দেশেও ছিল, এক্ষণে আর সেরূপ যুদ্ধ নাই সুতরাং রথও নাই। উহা না থাকাতেই আমাদের মনে বিবিধ কল্পনা উপস্থিত হয়, রথের প্রকৃত চিত্র হৃদয়ঙ্গম হয় না। ফলত, যুদ্ধরথ সকল যেরূপ লঘু ও দৃঢ় হওয়া আবশ্যক, সেইরূপই ছিল। যুদ্ধকালে রথের গতি ও শব্দ প্রভৃতি যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে সে সকল যে লঘুভার ও অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল তাহার সংশয় নাই। অসুরগুরু উশনা স্বকৃত নীতিগ্রন্থের ষষ্ঠ প্রকরণে যে যুদ্ধরথের নির্ম্মাণঘটিত উপদেশ করিয়াছেন তাহা দেখিলেও ঐরূপ প্রতীতি হয়। যথা—

> "লোহসারময়শ্চক্রঃ সুগমোমঞ্চকাসনঃ।
> স্বান্দোলায়িতরূঢ়স্তু (রুদ্ধস্তু) মধ্যমাসনসারথিঃ।
> শস্ত্রাস্ত্রসন্ধার্য্যুদরইষ্টচ্ছায়োমনোরমঃ।
> এবংবিধো রথোরাজ্ঞা রক্ষ্যোনিত্যং সদশ্বকঃ।"
>
> শুক্রনীতি, ৬ষ্ঠ প্রকরণ।

রথ লৌহের সারাংশ দ্বারা নির্ম্মিত হইবে, চাকা গুলি সুগম অর্থাৎ অতি সহজে ঘুরিবেক, মঞ্চ অর্থাৎ কেদেরার ন্যায় উপবেশন-স্থান থাকিবেক, আরোহণকালে ঈষৎ দুলিবে কিন্তু ভ্রমণকালে একটু নড়িবে না—(এই কথায় বোধ হইতেছে যে পূর্ব্বকার গাড়িতে স্প্রীং ছিল)—সারথির উপবেশন-স্থান মধ্যমাকারের এবং রথীর সম্মুখে—উদরের মধ্যে (মঞ্চের নীচে) যাহাতে অনেক অস্ত্র শস্ত্র ধরিতে পারে এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত হইবে—ইচ্ছানুরূপ ছায়া থাকিবেক অর্থাৎ রৌদ্রাদিনিবারক আবরণ থাকিবেক, তাহা ইচ্ছানুসারী অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে আবরণ রাখা যায় ইচ্ছা না হইলে ফেলিয়া দেওয়া যায়—দেখিতে সুদৃশ্য এবং উত্তম উত্তম ঘোটকযুক্ত—এতাদৃশ রথ রাজাদিগের যুদ্ধের নিমিত্ত সর্ব্বদাই প্রস্তুত রাখা আবশ্যক।

মহাভারত রামায়ণ, হরিবংশ প্রভৃতিতে যে সকল যুদ্ধরথের বর্ণনা দৃষ্ট হয়, সে সকলও এই অসুরগুরু শুক্রাচার্য্যের উপদিষ্ট রথের অনুরূপ। যুদ্ধরথ সকল লঘু ভারসহ দৃঢ় ও অল্পায়তন ছিল। বর্ণনা দৃষ্টে যদি কেহ তাহা এখন প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে যুদ্ধরথ গুলি প্রায় আধুনিক গাড়ির ন্যায় আকার ধারণ করে। অদ্যাপি পশ্চিম দেশে এক প্রকার এক্কা গাড়ি আছে, তাহাকে

তদ্দেশীয় লোকেরা রথ বলিয়া থাকে। ফলতঃ বর্ণনা দৃষ্টে রথের চিত্র প্রস্তুত করিতে গেলে নিম্ন প্রদর্শিত চিত্রের অতিরিক্ত কিছু করা যায় না।

এই চিত্রটি কল্পনাপ্রসূত, সুতরাং ইহার কোন কোন অংশের দৃশ্য অন্যরূপ থাকিলেও থাকিতে পারে।

যুদ্ধরথের একটি নাম শতাঙ্গ। বোধ হয় একশত অংশ সংযোগ করিয়া ঐ রথ নির্ম্মিত হইত, তজ্জন্যই উহার নাম শতাঙ্গ হইবে। সেই একশত অংশের প্রত্যেকের নাম কি তাহা এখন আর জানা যায় না। তবে স্থূল স্থূল অংশের নাম গুলি নিম্নে কথিত হইতেছে।

চক্র	(চাকা)
নেমি	(চাকার প্রান্ত অর্থাৎ চাকাতে যে একটা লৌহের আবরণ থাকে)
অর	(পাখি)
নাভি	(হাঁড়ি, যাহাতে চাকার পাখী বসাইতে হয়)
কীল	(চাকার খিল)
যুগ	(বোম, যাহাতে অশ্ব বন্ধন করা যায়)
অনুকর্ষ	(নিচের কাষ্ঠ, যাহার দ্বারা দুই দিকের চাকা আবদ্ধ থাকে)
দোলায়িত	(স্প্রীং)
মঞ্চ	(বসিবার স্থান)

এইরূপ আরও গুটিকতক অংশের নাম পাওয়া যায়। ফলত, একশত অংশের নাম পাওয়া যায় না। তবে যদি এমন হয় যে, অর অর্থাৎ চাকার পাখী ও কীল গুলির প্রত্যেকটি গণনার মধ্যে আইসে, তাহা হইলে বোধ হয় শত সংখ্যা হইতে পারে। কেন না দুইটি চক্রেতে অন্যূন ২৪টি অর থাকিবেক।

ক্রমশঃ-প্রকাশ্য।

ধ্রুবোপাখ্যান।

অনন্তর উপদেবতা সকল ধ্রুবের ধ্যান ভঙ্গের উপক্রম করিল, কেহ মায়াবলে সুনীতির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সন্নিহিত হইল এবং জলধারাকুল লোচনে করুণ বচনে কহিতে লাগিল, বৎস! আমি অনেক ক্লেশে তোমায় পাইয়াছি, তোমার উপর আমার বিস্তর আশা আছে, তুমি এক্ষণে বিমাতার বাক্যে কুপিত হইয়া এই দীনা অশরণাকে পরিত্যাগ করিও না। দেখ, তুমি পঞ্চম বর্ষীয় বালক, এই কঠোর তপস্যার কষ্ট সহ্য করা কি তোমার পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে? তুমি এই নির্ব্বন্ধাতিশয় পরিত্যাগ কর। এখন ত তোমার ক্রীড়া-কাল, ইহার পর অধ্যয়নের কাল, পরে ভোগকাল, তৎপরে তপস্যার কাল; সুতরাং তুমি অকালে তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়া কি আত্মনাশ করিবে? আমাকে ভক্তি করাই তোমার পরম ধর্ম্ম; তোমার যেমন বয়স, যেমন অবস্থা, তুমি তদনুরূপ কার্য্য সাধন কর, মোহের বশীভূত হইও না এবং এই অধর্ম্ম হইতে বিরত হও। বৎস! আজ যদি তুমি আমায় উপেক্ষা কর তবে আমি নিশ্চয়ই তোমার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিব।

মায়াময়ী সুনীতি বাষ্পাকুল লোচনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। ধ্রুব তদ্গত মনে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, তিনি

তাঁহাকে চক্ষে দেখিয়াও দেখিলেন না। তখন ঐ মায়াময়ী সুনীতি পুনর্ব্বার কহিল, বৎস! ঐ দেখ, ঘোর অরণ্যে করালদর্শন রাক্ষসগণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া আসিতেছে,এক্ষণে তুমি শীঘ্র পলায়ন কর। এই বলিয়া ঐ মায়াময়ী অন্তর্ধান করিল।

অনন্তর রাক্ষসেরা অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইল। উহাদের আস্য-কুহর হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে। উহারা ধ্রুবের নিকট উপস্থিত হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ সহকারে অস্ত্রক্রীড়া আরম্ভ করিল। শৃগালেরা মুখব্যাদান পূর্ব্বক চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং অনবরত অগ্নিশিখা উদ্গার করিতে লাগিল। রাক্ষসগণমধ্যে কাহারও মুখ সিংহের ন্যায় ভীষণ এবং কাহারও বা মকরের ন্যায় উগ্রদর্শন, উহারা অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক এখনই বধ কর এখনই বধ কর কেবল ইহাই কহিতে লাগিল। কিন্তু ঐ যোগী বালক অধ্যাত্ম যোগে নিমগ্ন, তিনি রাক্ষসগণের বিভীষিকায় ভ্রূক্ষেপও করিলেন না।

পরে দেবগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন, প্রতিপদেই তাঁহারদের মনে পরাভবের আশঙ্কা উপস্থিত হইতে লাগিল। পরে তাঁহারা জগতের কারণ অনাদিনিধন ভগবান হরির শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন, দেবদেব! আমরা ধ্রুবের তপস্যা দৃষ্টে সন্তপ্ত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম। চন্দ্র যেমন শুক্লপক্ষীয় প্রতি রজনীতে এক এক কলা বর্দ্ধিত হন সেইরূপ ঐ বালক তপঃ প্রভাবে নিয়তই পুষ্ট হইতেছে। আমরা তাহার কঠোর সাধনে ভীত হইয়াছি, তুমি এক্ষণে তাহাকে নিবৃত্ত কর। জানি না, সে কোন্ পদের প্রার্থী হইয়াছে। তুমি আমাদের যাতনা দূর কর, প্রসন্ন হও।

তখন চরাচরগুরু হরি কহিলেন, সুরগণ! ধ্রুব ইন্দ্রত্ব বা সূর্য্যত্ব প্রার্থনা করেন না, ইহাঁর যেরূপ বাঞ্ছা আমি তাহা সফল করিব! এক্ষণে তোমরা অশঙ্কিত মনে স্বস্থানে প্রস্থান কর, আমিই সেই বালককে বিরত করিব।

অনন্তর হরি দেবগণকে বিদায় দিয়া ধ্রুবের সন্নিহিত হইলেন এবং স্নিগ্ধ বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি তোমার তপশ্চর্য্যায় পরিতোষ পাইয়াছি, এক্ষণে তুমি অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা পূর্ণ করিব। তুমি বাহ্য ব্যাপার নিরপেক্ষ হইয়া যে আমাতে চিত্ত অর্পণ করিয়াছ তজ্জন্য আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমার কি অভিলাষ প্রকাশ কর।

ক্রমশঃ

"সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্"

আসীদ্ বিন্ধ্যাতটে কশ্চিৎ যোগী ব্রহ্মপরায়ণঃ।
বেদবেদাঙ্গবিৎ ধীমান্ মরীচির্নাম শীলবান্॥
চত্বারস্তস্য বৈ শিষ্যাঃ স্নিগ্ধরূপাঃ প্রিয়ব্রতাঃ।
সরহস্যং ব্রহ্মযোগং শীলয়ন্তস্তদাভবন্॥
একদা হোমবেলায়াং সন্ধ্যারাগারুণে রবৌ।
মহর্ষিরব্রবীৎ প্রীত্যা শিষ্যান্ স্নেহাক্ষরং বচঃ॥
যোগসিদ্ধিং চরিষ্যামি প্রারম্ভোবিঘ্নসঙ্কুলঃ।
ভবন্তঃ প্রীণয়ন্তোমাং বর্ত্তন্তাং সুসমাহিতাঃ।
উপস্থিতেয়ং রজনী ধূমধূম্রা বসুন্ধরা।
নিগূহন্তোঽন্যস্য দৃষ্টিমালভধ্বং পশূনিমান্॥
অনেন পশুমাংসেন সংস্কৃতেন পশুপ্রিয়াম্।
প্রকৃতিং সর্ব্বতোভদ্রাং তর্পয়িষ্যামি পুত্রকাঃ!॥
অথ তস্য ত্রয়ঃ শিষ্যাঃ নিপাত্য নিভৃতে পশূন্।
নিবেদ্য গুরবে সর্ব্বং তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা॥
তুরীয় উপমন্যুস্তু পর্য্যটংশ্চ বনাদ্বনম্।
চিন্তয়ামাস বিমনাশ্চরিষ্যন্ শাসনং মুনেঃ॥
ইয়ং বিজৃম্ভতে রাত্রির্ঘোরা তিমিরগুণ্ঠিতা।
স্থগয়ন্তীব ভুবনং ঝিল্লিকাক্রূররাবিণী॥
দলিতাঞ্জনপুঞ্জেন লিপ্তেব তামসী নিশা।
প্রাদুর্ভূতেব নাশার্থং ভূতানাং কালরূপিণী॥
ন স্ফুরন্তি দিশঃ সর্ব্বা অন্ধে তমসি গূহিতাঃ।
নীরন্ধ্রং গগনাভোগং মন্যে তিমিরপূরিতম্॥

নিভৃতং সর্ব্বথা চেদং ন কোঽপি খলু সাম্প্রতং।
তথাপি বেপতেঽত্যর্থং হৃদয়ং মে জিঘাংসতঃ॥
উত্তুঙ্গে শৈলশিখরে কান্তারে ঘোরদর্শনে।
নির্জনে সজনেবাঽপি কোঽয়মন্বেতি মাং সদা॥
কস্যেদং বিততং চক্ষুর্জ্বলদঙ্গারভাস্বরম্।
নৃশংসং বারয়তি মাং ব্যবসায়াৎ সুদারুণাৎ॥
অহো সুদুঃসহং জ্যোতির্জীবগ্রাহঞ্চ পশ্যতি।
রৌদ্রং বিস্ফারয়দ্ ভাবং ধর্ষযন্মাং মুহুর্মুহুঃ॥
দীপিতং জ্যোতিষানেন ব্রহ্মাণ্ডং তত্র লক্ষয়ে।
ভূতজাতং নির্ঘৃণং মাং বীক্ষতে ক্রূরচক্ষুষা॥
ন জানে কিমিদং বৃত্তং হৃদয়ঞ্চ ন শুধ্যতি।
দূয়ে কৃপাণমুৎস্রষ্টুং বরাকেঽনপকারিণি॥
মদুৎসঙ্গগতস্যাস্য স্বল্পপ্রাণস্য বৈ পশোঃ।
প্রবাতস্থোদীপ ইব হৃৎপিণ্ডঃ ফুরফুরায়তে॥
ভদ্রং ডিম্ভক! সংপশ্য সংলভস্ব স্বজীবিতং।
নাহং প্রমাথী কৃপণং নারভে কর্ম্ম গর্হিতম্॥
কঃ সাক্ষী কিঞ্চ দুরিতং বিপাকং কোব্যপোহতি।
ঘোরঞ্চ বুদ্ধিব্যামোহং কোনিরস্যতি নিত্যশঃ॥
বিজৃম্ভিতং জগজ্জালং মহিম্না কস্য মোদতে।
মৃত্যুর্ব্বাপ্যমৃতং কস্য ভূতির্লোকাতিশায়িনী॥
জীবাতবে নাস্মি জন্তোঃ প্রভবামি ন মৃত্যবে।
গুর্ব্বর্থোবিহতস্তাবৎ ধিঙ মাং মোহবশীকৃতম্॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য দীনাত্মা স্খলন্মৃদুপদোবটুঃ।
প্রত্যাজগাম বিমনা ঋষেস্তং শান্তমাশ্রমম্॥
অগ্ন্যগারং প্রবিশ্যাথ দদর্শ মুনিপুঙ্গবম্।
ভূতিভূষিতসর্ব্বাঙ্গং জটাপটলমণ্ডিতম্॥
গৃহীত্বা তস্য বৈ পাদাবব্রবীৎ জাতবেপথুঃ।
ভগবন্! পরবানস্মি বলাৎ কেনাপি ধর্ষিতঃ॥
প্রসীদ দেব মা হিংসীঃ শৃণু যৎ সমুপস্থিতম্।
অহন্তাবৎ বনং ঘোরং বিচরন্ ন ব্যলোকয়ম্॥
নিভৃতং, ননু কোয়ং ভো সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
নিবারয়তি মাং তাবৎ ব্যবসায়াৎ সুদারুণাৎ॥
অমূর্ত্তঃ কোঽপ্যয়ং ব্রহ্মন্নব্যক্তাক্ষরয়া গিরা।
বিবেকং জাগরয়তি মহামোহগুহাশয়ম্॥
জ্যোতির্গণপরীবারং পরিভূয় দিবাকরম্।
রাজতে স হি সর্ব্বত্র কোমল্লস্তমুপেক্ষিতুম্॥
ইদন্তু সুমহদ্দুঃখমন্তর্গূঢ়ং দুনোতি মাম্।
যদহং মোহবশগোঽকরবং ন ভবদ্বচঃ॥
পূজ্যস্ত্বং মে গুরুস্তাবৎ শিরসা ত্বাং প্রসাদয়ে।
বদ্ধ্বা সেবাঞ্জলিং যাচে ক্ষমস্ব ময়ি চাপলম্॥
নিশম্য চ বচস্তস্য সৌম্যগম্ভীরদর্শনঃ।
প্রীতিবিস্ফারনয়নোমরীচিস্তমথাব্রবীৎ॥
বৎস! প্রসন্নোভগবান্ সর্ব্বভূতপতির্মহান্।
কাঙ্ক্ষসে যং হি যুঞ্জানঃ হৃৎসরঃসরসীরুহম্॥
সংযমঃ সফলোঽদ্যৈব নিয়মঃ সুকৃতোঽদ্য তে।
সফলং ভূতবাৎসল্যং ফলিতোঽদ্য মনোরথঃ॥
যোগসিদ্ধিস্ত্বয়া লব্ধা দৃষ্টং তৎ চ নিরঞ্জনম্।
তদ্ধি নির্ব্বহনং তাত! যদ্যোগেনাত্মদর্শনম্॥
সুলভং শাস্ত্রপাণ্ডিত্বং সুলভং বহুজল্পনং।
দুর্লভং তত্তু মন্যেহং যদ্যোগেনাত্মদর্শনং॥
ময়া তাবৎ পরীক্ষার্থং ব্যাদিষ্টঃ ক্রূরকর্ম্মণি।
শান্তিদং প্রীতিদং তত্তু যত্ত্বয়া পরিকল্পিতং॥
গচ্ছ তাত! সুখং গচ্ছ আশীর্ভিরভিবর্দ্ধয়ে।
ধর্ম্মং চর যথোদ্দিষ্টং পন্থানঃ সন্তু তে শিবাঃ॥

সমুন্নত বিন্ধ্যাচলে, বিজন আশ্রম তলে
মরীচি মুনির বাস যোগ ধ্যানে রত,
শিষ্য তাঁর চারিজন, সহচর অনুক্ষণ
ব্রহ্মযোগ পরায়ণ স্নিগ্ধ প্রিয়ব্রত।
একদা রক্তিম ছবি, অস্ত যায় সান্ধ্য রবি
আগত হইল এবে হোমের সময়
মুনিবর প্রীত মনে, ডাকি লয়ে শিষ্যগণে
করিলেন উপদেশ স্নেহাক্ষরময়।
আগতা তামসী নিশি, ধূমধূম্রা দশ দিশি,
সর্ব্বতোভদ্রারে আজ করিব তর্পণ
এই পশু চতুষ্টয়ে, বিজন কাননে লয়ে
বধিয়া আমার করে করহ অর্পণ
এমনি নিভৃতে বৎস্য করিবে হনন
দ্বিতীয় কেহই যেন না করে দর্শন।
তিন শিষ্য পশুগণে, হত করি সঙ্গোপনে,
মুনির নিকটে পুনঃ করে আগমন।
উপমন্যু বনে বনে, ভ্রমি চিন্তাকুল মনে
ভাবিছে বিমনা হোয়ে মুনির শাসন।
রাত্রি ঘোরতর অতি, তিমির গুণ্ঠনবতী
লিপ্ত যেন দিশি দিশি দলিত অঞ্জনে,
আঁধার সাগর ময়, জগত লুকায়ে রয়,
কিছুই না যায় দেখা তিমিরাবরণে।

রন্ধ্র শূন্য শূন্যদেশ তিমিরে পূরিত
যে দিকে ফিরাই আঁখি সকলি নিভৃত।
তবুও কিসের তরে, পরাণ কাঁপিছে ডরে,
মনস্তল সভয়েতে উঠিছে শিহরে
মানসে হতেছে কেন, কে আছে পশ্চাতে যেন
সজনে বিজনে বনে কান্তারে শিখরে
অনন্ত আকাশে থাকি, কাহার জ্বলন্ত আঁখি,
নিদারুণ কার্য্যে মোরে করিছে বারণ।
ওইরে দুঃসহ অতি, কার প্রভাময় জ্যোতি,
সমস্ত জগত বিশ্ব উজলে যেমন !
আমারি মুখের পানে, কেন রে কটাক্ষ হানে
দারুণ ঘৃণায় যেন বিশ্ব চরাচর
ক্ষুদ্রতম পশু হেন, ইহারে বধিতে কেন,
এমন বিষম ভয়ে কাঁপিছে অন্তর ?
ক্ষুদ্র পশু এর বুক, করিতেছে ধুক্ ধুক্
বায়ুভরে প্রদীপের শিখার মতন
স্বল্পপ্রাণ পশু তোরে, কতই যতন কোরে,
আ মরি কোলেতে লয়ে করেছি পালন
নইরে নিষ্ঠুর আমি নই দয়াহীন
দিলাম জীবন তোরে বধিব না দীন।
সাক্ষী কে কুকর্ম্ম বা কি, বিপাকে কাহারে ডাকি,
বুদ্ধিভ্রংশ হোলে কেবা করে তাহা নাশ।
কাহার মহিমালোক, সমস্ত জগত লোক,
বিমল জ্যোতিতে সদা করিছে প্রকাশ।
কতকি ভাবিয়া মনে, মৃদু পদে তপোবনে
প্রবেশিল উপমন্যু হোমের আলয়ে
চিন্তায় হৃদয় দহে, ধীর মৃদু স্বরে কহে,
মুনির চরণ দ্বয় ধরিয়া সভয়ে
প্রসন্ন হইয়া পিতঃ শুনহ বচন
যাহা কিছু ঘটিয়াছে করিব বর্ণন।
পশু লয়ে সঙ্গোপনে, ভ্রমিলাম বনে বনে,
কিন্তু কোন ঠাঁই গুরু দেখি নি বিজন।
আমারই পাছে পাছে, সর্ব্বত্র কে যেন আছে,
দারুণ এ ব্যবসায়ে করিছে বারণ।
কেগো সেই মূর্ত্তিহীন, অব্যক্ত ভাষায়
মোহময় হৃদয়েতে বিবেক জাগায় !
দিবাকরে পরাভবি জ্বলন্ত কিরণে
কে তাঁহারে উপেক্ষিতে পারে ত্রিভুবনে !
দারুণ বিষাদে মোর দহিতেছে মন
মোহ বশে তব আজ্ঞা করিনি পালন
পূজ্য তুমি গুরু মোর ধরিগো চরণ
চাপল্য আমার আজি করহ মার্জ্জন।
মরীচি গম্ভীর মূর্ত্তি এত কথা শুনি,
প্রীতি বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন মুনি ;
বৎস্য তব দুখ নিশা হল অবসান
প্রসন্ন তোমার প্রতি আজি ভগবান
সংযম সফল তব নিয়ম সুকৃত
মনোরথ আজি তব হইল ফলিত !
পাণ্ডিত্য সুলভ অতি সুলভ জল্পন
দুর্লভ মানিগো যোগে আত্মার দর্শন !
পরীক্ষিতে তোমাদের হে প্রিয়দর্শন
ক্রূর কর্ম্ম করিবারে করেছি প্রেরণ।
স্নেহময় আশীর্ব্বাদ করহ গ্রহণ
ধর্ম্মপথে থাক, সুখে কাটুক জীবন

সংবাদ।

আমরা দুঃখিত হইয়া পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে গত ১ বৈশাখ বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকে গমন করিয়াছেন! বেহালা নিবাসী কোন মাননীয় বন্ধু আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে আমরা যখন তাঁহার নিকটে পৌছিলাম তখন তাঁহার এক প্রকার শ্বাস হইয়াছে। যদিও তৎকালে তাঁহার মুমূর্ষু অবস্থা কিন্তু তাঁহার আত্মার বল যথেষ্ট দেখিলাম। তিনি কহিলেন "আমার শরীরের দুর্ব্বলতা দেখিয়া লোকে বলিতে পারে, যে এখনি মৃত্যু হইবে, কিন্তু আত্মাকে দেখিলে বলিবে মরিবে না।"

মৃত্যুকালে মনুষ্য মাত্রেই রোগ যন্ত্রণায় আভ্যন্তরিক কষ্টে আকুল ও অস্থির হয় কিন্তু দেখিলাম জগৎ বাবু যেন সুস্থকায় মনুষ্যের ন্যায় শয়ান আছেন। তিনি ক্রমে অস্তমিত সূর্য্যের ন্যায় নিঃশব্দে পরলোকাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ভ্রমসংশোধন।

'মনুষ্যের পরমায়ু' এই প্রস্তাবটীতে যে যে স্থানে সুপারী বৃক্ষ আছে সেই সেই স্থানে নট বৃক্ষ পঠিত হইবে।

Registerd No 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প
তৃতীয় ভাগ
শ্রাবণ ১৭৯৯ শক
৪০৮ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৮

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আত্মোন্নতি সাধনের কর্ত্তব্যতা।

মনুষ্য মর্ত্ত্যলোকে প্রথম পদার্পণ করিয়া পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদির যেরূপ আহার বিহার-পদ্ধতি—যে প্রকার স্বভাব-প্রকৃতি দেখিয়াছিল, অদ্যাপি তাহাই রহিয়াছে। কিন্তু মনুষ্য আপনার জ্ঞান-প্রভাবে স্বীয় বৈষয়িক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থা এরূপ উন্নত করিয়া তুলিয়াছে যে, সেই আদিম অবস্থার কোন এক জন মনুষ্য আসিয়া বর্ত্তমান লোকসমাজ অবলোকন করিলে, তিনি অবশ্যই এখনকার মনুষ্যগণকে স্বজাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সঙ্কুচিত হইবেন। তিনি দেখিবেন যে, কি আকারগত, কি ব্যবহারগত, কি ব্যবস্থাগত, কোন বিষয়েই সেই আদিম অবস্থার সহিত বর্ত্তমান মনুষ্য-জাতির কোন সাদৃশ্যই নাই। সেই নগ্ন বা বল্কলচর্ম্মাবৃত অর্দ্ধনগ্ন শরীর এখন শিল্পজাত বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়াছে। বৃক্ষ-কোটর বা গিরিগুহার পরিবর্ত্তে সুদৃঢ় সুরম্য অট্টালিকা-শ্রেণী বিনির্ম্মিত হইয়াছে। মৃগয়ালব্ধ আমমাংস-ভোজনরূপ রাক্ষসবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া এখন মনুজকুল বিচিত্র কৃষিজাত সুস্বাদ সুমধুর বলপুষ্টিকর ফল-মূল শস্য লাভ করত রন্ধন ভোজন করিয়া সুখ সচ্ছন্দতা উপভোগ করিতেছে। উদরান্নের জন্য সমস্ত দিন পশুর অনুসরণ করা এখনকার মনুষ্যজাতির নিত্য কর্ম্ম নহে। এখন ইহারদের স্নানভোজনের শিক্ষাসাধনের শয়ন-উপবেশনের কাল অবধারিত হইয়াছে। ভৌতিক উৎপাত উপদ্রবে এখনকার মনুষ্যগণকে নিতান্ত অসহায়, একান্ত নিরুপায় হইয়া অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইতে হয় না। রোগ-বিপদে এককালে অবসন্ন হইবার আশঙ্কা এক প্রকার বিদূরিত হইয়াছে। এখনকার মনুষ্যজাতিকে চিন্তাশীল, অধ্যয়নশীল, ধর্ম্মনিষ্ঠ, ঈশ্বরপরায়ণ দেখিয়া সেই আদিম মনুষ্য নিশ্চয়ই বিস্মিত ও চমৎকৃত হইবেন।

কিন্তু মনুষ্যের এই বৈষয়িক মানসিক উন্নতিতেই কি তাহার শ্রেষ্ঠত্ব মহত্ত্ব-লাভের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থাই কি তাহার চরম উন্নতির স্থল? পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর কি এখন তাহার মস্তকের উপর দিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইবে? পশু; সংগ্রামে, প্রাকৃতিক যুদ্ধে সে জয়পতাকা

উড্ডীন করিয়াছে বলিয়া কি আর তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই? মনুষ্য বাহিরের দুর্ব্বলতর লঘুতর শত্রুদমনে কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছে সত্য বটে; কিন্তু অন্তরের প্রবলতর দুর্জ্জয় শত্রুর হস্ত হইতে যতক্ষণ না নিষ্কৃতি পাইতেছে; ততক্ষণ আর তাহার শৌর্য্য-বীর্য্য মহত্ত্ব কোথায়। যতক্ষণ কাম ক্রোধের প্রবল পরাক্রমে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে দেখা যায়—যতক্ষণ লোভ-মোহের উত্তেজনায় তাহাকে হিতাহিত জ্ঞানে জলাঞ্জলি দিয়া, তাহাদেরই দাসত্বে নিয়োজিত হইতে হয়, তখন আর তাহার প্রভুত্ব কোথায়? মনুষ্যের যদি আত্ম-কর্ত্তৃত্ব আত্মপ্রভুত্ব না থাকে, তবে তো সহস্রবিধ সুখ-সামগ্রী, বিলাস-উপকরণ সত্ত্বেও সে পশুপক্ষী অপেক্ষাও অসুখী ও অসচ্ছন্দ।

কতকগুলি রজত কাঞ্চন মুদ্রা আহরণে অথবা ভূমি-সম্পত্তি বিস্তারে মনুষ্যের প্রভুত্ব বিস্তার হয় না। মনুষ্যের শোণিত-শোষণেও তাহার প্রকৃত বীরত্ব প্রকাশ পায় না—ইন্দ্রিয়নিগ্রহে চরিত্রশোধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেই তাহার যথার্থ বীরত্ব প্রকাশ পায়। আত্মোন্নতিসাধনে সুপারগ হইলেই তাহার প্রকৃত উন্নতি সংসাধিত হয়। পক্ষ মাস ঋতু সংবৎসররূপ অনন্ত কালের প্রত্যেক সোপানে বিশুদ্ধাত্মা হইয়া—অক্ষয় সম্বল লইয়া উত্থিত হইতে পারিলেই তাহার প্রকৃত পুরুষত্ব প্রকাশ পায়। আমাদিগের মধ্যে মধ্যে এরূপ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য হয় আমারদের কি শিক্ষা লাভ উন্নতি লাভ হইয়াছে? সেই লক্ষ্য ভূমির আভাস কতদূর আমারদের আত্মাতে প্রতিভাত হইয়াছে? সেই চিরসঙ্গী চির-সখার সন্নিকট কতদূর আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি? আমরা সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার সেই-অমৃত-ধামের পথ-প্রদর্শক পরমেশ্বরের কতদূর অনুগত হইয়াছি? আমারদের শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রীতি পবিত্র-ভাব কতদূর প্রশস্ত ও উন্নত হইয়াছে? পরলোক-দৃষ্টি কতদূর উজ্জ্বল হইয়াছে? কেবল বৈষয়িক উন্নতিতে মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি পরিগণিত হয় না। কেবল বয়োবৃদ্ধিতেই আমারদিগের আত্মার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইবার নহে। আত্মার একটি ভূষণ যদি মলিন বা কলঙ্কিত হয়, তাহাতে আমারদের যেরূপ অপকার অনিষ্ট হইয়া থাকে, বাহ্য সভ্যতার সহস্রবিধ অলঙ্কার-বিহীন হইলেও আমরা তত হতশ্রী হই না। আমরা তো এখানকার চির-নিবাসী নহি। বাহ্য অলঙ্কার তো চির-দিন আমারদিগের তুষ্টি-সাধন করিতে পারিবে না। আমরা যে অনন্ত-লোকের প্রতি ধাবিত হইতেছি, ভূমণ্ডল সেই দূর-পথের একটি ক্ষুদ্র পান্থ-নিবাস মাত্র। ইহা তো আমারদের চির-বিশ্রাম-স্থল নহে, যে, ইহারই প্রতি আসক্ত হইয়া থাকিব। অতএব সেই উচ্চ-লোকে যাইবার আমরা কতদূর উপযুক্ত হইয়াছি, অদ্যই তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখ। অদ্যই যদি আমারদিগকে এখান হইতে যাইতে হয়, তাহার উপযোগী সঙ্গতি-সম্বল কতদূর আহরণ করিতে পারিয়াছি, তাহারই গণনা কর। কল্য যদি এই অধোলোকেই থাকিতে হয়, তবে কি আবার পুরাতন-পাঠ অভ্যাসে নিযুক্ত হইব? চর্ব্বিত-চর্ব্বণেই প্রবৃত্ত হইব? বন্দীর ন্যায় কি সেই এক গৃহ-প্রাচীরের মধ্যেই একবিধ বিষয় লইয়াই ঘূর্ণিত হইতে থাকিব? কারাবাস, দুঃসহ কষ্টকর তো ইহারই জন্য, যে, তথায় শিক্ষার বিচিত্র বিষয় নাই, দেখিবার বিবিধ পদার্থ নাই; স্বাধীন-বিহারের প্রশস্ত স্থান নাই; উন্নতির সরল-সোপান নাই; অনুকরণউপযোগী বিশুদ্ধ আদর্শ নাই। আমরা কি সেই শোচনীয় অবস্থাতেই

নিপতিত হইব? সাধ্য-সত্ত্বেও কি আমরা সেই দুঃখভোগে প্রবৃত্ত হইব?

বন্দী শৃঙ্খল-বদ্ধ থাকে বলিয়াই সে আপনার কল্যাণ আপনি সাধন করিতে পারে না। আপনার মনোমত বিষয় আপনি নির্ব্বাচন করিয়া লইতে সমর্থ হয় না। আমরা তো ঈশ্বরের রাজ্যের স্বাধীন প্রজা। তিনি কৃপা করিয়া আমারদিগের আত্মাকে তো জ্ঞান-ধর্ম্মে অলঙ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। আপনিই তো আমারদের নেতা, উপদেষ্টা হইয়া প্রতিক্ষণেই কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিতেছেন। সস্নেহ মধুর উপদেশ দ্বারা আমারদিগকে সর্ব্বক্ষণই উত্তেজিত করিতেছেন। আমরা অলস ও দীর্ঘসূত্রী হইয়াই অদ্য কল্য করিয়া দুর্লভ জীবন-কাল অতিবাহিত করিতেছি। উন্নতির মূলে আমরা আপনারাই কুঠার নিক্ষেপ করিতেছি! আমারদের অবনতির ও অধোগতির কারণ আপনারাই। এখনও জাগ্রত হও। এখনও প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া, আইস, সকলে সেই বিশ্বপিতার আশ্রয় গ্রহণ করি। এখনও মনুষ্যত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত যত্নশীল হই। দেবপ্রসাদে আত্ম-প্রভাবে উত্থিত হইয়া, অদ্য হইতেই আইস, অন্তরের শত্রু-দমনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হই। সেই যোগানন্দ প্রেমানন্দ ব্রহ্মানন্দপূর্ণ পুণ্যলোকে—যেখানে সেই পুণ্যাত্মারা বিচরণ করিতেছেন, আমরা এই বিষয়বিমুগ্ধ চিত্ত লইয়া তাঁহারদের পবিত্র সহবাসের প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলে কি তথায় বিষমতর লজ্জিত হইব না? আত্মাকে শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র করিয়া এখানে সেই অমৃত ধন লাভ করিতে পারিলে আমরা সকল স্থানেই সুখ-শান্তি ব্রহ্মানন্দের আস্বাদন পাইয়া উন্নতির পর উন্নতিতে গমন করিব। বৃথা বিষয়-গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া আইস সকলে বিনীতভাবে ব্রহ্মের শরণাপন্ন হই। আইস, সরল-হৃদয়ে কৃতাপরাধ স্বীকার করিয়া তাঁহারই সন্নিধানে আত্মসমর্পণ করি। সেই দুর্ব্বলের বল, অনাথের নাথ পতিত-পাবন পরমেশ্বর আমারদের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। তিনি মাতা অপেক্ষাও অকপট স্নেহে, পিতা অপেক্ষাও অকৃত্রিম যত্নে আমারদিগকে তাঁহার শীতল ছায়ায় রক্ষা করিবেন। "যেজন দেখে না, চাহে না তাঁরে; তারেও করেন করুণা দান।" আমরা তাঁহাকে চাহিলে, প্রার্থনা করিলে, তিনি কখনই আমারদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের ভাবগতি উপলক্ষে দেশানুরাগের প্রকৃত পদ্ধতি কিরূপ।

৪০৭ সংখ্যক পত্রিকার ৫০ পৃষ্ঠার পর।

এক্ষণে গৃহের সহিত দেশের যোগরক্ষা কিরূপ দেখা যাউক্। গৃহকে যদি দেশবহির্ভূত করিয়া গড়িয়া তোলা যায় তাহা হইলে সে গৃহ দেশের কোন উপকারে আসিতে পারে না। গৃহ যাহাতে দেশের কার্য্যে লাগিতে পারে গৃহকে সেইরূপেই প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। কোন কোন চক্ষু দূরের বস্তু দেখিতে পায় না, নিকটের বস্তু দেখিতে পায়; কোন কোন চক্ষু নিকটের বস্তু দেখিতে পায় না, দূরের বস্তু দেখিতে পায়। সেইরূপ কোন কোন ব্যক্তি কেবল গৃহের ভালমন্দ দেখিতে পান, দেশের ভালমন্দ দেখিতে পান না, আবার কোন কোন ব্যক্তি কেবল দেশের ভালমন্দ দেখিতে পান, গৃহের ভালমন্দ দেখিতে পান না। উভয়ই নিন্দনীয়। প্রকৃত জ্ঞানবান্ ব্যক্তি করেন কি? না, তিনি দেশের মঙ্গলের প্রতি

দৃষ্টি রাখিয়া গৃহকে প্রস্তুত করেন এবং গৃহের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দেশকে প্রস্তুত করেন। স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা এক্ষণে এই একটা কথা উঠিয়াছে। বিজ্ঞ লোকে উহার অর্থ এইরূপ করেন যে, স্বদেশোচিত স্ত্রীজাতির, স্বাধীনতা। আমারদের দেশের লোক স্ত্রীজাতিকে এত অধিক ভক্তি করে যে, ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোকেরা স্বদেশীয় অধিকার-বহির্ভূত অনায়ত্ত প্রদেশে গমনাগমন করে, ইহা তাঁহারা দুচক্ষে দেখিতে পারেন না। স্ত্রীজাতির প্রতি অনুরাগ স্বতন্ত্র এবং স্ত্রীজাতির প্রতি ভক্তি স্বতন্ত্র। আমারদের দেশের বর-স্ত্রীরা দেবী ভগবতী লক্ষ্মী প্রভৃতি উপাধি দ্বারা কথায় কথায় বর্ণিত হইয়া থাকেন। সদাচারা স্ত্রীলোকের প্রতি মাতৃসম্বোধন আমারদের দেশের একটি প্রধান অলঙ্কার। যদি স্ত্রীর স্বাধীনতা দিতে চাও তবে আমারদের যেমন দেশ, তাহার উপযুক্ত করিয়া স্বাধীনতা দেও, তাহাতে কাহারো কোন বিশেষ আপত্তি থাকিবার হেতু নাই। কিন্তু যদি দেশীয় ভক্তির আদর্শকে পদতলে দলন পূর্ব্বক উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে শেষে এই বলিয়া অনুতাপ করিতে হইবেই হইবে যে, পরের বুদ্ধি শুনিয়া একূল ওকূল দুকূল হারাইলাম, এখন নিরুপায়! বর্ত্তমান বিষয় আর বাহুল্য করা শ্রেয় বোধ করি না। কেন না আমি যতই প্রমাণ প্রয়োগ করি, আর অনুনয় বিনয় করি, ঘটিকা-যন্ত্র যে, একটু থামিয়া দাঁড়াইয়া আমার কথা শুনিবে সে পাত্র সে নহে। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া, মূলের কথাটা অনেক দূরে পড়িয়াছে তাহাকে ডাকিয়া আনা যাক্। সে কথা এই যে, পরিপক্ব অবস্থার জ্ঞান গৃহের সহিত দেশের এবং পুরাতনের সহিত নূতনের যোগ রক্ষা করিয়া দেশানুরাগকে কার্য্যে পরিণত করে। জ্ঞান স্বভাবত উদাসীন, অনুরাগের বন্ধনে পড়িয়াই তিনি কর্ম্ম কার্য্যে উৎসাহী হন; কিন্তু যাহার যে স্বভাব সে তাহা কখনই ভুলিতে পারে না। উপরোধ অনুরোধকে জ্ঞান বড়ই ডরান। ভালবাসার উপরোধে কার্য্য করা কেবল ভাবেরই পক্ষে পোষায়, জ্ঞান তাহাতে বড়ই লজ্জিত এবং কুণ্ঠিত হন। জ্ঞানের এমনি অহঙ্কার যে, অনেক সময় দেশকালপাত্রে দৃষ্টি করিবার জন্য একটু হেঁট হইতেও অপমান বোধ করেন। ভাগ্যে ভালবাসা বলিয়া একটা সামগ্রী জ্ঞানকে আমারদের হৃদয়াভ্যন্তরে টানিয়া রাখিয়াছে, তা নইলে আমরা জ্ঞানকে কোন কার্য্যেই পাইতাম না। কিন্তু ভালবাসা বলিয়া একটা সামগ্রী যখন আছে, তখন আর ভয় নাই। জ্ঞান যতই কেন উচ্চে উঠুন না, ছাড়িয়া ছুড়িয়া একেবারে যে নিরুদ্দেশ হইবেন, সে সাধ্য তাহার নাই। জ্ঞান এবং ভাব দোঁহে একসঙ্গে ঘর করিলে দোঁহারি তাহাতে লাভ আছে। ভাবের উপকারার্থে জ্ঞান হেঁট হইয়া দেশকালপাত্র নিরীক্ষণ করে, এবং জ্ঞানের উপকারার্থে ভাব উচ্চে উচ্চে প্রসারিত হইয়া জ্ঞানের ঔদাস্য খণ্ডন পূর্ব্বক ঔদার্য্য সাধন করে। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানেরই বা কিরূপ অভিপ্রায় ভাবেরই বা কিরূপ অভিপ্রায় তাহা স্পষ্টরূপে দেখাইবার জন্য শাস্ত্রের লিখিত একটি শ্লোক উদ্ধৃত করি। সত্য কথন সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ আছে "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং। প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥" সত্য বলিবে, প্রিয় বলিবে, অপ্রিয় সত্য বলিবে না, প্রিয় মিথ্যা বলিবে না, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম জানিবে। বিধিপক্ষে জ্ঞান বলিতেছেন সত্য বলিবে, ভাব বলিতেছেন প্রিয় বলিবে; নিষেধপক্ষে জ্ঞান বলিতেছেন প্রিয় মিথ্যা বলিবে না,

ভাব বলিতেছেন অপ্রিয় সত্য বলিবে না। জ্ঞান চান সত্য, ভাব চান প্রেম। এই প্রকার, জ্ঞান এবং ভাব উভয়েই স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে ধর্ম্মোপদেশ করিয়া থাকেন। উভয়ের কথা শুনিয়া কার্য্য করিলে তবেই ঠিক কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করা হয়। সৎপুত্র যেমন পিতা মাতা উভয়কেই সমান ভক্তি করেন, উভয়েরই কথামত কার্য্য করেন সেইরূপ প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি জ্ঞান এবং ভাব উভয়েরই কথা ঐক্য করিয়া আদরের সহিত শিরোধার্য্য করেন। যাঁহারা জ্ঞানের ভক্ত অথচ ভাবের বিদ্বেষী তাঁহারা সত্য কথা কহেন ইহা সত্য, কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলিতে কিছুমাত্র তাঁহাদের মুখে বাধে না। আবার যাঁহারা ভাবের ভক্ত অথচ জ্ঞানের বিদ্বেষী তাঁহারা প্রিয় কথা কহেন ইহা সত্য, কিন্তু মিথ্যা কথা কহিতে তাঁহাদের মুখে কিছুমাত্র বাধে না। তবে যাঁহারা উভয়েরই ভক্ত, তাঁহারা সত্য বলেন কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলিতে কুণ্ঠিত হন। তাঁহারা প্রিয় বলেন কিন্তু প্রিয় মিথ্যা বলিতে বিরত হন। যাঁহারা শুদ্ধ কেবল জ্ঞানের পক্ষ হইতেই দেশানুরাগী হন, তাঁহারা অপ্রিয় ব্যবহার করিয়া দেশকে রাগাইয়া তুলেন এই অর্থেই দেশানুরাগী। আবার যাঁহারা ভাবের পক্ষ হইতে দেশানুরাগী হন তাঁহারা স্বদেশকে আন্তরিক প্রীতি করিয়াও তদর্থে কার্য্য করিবার কোন পথ পান না, কেবল আক্ষেপ করিয়াই দিনপাত করেন। যিনি জ্ঞান এবং ভাব দুয়েরই পক্ষ হইতে দেশানুরাগা হন, তিনিই প্রকৃতরূপে দেশানুরাগা। কিন্তু ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রথমে জ্ঞান নহে প্রথমে ভাব। ভাবের মূলকে অগ্রে দৃঢ় না করিয়া যদি আমরা জ্ঞানের প্রতি হস্ত প্রসারণ করি, তবে উপস্থিত ছাড়িয়া অনুপস্থিতে আশা করিলে যে দোষ হয় লাভের মধ্যে তাহাই আমারদের ভাগ্যে ঘটে। কেননা ভাব অতি সহজ বস্তু, ভাব হৃদয়ের বস্তু, ভাবের গুরু স্বয়ং ঈশ্বর। শিশুগণ ঈশ্বর-নিয়োজিত হইয়াই পিতামাতাকে ভাল বাসিতে শিখে, কাহারো দৃষ্টান্ত দেখিয়া নহে। দেশের লোক স্বভাবতই স্বদেশের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়া থাকে, কাহারো দৃষ্টান্ত দেখিয়া নহে। ভাবের সহজ উত্তেজনাতে তুমি যদি দেশানুরাগী হইতে না পারিলে তবে সহস্র জ্ঞানের উপদেশে তুমি তাহা হইতে পারিবে না, ইহা বেদবাক্য জানি ও। প্রথমে কি আমরা ব্যাকরণ পড়িয়া মাতৃভাষা শিক্ষা করি; কখনই না! প্রথমে ব্যাকরণ কাহাকে বলে তাহা আমরা মূলে জানিও না। তখন কেবল মাতা এবং ধাত্রীর মুখ হইতে কথার ভাব এবং অর্থ সংগ্রহ করিয়া মাতৃভাষা সহজেই আয়ত্ত করিয়া থাকি, ব্যাকরণ পুস্তকের কোন ধারই ধারি না। অথচ কর্ত্তার স্থানে কর্ত্তা, কর্ম্মের স্থানে কর্ম্ম, ক্রিয়ার স্থানে ক্রিয়া বসাইতে একবারও ভুল করি না। ভাবগুরুর নিকট হইতে প্রথমে এই যে ভাষাশিক্ষা হয়, তাহাই সেই সুদৃঢ় পত্তনভূমি যাহার উপরে জ্ঞানগুরু ব্যাকরণাদির গৃহ নির্ম্মাণ করিলে তাহা স্থায়ী হয়। এ যেমন, তেমনি গোড়ায় যে দেশানুরাগ আমরা ভাবের নিকট হইতে শিখিয়াছি তাহাই সেই সুদৃঢ় পত্তনভূমি যাহার উপরে জ্ঞান আপনার কর্ত্তৃত্ব খাঠাইয়া স্বদেশের হিতজনক মঙ্গল-কার্য্য সকলের সোপান প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। অতএব যদিও জ্ঞান এবং ভাব উভয় পক্ষ হইতেই দেশানুরাগী হওয়া বিধেয়, তথাপি অগ্রে ভাবের স্ফূর্ত্তি তাহার পরে জ্ঞানের কর্ত্তৃত্ব, এটি যেন সর্ব্বদা মনে থাকে। এক্ষণে আমারদের দেশের এইরূপ দুরবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রথমে ভাবের নিকট হইতে দেশানুরাগের শিক্ষা না হইয়া একেবারেই

জ্ঞানের নিকট হইতে দেশানুরাগের শিক্ষালাভ হয়, ইহাতে এক প্রকার অকাল-পক্ব দেশানুরাগ জন্মে। পাদরি সাহেবের লিখিত বাঙ্গলা পুস্তক, আর ইংরাজি পুঁথিগত বিদ্যার দেশানুরাগ, উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ আত্মীয়তা এবং ঘনিষ্ঠতা আছে। পাদরি মহাশয়েরা ইংরাজী রীতি অনুসারে বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চা করিয়া থাকেন; ইহাঁরা ইংরাজি রীতি অনুসারে দেশানুরাগের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। ইহাঁরা মনে করেন যে, স্বদেশীয় ভাষা উঠাইয়া দিয়া ইংরাজি ভাষাকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করা, স্বদেশীয় আচার ব্যবহার উঠাইয়া দিয়া ইংরাজি আচার ব্যবহারকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করা, এই সকল করাই দেশানুরাগী ব্যক্তির মুখ্য কার্য্য। কেননা তাহাতে দেশের বিস্তর উপকার করা হয়। এক্ষণে, আমারদের দেশের অবস্থা ক্রমে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, যাঁহারা কেবল জ্ঞান-পক্ষীয় দেশানুরাগী তাঁহারা মুখে এবং লেখনীতে একরূপ বিজাতীয় দেশানুরাগ প্রকটন পূর্ব্বক প্রকৃত দেশানুরাগের মর্ম্মে যতই শেল বিদ্ধ করিবেন, ততই তাঁহারা বিদ্বজ্জনের আদরভাজন হইবেন। পরন্তু যাঁহারা ভাবপক্ষীয় দেশানুরাগী, তাঁহারদের এক্ষণে কোন সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা কেবল জ্ঞান-পক্ষীয় দেশানুরাগী তাঁহারা কেবল এইমাত্র জানেন যে, যে-সকল দেশে জ্ঞানের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব সেই সকল দেশের আচার-ব্যবহার রীতি নীতি প্রচলিত হইলেই আমারদের দেশের মঙ্গল হইবে। ইহাঁরা ভাবের কিছুই ধার ধারেন না। অন্য দেশের রীতিনীতি আমারদের দেশে কিরূপেই বা শোভা পাইবে এবং কিরূপেই বা পরিপাক পাইবে, ইহা তাঁহারা মূলেই বুঝেন না। ভাব ব্যতীত শুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা কি কোন কার্য্য হয় না? হয়! এক্ষণে আমারদের দেশে যেরূপ কার্য্য হইতেছে সেরূপ কার্য্য প্রচুররূপেই হয়। এক্ষণে আমারদের দেশে কিরূপ কার্য্য হইতেছে? না নীচে হইতে সংবাদ-পত্রের মুখে উন্নতি শব্দের তুবড়ি-বাজি হইতেছে এবং উপর হইতে পদমান-মর্য্যাদার তারাবাজি হইতেছে এবং সকল স্থানেই তাহা লইয়া এমনি এক হৈহৈরৈরৈ শব্দ উঠিতেছে যেন ভারতের উন্নতির আর সীমা-পরিসীমা নাই, ভারতের সুখসৌভাগ্যের আর অন্ত নাই! ইহাঁর পদবৃদ্ধি! উহাঁর তোপবৃদ্ধি! ইহাঁকে পারিতোষিক প্রদান, উহাঁকে ধক্কাপ্রদান, অদ্য এই নিয়ম কল্য আর এক নিয়ম, অদ্য মহাবাত্যা ও বন্যা অগ্রাহ্য করিয়া উৎসব আনন্দ জনতা কোলাহলে আকাশ পাতাল কম্পমান; পর দিন পাশ্চাত্য সিংহবাহিনী দেবীর দীর্ঘ নিশ্বাস এবং শোকাশ্রুজলে সংবাদপত্র সমূহে দ্বিতীয় বাত্যা এবং বন্যার আবির্ভাব! এই সকল ব্যাপারই এক্ষণে ভূয়োভূয় দেখা গিয়া থাকে। উন্নতির আশা যাহা পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেখা গিয়াছিল, তাহা এক্ষণে মৃগতৃষ্ণিকায় পরিণত হইয়াছে। আর এক দিকে দেখা যায়, যে কেবল যাঁহারা ভাবপক্ষীয় দেশানুরাগী তাঁহারদের দ্বারাও কোন কার্য্য হইতে পারে না। দেশের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহারা যথার্থই শোকানলে দগ্ধ হইতেছেন, কিন্তু জ্ঞানের অভাব হেতু তাঁহারদের মনের কথা মনেই থাকিয়া যায়, মুখেও প্রকাশ করিতে পারেন না, কার্য্যেও প্রকাশ করিতে পারেন না; গুমরিয়া গুমরিয়াই সারা হন। আমারদের দেশের বর্ত্তমান ভাবগতি উপলক্ষে দেশানুরাগের প্রকৃত পদ্ধতি কিরূপ এক্ষণে তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ আমারদের দেশে পূর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানোন্নতি হইতেছে, ইহা অতীব সুখের বিষয়! কিন্তু

সাবধান! আমরা জ্ঞানগর্ব্বে স্ফীত হইয়া যেন এমন মনে না করি যে, ভাবের সহিত এখন আর কোন সম্পর্ক রাখিবার প্রয়োজন করে না। জ্ঞানের প্রকৃতি একরূপ, ভাবের প্রকৃতি আর একরূপ, ইহা সত্য; কিন্তু তাহা বলিয়া উভয়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধ হইবার কোন কারণ নাই, বরং অধিকতর সদ্ভাব হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কেননা উভয়ের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ। যদি জ্ঞানে উন্নত হইয়া থাক, তবে ভাবে এবং কার্য্যে তাহার পরিচয় দেও। জ্ঞান যত পরিপক্ব হয় ততই ত তাহাতে দেশকালপাত্রোপযোগী কার্য্যকর্ত্তৃত্ব জন্মে। ততই ত তাহাতে স্বাধীনতা জন্মে। তবে কেন এদেশে তাহার বিপরীত ফল দেখিতে পাওয়া যায়! ইহার কারণ কেবল ভাবের অভাব আর কিছুই নহে। আমারদের দেশে ভাবের এমনি অভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে, আপনার যে দেশ আপনার যে জন্মভূমি, তাহাতেও অনেকের বিতৃষ্ণা জন্মিতেছে। যিনি স্বকীয় বা স্বদেশীয় সুবুদ্ধিকে চরণে দলিয়া, এবং পরকীয় অথবা পরদেশীয় বুদ্ধির পদানত ভৃত্য হইয়া, আপনাকে জ্ঞানী মনে করেন তিনি যদি সমস্ত মেট্‌কাফহাল্ বা থ্যাকরের পুস্তকালয় উদরস্থ করেন, তথাপি আমরা তাঁহাকে জ্ঞানী বলিয়া মান্য করিতে পারি না। স্বদেশ এবং গৃহের ভিত্তি-মূল যাহাতে দৃঢ় হয়, তাহাই আমারদের অগ্রে কর্ত্তব্য; বিদেশীয়দিগের সহিত মিত্রতা করা তাহার পরের কার্য্য! অগ্রে আপনারদের মধ্যে সদ্ভাবের পুঁজি না থাকিলে, অন্যের সদ্ভাব আকর্ষণ করা কোন প্রকারেই সম্ভবে না। একটি রামপ্রসাদী গীতে ভাবসম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, "সে যে ভাবের বিষয় ভাব-ব্যতীত অভাবে কি ধর্ত্তে পারে, হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে" গীতরচয়িতা পারমার্থিক বিষয়ে এই যাহা বলিয়াছেন, সাংসারিক বিষয়েও তাহাই প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে। আপনাতে ভাবের পুঁজি থাকিলে, তবে ত দেশের ভাব আকর্ষণ করিতে পারা যাইবে। আপনার দেশে ভাবের পুঁজি থাকিলে তবে ত অন্য দেশের ভাব আকর্ষণ করিতে পারা যাইবে। ভাবের বিনিময়েই ভাব পাওয়া যাইতে পারে; নতুবা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইলে কি হইবে? পূর্ব্বে আমারদের দেশে ভাবের এমনি প্রগাঢ়তা ছিল যে, এখনো তাহা আমরা সম্যক্‌রূপে ইয়ত্তা করিতে পারিতেছি না! এবং তাহার এমনি আকর্ষণ-শক্তি যে, নদী যেমন সমুদ্রের দিকে সহজেই প্রবাহিত হয়, সেইরূপ ভারতের পুরাতন ভাব-সাগরের দিকে সকল দেশের ভাবই সহজে আকৃষ্ট হইতেছে। অগ্রে আপনারদের একটা মূলধন খাড়া কর, তাহার পরে অন্যের সহিত লেন্ দেন্ যত পার চালাও; এই সহজ সৎপরামর্শটি অগ্রাহ্য করিয়া আমরা মূলধন ক্রমাগতই জলে ফেলিয়া দিতেছি। দেশীয় সুরীতি সুনীতি সদাচার প্রভৃতি সমস্তই কাল-স্রোতে ভাষাইয়া দিতেছি; অন্যের নিকটে ক্রমাগতই ঋণ করিয়া সকল বিষয়েরই উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইতেছি, এইরূপ করিয়া বাতাসের উপর একটা প্রকাণ্ড কারবার ফাঁদিয়া বসিয়াছি, বালির বাঁধের উপরে একটা প্রকাণ্ড রাজ-প্রাসাদ সমুন্নত করিয়াছি। এখন উপায় কি? এখন ভাল এবং মন্দ দুয়ের মাঝামাঝি একটা পথ অবলম্বন ভিন্ন উদ্ধারের আর উপায় নাই। এক্ষণে আমারদের দেশে যেরূপ নানা দেশীয় মিশ্র আচার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে তাহা যে অংশে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের রুচিবিরুদ্ধ না হয়, সে অংশে তাহা শিরোধার্য্য করিয়া চলাই ভাল। তাহা লইয়া অনর্থক বিবাদ

বিসংবাদে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাতে কোন পক্ষেরই ইষ্ট নাই। কিন্তু তাহার উপরে যখন কোন পরিবর্ত্তন আকশ্যক হইবে, তখন যেন্ আমরা আমারদের স্বদেশীয় স্বাধীন বুদ্ধি এবং স্বাধীন রুচি খাটাইতে কিছুমাত্র সংকুচিত না হই। এস্থানে সহজ কথায় একটা দৃষ্টান্ত না দেখাইলে চলিতেছে না। স্ত্রীলোকদিগের সাড়ি পরা যদি এতই দেখিতে না পার, তবে আমারদের পশ্চিম দেশীয় কুলকামিনীগণের ন্যায় ঘাগ্‌রা উড়ানী পরাও, কিন্তু গৌণ পরাইয়া ওয়াল্‌ট্‌স্ নাচ নাচাইও না। স্বদেশের শোভন এবং কল্যাণ রুচির বিরোধে চলিও না। আমারদের দেশীয় লোকেরা ধুতি চাদর পরিলে তাহাদিগকে যেমন ভদ্র ও সভ্য দেখায় অন্য কিছুতে তেমন দেখায় না। পরম সত্যবাদী দয়ালু আত্ম-প্রশংসা এবং পরনিন্দায় বিরত, মিতভাষী, সরলপ্রকৃতি মেকালি সাহেবকে এই খানে স্মরণ হইতেছে। আহা তিনি কি অশ্রুতপূর্ব্ব অমৃত-বর্ষণ করিয়াছেন তাহা একবার কর্ণে শুনুন। লম্বা চৌড়া প্রতিজ্ঞা, মাজাঘসা এড়াইবার পথ, পাকচক্রে মিথ্যা ঘটাইবার বিস্তীর্ণ ফাঁদ, সত্যের অপলাপ চেষ্টা, মিথ্যাসাক্ষী, জাল এইগুলিই বাঙ্গালিদের পাঁচোহাতিয়ার। উক্ত সাহেব মহোদয়ের এদেশীয় চেলারা অত দূর না গিয়া বাঙ্গালিদের ভাত খাওয়ার উপর ধুতি পরার উপর স্নান করার উপর ততোধিক বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। যদি ঊনবিংশতি শতাব্দীর তুষ্টিসাধন করিতে হয় তাহা হইলে বিদ্বেষ ভাব এ কথা বলাটা ভাল হয় নাই। বলা উচিত ছিল Rightious Indignation, অর্থাৎ সাধুভাবের রাগান্ধতা, অথবা শান্তভাবের মত্ততা, অথবা সাত্ত্বিক ভাবের তম, এইরূপ একটা খ-পুষ্পবৎ মনের ভাব। বিদ্বেষের প্রথম দৃষ্টি যেরূপ দোষের দিকে, অনুরাগের প্রথম দৃষ্টি সেইরূপ গুণের দিকে। প্রকৃত দেশানুরাগী ব্যক্তি এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া স্বদেশের অতি যৎসামান্য বস্তুতেও কি কি গুণ আছে, তাহা অগ্রে অবলোকন না করিয়া থাকিতে পারেন না। আমারদের দেশে পূর্ব্বে গাত্রাবরণের একরূপ পদ্ধতি ছিল এক্ষণে আর একরূপ হইয়াছে। পূর্ব্বে গাত্রাবরণের জন্য দেশী অঙ্গরাখা ব্যবহার হইত, তাহার পরে মেরজাই প্রচলিত হইল, এক্ষণে কামিজ প্রচলিত হইয়াছে। প্রচলিত যখন হইয়াছে তখন তাহার উপরে হস্তক্ষেপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কোন নূতন পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয় তাহা হইলে দেশীয় সহজ শোভন আদর্শ যতদূর রক্ষা করিতে পারা যায়, স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি অবশ্যই তাহার চেষ্টা করিবেন। যদি পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক হয়, তবে যেমন আছে তেমনি থাকুক্ তাহাতে ক্ষতি নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভাল এবং মন্দ দুয়ের মাঝামাঝি পথ ভিন্ন এক্ষণে আর উদ্ধারের পথ নাই। যদি আমারদের দেশের উপরে মুসলমানেরা বিশেষ বল প্রয়োগ না করিত, তাহা হইলে আমারদের পরিধেয় বস্ত্র ঠিক্ স্বদেশীয় শোভন রুচির অনুযায়ী হইত, কিন্তু পূর্ব্বতন মুসলমানের আধিপত্য বশত আমারদের দেশে বস্ত্র-পরিধানের এক প্রকার মিশ্র পদ্ধতি চলিত হইয়া পড়িয়াছে। যখন চলিত হইয়া পড়িয়াছে তখন নিরুপায়। কিন্তু এক্ষণে যখন আমারদের জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশানুরাগের উচ্চতর পত্তন আবশ্যক হইতেছে, তখন পূর্ব্বের ন্যায় পরের অনুকরণকে আর আমরা তেমন আদর করিতে পারি না। এক্ষণে যদি কোন আচার ব্যবহার রীতি নীতির সংস্কার আবশ্যক হয় তবে স্বদেশীয় সুবুদ্ধি এবং স্বদেশীয় শোভন

রুচি অনুসারে তাহা সমাধা করা উচিত। পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে, প্রথমে ভালবাসা শিক্ষা, তাহার পর জ্ঞানশিক্ষা, তাহার পর কার্য্যশিক্ষা স্বভাবের এইরূপ গতি। অতএব দেশের প্রতি অনুরাগটি সর্ব্ব প্রথমেই আবশ্যক। স্বদেশানুরাগরূপ ভূমিকে প্রথমে চক্ষের জলে সিক্ত কর, তাহার পর রীতিমত তাহাকে চসিয়া তাহাতে জ্ঞানবীজ বপন কর; পরে সময় বুঝিয়া তাহার উপরে শ্রমজল বর্ষণ কর, তাহা হইলে সেই জ্ঞানবীজ যথাসময়ে কার্য্যরূপ বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া, স্বদেশের হিতজনক কল্যাণ-ফল প্রদানে কার্পণ্য একটুও করিবে না। এক্ষণকার বিদ্বজ্জনগণের এইটি সর্ব্বাগ্রে জানা আবশ্যক যে, স্বদেশীয় শোভন রুচি এবং সুবুদ্ধি অনুসারে যদি গৃহসংস্কার বা সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে দেশের সকল লোকে সে কার্য্যে একহৃদয় হইয়া যোগ দিতে পারিবে, শুধু তাহা নয়, তাহাতে দেশীয় লোকদিগের স্বদেশানুরাগ কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া ক্রমশই আরও তেজ করিয়া উঠিবে। যখন আমরা জানিব যে, আমারদের স্বদেশীয় আদর্শ কেবল যে উচ্চ তাহা নহে, পরন্তু তাহা এক্ষণকার কালের ব্যবহারোপযোগী; স্বদেশীয় সুবুদ্ধি এবং শোভন রুচি খাটাইয়া তাহার কেবল কালোচিত সংস্কারমাত্র যাহা কিছু আবশ্যক, তাহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই, তখন আমারদের দেশানুরাগের মুখ কত না উজ্জ্বল হইবে। যখন দেশানুরাগ আপনার শোভন রুচি এবং সুবুদ্ধি অনুসারে মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে একবার পথ পাইবে, তখন আর তাহা পশ্চাৎ ফিরিবে না, তখন দেশের আবাল-বৃদ্ধ সকল-হৃদয় একহৃদয় হইয়া সে কার্য্যে যোগ দিবে। দেশের এই প্রকার এক-হৃদয়, এক-প্রাণ, একাত্ম ভাবের উপরে যতই জ্ঞানবীজ নিপতিত হইবে, ততই তাহা হইতে জন্মভূমির সুজাত বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে কল্যাণ-ফল বিতরণ করিবে। এই ত ভালর দিক্। এখন মন্দের দিক্‌টা একবার দেখা যাউক। মনে কর যে, তুমি রাশি রাশি জ্ঞান কণ্ঠস্থ করিয়াছ, কিন্তু আপনার দেশকে যে, একটু হৃদয়স্থ করিবে, সে অবকাশ তোমার এখনো হয় নাই। ইষ্টীম এঞ্জিনের যে কি অদ্ভুত বল তাহা তুমি বিশেষরূপে অবগত আছ, কিন্তু অনুরাগের যে কি অলৌকিক বল তাহা তুমি একেবারে জানিলে না, অথবা তাহা কেবল পুস্তকেই দেখিয়াছ, আপনাতে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে না। পুস্তকে দেশানুরাগের বিস্তর প্রশংসা শুনিয়াছ, এই জন্য তুমি বল যে, স্বদেশের প্রতি আমার অত্যন্ত অনুরাগ আছে, কিন্তু সে অনুরাগের লক্ষণ তোমাতে কিছুই দৃষ্ট হয় না। যাহার প্রতি যাহার অনুরাগ সে তাহার মন্দটি বাদ দিয়া ভালটিই দেখে, তুমি স্বদেশের ভালকেও মন্দ দেখ। ভাল, তোমার কথাই যেন ঠিক হইল। তুমিই যেন উন্নতির মণ্ট ব্লাঙ্ক শিখরে ঈগল্ পক্ষীর ন্যায় অবস্থিতি করিতেছ, আর আমারদের স্বদেশীয় সুবুদ্ধি এবং শোভন রুচি এক জোড়া দেশী কপোতের ন্যায় পাতালের কোটরে জড়সড় হইয়া অবস্থিতি করিতেছে; তোমার মনোগত ভাব এই যে, কপোত দুটিকে একবার মুষ্টির মধ্যে পাইলে হয়; অথচ মুখে বলিতেছ যে, হে কপোত-যুগল! নীচে না থাকিয়া উপরে আইলে ভাল হয় না, আপনার একটু উন্নতি সাধন করিলে ভাল হয় না। এরূপ কপট ব্যবহারের আবশ্যকতা কি? বলিলেই ত হয়, তোমারদিগকে উদরস্থ করিতে পারিলেই আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। স্বদেশের যদি

কোন কিছুই স্বচক্ষে দেখিতে না পার তবে ফুটিয়া বল। বল যে, আমরা কায়মনে ইংরাজি পরিচ্ছদ পরিয়া ইংরাজ হইয়াছি, বাঙ্গালিদের সহিত আমারদের কোন সম্পর্ক নাই। দেশানুরাগের একটা মিথ্যা ভান করিবার প্রয়োজন কি? স্বদেশীয় পৈতৃক আদর্শ বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া, যদি দেশস্থ সকল-হৃদয় একহৃদয় না হয়, তবে দেশের কস্মিন্ কালেও উন্নতি হইতে পারিবে, ইহা কি যথার্থই তুমি মনে কর। যাহা কখনই কোন স্থানে হয় নাই হইবে না, তাহাই কি তুমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর। ধন্য তোমার ভ্রম! তুমি মনে করিতেছ যে আমারদের দেশের নিজের কোন অলঙ্কার নাই, তুমি বিদেশ হইতে অলঙ্কার আনিয়া তোমার মাতাকে সজ্জিত করিতেছ। কিন্তু তোমার অত কষ্ট পাইবার আবশ্যকতা নাই, অতি ভক্তিতে কাজ নাই। তোমার মাতাকে যদি তুমি তোমার মনের সরল ভক্তি প্রদান কর, এবং তাঁহার নিজের রুচিসঙ্গত এবং নিজের মনঃপূত অলঙ্কার গুলি যাহা তাঁহার আছে তাহা রক্ষা করিবার জন্য, এবং মাজিয়া ঘসিয়া উজ্জ্বল করিবার জন্য সাহায্য প্রদান কর, তাহা হইলে তিনি যেমন সন্তুষ্ট হইবেন, দশ সহস্র কোহিনূর তাঁহার পদতলে ঢালিয়া দিলেও তেমন সন্তুষ্ট হইবেন না। তুমি যদি যথার্থ পক্ষে দেশানুরাগী হও, তবে উদাসীনের ন্যায় আপনার গৃহ ছাড়িয়া অন্যের গৃহে, এবং আপনার দেশ ছাড়িয়া অন্যের দেশে সুখ শান্তি অন্বেষণ করিয়া বেড়াইও না, সকল বল বীর্য্য সকল বিদ্যাবুদ্ধি স্বদেশীয় শোভন রুচি এবং সুবুদ্ধির অনুকূলে নিয়োগ কর দেখিবে যে, বৎস যেমন গাভীর অনুবর্ত্তী হয়, সেইরূপ দেশের শ্রীশোভা এবং কল্যাণ তোমারদের কার্য্যের অনুবর্ত্তী হইবে। কেননা ক্ষমতা যত থাকুক বা না থাকুক সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়।

আর্য্য উপনিবেশ।

পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান দ্বারা এক্ষণে স্থিরীকৃত হইতেছে যে, ভারতবর্ষ যখন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী ছিলেন, যখন তাঁহার বিজয়-পতাকা অন্যান্য দেশে সর্ব্বদা উড্ডীন হইত, যখন তাঁহার খ্যাতি পৃথিবীর সকল স্থানে নিনাদিত হইত, তখন তিনি অন্যান্য দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তানেরা পারস্য, আরব, মিসর উত্তীর্ণ হইয়া তাহারদিগের আতপ-সমুজ্জ্বল জন্মভূমি হইতে বহুদূরস্থিত সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন হিমপ্রধান দেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল। তাহারা হয় ত তাহাদিগের জন্মস্থান এক্ষণে বিস্মৃত হইয়াছে, তাহাদিগের বর্ণ হয় ত শ্যামল কিম্বা তুষারপ্রভাবে শ্বেত হইয়াছে; হয়ত তাহারা যে সকল প্রতাপশালী রাজ্য ও সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, কতকগুলি কারুকার্য্যপূর্ণ স্তম্ভ ও অন্যান্য ভগ্নাবশেষ ব্যতীত তাহার চিহ্নমাত্র নাই; নূতন নগর তাহাদিগের স্থাপিত পুরাতন নগরের স্থানে বিনির্ম্মিত হইয়া সম্বর্দ্ধিত হইতেছে; তথাপি তাহাদিগের আদিম উৎপত্তির সুস্পষ্ট চিহ্ন সর্ব্বসংহারক কাল বিলোপ করিতে সমর্থ হয় নাই। এক্ষণে যতই পুরাবৃত্তানুসন্ধানের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে ততই এই সত্য প্রমাণিত হইতেছে যে ভারতবর্ষ ও তাহার উত্তরস্থিত প্রদেশ পৃথিবীস্থ অনেক জাতির আদিম জন্মভূমি। ভারতবর্ষ সাধারণ-মাতাস্বরূপ পাশ্চাত্য দেশসকলে আপনার সন্তানগণকে প্রেরণ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ঐ সকল পাশ্চাত্য জাতির ভাষা, রাজনিয়ম, ধর্ম্মনীতি, সাহিত্য, ধর্ম্ম, এমন কি সামান্য গল্প ও উপ-

ন্যাস পর্য্যন্ত তাহারদিগের ভারতীয় উৎপত্তির প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। সচরাচর লোকে ইহা অবগত আছে যে পারসীক এবং গ্রীক, জর্ম্মণ, ফরাষিশ প্রভৃতি জাতি আর্য্যকুলোদ্ভব। আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে ইহাদিগের উৎপত্তির বিষয়ে বলিতে মানস করি না; সচরাচর যে সকল জাতি আর্য্যকুলোদ্ভব বলিয়া লোকের বিদিত নহে কেবল তাহারই বিষয় বলিতে ইচ্ছা করি।

ইহা সকলের বিদিত আছে যে, প্রাচীন মিসর দেশীয় লোকদিগের নিকট হইতে গ্রীকেরা সভ্যতা ও জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং গ্রীকদিগের নিকট হইতে ইউরোপের অন্যান্য জাতিরা তাহা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু মিসর দেশীয় লোকেরা সেই সভ্যতা ও জ্ঞানালোক কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল? তাহাদিগের দেশের দক্ষিণস্থিত ইথিওপিয়ানিবাসীদিগের নিকট হইতে; কিন্তু এই ইথিওপিয়া ভারতীয় উপনিবেশ। গ্রীক গ্রন্থকর্ত্তা ফিলষ্ট্রেটস্ তাঁহার গ্রন্থে এইরূপ বলেন যে ইয়ারকস (অর্ক) নামক এক জন ব্রাহ্মণ কোন ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন যে ইথিওপিয়েরা প্রথমতঃ এক ভারতীয় জাতি ছিল। তাহারা রাজবিদ্রোহজনিত অপবিত্রতা নিবন্ধন অস্পৃশ্য হওয়াতে দেশবহিষ্কৃত হইয়া ইথিওপিয়াতে আসিয়া বসতি করে। একজন মিসর দেশীয় ব্যক্তি বলিয়া ছিলেন যে তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে কথা শুনিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীরা জ্ঞানবিষয়ে সর্ব্বাগ্রগণ্য এবং ইথিওপিয়া ভারতবর্ষীয়দিগের সন্তান। ইথিওপিয়েরা পৈতৃক জ্ঞান বিজ্ঞান এবং রীতি নীতি যত্নের সহিত রক্ষা করিয়াছে এবং তাহারা তাহাদিগের কোথা হইতে জন্ম তাহা স্বীকার করিয়া থাকে। জুলিয়স্ এফ্রিকেনস্ নামক গ্রন্থকর্ত্তা এবং তাঁহার দৃষ্টান্তে ইউসিবিয়স্ এবং সিনসেলস্ নামক গ্রন্থকর্ত্তাদ্বয় উল্লিখিত প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। ইউসিবিয়স এই কথা বলেন যে ইথিওপিয়েরা সিন্ধু নদীর পার হইতে আগমন করিয়া মিসর সন্নিধানে বসতি করে*।

অনেকে অবগত আছেন যে পারসীকেরা আর্য্যবংশীয়, কিন্তু আরমানিয়েরা যে আর্য্যবংশীয় তাহা অনেকে অবগত নহেন। আরর্ম্মানিয়েরা স্বমুখেই স্বীকার করিতেছে যে তাহারা ভারতবর্ষীয়দিগের বংশজাত। এস্থর-প্রণীত গ্রন্থের দ্বিতীয় তারগম্ অর্থাৎ পূর্ব্বের অষ্টম অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে লিখিত আছে "হামান বার হামদা সে হামদা হাওয়া ওমন তোরা দেবেশ মালক হাওয়া।" ইহার মর্ম্মার্থ, হামদার পুত্র হামান ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছিল।

অজ্ঞ ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তারা শক্, হূন, জিটি, জিপ্সী প্রভৃতি কতকগুলি জাতিকে অনাশ্রমী মনুষ্য বলিয়া বর্ণনা পূর্ব্বক ইতিহাসের অবমাননা করেন। বিশেষ অনুসন্ধানাভাবে ঐ সকল অজ্ঞ ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তারা এসিয়ার পুরাবৃত্তের কত অনিষ্ট সাধন করিতেছেন, তাহার সীমা হয় না।' উহারা অনাশ্রমী জাতি নহে। উহারা বস্তুতঃ আর্য্যকুলোদ্ভব জাতি, পরাভূতি জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসতি করিতে বাধ্য হইয়াছিল। শক জাতি হইতে স্যাক্সন জাতি এবং স্যাক্সন জাতি হইতে ইংরাজ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। ইংরাজ জাতীয়েরা যে আর্য্যগোত্রীয় তাহা তাহাদিগের ভাষা সপ্রমাণ করিতেছে। হূন জাতি হুঙ্গেরি নামক দেশে বসতি করিয়াছিল, উভয় শক ও হূন জাতির উল্লেখ হিন্দুশাস্ত্রে আছে। জিপ্সি জাতির ভাষাতে অনেকগুলি হিন্দুস্থানী শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে তাহারা

* Pocock's India in Greece P. 205.

ভারতবর্ষ হইতে গিয়া ইউরোপে বসতি করিয়াছে।

এই প্রকারে অনেক জাতি যাহাদিগকে প্রথমে আর্য্যগোত্রীয় বলিয়া বোধ হয় না, গাঢ় অনুসন্ধান দ্বারা তাহারা আর্য্যবংশীয় হইয়া পড়ে।

জ, না, ব।

পাশ্চাত্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার।

এই ক্ষণে পৃথিবীতে খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায় যেরূপ দিগন্তব্যাপী হইয়া আছে পুরাকালে ভারতবর্ষেও বৌদ্ধেরা সেইরূপ ছিল। বৌদ্ধদিগের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মভাব আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের হইতে স্বতন্ত্র। তাঁহারা সেই আচার ব্যবহার ধর্ম্মভাব কেবল স্বজাতি এবং স্বদেশমধ্যেই নিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। তাঁহারা জনগণের হিতাকাঙ্ক্ষায় ধর্ম্মপ্রচার করিতেন; এই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহারা বিশাল মহাসাগর, দুর্গম শৈল, বিস্তীর্ণ অরণ্য ও প্রশস্ত মরুভূমি পার হইয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রদেশে পয্যটন করিতেন। তাঁহারা রাজপ্রাসাদ, দরিদ্রের পর্ণকুটীর এবং মৃগয়াশীল বন্যদিগেরও আলয়ে প্রবেশ করিতেন। প্রাণ যায় যাক্ তথাচ স্বধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচার করির এই তাঁহাদের লক্ষ্য ও ব্রত ছিল। উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে সিংহল এবং পূর্ব্বে চীনপ্রভৃতি মহাজনপদ সকল বৌদ্ধদিগের অটল সহিষ্ণুতা ও জীবন্ত উৎসাহের চিহ্ন ধারণ করিতেছে। বর্ব্বর জাতির উষর মানসক্ষেত্রে কে ধর্ম্মভাব জীবন্ত করিয়া তুলিল? পাষাণহৃদয় নরশোণিতপ্রিয় রাক্ষসদিগকে কে ধর্ম্ম-নীতি শিক্ষাদান করিল? পুরাবৃত্ত, বৌদ্ধ স্থবিরগণেরই এই মহতী কীর্ত্তি প্রচার করিতেছে। কিন্তু বৌদ্ধেরা উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব এই তিন দিকে যেরূপ স্বধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, পশ্চিমে কি সেরূপ করেন নাই? পুরাতন ইতিবৃত্ত যতই দুর্জ্ঞেয় হউক না কেন, কিন্তু এই বিষয়ের বিলক্ষণ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, যে, বৌদ্ধেরা পশ্চিমে ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা নানাবিধ অসভ্য জনমণ্ডলের জ্ঞানচক্ষু বিকশিত করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ন্যায় প্রচারশীল ধর্ম্ম আর নাই অদূরদর্শীদিগের এই ভ্রান্তি পুরাতত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা অনায়াসেই দূরীকৃত হয়।

এই অনুসন্ধান শ্রেয়স্কর হইলেও এতদ্দেশের অল্প লোক ইহাতে অনুরক্ত। পাশ্চাত্য লেখকগণ যাহা বলেন, তদ্ভিন্ন অনেকেই অন্যান্য লিপির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। এতদবস্থায় পশ্চাল্লিখিত প্রস্তাব বোধ হয় তাঁহাদিগের উপকারে আসিতে পারে। এই প্রস্তাবে আমাদিগের উল্লিখিত বাক্যের যথার্থতার নিদর্শনস্বরূপ অসংখ্য পাশ্চাত্য গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইবে।

ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধেরা পশ্চিমে যাত্রা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ ফাহিয়ান নামক চীন পর্য্যটকের গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফাহিয়ান বলেন 'যে সিন্ধুনদবাসী বৌদ্ধেরা তাঁহাকে বলিল যে, বুদ্ধ দেবের নির্ব্বাণের তিন শত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের শ্রমণেরা অর্থাৎ বৌদ্ধ পুরোহিতেরা সিন্ধুর পশ্চিম পার্শ্বস্থ দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন*।

কোলমান সাহেব বলেন যে কাবুলের উত্তরে প্রাচীন ব্যাকট্রিয়া অর্থাৎ বাহ্লীক দেশস্থিত বামিয়ান নামক স্থান প্রাচীন বৌদ্ধদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান ছিল*।

* The Buddhists of the Indus asserted that their religion had been spread beyond that river by the labours of the Sramans of India at the time of the erection of the collossal statue of Maitreya and that this event took place three hundred years after the nirvana of Sakya. Fahian's Pilgrimage p 42.

কিন্তু এই বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ টরর্ণারকৃত মহাবংশ নামক পালি গ্রন্থের অনুবাদে আছে†। আমরা নিম্নে মূল ও অনুবাদ উভয় উদ্ধৃত করিতেছি।

পালি মূল।

"থিরো মগ্গলিপুত্তো সো জিন শাসনয়ো তকোনিত্ত
পেত্বান্ সঙ্গিতিন পেক্ষয়া মানো অনাগতান;
শাসনাস্স্ পতিত্থানান্ পক্কান্তেষু অবেক্ষিয় পেসেসি
কার্ত্তিকে মাসি তেতে থিরে তাহিন তাহিন।
থিরান কাশ্মীরগান্ধারান্ মজ্জান্তিক মাপেস্যয়ি মহাদেব
থিরান মহিষমণ্ডলান্।
বনবাসিন অপেসেসি থিরান্ রক্ষিতনামকান্ তথা
পরান্তকান যোনান্ ধর্ম্মরক্ষিত নামকান্।
মহারাট্টান মহাধর্ম্মরক্ষিত থিরনামকান্ মহারক্ষিত
থিরান্ত যোন লোক মপেস্যয়ি।
পেসেসি মজ্ঝিমান থিরান হিমবন্ত পদেশকান্, সুবণ্ণ
ভূম্মিন থিরে দ্বিসোনাম উত্তর মেবচ।
মহামহিন্দ থিরান তান্ থিরান ইথিয় বত্যান সম্বলান
ভদ্দসালঞ্চ শাকে সদ্ধি বেহারিকে।
লঙ্কাদ্বীপে মনুন্নামহিমনুন্ন জিন জালানান পতিত্থাপিত তমহেতি পঞ্চথিরে অপেস্যয়ি।"

টর্ণারকৃত অনুবাদ

"The illuminator of the religion of the vanquisher, the thero, son of Mog. goli, having terminated the third convocation, was reflecting on futurity.

"Perceiving that the time had arrived for the establishment of the religion of Buddha in foreign parts, he deputed the thero Majjhantiko to Kashmir and Gandhara and the thero Mohadeva to Mahishmandala. He deputed the thero Rakhhito to Wanawasse, and similarly the thero Yona Dhammarakkito to Aparantaka. He deputed the thero Maha Dhammarakhito to Maharatta, the thero Moharukhito to the Yona country. He deputed the thero Majjhimo to the Hemawanto country, and to Savanabhumi the two theros Sono and Yuttara. He deputed the thero Mohamahindo, together with his (Maggali's) disciples Ittyo, Witteyo, Sambalo, Bhaddasalo, (to the island) saying unto these five theros "Establish, ye in the delightful land of Lanka, the delightful religion of the Vanquisher.".

"অজ্ঞানান্ধকার-পরাজক বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্মোজ্জ্বলকারী মগ্গলি থিরোর পুত্র-থিরোদিগের তৃতীয় সভা ভঙ্গ করিয়া ভবিষ্যতের কার্য্যপ্রণালীর বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

"বিদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া তিনি মজ্ঝান্তিক নামক থিরোকে কাশ্মীরে ও গান্ধারে, মহাদেব নামক থিরোকে মহিষমণ্ডলে, রক্ষিত নামক থিরোকে বনবাসিতে, যোনা ধর্ম্মরক্ষিত নামক থিরোদ্বয়কে অপরান্তকে, মহাধর্ম্মরক্ষিত নামক থিরোকে মহারাট্টায়, মহারক্ষিত নামক স্থবির যোনাদেশে, মজ্ঝিমান নামক থিরোকে হিমবন্ত দেশে, সোন এবং উত্তর নামক থিরোদ্বয়কে সুবন্নভূমিতে এবং মহামহিন্দ ও তাঁহার (মগ্গলির) শিষ্য ইত্তেয়, উত্তেয় সম্বল ও ভদ্রসাল নামক এই পঞ্চ থিরোকে লঙ্কা দ্বীপে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রেরণ করিলেন। তিনি শেষোক্ত পঞ্চ থিরোকে লঙ্কাদ্বীপে প্রেরণ করিবার সময় তাহাদিগকে বলিলেন, মোহান্ধকার বিজয়ীর আনন্দ-পূর্ণ ধর্ম্ম আনন্দকর স্থান লঙ্কাদ্বীপে স্থাপন কর।"

* The two great seats of early Budhism were Gya and Buddha-Bamiyan, The last mentioned place is situated in ancient Bactria about eight days journey in a northwesterly direction from Cabul. This once magnificent place has been cut like the cave-temples of Elephanta and Ellora entirely out of the solid rock. According to Wilford it would appear to have been a city of temples. Tradition attaches to this place a character of very great antiquity. Coleman's Hindu Mythology, p. 207.

† Turner's Mahabansa Chap XII.

মহিষমণ্ডল, অপরান্তক, যোনাদেশ, হিমবন্ত, সুবন্নভূমি, প্রভৃতি নাম ভারতবর্ষের ভূগোল বা ইতিহাস বা পুরাণে উল্লিখিত নাই। যোনাদেশকে অনেকে গ্রীকদিগের জন্মস্থান গ্রীসদেশ বলিয়া অনুমান করেন। ডেনবিস-কৃত Cities and Cemetries of Etruria নামক গ্রন্থে ইতালীর প্রাচীন ইট্রুরিয়ার ভগ্ন চিহ্নের মধ্যে সুবন্ন এই নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। তথায় যে সমস্ত পর্ব্বত-খোদিত গৃহাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, স্পষ্টই অনুমান হয় তাহা অবিকল বৌদ্ধ কীর্ত্তি, অন্য কোন জাতির কৃত বলিয়া অনুমান হয় না *।

স্থবির যোনা ধর্ম্মরক্ষিত অপরান্তক দেশে গমন করেন। বার্কার-কৃত সিলিসিয়ার ভূদর্শন-গ্রন্থে "Mound of Rabbi yona" অর্থাৎ "যোনা স্বামীর স্তূপ" বৌদ্ধস্তূপের ন্যায় একটি স্তূপের বৃত্তান্ত পাওয়া যায় †।

রাব্বি শব্দ হিব্রু ও আরবি শব্দ, উহার অর্থ স্বামী। ঐ স্তূপ এক্ষণে যে দেশে আছে সে দেশের অধিকাংশ লোক মুসলমান। তাহারা আরবি ভাষার উপাধিবাচক শব্দ ব্যবহার করে। স্তূপ বৌদ্ধ কীর্ত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে ‡।

জুনগড় নামকস্থানে অশোকের ধর্ম্মলিপি সম্বন্ধে এক শাসন পত্র আবিষ্কৃত হয় *। যথা,

যোন রাজ পরং চ তেন চত্তারো রাজনো তুরমায়োচ অন্তিকোনোচ মগাচ, * * ইষ পরিন্দেণোষু * * সবত দেবানং পিয়স ধং মানুসস্তিং অনুবতরে যত পাদতি"

"And the Greek came besides, by whom the kings of Egypt Ptolemaios, Antiochus, and Magas. Here and in foreign countries, wherever they go, the religious ordinances of Devanampeo effect conversion.' Prinsep's Translation.

"যবন রাজা, তৎসহিত অপর চারি রাজা, তুরমাও, অন্তিকোনো এবং মগা অত্র ও অপরদেশে * * অর্থাৎ যে যে স্থানে প্রচারিত হইয়াছিল তৎ সর্ব্বত্রের (জনগণ) দেবতাদের প্রিয় রাজার ধর্ম্মাজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইতেছে।" ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র কৃত অনুবাদ †।

প্রবাদ আছে বৌদ্ধদিগের অনীশ্বরতা জন্য আর্য্যেরা তাঁহাদিগকে দেশবহিষ্কৃত করেন! তাঁহারা স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া মিসর, গ্রীস এবং ইতালী প্রভৃতি পাশ্চাত্য নানা দেশে আপনাদিগের ধর্ম্ম

---

* "Having visited nearly all the antiquities of this kind known to exist in Etruria, I can truly say that I have seen no place which contains so great a variety of sculptured tombs as Savana" "Nothing is known of the ancient history of Savana" "The opposite cliffs hewn into long series of architectural facades." Cities and Cemetries of Etruria Vol, I, p 485.

† Mound of Rabbi Yona. Barker's Lares and Penates, p 211.

‡ See Vilsa Topesin Fergusson's Architecture,

* Oriental Religions by Samuel Johnson, p 499.

† বিবিধার্থ সংগ্রহ

Mention is made in this edict of the name of the Grecian king Antiochus, Ptolemy, king of Egypt, Antigonus, king of Macedon, Maga, king of Cyrene, Antiochus, king of Persia, making five well known names, and curiously enough all five are mentioned by Justin within a few lines of one another in the last chapter of his 26th book and the first-chapter of his 27th Book. Johnson's Oriental Religions, p 499.

প্রচার করেন ও ঐ সকল দেশে নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন *।

বেবিলনে ও এসিয়া মাইনরের অন্যান্য দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় †।

মুর বলেন ফিনিসিয়ার অক্ষর স্কটলণ্ডের আবিষ্কৃত প্রাচীন পালী অক্ষরের সদৃশ। ইট্রুরিয়ার আবিষ্কৃত অক্ষরও ঐরূপ, কিঞ্চিৎ বিভিন্নমাত্র। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সহিত এই বিষয়ের কি সম্বন্ধ আছে তাহা পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের বিবেচনার্থ অর্পিত হইতেছে *।

প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞদিগের মতে বৌদ্ধেরা ধর্ম্ম প্রচারার্থ ডেনমার্ক ও গ্রেটব্রিটেন পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন†।

খ্রীষ্টীয় শকের পঞ্চম শতাব্দিতে লিখিত চীন দেশীয় পুরাবৃত্ত, পৌরাণিক বৃত্তান্তের সাদৃশ্য এবং অন্যান্য নিদর্শন দ্বারা প্রমাণিত

---

* "Persecution roused the zeal of those missionaries of mercy. They flocked north, south, east, and west, bearing the relics of their saints and planting their seats of culture in the desert and the populous places." Johnson's Oriental Religions p 736.

"In the great conflict between Brahminical and Buddhistical sects in India, the latter being defeated emigrated in large bands and colonized other countries. * * * The principal locality from which this emigration took place, was Affghanistan. The Indian tribes proceeding thece colonized Greece, Egypt, Palestine and Italy." Lares and Penates, p 236.

"The Buddhist missionaries travelled far to the west long before the birth of Christ." Newton's Stone Monuments by Moore, p 114.

"The contest between Brahma's disciples and the followers of Buddha is a dark page in history, but the issue of it in the dispersion of the latter is a known fact. If we must go to the Sanskrit for the solution of these things, we shall find a new field opening before us, the results of a thorough explanation, of which it would be difficult to anticipate." Lares and Penates p 234

"Buddhism made its way into Western Asia sometime previous to the Christian era. Its influence in moulding Gnostic, Manichaean and NeoPlatonic teachers is unquestionable." Oriental Religions p 743.

† "It is matter of history also that Buddhism was well known in Babylon, just before the appearance of Mani and his dualistic faith, and that the Neoplatonists sought very earnestly and successfully to acquaint themselves with oriental systems." Buddhism in Babylon Lassen III p 487.

"It may be remarked on another perplexing head among the Cilician terra-cottas, that we have the head and shoulders of a man exactly like one of the bonzes of Japan; his head plucked clean of its hairs, Tartar features, and his shoulders covered by a robe, The question arises who came such a figure at Tarsus ? This can not be very satisfactorily answered.

"Surely this goes to confirm the fact of connection between the East and West in old time and to support the opinion as to the great value of the Cilician or Tarsus collection as containing some hidden mysteries in history, which will be explained in due time by some one competent to the work." Lares and Penates p 234.

* Newton's Stone Monuments by Moore, Denvis, Cities and Cemetries of Etruria, Bunsen's Key of St: Peter,

"The wonder working Pali held universal sway during the prevalence of the Buddhist Faith in India; and in Bactria, and Persia, this language or something very closely resembling it, prevailed," Hardy's Eastern Monachism p 191.

† "We have historic evidence that the isles of the West Albion and Sacan were before that period familiar to the learned of India, and were peopled from the East. It might also be objected that to travel overland from India to Scotland would be extremely difficult, if not impossible. However difficult, we know, that it was done: for both Celts and Saxons were of Eastern origin, and

হইতেছে যে বৌদ্ধধর্ম্ম আমেরিকা পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল *।

প্রাচীন ভারতবর্ষবাসী বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মের প্রতি উৎসাহের ইহা অপেক্ষা আর কি প্রমাণ দর্শান যাইতে পারে?

জ, না, ব।

বিজ্ঞাপন।

এখন অবধি গ্রাহকগণ হুণ্ডি মনিঅর্ডর প্রভৃতি আমার নামে অথবা সহকারি সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার বিশ্বাস মহাশয়ের নামে পাঠাইবেন!

আদি ব্রাহ্মসমাজ
১ বৈশাখ ১৭৯৯ শক } শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

বর্ষ শেষ হওয়াতে যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষের নিমিত্ত অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। অগ্রিম মূল্য অগ্রে প্রদান না করিলে সমাজের ক্ষতি করা হয়।

যাঁহাদিগের নিকট পত্রিকার মূল্য দ্বাদশ মাস অনাদায় আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান মাসের মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন। নতুবা সমাজ তাঁহাদিগের নিকট মাশুল দিয়া পত্রিকা প্রেরণে অসমর্থ হইবেন।

---

certainly a body of unarmed religious fanatics coming from India for an avowedly pious purpose, would rather have been aided than opposed in their progress towards the West through Persia, Armenia, Capadocia, Thrace and Germany or to the Baltic at a period known to history."

"They also produced the great Scandanavian families, the early Britons inclusive, and that they carried with them to their new settlements the evidence of their civilization, their arts, institutions, and religion."

"There were ancient people in Denmark, whose religion and custom were Buddhistic." Newton's Stone monuments p 114.

"The Bouddhas spread their doctrine in the most distant countries." Hardy's Eastern Monachism p 353.

* For Buddhism in America see Lassen IV 754.

Waltke L, 34 . Oriental Religions p 738.

আয় ব্যয়।

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৯ শক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৩৮৫॥/১০
পূর্ব্বকার স্থিত	১৪৯।৶০
	৫৩৫(১০
ব্যয়	৪৩৯॥৶৫
স্থিত	৯৫।/৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	১১৭॥১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৯৮॥৶০
পুস্তকালয়	২০৸/০
যন্ত্রালয়	৩৬
গচ্ছিত	১২॥৶০
সমষ্টি	৩৮৫॥/১০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...১০৮॥/১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৫০।৶৫
পুস্তকালয়	৫৯।১৫
যন্ত্রালয়	১০৪॥৶১৫
গচ্ছিত	১৬৸০
সমষ্টি	৪৩৯॥৶৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্যমহাশয়ের বাটীর মধ্যের দান ...	১৭
" যজ্ঞেশ্বর সিংহ ...	১০
" হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০
" জানকীনাথ ঘোষাল ...	১০
" নীলকমল মুখোপাধ্যায় ...	১০
" হরিমোহন নন্দী ...	১০
" ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫
" আশুতোষ ধর ...	৫
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাতুরেঘাটা)	৪
" মথুরামোহন শুর ...	২
" নীলমণি চট্টোপাধ্যায় ...	২
" বেচারাম চট্টোপাধ্যায়...	১
" দিননাথ অধ্যেতা ...	১
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন ...	১
" ক্ষেত্রমোহন ধর ...	১
" বনমালী চন্দ্র ...	১
" যদুনাথ মিত্র ..	১
" যাদবচন্দ্র রায় ...	॥০
	১০১॥০
দানাধারে প্রাপ্ত	৫॥৶৫
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয় ...	১০।/৫
	১১৭॥১০

Registerd No 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প

তৃতীয় ভাগ

ভাদ্র ১৭৯৯ শক

৪০৯ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৮

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বরোপাসনা।

ঈশ্বরোপাসনা-প্রবৃত্তি মনুষ্যের নৈতি-গত। জীবন ধারণ যেমন প্রাকৃতিক স্বভাব-সিদ্ধ কার্য্য, ঈশ্বরোপা ছেন অথচ তাহার সম্বন্ধে স্বভাব-সিদ্ধ কার্য্য পারেন, শ্বাস প্রশ্বাস না লইয়া কখনই থাকিতে পারে না, তেমনি এক লোকাতীত পুরুষের প্রতি নির্ভর ও তাঁহার উপাসনা না করিয়া কখনই থাকিতে পারে না। ঈশ্বরোপাসনা-প্রবৃত্তি নিত্য কাল স্থায়ী ও সার্ব্বভৌমিক। এমন দেশ নাই, এমন কাল নাই যেখানে ও যে সময়ে ঈশ্বরোপাসনার অস্তিত্ব উপলব্ধি না করা যায়। কি সভ্য, কি অসভ্য, সকল জাতির মধ্যে ঈশ্বরোপাসনার কার্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কি প্রাচীন কাল, কি অধুনাতন কাল, সকল কালেই উহা বিদ্যমান আছে। ঈশ্বরোপাসনা-প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। অত্যাচারী রাজা সহস্র পীড়ন করিলেও ঐ প্রবৃত্তি একেবারে উন্মূলন করিতে সক্ষম হয়েন না! পঞ্চতপাদি কঠোর ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও প্রচণ্ড রৌদ্র ও পথের নানা প্রকার কষ্ট সহ্য পূর্ব্বক অতি দূরস্থ তীর্থ-পর্য্যটন-কার্য্য সম্পাদন করিয়াও লোকে এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত অনেককে প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে দৃষ্ট হইয়াছে।

মনুষ্য ঈশ্বরকে নানা প্রকারে উপাসনা করিয়া থাকে। কেহ তাঁহাকে নিষ্ঠুর দৈত্য-রূপে, কেহ পিতারূপে, কেহ মাতারূপে, কেহ বন্ধুরূপে, কেহ প্রেমাস্পদরূপে, তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে। অসভ্য অজ্ঞানান্ধ জাতিরা ভয়ের নয়নে প্রাকৃতিক নিয়মের কার্য্য সকল দৃষ্টি করিয়া থাকে। তাহাদিগের সম্বন্ধে পৃথিবী কেবল দুঃখের ও কষ্টের আগার বলিয়া বোধ হয়। তাহারা ঈশ্বরকে নিগ্রহ-প্রদাতা মনে করিয়া, তাঁহার কোপ-শান্তির নিমিত্ত উপাসনা করিতে যত্নবান হয়। যে সকল জাতির জ্ঞান-চক্ষু কিঞ্চিৎ বিকসিত হইয়াছে এবং যাহারা প্রাকৃতিক নিয়ম সকল সাধারণতঃ মঙ্গলজনক বলিয়া উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহারা ঈশ্বরকে পিতা, মাতা, ও বন্ধুরূপে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। যাহাদিগের জ্ঞান-চক্ষু আরও বিকসিত হইয়াছে, যাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের প্রতি আমাদি-

গের প্রীতি-বৃত্তি নিয়োজিত হইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে সক্ষম হয় না; যাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, কেবল ঈশ্বরই আত্মার ক্ষুধার একমাত্র অন্ন ও তাহার তৃষ্ণার একমাত্র জল এবং কেবল সেই সুন্দর পুরুষ আত্মার সৌন্দর্য্যানুরাগ-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে পারেন, তাহারা ঈশ্বরকে প্রেমাস্পদ রূপে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। সকল ধর্ম্মের পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে প্রতীতি হইবে যে, প্রীতি দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা সকল ধর্ম্মের চরম ফল।

ঋগ্বেদে ঈশ্বরকে পিতা, মাতা, রক্ষাকর্ত্তা, ও বন্ধুরূপে উপাসনা করিবার ভাব দৃষ্ট হয়। উপনিষদে ঈশ্বরকে আত্মার আত্মারূপে উপাসনা করিবার ভাব দেখা যায়। ইহাই প্রীতির উপাসনার চরমাবস্থা। উপনিষদে ঈশ্বরকে প্রিয়রূপে উপাসনা করিবার কথার স্পষ্ট উল্লেখ অল্প স্থানে আছে বটে, কিন্তু রচয়িতারা জ্ঞান শব্দ যে অর্থে লইতেন তাহাতে প্রীতির পরিপক্বাবস্থা অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। খ্রীষ্টীয়ানদিগের ওল্‌ডটেষ্ট্‌মেণ্ট নামক ধর্ম্ম-পুস্তকে ঈশ্বরকে প্রতাপশালী রাজা ও স্থানে স্থানে করুণাময় প্রভুরূপে উপাসনা করিবার ভাব দৃষ্ট হয়। নিউটেষ্ট্‌মেণ্টে ঈশ্বরকে সাধারণতঃ পিতারূপে ও ঐ পুস্তকের শেষাংশে ঈশ্বরকে প্রিয়রূপে উপাসনা করিবার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। কোরাণে ঈশ্বরকে মহারাজাধিরাজরূপে উপাসনা করিবার ভাবই প্রধান। ভাগবত ও বৈষ্ণব গ্রন্থে ঈশ্বরকে নায়করূপে উপাসনা করিবার কথা প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরম ভাগবত পারস্য-কবি হাফেজের গ্রন্থে ঈশ্বরকে নায়িকারূপে উপাসনা করিবার ভাব দৃষ্ট হয়। কিন্তু নায়ক ও নায়িকারূপ মানবীয় লিঙ্গ-ভেদ ঈশ্বরে আরোপ করিয়া তাঁহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাকে সাধারণতঃ প্রেমাস্পদরূপে উপাসনা করা কর্ত্তব্য। ইহা বলিয়া হাফেজ প্রভৃতি ধার্ম্মিক-প্রবরদিগের গ্রন্থে ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ আছে তাহা কখনই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। মানবাত্মার নিগূঢ় "প্রত্যাদেশ-স্বরূপ" সেই সকল অন্তর্ভেদী মধুর উপদেশ হৃদয়ের সহিত গ্রথিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

মনুষ্য উল্লিখিত প্রকারে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছে, অতএব এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যে এই কয় প্রকারের মধ্যে কোন্ প্রকারে তাঁহাকে উপাসনা করা কর্ত্তব্য? এই প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, প্রীতি দ্বারা উপাসনা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ মন প্রীতি দ্বারা যে প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে সেই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করা [illegible]ব্য। সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ মন সহস্র পশ্চত [illegible] ঈশ্বরকে প্রেমাস্পদরূপে উপা[illegible] সমষ্টি [illegible] তথাপি তাঁহাকে ঠিক্ মানব [illegible]য়িকারূপে কখনই উপাসনা করে না। পিতার প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা কর্ত্তব্য সেই শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব অবশ্যই সেই প্রীতির ভাবের সহিত মিলিত থাকে সন্দেহ নাই। এই প্রকার বিশুদ্ধ প্রীতি যতই উন্নত হইতে থাকে ততই মনুষ্য পরম পুরুষার্থের নিকটবর্ত্তী হয়। যখন আত্মা ঈশ্বরকে আত্মার আত্মারূপে উপাসনা করে, যখন সে জানিতে পারে যে, ঈশ্বরের প্রতি আত্মার এতদূর নির্ভর যে, ঈশ্বর যদি আপনাকে আত্মা হইতে পৃথক করিয়া লয়েন তাহা হইলে আত্মার আর কিছুই থাকে না এবং যখন ঈশ্বরের সহিত আত্মার এই প্রকার স্বাভাবিক গাঢ় যোগ অনুভব করিয়া তাঁহার প্রেমানন্দে নিমগ্ন হয়, তখন সে ঈশ্বরে লীন হইয়া মুক্তি লাভ করে। ইহাই জীবের পরম গতি, ইহাই জীবের পরম সম্পদ, ইহাই জীবের পরম লোক, ইহাই জীবের পরম আনন্দ।

বেদান্ত দর্শন।

প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদ।

প্রথম অধিকরণ।

সূত্র। অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ১।

অর্থ। চিত্তশুদ্ধিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু। ১।

তাৎপর্য্য

চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অপেক্ষিত নহে। বেদের দাসত্ব, প্রাকৃতিক তত্ত্বনির্ণয়, নানা শাস্ত্রের বিচার, দেবতাবিষয়ক সংবাদ, লৌকিক শৌচাচার, শাস্ত্রীয় ফল-শ্রুতি, দৈব ও পিতৃকার্য্য প্রভৃতি কোনরূপ জ্ঞান বা অনুষ্ঠান ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অব্যবহিত হেতু নহে। এমত লোক অনেক আছেন যাঁহারা ব্রত পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন এবং শ্রদ্ধা পূর্ব্বক বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন অথচ তাঁহারা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু নহেন—প্রাকৃতিক তত্ত্বানুসন্ধানে কৃতকার্য্য হইয়াছেন অথচ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় উপনীত হইতে পারেন নাই—বিধি-নিষেধ-প্রদ স্মৃতি সমূহের ও তর্ক, তত্ত্ব, ধর্ম্ম, ব্রহ্মপ্রতিপাদক দর্শনরাশির পারদর্শী হইয়াছেন কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় মতি জন্মে নাই—দেবগণ-সম্বন্ধে সকল সংবাদ অবগত আছেন, অহরহ গঙ্গাস্নান, জপ, তর্পণ, ও দান করেন, পিতৃ ও দেবগণের উদ্দেশে হব্য কব্য প্রদান না করিয়া জল-গ্রহণ করেন না অথচ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা তাঁহাদের হৃদয়কে স্পর্শও করে নাই। অতএব একমাত্র চিত্তশুদ্ধিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অব্যবহিত হেতু। ঐ সমস্ত শাস্ত্রাদির আলোচনা ও ধর্ম্ম-ক্রিয়ার আচরণ দ্বারা অপরা বিদ্যা ও ব্রহ্মভিন্ন ফললাভ হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রাহ্মী মতির উদয় হয় না। শাস্ত্র-দৃষ্টিতে, সাধুসঙ্গে, অথবা তাদৃশ বিদ্যা ও ধর্ম্মক্রিয়ার অনিত্য ফলসমূহকে ভোগের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া যখন তাহাতে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তখনই চিত্ত বিশুদ্ধাবস্থা লাভ করে। ফলকামনা বা ফলভোগরূপ জঞ্জাল চিত্ত হইতে অপসারিত হইলেই ব্রহ্মভিন্ন বিষয় হইতে তাহা ব্যাবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় রত হয়। তাহারই নাম শুদ্ধ চিত্ত। আর বেদাধ্যয়ন ও ধর্ম্মক্রিয়া দ্বারা যে আত্মপ্রসাদ বা চিত্তপ্রসন্নতা অনুভব হয় তাহা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অনুকূল নহে। তাহা কেবল শুভানুষ্ঠানের ফলমাত্র, সেই ফলই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বাধস্বরূপ। ফলে পুনঃ পুনঃ ভোগ বা পরীক্ষা দ্বারা তাহাতে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়া চিত্তশুদ্ধি হয়। সেই শুদ্ধ চিত্তই অব্যবহিতরূপে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু। বিদ্যা ও ধর্ম্মক্রিয়াকে যে যে স্থলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কারণ কহিয়াছেন সেই সেই স্থলে তদুভয়ের ফল-সঙ্গ-বিহীনত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন; কেন না চিত্তশুদ্ধি-সম্পাদনে উহাদের যে হেতুত্ব তাহা জাতাঙ্কুর-বিনষ্ট-বীজবৎ উহাদের অনুষ্ঠান ও ফলের বিনাশেই উৎপন্ন হয়। এতাদৃশ তাৎপর্য্যে ধর্ম্মক্রিয়া প্রভৃতিকে গৌণপরম্পরা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু বলিতে চাহ বল, কিন্তু বেদান্ত-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, চিত্ত-শুদ্ধিই সেই শুভ-জিজ্ঞাসার একমাত্র অব্যবহিত কারণ। গার্গীকে আচার্য্য এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন,

"যোএতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মিন লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।"

হে গার্গি! এই অক্ষর পরমেশ্বরকে না জানিয়া কোন ব্যক্তি ইহলোকে বহুসহস্র বর্ষ হোম, যাগ, তপস্যা করিলেও তিনি অস্থায়ী ফলমাত্র লাভ করেন। মুণ্ডক শ্রুতিতে "তত্রাপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ" ইত্যাদি বচনে বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রকে ও তন্নিষ্পন্ন ধর্ম্মকর্ম্ম ও ফলশ্রুতিকে নিন্দা পূর্ব্বক মোক্ষসাধন পরা বিদ্যার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং পুনশ্চ "প্লবাহ্যেতে" ইত্যাদি শ্রুতিতে পর-

মার্থ-জ্ঞান-বিবর্জিত কাম্য-কর্ম্ম-যাজক ষোড়শ ঋত্বিক, যজমান ও তৎপত্নীকে অনিত্য-কর্ম্ম-সম্বন্ধাধীন বিনাশশীল কহিয়াছেন। পশ্চাৎ সমাহার করিয়াছেন,

"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণোনির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ"

বেদবাদ-বিরত, ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ শব্দের বাচ্য।

"ব্রাহ্মণস্যৈব বিশেষতঃ অধিকারঃ সর্ব্বত্যাগেন ব্রহ্মবিদ্যায়াং ইতি ব্রাহ্মণগ্রহণং"

তাদৃশ ব্রাহ্মণ বেদস্মৃতি আগমাদি শাস্ত্রের সিদ্ধান্তযোগে সংসার-গতি-ভূত শতসহস্র-অনর্থ-সঙ্কুল কদলীগর্ব্ভবৎ অসার জলবুদ্‌বুদ্‌ ফেণসমান প্রতিক্ষণ প্রধ্বংসমান বৈদিক কর্ম্ম সকল ও সেই কর্ম্মনিষ্পাদিত-ফল-স্বরূপ পিতৃ দেব ও স্বর্গলোক সকল পরীক্ষা পূর্ব্বক এবং এই সংসারে কিছুই নিত্য নহে ও তৎসমূহ দ্বারা নিত্য বস্তু প্রাপ্তি হয় না জানিয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করিবেন। পরে তিনি যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া-কর্ম্মে ও ফল-প্রার্থনায় জলাঞ্জলি দিয়া অভয় শিব অকৃত নিত্য পরম পদের জ্ঞানলাভার্থে শমদমাদি-সম্পন্ন শ্রুতির মর্ম্মজ্ঞ গুরুর নিকটে গমন করিবেন। এতাবতা ধর্ম্মক্রিয়া ও তাহার ফলকে অনিত্য জ্ঞান করা ও তাদৃশ ক্রিয়া দ্বারা নিত্য পদার্থকে লাভ করা যায় না জানিয়া তৎসমস্ত ত্যাগ করাই চিত্তশুদ্ধির নামান্তর। অর্থাৎ বাসনা ও বাসনা-জন্য ক্রিয়ার ত্যাগেই চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। অথবা ইহাই বল যে, ক্রিয়া যদি ফল-কামনা-বর্জিত হয় তাহাতেও চিত্তশুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু নাস্তিকতা করিয়া কর্ম্মত্যাগ করিলে অথবা অন্ত্যজ লোকের ন্যায় কৃতাকৃত শাস্ত্র-জ্ঞানের অভাবে ক্রিয়ায় বিমুখ থাকিলে যে চিত্তশুদ্ধি হইবে এমত উক্ত হয় নাই। কেন না সেই সকল মূঢ়েরা ধর্ম্ম-কার্য্যই ত্যাগ করে, কিন্তু বাসনা ত্যাগ করিতে হয় তাহা জানে না। বাসনা-ত্যাগই চিত্ত-শুদ্ধির মূল। তাহার সহিত ধর্ম্মকর্ম্ম-ত্যাগ অপরিহার্য্য। এইরূপ বাসনা-ত্যাগ-জন্য যে কর্ম্ম-সন্ন্যাস তাহা ত্রিবিধ। প্রথমতঃ ধর্ম্ম-ক্রিয়া সকল করিতে করিতে পরীক্ষা দ্বারা তাহার ফল সুখভোগ অথবা স্বর্গাদিকে অনিত্য ও মোক্ষের বাধক জ্ঞান করত তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া, মোক্ষের অনাবৃত-দ্বার-স্বরূপ, নিত্য-তত্ত্ব-স্বরূপ ধ্রুব-সত্য-স্বরূপ, অভয়-মঙ্গল-স্বরূপ, শান্তির নিকেতন-স্বরূপ, নিরঞ্জন ব্রহ্মের লাভে মগ্ন হওয়া। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্মকার্য্য সমূহকে লোক-শিক্ষার নিমিত্তে বা তাহাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব আছে এই বোধে পালন করা অথচ স্বীয় বাসনার অন্ত হওয়ায় তাদৃশ ক্রিয়ার ফল ঈশ্বরে সমর্পণরূপ ত্যাগ করা। তৃতীয়তঃ জন্মাবধি কোন ক্রিয়া-কর্ম্ম না করিয়া, পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম-সন্ন্যাস অথবা সৎসঙ্গ জন্য বেদান্ত-বিজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক একেবারেই ক্রিয়া-হীন থাকা এবং লোক-শিক্ষার নিমিত্ত অথচ ঈশ্বরার্থে কর্ম্ম করা উচিত জানিয়াও ব্রহ্মজ্ঞানালোচনায় ক্রিয়া-সম্বন্ধাধীন বিক্ষেপের ভয়ে ক্রিয়া না করা। এই ত্রিবিধ কর্ম্মসন্ন্যাসের মধ্যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের পক্ষে যথাসম্ভব দ্বিতীয় প্রকার সন্ন্যাস অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ কল্প বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। গীতা, স্মৃতি প্রভৃতি মহা মহা শাস্ত্রে তাহারই প্রশংসা করিয়াছেন। জনকাদি রাজর্ষিগণ সেই পক্ষই অবলম্বন করিয়াছেন। ঈশ্বরের জগৎপালনের নিয়মও তাহাই উপদেশ দিতেছে। নিজগৃহের ও স্বদেশের বিভিন্নাধিকারি ব্যক্তি-দিগকে নাস্তিকতা ও আলস্য হইতে ত্রাণ করিবার নিমিত্তে যুক্তি ও বিচার তাহারই অনুমোদন করিতেছে। "ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ। যদ্‌যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত

তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ। গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন, যে কোন কর্ম্ম করুন তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন। অর্থাৎ ফলাভিলাষী হইয়া ক্রিয়া করিবেন না, ঈশ্বরার্থে করিবেন, অতএব একথা ক্ষণকালের নিমিত্তে বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাগ যজ্ঞ দেবার্চ্চনা প্রভৃতি ধর্ম্ম-কার্য্য সকল ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু নহে। কেবল নিষ্কাম কর্ম্মের মূলে যে চিত্তশুদ্ধি থাকে বা কাম্য কর্ম্ম ত্যাগেতে যে চিত্তশুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় সেই চিত্তশুদ্ধিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু। ক্রিয়া কখনও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু নহে। যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়ার সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ নাই। চিত্তশুদ্ধি দ্বারা যে নিষ্কাম কর্ম্মের আচরণ হয় তাহা কর্ম্মাচরণের অনুরোধে নহে। কেন না সে কর্ম্মে ফল হয় না। তাহা কেবল কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে, লোক-শিক্ষার্থে, ঈশ্বরার্থে আচরিত হয়; অথবা তাহাতে পরমেশ্বরের আবির্ভাব আছে এই দৃষ্টিতে তাদৃশ ক্রিয়াতে ব্রহ্মজ্ঞানী যোগ দিতে পারেন। ব্রহ্মই তথায় লক্ষ্য। কর্ম্ম লক্ষ্য নহে, ফলও লক্ষ্য নহে। তাহাতে যে পরিমাণে কর্ম্ম-ভাগ আছে তাহা ব্রহ্মজ্ঞানের হেতু নহে। কাম্য কর্ম্মের তো কথাই নাই। সুতরাং কর্ম্ম কখনই জ্ঞানের অঙ্গ বা হেতু নহে। ঋষি আচার্য্য প্রভৃতি কোন শাস্ত্রকারই জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় সংস্থাপন করিতে পারেন নাই। গীতাস্মৃতিতে ক্রিয়া-যোগের বিস্তীর্ণ উপদেশ থাকাতে লোকের পাছে ভ্রম হয় যে, যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু, অথবা ক্রিয়ার ফলই ব্রহ্মলাভ, এই জন্য পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য তদ্ভাষ্যের উপক্রমণিকায় কহিয়াছেন,

গীতাশাস্ত্রে ঈষন্মাত্রেণাপি শ্রৌতেন স্মার্ত্তেন বা কর্ম্মণাত্মজ্ঞানস্য সমুচ্চয়োন কেনচিৎ দর্শয়িতুং শক্যঃ।"

গীতা-শাস্ত্রে লেশমাত্রও শ্রৌত বা স্মার্ত্ত কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় কেহ প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইবেন না।

"তস্মাদ্‌গীতাসু কেবলাদেবতত্ত্বজ্ঞানান্মোক্ষপ্রাপ্তিঃ ন কর্ম্মসমুচ্চিতাদিতি নিশ্চিতোঽর্থঃ।"

অতএব কেবল তত্ত্বজ্ঞানেই মুক্তি হয় তাহাতে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মের সহায়তা অপেক্ষা করে না। ইহাই গীতা-শাস্ত্রের নিশ্চিত অর্থ। শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য এই 'অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা' সূত্রের ভাষ্যেও ঐরূপ মীমাংসা করিয়াছেন 'নন্বিহ কর্ম্মাববোধানন্তর্য্যং বিশেষঃ' ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে ধর্ম্মজ্ঞান অর্থাৎ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মের জ্ঞান অথবা জৈমিনী-প্রণীত কর্ম্ম-মীমাংসার অধ্যয়ন অপেক্ষিত বলা ন্যায্য হয় না, কেন না

"ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপ্যধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ।"

ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা অর্থাৎ ক্রিয়াকর্ম্মের জ্ঞান না থাকিলেও অধীত-বেদান্ত ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জন্মে, অর্থাৎ পূজা, অর্চ্চা, অনশন, তীর্থসেবা, ব্রত যজ্ঞাদি ক্রিয়া কিছুমাত্র করে নাই অথচ কেবল বেদান্তের মর্ম্মাবধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইতে পারে। তাহাতে পূর্ব্বজন্মে ক্রিয়া-সাধনানন্তর বিধি পূর্ব্বক তাদৃশ ব্যক্তির কর্ম্ম-সন্ন্যাস অবলম্বন করা হইয়াছে বরং এমত নিশ্চয় করা উচিত, কিন্তু কখনই এমত নিশ্চয় করা উচিত নহে যে, ঐহিক কর্ম্ম সাধনাভাবে চিত্তশুদ্ধি হয় না*। যজ্ঞাদি ক্রিয়া কর্ম্ম যে কোন মতেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সহায় বা হেতু—অধিকারোৎপাদক বা অঙ্গ নহে তাহা সুস্পষ্টরূপে দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীমান পূজ্যপাদ কএকটি যুক্তি গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ

"যথাচ হৃদয়াদ্যবদানানামানন্তর্য্যনিয়মঃ ক্রমস্যাবিবক্ষিতত্বাৎ ন তথেহক্রমোবিবক্ষিতঃ।"

* রামমোহন রায়কৃত পথ্যপ্রদান ১৭৩৫ শক ৮৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

যেমন যজ্ঞেতে নৈবেদ্য দানে ক্রম-বিহিত আছে; যথা প্রথমে পাদ্য, পরে অর্ঘ্য, পরে আচমনীয়,পরে গন্ধপুষ্প, পরে ধূপদীপ, পরে ভোজ্য, পরে পুনরাচমনীয় দিতে হয়, এই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্ব ক্রিয়া-কর্ম্ম করা সেরূপ অপরিহার্য্য ক্রম নহে। দেবতাকে পাদ্য না দিলে যেমন অর্ঘ্য দিতে পারা যায় না সেইরূপ পূজা অর্চ্চা প্রভৃতি ক্রিয়া অগ্রে না করিলে যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইতে পারিবে না সেরূপ বিবক্ষিত হয় নাই। অতএব ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ধর্ম্ম-ক্রিয়ার ক্রম নহেন! দ্বিতীয়তঃ

"শেষশেষিত্বেহধিকৃতাধিকারে বা প্রমাণাভাবাৎ"

ধর্ম্মকর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান এ উভয়ের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব বা অধিকৃতাধিকার বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, অর্থাৎ যেমন মন্ত্রগ্রহণ করিয়া জপের অধিকারী হয় ও কৃতোপনয়ন-সংস্কার হইয়া গায়ত্রী-পাঠে অধিকার জন্মে, ধর্ম্মকর্ম্ম সকল সেরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারপ্রদ নহে।

তৃতীয়তঃ

"ধর্ম্মব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োঃ ফলজিজ্ঞাস্যভেদাচ্চ-অভ্যুদয় ফলং ধর্ম্মজ্ঞানং তচ্চানুষ্ঠানাপেক্ষং; নিঃশ্রেয়সফলন্তু ব্রহ্মজ্ঞানং নচানুষ্ঠানান্তরাপেক্ষং।"

ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা এ উভয়ের ফল ও জিজ্ঞাস্যের ভেদ আছে। ধর্ম্ম-কার্য্যের ফল অনিত্য-স্বর্গাদি-ভোগ-যোগে ক্রমোন্নতি—সে সকল কার্য্য বিধিপ্রদ ও ক্রিয়াপর শাস্ত্রানুসারে বিহিত বিধানে অনুষ্ঠান-সাপেক্ষ। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের ফল নিঃশ্রেয়স-মোক্ষ। তৎসাধনে কোন প্রকার অনুষ্ঠান অপেক্ষিত নহে। চতুর্থতঃ

"ব্রহ্মজিজ্ঞাস্যং নিত্যবৃত্তত্বাৎ ন পুরুষব্যাপার-পারতন্ত্র"

ব্রহ্মমীমাংসা-শাস্ত্রের জিজ্ঞাস্য যে ব্রহ্ম তিনি নিত্য-সিদ্ধ। অর্থাৎ তিনি সম্পত্তি-স্বরূপে জীবের সহ এক হইয়া আছেন। তিনি কূটস্থ ও চিদাভাসরূপে* জীবাত্মাতে মিশ্রিত হইয়া বাস করেন। সুতরাং চিত্ত-শুদ্ধি-জনিত ব্রহ্মজিজ্ঞাসার দ্বারা জীব তাহাকে স্বতন্ত্র বস্তুর ন্যায় অর্থাৎ স্বর্গাদি ফলের ন্যায় লাভ করেন না, কিন্তু "অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ" এই ব্যাস-সূত্রানুসারে আপনা হইতে অস্বতন্ত্ররূপে অবিভাগে ভোগ করেন। অতএব ব্রহ্ম নিত্য-সিদ্ধ; স্বতন্ত্ররূপে লব্ধ ধর্ম্মোজিজ্ঞাস্যোৎপন্ন অনিত্য ফলবৎ নহেন। বিশেষতঃ কর্ম্মমীমাংসা-শাস্ত্রীয় জিজ্ঞাস্য যে ধর্ম্ম তাহার সাধন পুরুষ-ব্যাপার-পারতন্ত্র, অর্থাৎ পুরুষের ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান-জন্য প্রবৃত্তি বশতঃ সম্পন্ন হয়। তাহাতে পুরুষের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব, ইত্যাদি বোধ থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় জীব আত্মস্থ অহৈতুকী শ্রদ্ধাচন্দনচর্চ্চিত পরা-বিদ্যা-সরোজিনীর কর্ণিকা-মধ্যে নিষ্কল ব্রহ্ম দর্শন করত আত্ম-বিস্মৃত হয়েন। তখন তাহার ব্রহ্মানুভবরূপ পরম সম্পৎ স্বীয় অহঙ্কার, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদি-বিশিষ্ট জীবরূপ বীজকোষ ভেদ পূর্ব্বক অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। কাজেই তাঁহার ইষ্টসাধনতা-বুদ্ধি ও প্রবৃত্তিরূপ পুরুষ-ব্যাপার তদবস্থায় ভর্জ্জিত বীজবৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। পঞ্চমতঃ

"প্রবৃত্তিভেদাচ্চ"

বিধিরও ভেদ আছে।

ধর্ম্মবিধি পুরুষকে অনুভবী না করিয়া, ধর্ম্ম-কার্য্যে কেবল দাসের ন্যায় নিয়োগ করে, ফল-শ্রুতি বর্ণন পূর্ব্বক কেবল অনিত্য স্বর্গাদি সাধনার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দেয়, কিন্তু ব্রহ্মবিধি পুরুষকে প্রত্যক্ষরূপে ব্রহ্ম-জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করায় মাত্র, তদ্ভিন্ন কোন অপ্রত্যক্ষ ফলের আশা দিয়া তল্লাভার্থ কোন রূপ ক্রিয়া-সাধনের প্রবৃত্তি দেয় না। এতাবতা ধর্ম্মক্রিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু নহে।

* কূটস্থ ও চিদাভাস এই দুইটি বৈদান্তিক পারিভাষিক শব্দ। এসম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

এস্থানে প্রশ্ন এই যে, যাঁহাদের কর্ম্মফল-কামনা নাই এবং সর্ব্বত্রে ব্রহ্মদর্শন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহারা যদি ফলসঙ্গ-ত্যক্ত হইয়া, কোন যজ্ঞে বা দেবার্চ্চনায় জাজ্বল্যমান রূপে ভগবানের আবির্ভাব অনুভব পূর্ব্বক তাদৃশ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন—সেরূপ ক্রিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু কি না? ইহার উত্তর এই যে, সেরূপ ভাবে উপনীত হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহাদের নৈষ্কর্ম্মরূপ চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে। তাদৃশ অনুষ্ঠানে ক্রিয়া নাম মাত্র, তথা ব্রহ্মজ্ঞানই প্রতিষ্ঠিত এবং উক্ত চিত্তশুদ্ধিই সেই ব্রহ্ম-জ্ঞানের মূল। সুতরাং সে নামমাত্র ক্রিয়াতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতুত্ব নাই। তথাপি অনেক ক্রিয়ানিষ্ঠ ব্যক্তি মনে মনে আঘাত পাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, ক্রিয়া দ্বারা যদি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা না জন্মে তবে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় স্মৃতি-নিবন্ধে কেন কহিলেন,

"ন্যায়োর্জ্জিতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ।
শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদীচ গৃহস্থোপি বিমুচ্যতে॥"

যে ব্যক্তি ন্যায়ানুগত হইয়া অর্থোপার্জ্জন করেন, তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ হন, অতিথি-প্রিয় হন, শ্রাদ্ধ করেন এবং সত্যবাদী হন এমত গৃহস্থও মুক্তিলাভ করেন। ইহার উত্তর এই যে, ইহার একটি ধর্ম্মও কাম্যকর্ম্ম রূপে উদ্দিষ্ট হয় নাই! সমস্তই ঈশ্বরার্থ। বিশেষতঃ তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষ যে প্রবৃত্তি ও বেদের দাস হইয়া ঐ সকল কর্ম্ম করেন না তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সুতরাং এ সকল কেবল নামে ক্রিয়ামাত্র —অভ্যুদয়-ফল-প্রদ বেদ ও স্মৃতি-বিহিত ক্রিয়া নহে। তৎসমূহ একমাত্র ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অন্তরঙ্গ-সাধনমাত্র, ব্রহ্মজ্ঞানই তাহাতে প্রতিষ্ঠিত। তবে এরূপ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু কি? উত্তর—চিত্তশুদ্ধি। কর্ম্মনিষ্পাদিত-ফলভোগ-বিরাগই সেই চিত্তশুদ্ধির নামান্তর। যদি ইহ জন্মে তাদৃশ ফলভোগ-বিরাগ না জন্মিয়া থাকে—যদি সাধক ইহ জন্মে কাম্য কর্ম্ম একেবারেই না করা জন্য বিধিপূর্ব্বক তৎত্যাগের প্রমাণ না দিতে পারেন তবে শাস্ত্রানুসারে বুঝিতে হইবে যে, সেরূপ বিধি পূর্ব্বক ত্যাগ পূর্ব্বজন্মে হইয়াছে। পূজ্যপাদ বিজ্ঞানেশ্বর উক্ত যাজ্ঞবল্ক্য-বচনের এইরূপ তাৎপর্য্য দিয়াছেন যে,

"ভবান্তরানুভূতপারিব্রজস্য ইত্যবগন্তব্যং"

যে গৃহস্থ পূর্ব্বজন্মে কর্ম্মসন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন অর্থাৎ কাম্য কর্ম্ম করিতে করিতে তাহার ফল অনিত্য বুঝিয়া, নিশ্রেয়স মোক্ষ-নিকেতন শ্রীহরির পদারবিন্দ আশ্রয় করিয়াছেন তিনি পরজন্মে আর কাম্য কর্ম্মে ব্রতী হন না। তাঁহারই উদ্দেশে ঐরূপ বচন যুক্ত হয়। নতুবা বাসনাবদ্ধ গৃহস্থ ঐ সকল ধর্ম্মের যাজন করত কেবল নানাবিধ ভোগ সুখ, স্বর্গ ও বিদ্যানন্দ প্রভৃতি ফলই পাইতে পারেন—মুক্তি প্রাপ্ত হন না। অতএব বাসনা-বিনিবৃত্ত শুদ্ধ চিত্তই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার একমাত্র হেতু। ঐ প্রকার চিত্তশুদ্ধিকে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য চারি প্রকারে বিভক্ত করিয়া বুঝাইয়াছেন।

ক্রমশঃ

আঁকতিল দুপেরেঁ।

প্রাচীন পারস্য ধর্ম্মের সহিত আমাদিগের বৈদিক ধর্ম্মের অনেক সাদৃশ্য আছে। প্রাচীন পারসীকেরা মিত্র বরুণ প্রভৃতি ভূতাধিষ্ঠাতা দেবতাদিগের উপাসনা করিত। বিশেষতঃ অগ্নির অর্চনাতে সর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগী ছিল। ভারতবর্ষের আর্য্যেরা যেমন গার্হপত্য আহবনীয় প্রভৃতি অগ্নির উপাসনা করিতেন, প্রাচীন পারসীকেরাও সেইরূপ করিত। তাঁহারা যেমন গৃহস্থিত অগ্নিকে কখনই নির্ব্বাণ হইতে দিতেন না, প্রাচীন পারসীকেরাও সেইরূপ দিত না। বেদ

ও প্রাচীন পারস্য ধর্ম্মগ্রন্থে সোম-লতার স্তুতি দৃষ্ট হয়। প্রাচীন পারসীকেরা সোম শব্দকে "হোম" উচ্চারণ করিতেন। বৈদিক ধর্ম্ম ও প্রাচীন পারসীক ধর্ম্মের মধ্যে অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে, কিন্তু কতক গুলি বিষয়েও প্রভেদ দৃষ্ট হয়। যে যে বিষয়ে প্রভেদ দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে প্রধান এই যে, বৈদিক আর্য্যেরা দেবতাদিগকে দেব শব্দে নির্দেশ করিতেন কিন্তু পারসীকেরা দেবতাদিগকে অসুর শব্দে নির্দেশ করিত। আর ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা অসুরদিগকে অসুর শব্দে নির্দেশ করিতেন, কিন্তু পারসীকেরা অসুরদিগকে দেব-শব্দে নির্দেশ করিত। পারসীকেরা তাঁহাদিগের দেবতাবাচক "অসুর" শব্দকে "অহুর" উচ্চারণ করিত। এই প্রভেদের কারণ অনেকে অনুমান করেন যে, আর্য্যেরা যখন গান্ধার অর্থাৎ কান্দাহার দেশের উত্তরে অবস্থিতি করিতেন তখন তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে ধর্ম্ম-বিষয় লইয়া কোন বিবাদ উপস্থিত হয়; সেই বিবাদ নিবন্ধন তাঁহারা দুই-দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর পৃথক হইয়া পড়েন। এক দল সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি করেন, আর এক দল সিন্ধু নদের পশ্চিমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

প্রাচীন পারস্য ধর্ম্মের সহিত বৈদিক ধর্ম্মের যেমন সাদৃশ্য আছে তেমনি প্রাচীন পারস্য ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে। আমরা যখন বাল্যকালে পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিতাম তখন পারস্য ভাষায় কতক গুলি সংস্কৃত শব্দ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতাম। মনে করিতাম যে, মুসলমানদিগের ভাষাতে এরূপ সংস্কৃত শব্দ কোথা হইতে আইল। এক্ষণে আমরা পুরাতত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা অবগত হইতেছি যে, পারস্য দেশের লোকেরা মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের ভাষার ন্যায়, ভাষাতে কথা কহিত। তৎপরে আরবেরা ঐ দেশ জয় করিলে বিস্তর আরবী শব্দ পারস্য ভাষার সহিত মিশ্রিত হইলে তাহা আর এক আকার ধারণ করে।

আরবেরা পারস্য দেশ জয় করিয়া পারসীকদিগকে বল পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সময় কতকগুলি পারসীক স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভারতবর্ষে আসিয়া উদয়পুরের রাজার অধীনে সৈনিক-কার্য্যে নিযুক্ত হয়। রাজা তাহাদিগকে নওরোজ নামক পারসীক মহোৎসবের দিবস যুদ্ধ করিতে বলাতে তাহারা তাহাতে অসম্মত হয়। ইহাতে রাজা অসন্তুষ্ট হইলে তাহারা উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়া বোম্বাই প্রদেশে আসিয়া বসতি করে। বোম্বাইয়ের পার্সীরা এই সকল নির্ব্বাসিত পারসীকদিগের কুলোদ্ভব। খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর শেষে উক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল।

উপরে লিখিত বিষয়ের মধ্যে যাহা প্রাচীন পারস্য ধর্ম্ম ও ভাষা সম্বন্ধীয় তাহা যে ব্যক্তির যত্ন ও পরিশ্রমে আমরা অবগত হইতে পারিয়াছি তাঁহাকে একবার আমাদিগের এই স্থলে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। সেই ব্যক্তির নাম আঁকতিল দুপেরোঁ। **তিনিই** প্রথম প্রাচীন পারস্য ভাষা ও ধর্ম্মরূপ নূতন খনি আবিষ্কৃত করিয়া ধর্ম্ম-জগৎ ও সাহিত্য-সংসারকে চমৎকৃত করেন।

আঁকতিল খ্রীষ্টাব্দ ১৭৩১ শকে পারি নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ব্বে জর্জ বুরশের নামে কোন ব্যক্তি জেন্দ অক্ষরে লিখিত বেন্দিদাদ সাদি নামক প্রাচীন পারস্য গ্রন্থ এক খানি সৌরাষ্ট্রদেশে সংগ্রহ করিয়া অক্সফোর্ডের বোড়লীও পুস্তকাগারে প্রদান করেন। যৌবন সময়ে আঁকতিলের ইংলণ্ডে ভ্রমণ

কালীন ঐ গ্রন্থ তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হয়। উহা দেখিবামাত্র প্রাচীন জেন্দ ভাষায় লিখিত গ্রন্থান্বেষণার্থ ভারতবর্ষে যাইবার সংকল্প তাঁহার মনে সহসা উদিত হয়। তাঁহার সংকল্প সাধনের অন্য উপায় না দেখিয়া, তিনি তৎকালে ভারতবর্ষে গমনোন্মুখ একটি সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইলেন। এমত সময়ে তাঁহার বন্ধুবর্গ আগ্রহের সহিত তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া, তাঁহাকে সৈনিকের কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিলেন এবং তাঁহার জন্য রাজার নিকট হইতে রাজবৃত্তি নির্দিষ্ট করাইয়া, তাঁহাকে স্বকীয় মনোরথ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত সক্ষম করিলেন। অনেক আশ্চর্য্য ঘটনার পর আঁকতিল ভারতবর্ষে আসিয়া সুসিদ্ধি লাভ করিলেন। তিনি বোম্বাই প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া তথাকার পার্সী পুরোহিতদিগের নিকট প্রাচীন পারস্য ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় আবেস্তা এবং অন্যান্য গ্রন্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সাহায্যে তাহা অনুবাদ করিয়া হৃষ্ট চিত্তে ইউরোপ খণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন। আঁকতিলের সাহস ও অধ্যবসায় অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আঁকতিলের একটি প্রধান দোষ ছিল। তিনি অতিশয় গর্ব্বিত-স্বভাব ছিলেন! তিনি ঐ সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া যদি কেবল তাহা প্রকাশ মাত্র করিতেন তাহা হইলে কোন কথাই জন্মিত না। কিন্তু তিনি তাহা এ প্রকার ভাবে প্রকাশ করিলেন যেন তিনি দুইটি বা তিনটি নূতন জগতের আবিষ্কার করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে অতি অপকৃষ্ট ভাষায় লিখিত আপনার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বিষয়ক একটি দীর্ঘ পুস্তক প্রকাশ করিলেন। তাহাতে এমন কি নিজের শ্রীসৌন্দর্য্যের বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষীয় সূর্য্যের তাপপ্রভাবে তাঁহার গোলাপ-পুষ্পবৎ বর্ণ বিনষ্ট হইবার অগ্রে তিনি একটি সুন্দর পুরুষ ছিলেন! আঁকতিলের দুরদৃষ্ট বশত তিনি আত্ম-বৃত্তান্তে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করাতে সেই বিদ্যালয়ের ফেলো সর উইলিয়ম জোন্স কুপিত হইয়া আঁকতিলের প্রতি ফ্রেঞ্চ ভাষায় লিখিত একটি বিখ্যাত পত্রে তাঁহাকে উপহাস-চ্ছলে বিলক্ষণ শাস্তি প্রদান করিয়া, জেন্দ ভাষার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিলেন। সর উইলিয়ম জোন্স এই সময়ে নব যুবক ছিলেন। সর উইলিয়মের এই বিষয়ে ভ্রম হইয়াছিল কিন্তু আঁকতিলের অনুবাদ এত অপকৃষ্ট যে তাহাতে তাঁহার এরূপ ভ্রম জন্মিবার কিছুমাত্র বিচিত্রতা নাই। যে সকল পার্সী পুরোহিতের সাহায্যে তিনি উল্লিখিত গ্রন্থের অনুবাদ-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন তাঁহারা নিজে জেন্দ ভাষার ব্যাকরণ জানিতেন না। আর সহস্র বৎসর নির্ব্বাসনের পরে তাঁহারা ঐ সকল ধর্ম্মগ্রন্থ এবং তাহার অবিকল অনুবাদ মাত্র রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন এই যথেষ্ট। জেন্দ ভাষার ব্যাকরণ-জ্ঞান তাঁহাদিগের নিকট প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। অধিকন্তু দুপেরোঁ আধুনিক পারস্য ভাষায় তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথন করিতেন। দুপেরোঁ পারস্য ভাষা ভাল জানিতেন না এবং পার্সি পুরোহিতেরা জেন্দ ভাষার ব্যাকরণ জানিতেন না ইহাতে অনুবাদ কিরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল পাঠকবর্গ অনায়াসে বোধগম্য করিতে পারেন।

আঁকতিলের গ্রন্থ ইংলণ্ড অপেক্ষা জরমেনি দেশে অধিক আদর লাভ করিয়াছিল। স্থিরবুদ্ধি জরমেনেরা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কি বলিয়াছেন তাহা গ্রাহ্য না করিয়া এবং আঁকতিলের গর্ব্বদোষ না ধরিয়া তাঁহার আবিষ্ক্রিয়ার প্রকৃত মূল্য পরীক্ষা

করিতে বসিয়া গেলেন এবং ক্লুকার নামক জর্ম্মেন পণ্ডিত জর্ম্মেন ভাষায় আঁকতিল-প্রকাশিত তিন খণ্ড গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া তাহা প্রকাশ পূর্ব্বক আঁকতিলকে প্রতারণার অপবাদ হইতে মুক্তি প্রদান করিলেন। সর উইলিয়ম জোন্সও যখন ভারতবর্ষে আসিয়া বিখ্যাত এসিয়াটিক সোসাইটি নামক সভা সংস্থাপন করেন তখন তিনি জেন্দ ভাষা বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বকার ভ্রম অনুভব করিতে সক্ষম হইয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছি-লেন। আঁকতিল রাজানুগ্রহে পারি নগরস্থ রাজকীয় পুস্তকাগারে প্রাচ্য ভাষার ব্যাখ্যাতার পদে নিযুক্ত হইয়া তৎকার্য্যে তাঁহার জীব-নের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহন করিয়া খ্রীষ্টাব্দ ১৮০৫ শালে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

অবিদ্যা ভেদ।

(কোন বেদান্তবিৎ ব্রাহ্ম কর্ত্তৃক প্রণীত)

১। মোক্ষাভিলাষী সাধু ব্যক্তি মনঃক-ল্পিত ঈশ্বর, জীব ও ব্রহ্মাণ্ড ভেদ পূর্ব্বক প্রকৃত ঈশ্বর, জীব ও জগৎদর্শনরূপ তত্ত্ব-জ্ঞান উপার্জ্জন করিবেন।

২। এই বিশ্বসংসারের প্রাণস্বরূপ এক-জন কর্ত্তা আছেন এই বোধ সামান্য ভাবে সকল ব্যক্তিরই হৃদয়ে অবস্থিতি করে। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিই তাঁহার বিশেষ জ্ঞানে বঞ্চিত আছেন।

৩। তাঁহার নিমিত্ত হৃদয়ে জ্বালা না ধরিলে এবং তাঁহাকে পাইবার জন্য অচলা ভক্তির উদয় না হইলে তাঁহাকে বিশেষরূপে জানা যায় না।

৪। প্রেম মানব-হৃদয়ের একটী উপাদেয় ভাব। যিনি কখন পুত্র ভার্য্যা, পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনীকে প্রেম করিয়াছেন তিনিই পরীক্ষা দ্বারা অবগত আছেন যে, প্রেম হৃদ-য়কে কেমন উচ্ছ্বসিত করে।

৫। প্রেমের আকার নাই, তথাপি প্রেম করিবার কালে প্রেমকে এত স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, তেমন ভাবে কোন বাহ্য বস্তুকে জানা যায় না। প্রেমের সেই হৃদয়গত জ্ঞানের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর জ্ঞানের তুলনা হয় না।

৬। যিনি প্রেম না করিয়া প্রেমের জ্ঞান অন্বেষণ করেন তিনি প্রেমের যথার্থ জ্ঞানে বঞ্চিত হন। তিনি হয় অপর কোন ভাবকে প্রেম বলিয়া কল্পনা করিবেন, নয় প্রেম নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবেন।

৭। ঐ সিদ্ধান্ত ভ্রমযুক্ত। প্রেম না করাই সে অজ্ঞানতার কারণ। সেইরূপ পরমেশ্বরকে হৃদয়ে অনুভব না করিয়া তাঁহার জ্ঞান লাভ বাহ্য জ্ঞান মাত্র। তাহা পরমে-শ্বরীয় তত্ত্বজ্ঞান নহে। তাহা কেবল অজ্ঞা-নের কর্ম্ম।

৮। অজ্ঞান কোন অলৌকিক দেবতা নহেন। জগদ্ব্যাপিনী প্রকৃতিই অজ্ঞান শব্দের বাচ্য। হৃদয়কে ত্যাগ পূর্ব্বক বাহ্য প্রকৃতির মধ্যে পরমেশ্বরের যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাহা ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞানমাত্র, তত্ত্বজ্ঞান নহে। সুতরাং তাহা 'অজ্ঞান।' ঐ অজ্ঞানকেই বেদান্তশাস্ত্র 'অবিদ্যা' বলেন।

৯। ব্রহ্মকে ভক্তি পূর্ব্বক হৃদয়ঙ্গম না করিয়া অথবা প্রেমানুভবের ন্যায় হৃদয়ে তাঁহার জ্বলন্ত সত্তার উত্তাপ অনুভব না করিয়া, অধিকাংশ মানব তাঁহাকে অন্য প্রকারে বুঝিতে চেষ্টা করেন। এজন্য হিন্দুশাস্ত্র কহেন যে, অধিকাংশ মানবই সেই 'অবিদ্যা' অর্থাৎ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন আছেন।

১০। ব্রহ্মকে তত্ত্বজ্ঞানে হৃদয়ে উপলব্ধি না করিয়া, লোকে বুদ্ধি, যুক্তি, কল্পনা দ্বারা বা লোকের কথা ও শাস্ত্রের অসিদ্ধান্ত ভাগ শ্রবণের দ্বারা তাঁহাকে যেরূপ করিয়া অনু-মান করে তাহা প্রকৃত ব্রহ্ম নহে।

১১। ভক্তি ও প্রীতি-সংযুক্ত হৃদয়-মধ্যে যাঁহার জ্বলন্ত ভাব উপলব্ধি হয় এবং যাঁহার তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞান জন্য যোগীদিগের হৃদয় কোটিকল্প স্বর্গ-সুখ-বিনিন্দিত আনন্দে প্লা-বিত হয় তিনিই ব্রহ্ম। 'রসোবৈ সঃ' তিনিই রসস্বরূপ।

১২। আর অজ্ঞান-বশে যাঁহাকে বুদ্ধি, যুক্তি, তর্ক ও কল্পনা দ্বারা রচনা করা যায়— হৃদয় যাঁহার ভাবে উন্মত্ত হয় না, তিনি ব্রহ্ম নহেন। শাস্ত্র সেই মনঃকল্পিত ভাব-টিকে অনুমিত ঈশ্বর কহেন।

১৩। ফলতঃ এই জগতের কারণ-স্বরূপ এক ব্রহ্মাত্মা আছেন এই বোধ সামান্য ও পরোক্ষ ভাবে সকলেরই আত্মাতে নি-হিত থাকাতে সেই স্বাভাবিক অথচ পরোক্ষ বোধের অবলম্বনেই ভক্তি-যোগে অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। পক্ষান্তরে সেই পরোক্ষ বোধেরই অবলম্বনে যুক্তি তর্ক প্রভৃতি মনো-বৃত্তিরা তাঁহাকে অপ্রকৃত রূপে গঠন ও অল-ঙ্কৃত করিয়া থাকে।

১৪। অতএব স্বাভাবিক অথচ পরোক্ষ-বোধ-গ্রাহ্য ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়াই ঐ অনুমিত ও কল্পিত ঈশ্বরকে লোকে রচনা করে, কিন্তু তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহাদের উদ্দেশ্য প্রকৃত ব্রহ্মেতেই থাকে! সেই অজ্ঞাত উদ্দেশ্য তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান নহে, কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে তাহার স্মরণ ও ভাব গ্রহণ ব্রহ্মজ্ঞানের পোষকতা করে।

১৫। এতাবতা ব্রহ্মরূপ মূল-ভূমির উপরেই অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে লোকে অজ্ঞানতা বশতঃ অর্থাৎ অবিদ্যাতে আচ্ছন্ন হইয়া ব্রহ্মকে অন্যরূপে অনুমান করে।

১৬। অপরঞ্চ, জীবের প্রাকৃতিক স্বরূপ ও বাহ্য জগতের যথার্থ তত্ত্বও লোকে লাভ করিতে পারে না, কিন্তু তদুভয়কে আর এক প্রকারে দেখে। ইহাও অজ্ঞানের কার্য্য। মানসিক প্রকৃতি ও বহির্ব্যাপ্ত প্রকৃতির পর-স্পর সম্বন্ধাধীন জীবেতে যে স্বার্থ, অভিমান ও বাসনা জন্মে তাহারই বশতাপন্ন হইয়া লোকে দেহ প্রাণাদির সমষ্টিকে জীব বলিয়া মনে করে এবং ঈশ্বর-সৃষ্ট পবিত্র জগতে স্বীয় স্বীয় স্বত্বলভ্য দৃষ্টি করিয়া থাকে। সুতরাং প্রকৃত জীব ও প্রকৃত জগতের তত্ত্ব-লাভে বঞ্চিত হয়। এরূপ ভ্রম অজ্ঞানেরই কার্য্য।

১৭। যেমন মনুষ্যের নয়নাবরণকারী অল্পস্থানব্যাপী মেঘমণ্ডলকে অধিকতর বিস্তীর্ণ সূর্য্যমণ্ডলের আচ্ছাদক বলা যায় তদ্রূপ অবি-বেকী মনুষ্যের স্বার্থ, অভিমান, যুক্তি, তর্ক প্রভৃতি অর্থাৎ 'অজ্ঞান' সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের এবং প্রাকৃতিক জীব ও জগতের আচ্ছাদক হয়।

১৮। উক্ত অজ্ঞান কেবল ব্রহ্ম ও চিৎ-জড়াত্মক প্রকৃত সংসারকে মানবের দৃষ্টি হইতে আবরণ করিয়া ক্ষান্ত হয় না, কিন্তু উক্ত তত্ত্বত্রয়কে আর এক প্রকার করিয়া দেখায়। অর্থাৎ যেমন নীলবর্ণ চসমা চক্ষুতে দিলে সমস্ত জগৎ নীলবর্ণ দেখায় অথবা ঈষৎ-অন্ধকার ও অস্পষ্ট দৃষ্টিবশত রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে হয় সেইরূপ যথোক্ত-লক্ষণ অজ্ঞান ব্রহ্ম, জীব, ও জগৎকে অপ্রকৃতরূপে দর্শন করায়।

১৯। কিন্তু তাদৃশ নীল বর্ণও যেমন মিথ্যা, ও সর্পও যেমন মিথ্যা, কিন্তু তাহাদের আশ্রয়ীভূত প্রকৃত বর্ণও যেমন সত্য, ও রজ্জুও যেমন সত্য, অর্থাৎ সত্য-পদার্থের আশ্রয়েই ব্যক্তির যেমন মিথ্যা বস্তুর ভ্রম জন্মে সেইরূপ ঐ বুদ্ধি, যুক্তি, তর্ক, স্বার্থ এবং অভিমানাত্মিকা বিকৃতা প্রকৃতি-স্বরূ-পিণী অবিদ্যাতে প্রতিফলিত ঐ ঈশ্বরও মিথ্যা, মনঃকল্পিত জীবও মিথ্যা, অভিমান

ও স্বার্থ দৃষ্টির জগতও মিথ্যা, কিন্তু তাদৃশ ঈশ্বরের আশ্রয়ীভূত অনাদি অনন্ত যে ধ্রুব পরব্রহ্ম তিনি সত্য, এরূপ মনঃকল্পিত জীবের আশ্রয়ীভূত প্রাকৃতিক যে জীব তিনি সত্য এবং স্বার্থ-দৃষ্টির জগতের মূলীভূত এই যে অচিন্ত্য বিশ্বব্যাপার তাহাও সত্য।

২০। যদি ঐ 'অবিদ্যা' অর্থাৎ 'অজ্ঞান' না থাকে তবে ঐ মিথ্যা ঈশ্বর, আরোপিত জীব ও চিত্রিত জগৎ ইন্দ্রজালবৎ তিরোহিত হয়, এবং তৎপরিবর্ত্তে পরব্রহ্ম, বিশুদ্ধ জীব ও পবিত্র জগতের দর্শন পাওয়া যায়। যুক্তি তর্ক, দেহ প্রাণাদির অভিমান, স্বার্থ ও বাসনা পলায়ন করে।

২১। তখন পরব্রহ্ম, বুদ্ধ্যাদির বিরচিত না হইয়া হৃদয়ের ধনরূপে; জীব, দেহ প্রাণাদির সমষ্টি না হইয়া ব্রহ্মানন্দে প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তা ভোক্তারূপে; এবং জগৎ, স্বার্থ-বিরচিত নরস্বত্ব বা নরাধিকৃতরূপে দৃষ্ট না হইয়া ঈশ্বরের কার্য্যরূপে উদয় হয়েন। "অজ্ঞান" তিরোহিত হয়। ইহারই নাম "মুক্তি*"।

২২। যেরূপ রজ্জুর তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে তদাশ্রিত ভ্রমাত্মক সর্পের মিথ্যাত্ব প্রকাশ পায় এবং বিচার পূর্ব্বক দেখিলে প্রতিপন্ন হয় যে, সে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বেও ঐ সর্প মিথ্যা ছিল, তদ্রূপ অপরোক্ষানুভূতি-সিদ্ধ সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানোদয়ে জানা যায় যে এতদিন আমি ঈশ্বরকে যেরূপ জানিয়া রাখিয়া ছিলাম তাহা ভ্রম ও কল্পনামাত্র। জীব ও জগৎ সম্বন্ধেও ঐরূপ।

২৩। ঈশ্বর, জীব ও জগৎ-সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইলে পর যদি তর্ক বিচার ও পদার্থ বিদ্যার আলোচনা প্রয়োজন হয় তাহা ভগবৎ-জ্ঞানের আনুষঙ্গিক বলিয়া সংসাধিত হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম-বিহীন জ্ঞানের বা স্বার্থের অনুরোধে নহে।

২৪। হৃদয়গত দৃষ্টিতে ব্রহ্ম, জীব ও জগতের যে প্রকৃত ভাব লাভ হয় জ্ঞানীরা তাহারই অনুসরণ করেন এবং সেই সত্যের আশ্রয়ে অজ্ঞানীরা যে ঈশ্বর, জীব, ও জগৎ কল্পনা করেন তাহা তাদৃশ অজ্ঞানীদিগের পক্ষে সত্য-জ্ঞানের সোপান বলিয়া কথিত হয়। কেন না, তাহার আলোচনাতেই নেতি নেতিরূপে মূল-তত্ত্বের জ্ঞানে আরোহণ করা যায়।

২৫। কিন্তু যদি কেহ সেই সোপানের মর্য্যাদা না রাখেন অর্থাৎ ক্রমে তাহা ভেদ পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানে আরোহণ না করেন তবে অবিদ্যা ভেদ হয় না।

২৬। এতাবতা হৃদয়ের দৃষ্টিই অবিদ্যার নাশক। তাহাই সরলতার নামান্তর, মুক্তির সোপান। তর্ক যুক্তি ও আড়ম্বর অবিদ্যার কার্য্য এবং বন্ধনের হেতু।

২৭। ভাগবতে আছে 'মায়াকে আত্মানুভবে হোম করিবেক' অর্থাৎ যাহার আত্মানুভব রূপ হোমকুণ্ডে শ্রদ্ধাগ্নি জ্বলিয়া উঠে তাঁহার অজ্ঞান অর্থাৎ মনোবুদ্ধি যুক্তি প্রভৃতির মিথ্যা সিদ্ধান্ত সকল সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়।

২৮। এইরূপে অবিদ্যা ভেদ পূর্ব্বক জীব ও জগতের দ্রষ্টা ব্রহ্মকে দর্শন করিবেক এবং জীব ও জগতের তত্ত্বলাভ করিবে। যুক্তি, তর্ক, স্বার্থ, অভিমান প্রভৃতির বশতাপন্ন হইয়া ঈশ্বরকে রচনা করিবে না, দেহাদিতে জীব-বুদ্ধি করিবে না এবং স্বার্থ মাখিয়া জগতকে বিকৃত করিবে না। জীব ও জগতের যথার্থ তত্ত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে তদুভয়ের সর্ব্বভাগে অথবা অতীত দেশে ব্রহ্মানন্দে প্রতিষ্ঠিত হইবেক।

২৯। এই সকল উপদেশ বেদান্তের ছায়া মাত্র, ইহা মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন ও চিন্তা করিলে বেদান্ত-পাঠে মতি হয়, বিবেক বৈরাগ্য উপার্জিত হয়, ব্রহ্মজ্ঞান স্থির হয়, তর্ক-তরঙ্গ থামিয়া যায় এবং ব্রহ্মোপাসনা সিদ্ধ হয়।

৩০। হে ভ্রান্ত ভ্রাতঃ! রজ্জুকে সর্প ভাবিয়া বৃথা ভয়ে কেন পলায়ন করিতেছ, কেন ভীত হইতেছ। জ্ঞান-দীপ প্রজ্বলিত কর, —সর্পের পরিবর্ত্তে রজ্জু দর্শনে অভয় লাভ করিবে।

* এইটি সগুণ মুক্তিমাত্র। নির্গুণ মুক্তির ভাব সময়ান্তরে বলিব।

সাধুসঙ্গ পাপীর সংশোধনের একটি প্রধান উপায়।

(৪০৪ সংখ্যক পত্রিকার ২১৬ পৃষ্ঠার পর)

এই উদ্‌গমন-সৌকর্য্যার্থ যত প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে, সাধুসঙ্গ তন্মধ্যে প্রধান বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সদ্য-প্রবুদ্ধ পাপী, বিশেষতঃ পাপীর দুর্ব্বল আত্মা, সম্মুখে পবিত্র আদর্শ দেখিতে না পাইলে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পরে না। অগ্রে-সর একটী সাধু আত্মাকে অবলম্বন করিয়া না চলিলে তাহার পক্ষে ধর্ম্ম-পথে অটল ভাবে বিচরণ করা এক প্রকার অসাধ্য হইয়া উঠে। তাহার সম্মুখে আধ্যাত্মিক পথ ত্রিধা বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। এক দিকে সংশয়, অপর দিকে অন্ধ বিশ্বাস, ইহার মধ্যে উন্নত সত্য-পথ। বলীয়ান্ মন ব্যতীত অন্যের পক্ষে এই মধ্যবর্ত্তী পথ অবলম্বন করিয়া অধিক দূর অগ্রসর হওয়া নিতান্ত দুস্কর। পদে পদে পদস্খলনের আশঙ্কা আছে। যাহাদের মনোবৃত্তি সকল সমঞ্জসীভূত ভাবে পরিপুষ্ট না হইয়াছে, তাহারা স্বভাবতঃ চিন্তাশীল হইলে তর্ক-তরঙ্গে নীত হইয়া সংশয়-সাগরে নিমগ্ন হয়; অথবা যাহারা ভাবুক, হয় ত তাহাদের মন ভাবে বিহ্বল হইয়া উপধর্ম্মে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। বস্তুত সত্য-পথ অনুসরণ করা ভাগ্যবান অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। যাঁহারা সত্য-ধর্ম্মের এই "শাণিত ক্ষুর-ধারের ন্যায় দুর্গম পথ" হইতে পরিভ্রষ্ট না হয়েন তাঁহারাই সাধু। তাঁহাদের পবিত্র চরিত্র দুর্ব্বল পাপীদিগের অনুকরণীয় এবং তাঁহাদের সহবাস পরম মঙ্গলের কারণ। সাধু-সহবাসে আমাদের পারলৌকিক দৃষ্টি উন্মীলিত হয়, এবং হৃদয়ের সাধু ও মঙ্গল ভাব সকল সর্ব্বদা জাগ্রত থাকায় দুষ্ট সংশয় ও কুসংস্কার সকল স্থান পায় না।

আমাদিগকে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে আমরা নিজে কত ক্ষুদ্র পদার্থ, কিন্তু আমাদের অধিকার কেমন মহৎ ও কত উচ্চ। এই সমস্ত মর্ত্ত্য ধূলিকণার নিমিত্ত জগৎ-পিতা তাঁহার স্বর্গ-সিংহাসনে উজ্জ্বল স্থান সকল নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, তাহারা ক্রমশঃ উন্নমিত হইয়া তাহা অধিকার করিবে। ঘোরতর পাপও মনুষ্যকে এই পৈতৃক অধিকার হইতে একেবারে বঞ্চিত করিতে পারে না। পাপের এতদূর প্রভাব হইতে পারে না যে, উহা ঈশ্বরের অধমতারিণী ও পতিতপাবনী শক্তিকে প্রতিহত করে। অতএব মানব আত্মা অগৌণে বা বিলম্বে এই উন্নত অধিকার লাভ করিবেই করিবে; ঈশ্বরের হস্ত, তাহার ললাট-পট্টে উন্নতি অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে।

যে পৃথিবীতে ক্ষুদ্র রেণুবৎ বীজ সকল কাল সহকারে বিশাল বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া ঊর্দ্ধ আকাশকে ব্যঙ্গ করিতে থাকে; যে পৃথিবীতে শূকর-পদ-দলিত মলিন ধূলিকণা সকল, সময়ে সৌরভশ্রাবী বিচিত্রবর্ণ সুরম্য কুসুমদামরূপে পরিণত হইয়া, লাবণ্যময়ী বরস্ত্রীর কৃষ্ণোজ্জ্বল নিবিড় কেশ-কলাপের শোভা বর্দ্ধন করে;

যেখানে চতুর্দ্দিকে কেবল উন্নতির কার্য্যই
পরিলক্ষিত হয়, আমরা সেই উন্নতিময়ী
পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি, আমাদিগের
আত্মার উন্নতি অনিবার্য্য।

আত্মার উন্নতি অনিবার্য্য বটে, কিন্তু
তাহা বিঘ্নশূন্য নহে। ইহাকে নিদারুণ বিঘ্ন-
বিপত্তি সমূহের মধ্য হইতে কল্যাণ সংগ্রহ
করিতে হইবে, জীবন্ত ভাবে স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব
প্রকাশ করিতে করিতে উন্নতি লাভ করিতে
হইবে; দেবানুকূল্যের প্রতি স্থির বিশ্বাস
স্থাপন করিয়া, আত্ম-চেষ্টা দ্বারা উন্নত হইতে
হইবে। আমরা হীন-বল ক্ষুদ্র সামান্য কীট
হইয়া অমৃতত্বের স্পর্দ্ধী হইয়াছি, সাধন
দ্বারা আমাদিগকে সকল বিষয়ে ঐ মহৎ
উন্নত অধিকারের যোগ্য করিয়া লইতে
হইবে। আমরা একেবারে সামর্থবান হইয়া
উন্নতির বিশাল-ক্ষেত্রে এই জগতে আগমন
করি নাই, এখানে অনুশীলন দ্বারা আমা-
দিগকে সামর্থ্য উপার্জ্জন করিতে হইবে।
ফলত পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের জন্য আমাদের
সকল বিষয়ই সাধন-সাপেক্ষ। প্রথমতঃ
আমরা পাদ-পরিমিত অপূর্ণ দেহ লইয়া
ভূমিষ্ঠ হই। সে সময়ে আমরা নিজের
শরীরেরও ভার বহন করিতে নিতান্ত
অক্ষম ছিলাম। ক্রমশঃ আবার সেই
আমরা ঐ ক্ষুদ্র দেহকে পরিপুষ্ট ও
পরিবর্দ্ধিত করিয়া দুরারোহ পর্ব্বত-সমূহ
অতিক্রম করিতেও ভীত হই না। এক
সময়ে একটা সামান্য কাচ-নির্ম্মিত চিত্রিত
ক্রীড়নক হস্তে করিয়া আমরা কত আনন্দ
অনুভব করি, সময়ে আবার এই অসীমায়ত
নভোমণ্ডলে পরিভ্রাম্যমান প্রকাণ্ড গোলকায়
জ্যোতিস্কপিণ্ড সকলকে বুদ্ধিবলে ক্রীড়নক
রূপে পরিণত করিয়াও তৃপ্ত হই না।
এমন এক সময় ছিল যখন আমাদিগের
নিজের সত্তা, আমাদের জাগ্রত অনুভবও
চিন্তার বিষয় হয় নাই; এখন দেখ, আমাদি-
গের মধ্যে ভাগ্যবান মহাপুরুষেরা সাধন
দ্বারা সেই ভূমা পুরুষের সত্তা প্রত্যক্ষবৎ
অনুভব করিয়া, হৃদয় দ্বারা স্পর্শ করিয়া
জীবন সার্থক করিতেছেন। এইরূপ আমাদের
সর্ব্বপ্রকার উন্নতিই সাধন-সাপেক্ষ। শরীর
চালনা করিলে প্রভূত বল অর্জিত হয়,
বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করিয়া দুর্জ্জেয় গূঢ় তত্ত্ব
সকলের মর্ম্মোদ্‌ভেদের ক্ষমতা জন্মে, এবং
বিশ্বাস ও ভক্তি-প্রয়োগ-কুশলতা অভ্যাস
করিলে অধ্যাত্মযোগে সিদ্ধ হওয়া যায়।

ক্রমশঃ

প্রাচীন সমরতত্ত্ব।

৪০৭ সংখ্যক পত্রিকার ৫৭ পৃষ্ঠার পর।

রথ-যুদ্ধ সকলের সাধ্যায়ত্ত ছিল না।
প্রধান প্রধান সেনাপতিরাই রথ-যান গ্রহণ
করিতেন। যিনি রথ-চালক, তাঁহাকে রীতি-
মত রথচর্য্যা শিক্ষা করিতে হইত। মহা-
ভারতের সৌভবধ-প্রকরণ ও নলোপাখ্যান
পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হয় যে, সারথ্য
কার্য্যের শিক্ষক আচার্য্য ছিল। সৌভবধ-
প্রকরণে রথের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ
গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এস্থানে সেই
অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

'এবমুক্তস্তু কৌন্তেয়! সূতপুত্রস্ততোঽব্রবীৎ।
প্রদ্যুম্নং বলিনাং শ্রেষ্ঠং মধুরং শ্লক্ষ্ণমঞ্জসা॥
ন মে ভয়ং রৌক্মিণেয়! সংগ্রামে যচ্ছতোহয়ান্।
যুদ্ধজ্ঞানোঽস্মি বৃষ্ণীনাং নাত্র কিঞ্চিদতোঽন্যথা॥
আয়ুষ্মন্নুপদেশস্তু সারথ্যে বর্ত্ততা স্মৃতঃ।
সর্ব্বার্থেষু রথী রক্ষ্যস্ত্বঞ্চাপি ভৃশপীড়িতঃ॥
ত্বং হি শাল্বপ্রযুক্তেন শরেণাভিহতোভৃশং।
কশ্মলাভিহতোবীর! ততোঽহমপযাতবান্॥
স ত্বং সাত্বতমুখ্যাদ্য লব্ধসংজ্ঞোযদৃচ্ছয়া।
পশ্য মে হয়সংযানে শিক্ষাং কেশবনন্দন!॥
দারুকেনাহমুৎপন্নো যথাবচ্চৈব শিক্ষিতঃ।
বীতভীঃ প্রবিশাম্যেতাং শাল্বস্য প্রথিতাং চমূম্॥

এবমুক্ত্বা ততোবীর! হয়ান্ সঞ্চোদ্য সঙ্গরে।
রশ্মিভিস্তু সমুদ্যম্য জবনোঽভ্যপতত্তদা।
মণ্ডলানি বিচিত্রানি যমকানীতরাণি চ।
সব্যানি চ বিচিত্রাণি দক্ষিণানি চ সর্ব্বশঃ॥
প্রতোদেনাহতা রাজন্ রশ্মিভিশ্চ সমুদ্যতাঃ।
উৎপতন্ত ইবাকাশে ব্যচরংস্তে হয়োত্তমাঃ॥
তে হস্তলাঘবোপেতং বিজ্ঞায় নৃপ! দারুকিম্।
দহ্যমানা ইব তদা নাস্পৃশংশ্চরণৈর্মহীম্॥
সোঽপসব্যাং চমূং তস্য শাল্বস্য ভরতর্ষভ!।
চকার নাতিযত্নেন তদদ্ভুত মিবাঽভবৎ॥
বনপর্ব্ব, ২৯ অং।

সংক্ষেপার্থ এই যে, রুক্মিণীকুমার প্রদ্যুম্ন
শাল্ব-বাণে মূর্চ্ছিত হইলে, সারথি তাঁহার প্রাণ
রক্ষার্থে রথ লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। প্র-
দ্যুম্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সারথিকে অশেষবিধ
তিরস্কার করিলেন। দারুকাত্মজ সারথি
কহিল, রৌক্মিণেয়! আমি ভীত নহি এবং
সংগ্রামে অশ্বচালনা করিতেও আমার মোহ
হয় না। আয়ুষ্মন্! সারথিদিগের প্রতি
উপদেশ আছে যে, সারথি যে কোন প্রকারে
রথীকে রক্ষা করিবেক। আপনি অতিশয়
পীড়িত হইয়াছিলেন, মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন,
এই কারণে আমি পলায়ন করিয়াছিলাম।
এক্ষণে আপনি সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, সুস্থ
হইয়াছেন, এক্ষণে দেখুন, হয়-সংযান বিদ্যায়
আমার কিরূপ শিক্ষা। আমি দারুক হইতে
উৎপন্ন হইয়াছি, বিধি-বিধান ক্রমে শিক্ষিত
হইয়াছি, আমি শাল্বের এই বিখ্যাত চমূ-
মধ্যে নির্ভয়ে প্রবেশ করিব। হে বীর!
সারথি এই কথা বলিয়া অশ্বগণকে উত্তেজিত
করত রশ্মি দ্বারা সংযত করিয়া আশ্চর্য্য-
ভূত বিবিধ মণ্ডল, যমক, সব্য, অপসব্য
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিচিত্র গতিতে যুদ্ধস্থলে
আপতিত হইল। মহারাজ! তৎকালে
তদীয় অশ্বগণ প্রতোদাহত ও রশ্মি দ্বারা
সংযত হইয়া যেন আকাশে উৎপতিত
হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। দারুকির
হস্ত-লাঘব জানিতে পারিয়াই যেন তাহারা
আর পৃথিবীতে চরণস্পর্শ করিল না। দারুকি
যে অনতি প্রযত্নে সেই অগাধ শাল্বসেনা
দক্ষিণে আয়ত্ত করিল, তাহা তৎকালে অদ্ভুত
বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল।

'মণ্ডল' 'যমক' 'সব্য' 'অপসব্য' 'ইতর'
অর্থাৎ অন্যান্য প্রকার রথচালনার এই
সকল নাম ও নিয়ম বর্ণনা দৃষ্টে এবং "যথা
বচ্চৈব শিক্ষিতঃ" অর্থাৎ যথাবিধানে শিক্ষিত
হইয়াছি এতদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে অন্যান্য
বিদ্যাশিক্ষার ন্যায় সারথ্য-বিদ্যাও কোন নি-
র্দ্দিষ্ট নিয়মে শিক্ষা করা হইত।

অপিচ, ঋতুপর্ণ রাজা অযোধ্যা হইতে
বিদর্ভ দেশে যাইতেছেন, বাহুকরূপী নল
রাজা তাঁহার সারথি। বার্ষ্ণেয় নামক দ্বিতীয়
সারথি তাঁহার সাহায্যকারী। বাহুকের
সেই রথ-পরিচালন ও অশ্বতত্ত্বজ্ঞতা দেখিয়া
রাজা ও বার্ষ্ণেয় উভয়েই চমৎকৃত; বার্ষ্ণেয়
মনে মনে বিচার করিতেছেন, "এ ব্যক্তি কে?
একি ইন্দ্র-সারথি মাতলি? "শালিহোত্রোঽথ
কিন্নু স্যাৎ হয়ানাং কুলতত্ত্ববিৎ" কি অশ্বতত্ত্ব-
বিৎ শালিহোত্র?"—

বনপর্ব্বীয় এই শ্লোকের টীকাকার লিখি-
য়াছেন যে, শালিহোত্র অশ্বশাস্ত্র-প্রণেতা
আচার্য্য। এতদ্দৃষ্টে অনুমান হয় যে, অশ্ব-
রথাদি শিক্ষার জন্য শাস্ত্র হইয়াছিল। অশ্ব-
শাস্ত্র-সম্বন্ধে যে কিছু পাওয়া যায় তাহা
আমরা যথাসাধ্য প্রকাশ করিব।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, বিষম
অর্থাৎ উচ্চ নীচ পার্ব্বত্য প্রদেশে কি প্রকারে
রথ-যুদ্ধ হইত। তাঁহাদিগকে বলিতেছি যে,
বিষম প্রদেশে যুদ্ধস্থান নির্ণীত হইত না।
কদাচিৎ হইলেও তাদৃশ যুদ্ধক্ষেত্রে রথযুদ্ধ
করা হইত না। মনু, মহাভারত ও রামায়ণা-
দিতে ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।
ভোজরাজ স্বকৃত যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে ইহার
সুস্পষ্ট ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। যথা—

রথযুদ্ধং সমে দেশে বিষমে হস্তিসঙ্গরঃ।
অশ্বযুদ্ধং মরৌ দেশে পত্তিযুদ্ধঞ্চ দুর্গমে॥
অত্যয়ে সর্ব্বযুদ্ধং স্যাৎ নৌকাযুদ্ধং জলপ্লুতে॥

সমভূমিতে রথযুদ্ধ, বিষম প্রদেশে হস্তি-
যুদ্ধ, মরুভূমিতে অশ্বযুদ্ধ, দুর্গম প্রদেশে
পদাতিযুদ্ধ এবং ঐ সকল বিশেষ বিশেষের
অভাব স্থলে সর্ব্ববিধ যুদ্ধই প্রশস্ত, আর জল-
প্লাবিত দেশে নৌকাযুদ্ধই প্রশস্ত।

এই নৌ-যুদ্ধের বিধি-ব্যবস্থা যাহা পাওয়া
যায় তাহা অতি সামান্য। মধ্য ভারতবর্ষে
নৌযুদ্ধের আবশ্যকতা না থাকায় উহার
বিশেষ প্রচার নাই। কৃষ্ণের দ্বারকা যেমন
জলবেষ্টিত ছিল ঐরূপ প্রদেশেই নৌ-যুদ্ধের
আবশ্যকতা।

ধ্রুবোপাখ্যান।

৪০৭ সংখ্যক পত্রিকার ৫৮ পৃষ্ঠার পর।

অনন্তর ধ্রুব দেবাদিদেব হরির বাক্য
শ্রবণ ও নেত্র উন্মীলন পূর্ব্বক দেখিলেন,
এত ক্ষণ তিনি যাঁহাকে ধ্যান-যোগে হৃদয়স্থ
দেখিতে ছিলেন, সেই শঙ্খ-চক্র-গদাধর তাঁহার
সম্মুখে দণ্ডায়মান। ধ্রুব তাঁহার দর্শনমাত্র
দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। হর্ষে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ
কণ্টকিত এবং মন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল।
তিনি ভক্তিভরে তাঁহার স্তুতিবাদে অভিলাষী
হইলেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে কিরূপ বাক্য ও ভাব
আবশ্যক, তিনি এই ভাবিয়া অত্যন্ত আকুল
হইয়া উঠিলেন এবং হরিরই শরণাপন্ন
হইয়া কহিলেন, ভগবন্! যদি তুমি আমার
তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া থাক তাহা হইলে
আমাকে এইরূপ বর দেও যেন আমি তো-
মায় স্তব করিতে পারি। দেখ, ব্রহ্মাদি
বেদজ্ঞ দেবগণও তোমার তত্ত্ব নিরূপণে স-
ম্যক্ অসমর্থ, সুতরাং আমি বালক হইয়া
কিরূপে তোমায় স্তব করিব। আমার মন
তোমাতেই একান্ত প্রবণ; এক্ষণে যাহাতে
আমি তোমার স্তুতিবাদ করিতে পারি তুমি
আমাকে এইরূপ জ্ঞানযোগ প্রদান কর।

তখন হরি ধ্রুবকে করস্থিত শঙ্খের প্রান্ত
ভাগ দ্বারা স্পর্শ করিলেন। ধ্রুব শঙ্খস্পৃষ্ট
হইবামাত্র অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে
দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন,
দেব! ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ,
এই স্থূল ও সূক্ষ্ম পঞ্চভূত, মন প্রভৃতি
একাদশ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি—মহতত্ত্ব, ভূতাদি—
অহঙ্কারতত্ত্ব ও মূল প্রকৃতি এই চতুর্বিংশতি
তত্ত্ব যাঁহার স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি
নির্লিপ্ত সূক্ষ্ম ও সর্ব্বব্যাপী, যিনি প্রকৃ-
তির অতীত ও পুরুষ এবং যিনি গুণের
সাক্ষী-স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি
ভূরাদি সমস্ত লোক, শব্দাদি গুণ এবং
মহত্তত্ত্ব ও পুরুষ হইতেও স্বতন্ত্র; যিনি
ব্রহ্মস্বরূপ ও বিশ্বজগতের আত্মাস্বরূপ, যিনি
শুদ্ধ ও নিত্য, আমি তাঁহার শরণাপন্ন হই-
লাম। সর্ব্বাত্মন্! তোমার যে স্বরূপ ব্যাপ-
কত্ব ও সম্বর্দ্ধকত্ব হেতু ব্রহ্ম নামে প্রসিদ্ধ
আছে, তোমার সেই নির্ব্বিকার ও যোগি-
গণের চিন্তনীয় স্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার
মুখ অসংখ্য, চক্ষু অসংখ্য, পদ অসংখ্য;
যিনি সর্ব্বব্যাপী; যিনি সাবরণ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড
অতিক্রম করিয়া অসীম স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া
আছেন, তুমি সেই পরমেশ্বর। পুরুষোত্তম!
তুমি ভূত ও ভবিষ্যৎ। বিরাট্—ব্রহ্মাণ্ড, স্বরাট্
—ব্রহ্মা, ও সম্রাট্—মনু তোমা হইতেই
উৎপন্ন হইয়াছে। তুমিই ইহাঁদিগের অধিষ্ঠাতা
পুরুষ। তোমা হইতেই বিশ্বসংসার বি-
কাশ পাইয়াছে এবং তোমা হইতেই ভূত ও
ভবিষ্যতের সমস্ত ঘটনা নিয়মিত হইয়া
থাকে। বিশ্ব তোমারই রূপের বিকাশমাত্র, ইহা
তোমারই অন্তর্ভূত। তুমি হোম-সম্পাদক
যজ্ঞ, তুমি যজ্ঞীয় ঘৃত এবং গ্রাম্য ও আরণ্য
পশু। তোমা হইতে ঋক, সাম, যজু, এবং

তোমা হইতেই গায়ত্র্যাদি ছন্দ। তোমার নাভি-
প্রদেশ হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, কর্ণ
হইতে দিক ও চরণ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি
হইয়াছে। তুমি স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বের বীজ-
স্বরূপ। যেমন প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ একটী ক্ষুদ্র
বীজে অবস্থান করে সেইরূপ এই বিশ্ব তোমা-
তেই প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল। বট বৃক্ষের বীজ
হইতে যেমন অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ এই বিশ্বও তোমা
হইতে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হই-
তেছে। যেমন কদলী বৃক্ষের ত্বক ও পত্র
ব্যতীত অন্য কিছুই দেখা যায় না সেই-
রূপ তোমাতে বিশ্ব ব্যতীত আর কিছুই
দৃষ্ট হয় না। তুমি সকলের আধার; তো-
মাতেই হ্লাদিনী (সত্ত্বগুণ) সন্ধিনী (তমো-
গুণ) ও সম্বিৎ (উভয়াত্মক রজোগুণ)
এই তিন শক্তি সাম্যাবস্থায় রহিয়াছে।
এই সমস্ত শক্তি জীবাত্মাতে যেমন পৃথক্-
রূপে থাকে তদ্রূপ তোমাতে থাকিতে
পারে না, কারণ তুমি ত্রিগুণাতীত। তুমি
কার্য্যরূপে নানা, এবং কারণরূপে এক।
তুমি সূক্ষ্মভূত, তোমাকে নমস্কার। তুমি
মহাভূত ও চরাচর প্রাণী, তোমাকে নম-
স্কার। তুমি প্রকৃতি ও পুরুষ! তুমি
সর্ব্ব শরীরে শরীর ও আত্মা; তুমি সকল
প্রকার রূপ ধারণ করিয়া থাক। তুমি অক্ষয়
ও নিত্য পুরুষ। যোগীরা হৃদয়ে তোমা-
কেই ধ্যান করিয়া থাকেন। এই ভূত-গ্রাম
তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তুমিই
জীব-প্রবাহ রূপে উৎপন্ন হইয়া থাক। তুমি
জীব ও আত্মা। তুমি সর্ব্বাধিপতি হইয়া
সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করিতেছ এবং সকলের
অন্তঃকরণ জানিতেছ। আমি তোমাকে আর
কি জানাইব। তুমি সর্ব্বভূতময়, সুতরাং
সকলেরই ইচ্ছা জ্ঞাত হইতেছ। এক্ষণে
আমার যাহা অভিলাষ, তুমি তাহা পূর্ণ
করিলে। আজ আমি তোমার দর্শন পাই-
লাম। আমার তপশ্চর্য্যাও সফল হইল।

হরি কহিলেন, রাজকুমার! আমার
সাক্ষাৎকারেই তোমার তপস্যার ফল লাভ
হইল। এক্ষণে তুমি অভিপ্রেত বর প্রার্থনা
কর। যে ব্যক্তি আমার দর্শন পায় তাহার
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়া থাকে।

তখন ধ্রুব কহিলেন, ভগবন্! তুমি অন্তর্যামী,
সুতরাং আমার যাহা অভীষ্ট তাহা তোমার
অবিদিত নাই। তথাচ আমার দুর্বিনীত হৃদয়
যে দুর্লভ বস্তু প্রার্থনা করিতেছে তাহা তো-
মাকে জ্ঞাপন করি। তুমি জগতের স্রষ্টা,
তুমি প্রসন্ন হইলে জগতের কোন্ বস্তু
দুষ্প্রাপ্য হইতে পারে। সুররাজ ইন্দ্র তো-
মারই প্রসাদে ত্রৈলোক্য-রাজ্য উপভোগ করি-
তেছেন। আমার বিমাতা গর্ব্বপূর্ব্বক আমাকে
এইরূপ কহিয়াছিলেন যে, তুমি আমার গর্ভে
জন্ম-গ্রহণ কর নাই, সুতরাং রাজসিংহাসন
তোমার যোগ্য হইতেছে না। বিভো! এই
জন্যই আমি তোমার প্রসাদে জগতের আ-
ধারভূত শ্রেষ্ঠতম অনশ্বর পদের প্রার্থী হই-
য়াছি, তুমি কৃপা করিয়া আমার প্রার্থনা
পূর্ণ কর।

হরি কহিলেন, ধ্রুব! আমি তোমার
তপোবলে পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে যে পদ
তোমার অভীষ্ট, তুমি তাহা অবশ্যই প্রাপ্ত
হইবে। পূর্ব্বে তুমি এক জন স্বধর্ম্মদর্শী
ব্রাহ্মণ ছিলে। তুমি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া পিতা-
মাতার সেবা করিতে। কিয়ৎ কাল অতীত
হইলে এক রাজপুত্রের সহিত তোমার
মিত্রতা জন্মে। তখন তাহার যৌবনাবস্থা,
সে ভোগ-নিরত ও সুদৃশ্য। তুমি তাহার
সংসর্গে কালযাপন করিতে এবং তাহার
রাজ-ঐশ্বর্য্য দেখিতে। কালক্রমে তোমারও
রাজপুত্র হইবার ইচ্ছা হয়। এক্ষণে তুমি
সেই ইচ্ছার বলেই রাজা উত্তানপাদের গৃহে

রথযুদ্ধং সমে দেশে বিষমে হস্তিসঙ্গরঃ।
অশ্বযুদ্ধং মরৌ দেশে পত্তিযুদ্ধঞ্চ দুর্গমে॥
অত্যয়ে সর্ব্বযুদ্ধং স্যাৎ নৌকাযুদ্ধং জলপ্লুতে॥

সমভূমিতে রথযুদ্ধ, বিষম প্রদেশে হস্তি-যুদ্ধ, মরুভূমিতে অশ্বযুদ্ধ, দুর্গম প্রদেশে পদাতিযুদ্ধ এবং ঐ সকল বিশেষ বিশেষের অভাব স্থলে সর্ব্ববিধ যুদ্ধই প্রশস্ত, আর জল-প্লাবিত দেশে নৌকাযুদ্ধই প্রশস্ত।

এই নৌ-যুদ্ধের বিধি-ব্যবস্থা যাহা পাওয়া যায় তাহা অতি সামান্য। মধ্য ভারতবর্ষে নৌযুদ্ধের আবশ্যকতা না থাকায় উহার বিশেষ প্রচার নাই। কৃষ্ণের দ্বারকা যেমন জলবেষ্টিত ছিল ঐরূপ প্রদেশেই নৌ-যুদ্ধের আবশ্যকতা।

ধ্রুবোপাখ্যান।

৪০৭ সংখ্যক পত্রিকার ৫৮ পৃষ্ঠার পর।

অনন্তর ধ্রুব দেবাদিদেব, হরির বাক্য শ্রবণ ও নেত্র উন্মীলন পূর্ব্বক দেখিলেন, এত ক্ষণ তিনি যাঁহাকে ধ্যান-যোগে হৃদয়স্থ দেখিতে ছিলেন,সেই শঙ্খ-চক্র-গদাধর তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। ধ্রুব তাঁহার দর্শনমাত্র দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। হর্ষে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত এবং মন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল। তিনি ভক্তিভরে তাঁহার স্তুতিবাদে অভিলাষী হইলেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে কিরূপ বাক্য ও ভাব আবশ্যক, তিনি এই ভাবিয়া অত্যন্ত আকুল হইয়া উঠিলেন এবং হরিরই শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন, ভগবন্! যদি তুমি আমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া থাক তাহা হইলে আমাকে এইরূপ বর দেও যেন আমি তোমায় স্তব করিতে পারি। দেখ, ব্রহ্মাদি বেদজ্ঞ দেবগণও তোমার তত্ত্ব নিরূপণে সম্যক্ অসমর্থ, সুতরাং আমি বালক হইয়া কিরূপে তোমায় স্তব করিব। আমার মন তোমাতেই একান্ত প্রবণ; এক্ষণে যাহাতে আমি তোমার স্তুতিবাদ করিতে পারি তুমি আমাকে এইরূপ জ্ঞানযোগ প্রদান কর।

তখন হরি ধ্রুবকে করস্থিত শঙ্খের প্রান্ত ভাগ দ্বারা স্পর্শ করিলেন। ধ্রুব শঙ্খস্পৃষ্ট হইবামাত্র অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন, দেব! ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, এই স্থূল ও সূক্ষ্ম পঞ্চভূত, মন প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি—মহতত্ত্ব, ভূতাদি—অহঙ্কারতত্ত্ব ও মূল প্রকৃতি এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব যাঁহার স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার! যিনি নির্লিপ্ত সূক্ষ্ম ও সর্ব্বব্যাপী, যিনি প্রকৃতির অতীত ও পুরুষ এবং যিনি গুণের সাক্ষী-স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি ভূরাদি সমস্ত লোক, শব্দাদি গুণ এবং মহত্তত্ত্ব ও পুরুষ হইতেও স্বতন্ত্র; যিনি ব্রহ্মস্বরূপ ও বিশ্বজগতের আত্মাস্বরূপ, যিনি শুদ্ধ ও নিত্য, আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম। সর্ব্বাত্মন্! তোমার যে স্বরূপ ব্যাপকত্ব ও সম্বর্দ্ধকত্ব হেতু ব্রহ্ম নামে প্রসিদ্ধ আছে, তোমার সেই নির্ব্বিকার ও যোগিগণের চিন্তনীয় স্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার মুখ অসংখ্য, চক্ষু অসংখ্য, পদ অসংখ্য; যিনি সর্ব্বব্যাপী; যিনি সাবরণ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিয়া অসীম স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তুমি সেই পরমেশ্বর। পুরুষোত্তম! তুমি ভূত ও ভবিষ্যৎ। বিরাট্—ব্রহ্মাণ্ড, স্বরাট্—ব্রহ্মা, ও সম্রাট্—মনু তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তুমিই ইহাঁদিগের অধিষ্ঠাতা পুরুষ। তোমা হইতেই বিশ্বসংসার বিকাশ পাইয়াছে এবং তোমা হইতেই ভূত ও ভবিষ্যতের সমস্ত ঘটনা নিয়মিত হইয়া থাকে। বিশ্ব তোমারই রূপের বিকাশমাত্র, ইহা তোমারই অন্তর্ভূত। তুমি হোম-সম্পাদক যজ্ঞ, তুমি যজ্ঞীয় ঘৃত এবং গ্রাম্য ও আরণ্য পশু। তোমা হইতে ঋক, সাম, যজু, এবং

তোমা হইতেই গায়ত্র্যাদি ছন্দ। তোমার নাভিপ্রদেশ হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, কর্ণ হইতে দিক ও চরণ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। তুমি স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বের বীজস্বরূপ। যেমন প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ একটী ক্ষুদ্র বীজে অবস্থান করে সেইরূপ এই বিশ্ব তোমাতেই প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল। বট বৃক্ষের বীজ হইতে যেমন অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ এই বিশ্বও তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। যেমন কদলী বৃক্ষের ত্বক ও পত্র ব্যতীত অন্য কিছুই দেখা যায় না সেইরূপ তোমাতে বিশ্ব ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। তুমি সকলের আধার; তোমাতেই হ্লাদিনী (সত্ত্বগুণ) সন্ধিনী (তমোগুণ) ও সম্বিৎ (উভয়াত্মক রজোগুণ) এই তিন শক্তি সাম্যাবস্থায় রহিয়াছে। এই সমস্ত শক্তি জীবাত্মাতে যেমন পৃথক্‌রূপে থাকে তদ্রূপ তোমাতে থাকিতে পারে না, কারণ তুমি ত্রিগুণাতীত। তুমি কার্য্যরূপে নানা, এবং কারণরূপে এক। তুমি সূক্ষ্মভূত, তোমাকে নমস্কার। তুমি মহাভূত ও চরাচর প্রাণী, তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রকৃতি ও পুরুষ! তুমি সর্ব্ব শরীরে শরীর ও আত্মা; তুমি সকল প্রকার রূপ ধারণ করিয়া থাক। তুমি অক্ষয় ও নিত্য পুরুষ। যোগীরা হৃদয়ে তোমাকেই ধ্যান করিয়া থাকেন। এই ভূত-গ্রাম তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তুমিই জীব-প্রবাহ রূপে উৎপন্ন হইয়া থাক। তুমি জীব ও আত্মা। তুমি সর্ব্বাধিপতি হইয়া সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করিতেছ এবং সকলের অন্তঃকরণ জানিতেছ। আমি তোমাকে আর কি জানাইব। তুমি সর্ব্বভূতময়, সুতরাং সকলেরই ইচ্ছা জ্ঞাত হইতেছ। এক্ষণে আমার যাহা অভিলাষ, তুমি তাহা পূর্ণ করিলে। আজ আমি তোমার দর্শন পাইলাম। আমার তপশ্চর্য্যাও সফল হইল।

হরি কহিলেন, রাজকুমার! আমার সাক্ষাৎকারেই তোমার তপস্যার ফল লাভ হইল। এক্ষণে তুমি অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর। যে ব্যক্তি আমার দর্শন পায় তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়া থাকে।

তখন ধ্রুব কহিলেন, ভগবন্! তুমি অন্তর্যামী, সুতরাং আমার যাহা অভীষ্ট তাহা তোমার অবিদিত নাই। তথাচ আমার দুর্বিনীত হৃদয় যে দুর্লভ বস্তু প্রার্থনা করিতেছে তাহা তোমাকে জ্ঞাপন করি। তুমি জগতের স্রষ্টা, তুমি প্রসন্ন হইলে জগতের কোন্ বস্তু দুষ্প্রাপ্য হইতে পারে। সুররাজ ইন্দ্র তোমারই প্রসাদে ত্রৈলোক্য-রাজ্য উপভোগ করিতেছেন। আমার বিমাতা গর্ব্বপূর্ব্বক আমাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন যে, তুমি আমার গর্ভে জন্ম-গ্রহণ কর নাই, সুতরাং রাজসিংহাসন তোমার যোগ্য হইতেছে না। বিভো! এই জন্যই আমি তোমার প্রসাদে জগতের আধারভূত শ্রেষ্ঠতম অনশ্বর পদের প্রার্থী হইয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর।

হরি কহিলেন, ধ্রুব! আমি তোমার তপোবলে পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে যে পদ তোমার অভীষ্ট, তুমি তাহা অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। পূর্ব্বে তুমি এক জন স্বধর্ম্মদর্শী ব্রাহ্মণ ছিলে। তুমি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া পিতামাতার সেবা করিতে। কিয়ৎ কাল অতীত হইলে এক রাজপুত্রের সহিত তোমার মিত্রতা জন্মে। তখন তাহার যৌবনাবস্থা, সে ভোগ-নিরত ও সুদৃশ্য। তুমি তাহার সংসর্গে কালযাপন করিতে এবং তাহার রাজ-ঐশ্বর্য্য দেখিতে। কালক্রমে তোমারও রাজপুত্র হইবার ইচ্ছা হয়। এক্ষণে তুমি সেই ইচ্ছার বলেই রাজা উত্তানপাদের গৃহে

জন্মিয়াছ। স্বর্গাদি পদ ত সামান্য কথা, আমার আরাধনায় লোকে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতঃপর তুমি আমার প্রসাদে ত্রিলোক অপেক্ষা উচ্চতর স্থানে সমুদায় গ্রহ নক্ষত্রের আশ্রয় হইয়া থাকিবে। আমি চন্দ্র সূর্য্য মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র ও শনি প্রভৃতি জ্যোতিস্ক মণ্ডলের উপরিতন স্থান তোমাকে প্রদান করিলাম। দেবগণের মধ্যে কেহ চার যুগ, কেহ বা যুগান্তর অবস্থিতি করেন, কিন্তু তুমি কল্প-কাল স্থায়ী হইবে। তোমার জননীও ততদিন তোমারই সন্নিহিত থাকিবেন।

উপসংহার।

বেদ, স্মৃতি ও দর্শন যে সকল গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করে পুরাণ অধিকতর বোধ-সুলভ করিবার জন্য গল্পচ্ছলে তৎসমুদায় প্রচার করিয়া থাকে। এই উপাখ্যানে কএকটী উৎকৃষ্ট তত্ত্ব গূঢ় ভাবে নিহিত আছে। মনু প্রভৃতি স্মৃতিকার ধর্ম্ম, নীতি ও জ্ঞান-রক্ষার ভার ব্রাহ্মণদিগের হস্তে,এবং প্রজাপালনের ভার ক্ষত্রিয়দিগের হস্তে অর্পণ করেন। কি শক্তি কি সাধারণের ইচ্ছা যাহা দ্বারাই কেন রাজার সৃষ্টি হউক না, মনুষ্য-সমাজের আদিম অবস্থায় উহা আবশ্যক হইয়া উঠে। প্রভুত্ব একটি ভয়ঙ্কর পদার্থ; সে অল্পে সন্তুষ্ট নয়, সে ক্রমশই অধিকার বিস্তারের চেষ্টা পায়। সে স্বার্থের প্ররোচনায় ধর্ম্ম ও নীতির বন্ধন কোন কোন সময় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। স্মার্ত্তেরা দেখিলেন, এই অনিয়ন্তৃত ব্যবহারের পরিহার আবশ্যক। সুতরাং একটী স্বতন্ত্র শ্রেণা নির্দিষ্ট হইল। ইহারই হস্তে ধর্ম্ম, নীতি ও জ্ঞান-রক্ষার ভার। এই শ্রেণীই ব্রাহ্মণ। ইহাঁরা রাজগণের প্রাড়্বিবাক এবং প্রজাদিগের ধর্ম্মশিক্ষক আচার্য্য। ইহাঁরা অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া ধর্ম্ম ও নীতি প্রচার করিবেন এই জন্য ব্যবস্থা আছে যে ইহাঁদের জীবিকা সাধারণের হস্তে। এখনও যে অধ্যাপক ব্রাহ্মণেরা দান-মানে পূজিত হইয়া থাকেন তাহাও সেই চিরন্তনী রীতি। যাহাই হউক, এক সময়ে এই ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেরা সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। এক্ষণেও ইউরোপে সভ্যতার উজ্জ্বল দিবালোকে কোম্‌তের ন্যায় দর্শনকার রাজা ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী এইরূপ একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীর আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা ভারতবর্ষেরই চিন্তা-প্রসূত ফল। ধ্রুব যখন বিমাতার সগর্ব্ব বাক্যে রাজ-প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন তখন তিনি ত একটী সামান্য প্রজা—একটী অত্যাচার-পীড়িত ক্ষুব্ধ প্রজা। সুতরাং তৎকালে প্রজাবৎসল ব্রাহ্মণের উপস্নেহ আকর্ষণ করা ভিন্ন তাঁহার আর কি করিবার আছে। পার্থিব ও পারমার্থিক সকল তত্ত্বই ব্রাহ্মণদিগের আয়ত্ত। ইহাঁরা ধ্রুবের অকাল-বৈরাগ্য উপস্থিত দেখিয়া অগ্রে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের উপদেশ দেন।

ধর্ম্মভাব মনুষ্য-সমাজের উন্নতি ও সুখ-বৃদ্ধির মূল। ইতিহাস তাহাই প্রমাণ করিতেছে। সুতরাং যিনি মনুষ্যকে এই ভাব দিয়াছেন, তিনি যে পৃথিবীর উন্নতি ও সুখ-বৃদ্ধি চান তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন্ অবস্থা মনুষ্যের যোগ্য, কোন্ অবস্থা ঈশ্বরের এই সর্ব্ববিজয়ী ইচ্ছার অনুকূল, অগ্রে তাহার বিচার আবশ্যক। ধর্ম্মদর্শী ভগবান্ মনু মনুষ্যের চারিটি অবস্থা বা আশ্রম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন,—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য কেবল শিক্ষার জন্য, ইহা কার্য্যের অবস্থা নহে। তৃতীয় ও চতুর্থ এই দুইটী আশ্রমে কেবল ঈশ্বরেরই সহিত সম্বন্ধ, ধর্ম্মানুশীলন ও ধর্ম্মসাধন ভিন্ন ইহাতে আর কিছুই নাই। দ্বিতীয় আশ্রমটি সামাজিক;

ব্রহ্মচর্য্যে যাহা শিক্ষা হয় এই আশ্রমে কেবল তদনুযায়ী কার্য্য। এই ত গেল চারিটি আশ্রম। এক্ষণে ইহার মধ্যে কোন্‌টী উৎকৃষ্ট? এস্থলে মনু কহিয়াছেন,

যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব জন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥
যস্মাৎ ত্রয়োপ্যাশ্রমিণোজ্ঞানেনান্নেন চান্বহং।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥

যেমন জীবনের প্রতি বায়ু কারণ, সেইরূপ অন্যান্য আশ্রমীর জীবিকা-লাভের প্রতি গৃহী কারণ। গৃহী জ্ঞান ও অন্ন দ্বারা প্রতিনিয়ত তিন আশ্রমকে পোষণ করেন এই জন্যই গৃহস্থাশ্রম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং মনুর অভিপ্রায় অনুসারে গৃহস্থাশ্রম সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কেবল ধর্ম্মভাবে উন্মত্ত থাকা অপেক্ষা এই বিশাল সংসারকে ঈশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক সেবা করা মনুষ্যের উৎকৃষ্ট অবস্থা, মনুর এইই অভিপ্রায়। তিনি গৃহস্থের পক্ষে যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন তন্মধ্যে ব্রহ্মযজ্ঞ, হোম ও বলিকর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্মাংশ অনেকটা দেখা যায়, কিন্তু গৃহী কেবল ধর্ম্মাংশ টুকু পালন করেন বলিয়াই শ্রেষ্ঠ নন, তাঁহার শ্রেষ্ঠতা পরোপকারে,ঈশ্বরের প্রিয় সংসারের চরণ-সেবায়। মনু পরশ্লোকে কহিয়াছেন,

স সন্ধার্য্যঃ প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখং চেহেচ্ছতা নিত্যং যোঽধার্য্যোদুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ॥

যিনি পারত্রিক অক্ষয় স্বর্গ এবং ঐহিক সুখ ইচ্ছা করেন তিনি সর্ব্ব প্রযত্নে গৃহস্থাশ্রম পালন করিবেন; কিন্তু যিনি অজিতেন্দ্রিয় তাঁহার পক্ষে এ আশ্রম নির্দিষ্ট হয় নাই। উৎকৃষ্ট কার্য্যেরই উৎকৃষ্ট পুরস্কার, এই জন্য পরোপকারী গৃহস্থের স্বর্গসুখ নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই শ্লোকে আর একটী গূঢ় কথা আছে। ইন্দ্রিয়গণকে দমন না করিলে গৃহস্থ হওয়া যায় না; ইহার তাৎপর্য্য এই যে,স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থকে উৎকৃষ্ট না জানিলে তিনি সামাজিক নন,অথবা তিনি সমাজের শুভাভিপ্রায় সম্পাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম। বর্ত্তমান দার্শনিক কোম্‌তেরও এই মত। তিনি বলেন,যে স্বার্থকে খর্ব্ব করিয়া পরার্থকে অধিকতর শক্তি না দিলে মনুষ্য-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি কখনই হইতে পারে না। তবে তিনি ঈশ্বর ও ধর্ম্মে উদাসীন, তাঁহার মতে কেবল সামাজিকতা বা পরোপকারই ধর্ম্ম; কিন্তু মনু ধর্ম্মাংশের সহিত যোগ রাখিয়া সামাজিকতাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, যে আশ্রমে থাকিলে সামাজিকতা রক্ষা হয় তাহাই গার্হস্থ্য। ইহা সর্ব্বপ্রধান আশ্রম। ইহাতে বৃদ্ধ পিতা মাতাকে জীবন্ত দেবতা বোধে শ্রদ্ধা ভক্তি করা যায়; প্রেমময়ী ধর্ম্ম-পত্নীর মূর্চ্ছিত হৃদয়ের রসায়ন-স্বরূপ পবিত্র প্রীতি অনুভূত হয়; বালকের মুগ্ধ মধুর বাক্য এবং রক্তোষ্ঠ-বিলীন অর্দ্ধস্ফুট হাস্য মনে স্বর্গসুখ আনিয়া দেয়; দীন হীন নিরন্নের সহিত মুখের গ্রাস বিভাগ করিয়া অপূর্ব্ব ধর্ম্ম সঞ্চিত হয়, ধর্ম্মাক্ত-কলেবর পথশ্রান্ত অতিথির-জন্য দ্বার উন্মুক্ত থাকে; স্বজনবাৎসল্য ও মিত্রতা চরিতার্থ হয় এবং পশুচর্য্যার আনন্দ লব্ধ হইয়া থাকে। ফলত ঈশ্বর মনুষ্যকে যে সমস্ত মনোবৃত্তি দিয়াছেন এই আশ্রম তাহার উপযুক্ত এবং মনুষ্যের ধর্ম্ম-নীতি এই আশ্রমেই সম্পূর্ণ চরিতার্থ হয়। এই জন্য জ্ঞান-শিক্ষার পরই গার্হস্থ্য-বিধান।

অরণ্যবাসী ঋষিরা ধ্রুবকে সর্ব্বাগ্রে গার্হস্থ্য ধর্ম্মরক্ষায় অনুরোধ করেন; কিন্তু ধ্রুব তাঁহাদের বাক্যে অনুমোদন না করিয়া এই কথা কহিলেন, আমার পিতাও যে পদ প্রাপ্ত হন নাই আমি তাহারই অভিলাষী। এস্থলে একটী উচ্চ ভাব প্রচ্ছন্ন আছে। পৃথিবীতে পিতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান "খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা" পিতা আকাশ হই-

তেও উচ্চ। পিতাও যে পদ পান নাই তাহা কতদূর উচ্চ। মনুষ্য যতটুকু মনে করে ঠিক্ ততটুকু কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না। এজন্য তাহার আদর্শ সর্ব্বোচ্চ হওয়া অবশ্যক। আমরা একেই ত অপূর্ণ, তাহাতে আবার যদি অপূর্ণ আদর্শ আমাদের নিয়ামক হয়, তাহা হইলে সমুচিত উন্নতি দূর-পরাহত হইয়া যায়। এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরকে আদর্শ করিতে উপদেশ দেন। এই উপাখ্যানাংশে প্রচ্ছন্ন ভাবে সেই উচ্চ আদর্শেরই উপদেশ আছে।

পরে ধ্রুবের যোগশিক্ষা হইল। তিনি যোগী হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিলেন। এই স্থানে কতকগুলি বিকট হিংস্র-মূর্ত্তির অবতারণা করা হইয়াছে। যাঁহারা বিদ্বেষ-দৃষ্টিতে পুরাণাদি হিন্দুশাস্ত্রকে দেখেন, তাঁহারা ঐ রৌদ্র ও বীভৎস-মিশ্রিত অংশকে কুসংস্কার-দোষে দূষিত বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু বাস্তব উহা উপেক্ষার বিষয় নহে। উহা একটী অভ্রান্ত সত্য। মনুষ্যের ইচ্ছা মঙ্গল, কিন্তু কার্য্যকালে অন্তর্জগৎ তাহার বিরোধী হয়। প্রত্যেকেই পরীক্ষা কর, প্রত্যেকেই অন্তরে দেবাসুর-সংগ্রাম দেখিতে পাইবে। একবার অসুরেরা সগর্ব্বে মস্তক তুলিতেছে, আবার দেবতারা বিজয়-নিশান উড়াইতেছেন। এই দুর্জয় প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব যুদ্ধের নিকট কবি-কুল-তিলক বাল্মীকির লঙ্কা-সমর এবং ভারতের জীবিত-সর্ব্বস্ব ব্যাসের কুরু-ক্ষেত্রে কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধ কোথায় আছে। বস্তুত সকলেরই হৃদয় মন্দরক্ষুভিত সমুদ্রবৎ আলোড়িত। এক একটি তরঙ্গে ধৈর্য্য ত্রুটিত হইতেছে, এক একটি তরঙ্গে শান্তি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে। মনুষ্যের এই ত অবস্থা। সে কোন সাধু ইচ্ছা করিলে তাহার প্রবৃত্তি প্রতিকূল ভাবে দণ্ডায়মান হয়; তাহাকে বাধা দেয়, বিঘ্ন দেয়, এক এক বার যেন রসাতলে চূর্ণ করিয়া ফেলে। ধ্রুবের নিকট সেই সমস্ত মায়াবিনী দুষ্প্রবৃত্তি উপস্থিত। উহাদের ইন্দ্রজাল উচ্ছেদ করা সুকঠিন। উহারা কখন বাৎসল্যে সর্ব্বাঙ্গ শীতল করে, কখন বা বিভীষিকায় অবসন্ন করিয়া ফেলে। ফলত চিত্তের এইরূপ বিক্ষেপ যোগ-সাধনের প্রথম অবস্থা। ইহা সকলেরই ঘটিতে পারে, ধ্রুবেরও ঘটিয়াছিল। মনুষ্য সহস্র প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অচলপ্রতিষ্ঠ পর্ব্বতের ন্যায় থাকিবে, এই ইহার উপদেশ।

এতক্ষণ হরি অন্তরে বিরাজ করিতেছিলেন এক্ষণে তিনি বাহিরে। ধ্রুব তাঁহাকে সম্মুখে দেখিলেন। সাধক প্রথম অন্তরে ঈশ্বরকে দেখে। যতই তাঁহার সহিত সহবাসের গাঢ়তা হয় ততই অন্তরের ন্যায় তাঁহাকে বাহিরেও দেখে। যখন প্রাণ একমাত্র সেই প্রাণারাম ভিন্ন আর কিছুতেই আরাম পায় না তখন সকল সময়ে ও সকল কার্য্যে, শয়নে ও স্বপ্নে তাঁহাকে দেখিতে পায়, "স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ।" যোগ-সিদ্ধ ধ্রুব তাঁহাকে সম্মুখে দেখিলেন। দেখিয়া কহিলেন, "নাথ! জানি না কি বলিয়া তোমার স্তব করিতে হয়।" অনন্ত বিশ্বে যাঁহার পরিমাণ হয় না, ধূলিকণা-নির্ম্মিত জীবের কি সাধ্য যে তাঁহাকে জানিতে পারে। যিনি দেশ কালের অতীত, কীটানুকীট তাঁহাকে কিরূপে জানিবে। তাঁহার কৃপা ভিন্ন তাঁহাকে জানিতে পারা যায় না। তাঁহার করুণা ভিন্ন হৃদয়ে ভক্তি ও মুখে প্রীতিপূর্ণ অগ্নিবৎ স্তুতিবাদ আসিতে পারে না। তিনি নিজে না জানিতে দিলে মনুষ্যের ক্ষুদ্র পরিমিত জ্ঞান তাঁহাকে কি রূপে জানিবে, যেস্মে তু জানায়া অহি জানে*।

---

* নানক।

Registerd No 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প
তৃতীয় ভাগ
আশ্বিন ১৭৯৯ শক

৪১০ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৮

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্‌ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আমরা কাহার সামগ্রী ?

আমরা কাহার সামগ্রী ? আমরা দেখিতেছি যে, আমরা কখন আপনা হইতে হই নাই। আমাদিগকে অবশ্য এক জন সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে শরীর দিয়াছেন, মন দিয়াছেন, আত্মা দিয়াছেন; তিনি আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছেন, বল দিয়াছেন, জ্ঞান দিয়াছেন। তিনি আমাদিগের সম্বন্ধে ঘটনা সকল বিধান করিতেছেন। তিনি আদেশ করিলেই আমাদিগকে তৎক্ষণাৎ এই মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। যিনি আমাদিগের এরূপ হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, আমরা তাঁহারই সামগ্রী। তাঁহার সহিত আমাদিগের যেরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ এমন কাহারও সহিত নহে। ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনায় পৃথিবীর মনুষ্য সকল আমাদিগের কেহই নহে। ইহাদিগের সহিত অদ্য সম্বন্ধ আছে, কিছু দিন পরে মৃত্যু হইলে তাহাদিগের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। হায়! যাঁহার সহিত আমাদিগের এরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, তাঁহাকে একবারও স্মরণ করি না! আমরা কি মূঢ়! তিনি সর্ব্বদা আমাদিগকে বিবিধ প্রকারে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি বাহ্য জগৎ দ্বারা সর্ব্বদা আমাদিগকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। শুভ্রবর্ণ উষা, রক্তবর্ণ তরুণ অরুণ, অস্তকালের সূর্য্যের রাজশোভা, কনককুচি তারাগণ, রমণীয় পূর্ণচন্দ্র, ঘননীল সাগরবর, তুষারাবৃত মহোচ্চ পর্ব্বত, সকলই আমাদিগকে তাঁহার দিকে লইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু, তাহাদিগের কথা আমরা শ্রবণ করি না। তিনি অন্তর্জগৎ দ্বারা আমাদিগকে তাঁহার দিকে সর্ব্বদা আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা কোন বস্তু হইতে তৃপ্তি-সুখ লাভ করিতে সমর্থ হই না। ধন, মান, যশ কিছুই আমাদিগকে তৃপ্তি-সুখ আনিয়া দিতে পারে না। কোন মর্ত্ত্য পদার্থের প্রতি প্রীতি-বৃত্তি নিয়োজিত হইয়া প্রীতির সার্থকতা হয় না। ঈশ্বর ব্যতীত কেহ আমাদিগকে তৃপ্তিসুখ প্রদান করিতে পারে না! ঈশ্বর ব্যতীত কেহ আমাদিগের প্রীতি-বৃত্তি সার্থক করিতে পারে না। অন্তর্জগৎ সর্ব্বদা এইরূপে তাঁহার দিকে, আমাদিগকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু অন্তর্জগৎ অহরহ আমাদিগকে যে উপদেশ

প্রদান করিতেছে তাহা আমরা শুনিয়াও শুনি না। কেবল বাহ্য জগৎ ও অন্তর্জগৎ যে আমাদিগকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে এমৎ নহে, বিশেষ ঘটনা সকল আমাদিগকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। মনুষ্য যখন ইন্দ্রিয়-স্বখে নিমগ্ন থাকে, ঈশ্বর ও পরকালের বিষয় আদোবেই ভাবে না, তখনও তাহার আত্মা এক একবার চমকিত হইয়া উঠে, মনে করে মর্ত্ত্য লোকে আসিয়া কি করিতেছি ও কি করিলাম, কিন্তু আত্মার এই প্রকার চমকিত ভাব ক্ষণিক, তাহা পরক্ষণেই আমোদ-কোলাহলে বিলীন হইয়া যায়। আত্মার সেই চমকিত ভাব ঈশ্বরের দিকে তাহাকে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় না। মনুষ্য যখন পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হয় এবং অনুতাপরূপ বৃশ্চিক তাহার আত্মাকে দংশন করিতে থাকে তখন সে অতিশয় যাতনা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ক্রমাগত দংশন করাতে আর সেরূপ যাতনা বোধ হয় না। অনুতাপের যাতনাও ঈশ্বরের দিকে মনকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্য হঠাৎ কোন বিপদে পড়িলে ঈশ্বরকে স্মরণ করে, তাহার ইন্দ্রিয়-স্বখাসক্তি ও পাপ-প্রবৃত্তি সকল কিছু কালের জন্য দমন হয় কিন্তু আবার সে যখন সম্পদাবস্থাতে আরোহণ করে তখন সে আবার ইন্দ্রিয়-স্বখের প্রলোভন দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হয়।

যিনি আমাদিগের স্রষ্টা ও পাতা ও নানা প্রকারে আমাদিগকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, আমরা কি তাঁহার নিকটে গমন করিব না? তিনি বিবিধ প্রকারে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, আমরা কি সে আহ্বান শ্রবণ করিব না? আমরা যাঁহার সামগ্রী তাঁহার বশম্বদ হইব না এ কি কথা? তাঁহার সঙ্গে বিবাদ করিয়া আমরা কি প্রকারে চিরকাল থাকিতে পারি? তিনি একদিকে আমাদিগকে টানিতেছেন, আর দুষ্প্রবৃত্তি সকল অন্য দিকে টানিতেছে, এ প্রকার ভাব আর কত দিন চলিবে? তাঁহার সঙ্গে শান্তি সংস্থাপন না করিলে আমাদিগের উপায়ান্তর নাই। কোন্ দিন আমরা এই কথা বলিতে সমর্থ হইব যে, "তাঁহার মধ্যে ও আমার মধ্যে অদ্য শান্তি সংস্থাপিত হইল এই দেখিয়া স্বর্গস্থ দেবতারা উৎসব করিতেছেন।"

আমরা যাঁহার সামগ্রী শুদ্ধ তাঁহার বশম্বদ হইলে হইবে না, তাঁহাকে একেবারে আত্মার্পণ করা কর্ত্তব্য। আমরা যাঁহার সামগ্রা তাঁহাকে আমাদিগের এই কথা বলিবার কি অধিকার আছে যে, তুমি এইটি ন্যায় করিতেছ, এইটি অন্যায় করিতেছ? তিনি যাহা করিতেছেন তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। সেই মঙ্গলময় পিতা যাহা করিতেছেন তাহা মঙ্গলের জন্য করিতেছেন এই বিশ্বাস অবলম্বন পূর্ব্বক সংসার-সমুদ্রের বিষম হিল্লোল মধ্যে অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকা কর্ত্তব্য। তাঁহার ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ান থাকিলে পরিবর্ত্তনশীল সংসারে স্থির-চিত্ত থাকা যায়, নতুবা অন্য কোন প্রকারে থাকা যায় না।

বেদান্ত দর্শন।

(৪০৯ সংখ্যক পত্রিকার ৮৩ পৃষ্ঠার পর)

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ। ১।
ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ। ২।
শমদমাদি সাধনসম্পৎ। ৩।
মুমুক্ষুত্বং। ৪।

যখন মানবের বুদ্ধি হইতে সংসারের সমুদয় বস্তুরূপ জঞ্জাল অনিত্য জ্ঞানে দূরীভূত হইয়া বুদ্ধি নিত্য পরব্রহ্মকে আশ্রয় করে তখন সেই বুদ্ধিকে "নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক"

বলে। মনুষ্য যে ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া, ঐহিক স্বখভোগে বিরত হন ও পরলোকে স্বর্গ-ভোগের বাসনা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরে মগ্ন হন সেই ভাবের নাম "ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগ।" যে পরম সম্পৎ লাভ হওয়াতে মনুষ্যের মতি সংসারের বিষয় সকল হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়া, পরমেশ্বরের কথা শ্রবণে মননে নিদিধ্যাসনে উৎসাহিত হয় তাহাকে "শম" বলে। যে সম্পদের প্রভাবে মনুষ্য চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণকে বহির্বিষয় হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক তত্ত্বকথা শ্রবণাদিতে একনিষ্ঠ হয় তাহার নাম "দম"। তদ্রূপে আকর্ষিত ইন্দ্রিয়গণকে আর বহির্বিষয়ে মুগ্ধ হইতে না দিয়া ব্রহ্মৈকনিষ্ঠাকে প্রতিষ্ঠা করাকে "উপরতি" কহে। জীব যখন একান্তে তদ্রূপে ব্রহ্মনিষ্ঠ হন, তখন শীত, উত্তাপ, বায়ু, বিদ্যুৎ প্রভৃতিতে মূঢ়ের ন্যায় কাতর হন না। এই রূপ তদবস্থানুযায়ী সহিষ্ণুতাকে "তিতিক্ষা" কহে। এই রূপে যে ঐকাগ্রতা সম্পূর্ণ রূপে বিক্ষেপশূন্য হইয়া ব্রহ্মকে ধারণ করে তাহার নাম "সমাধান"। কিন্তু মনেতে সন্দেহ ও তর্ক থাকিলে ঐরূপ সংযম সম্ভব নহে। অতএব বেদান্ত ও আচার্য্য-বাক্যে অবিচলিত বিশ্বাস উহার অঙ্গ। সেই বিশ্বাসকে "শ্রদ্ধা" কহে। এই শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধাকে সাধারণতঃ "শমদমাদি" কহে। আর ব্রহ্ম-লাভের ব্যাকুলতার নাম "মুমুক্ষুত্ব" কি না মোক্ষ-ইচ্ছা। এতাবতা নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক, ইহামুত্রার্থফলভোগ-বিরাগ, শমদমাদি ও মুমুক্ষুত্ব চিত্তশুদ্ধির এই চারি প্রকার বিভাগকে "সাধন চতুষ্টয়" কহে। ইহাদের কোন একটির অভাব থাকিলেই সংসার, তর্ক, বা ফলকামনা তাহার স্থান গ্রহণ করিবে। তাদৃশ চিত্ত শুদ্ধচিত্ত নহে। শুদ্ধচিত্তে বিষয়-মলা স্থান পায় না। তাহা কেবল ব্রহ্মেরই জিজ্ঞাসু। শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য শারীরক সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,

"তেষু হি সৎস্থ প্রাগপিধর্ম্মজিজ্ঞাসায়া ঊর্দ্ধঞ্চ শক্যতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসিতং জ্ঞাতুঞ্চ ন বিপর্য্যয়ে।"

এই সকল সাধন-চতুষ্টয়-বিশিষ্ট চিত্তশুদ্ধি হইলেই, ধর্ম্ম* জিজ্ঞাসা হউক বা না হউক, দেবও পিতৃক্রিয়া প্রভৃতি সাধন থাকুক বা না থাকুক ব্রহ্মজিজ্ঞায় অধিকার জন্মে। তাদৃশ চিত্ত-শুদ্ধি ভিন্ন ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয় না।

"তস্মাদথশব্দেনযথোক্তসাধনসম্পত্ত্যানন্তর্য্যমুপদিশ্যতে।"

অতএব যথোক্ত সাধন-সম্পত্তি নামক চিত্তশুদ্ধিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু। তাহারই অনন্তর ব্রহ্মসাধন হইয়া থাকে। যাগ যজ্ঞের বা দেবার্চ্চনার অনন্তর নহে। এই উদ্দেশ্যে মহর্ষি বেদব্যাস সূত্রে "অথ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। "অতঃ" শব্দের অর্থ "হেতু"। কিসের হেতু? না ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু। চিত্ত-শুদ্ধির ঐরূপ আনন্তর্য্যই উহার হেতু। স্বতরাং ঐ আনন্তর্য্যেতেই হেতু সম্বলিত আছে। অতএব ইহা নিশ্চয় হইল যে, চিত্তশুদ্ধিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু। কিন্তু "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" বাক্যের তাৎপর্য্য কি? তাহার মীমাংসা করিতেছেন। "জ্ঞাতুমিচ্ছা জিজ্ঞাসা" জ্ঞানের ইচ্ছাকে জিজ্ঞাসা বলে। কেন সর্ব্বত্যাগী হইয়া লোকে ব্রহ্মজ্ঞানলাভে ইচ্ছুক হয়? ইহার উত্তর এই যে, মনুষ্যের আত্মা এ সংসারে কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। তিনি পুত্র কন্যা দাসদাসী পরিবৃত ও রাশীকৃত-সম্পত্তি-সম্পন্ন হইয়া সংসার-ভোগেও স্বখী হন না। তাঁহাকে ধর্ম্ম কর্ম্মের ফলস্বরূপ স্বরপুরী হইতে হিরণ্যগর্ব্ভ-লোক পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর স্বর্গ ভোগের আশা প্রদর্শন কর,

---

* ধর্ম্ম শব্দের অর্থ এস্থলে কর্ম্মকাণ্ড।

হয় ত তিনি যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী মৈত্রেয়ীর ন্যায় কহিবেন,

"যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি।"

যে ধনের দ্বারা আমার মুক্তি হইবে না, অমৃতত্ব লাভ হইবে না, তাহা লইয়া কি করিব; অতএব মুক্তির সাধন যাহা আপনি জানেন তাহা আমাকে বলুন—অথবা তিনি নচিকেতার ন্যায় বলিয়া উঠিবেন "নাবিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ" বিত্তেতে মনুষ্যের তৃপ্তি হয় না। অতএব ব্রহ্মই পরম পুরুষার্থ। ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা

"নিঃশেষসংসারবীজাবিদ্যাদ্যনর্থনির্ব্বহণাৎ"

অশেষ সংসার-বীজরূপ অবিদ্যা নিবারিত হয়। এই কারণে চিত্তশুদ্ধি-সম্পন্ন জীব নির্ম্মলা ভাগবতী মতির শরণাপন্ন হয়েন। বাল্যলীলা-জনক বাসনা সকল যেমন যৌবনে বিগত হয়, যৌবনের রসাভিলাষ প্রভৃতি বাসনা সকল যেমন প্রৌঢ়ে থাকে না, প্রৌঢ়ের ঘোরতর উপার্জ্জন-স্পৃহা যেমন বার্দ্ধক্যে হ্রাস হয়, সেই রূপ ইহকালে বা পরকালে জীবের বাসনা-লীলা-কলুষিত অবস্থার অন্ত হইলেই তাদৃশ সন্ন্যাসে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মজ্ঞানোপার্জ্জনে মতি জন্মিবে।

"তস্মাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসিতব্যং"

অতএব চিত্ত-শুদ্ধির অপরিহার্য্য ফলস্বরূপ ব্রহ্মই জিজ্ঞাসার বিষয় হইতেছেন। এস্থলে যদি কেহ এমত পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, চিত্তশুদ্ধির অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু এমত অনেক তত্ত্ব ও গুণ আছে যে, চিত্তশুদ্ধির পরই তৎসমূহের বিচার ও সাধন না করিলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উত্তমরূপে আরম্ভ হয় না। এ কথার উত্তর এই যে, ইহজন্মে বা পূর্ব্বজন্মে সে সকল বিচার ও সাধন হইয়া গিয়া চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে ইহাই বুঝিতে হইবে। সে জন্য যথোক্ত নির্ম্মলচিত্তে যখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আরম্ভ হয় তখন তন্মধ্যে সকল তত্ত্বের সিদ্ধান্ত ও সকল গুণের সাধন-ফল ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অন্তরঙ্গ-রূপে সামান্যত সংস্কারবৎ নিহিত থাকে। সুতরাং বিশেষ রূপে তত্ত্ববিচারে সে সকল গুণ-সাধনে আর ইচ্ছা হয় না। শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন,

"প্রধানপরিগ্রহে তদপেক্ষিতানামপ্যর্থাক্ষিপ্তত্বাৎ। ব্রহ্ম হি জ্ঞানেনাপ্তুমিষ্টতমত্বাৎ প্রধানং।"

ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে ব্রহ্মই প্রধান—অতএব প্রধান বস্তু গৃহীত হইলে তদপেক্ষিত পদার্থ সকল তরঙ্গরূপে সুতরাং পরিগৃহীত হয়।

"তস্মিন্ প্রধানে জিজ্ঞাসাকর্ম্মণি পরিগৃহীতে যৈর্জ্জিজ্ঞাসিতৈর্ব্বিনা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতং ন ভবতি তান্যর্থাক্ষিপ্তান্যেবেতি পৃথক্ সূত্রয়িতব্যানি।"

সেই প্রধানকে জিজ্ঞাসার কর্ম্মণি বাচ্য রূপে গ্রহণ করিলে যে যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা ব্যতীত তাহা সম্পন্ন না হয় সে সমুদয় সহজেই গৃহীত হইবে। তাহার আর পৃথক গ্রহণের আবশ্যকতা নাই।

"তথা রাজাসৌ গচ্ছতীত্যুক্তে সপরিবারস্য রাজ্ঞো-গমনমুক্তং ভবতি তদ্বৎ।"

যেমন রাজা গমন করিতেছেন বলিলে রাজার ও পারিষদদিগেরও গমন বুঝায় তদ্রূপ। অতএব চিত্ত-শুদ্ধির অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যখন জীবেতে উপস্থিত হয় তখন প্রেম, ভক্তি, দয়া, দাক্ষিণ্য, সরলতা, সত্যবাদিতা, প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌গুণ এবং পঞ্চকোষ-বিবেক, ষট্‌চক্রনিরূপণ, সৃষ্টিতত্ত্বের বিচার প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান সেই জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তাহাদের পৃথক সাধনের প্রয়োজন করে না। এমনও বলিতে পার না যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে ব্রহ্মই বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্য বটেন কিন্তু ঐ সকল গুণ ও তত্ত্ব নিদানে স্বতন্ত্র ভাবে সামান্যরূপেও জিজ্ঞাস্য। এরূপ আশঙ্কা অকিঞ্চিৎকর। কেন না

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"

ইত্যাদি শ্রুতিতে একেবারেই কহিয়াছেন

"তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি"

যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয় তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর তিনি ব্রহ্ম। এতাবতা "অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রেতে কর্ম্মে ষষ্ঠী সমাসে একমাত্র ব্রহ্মই জিজ্ঞাসার বিষয়। তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই জিজ্ঞাস্য নহে। তদাশ্রিত অশেষ বস্তু-বিচারও প্রয়োজনীয় নহে। আর সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন শুদ্ধচিত্ত, সে জিজ্ঞাসার অধিকারোৎপাদক হইলেও তাহা তাহার অব্যর্থ অনুষঙ্গী। অতঃপর শঙ্করাচার্য্য আপনিই এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন,

"তৎপুনর্ব্রহ্ম প্রসিদ্ধমপ্রসিদ্ধং বা স্যাৎ, যদি প্রসিদ্ধং ন জিজ্ঞাসিতব্যং, অথাপ্রসিদ্ধং নৈব শক্যং জিজ্ঞাসিতুমিতি।"

যে ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে এত বিচার তিনি প্রসিদ্ধ কি অপ্রসিদ্ধ? এস্থানে "প্রসিদ্ধ" শব্দের অর্থ সিদ্ধত্ব, মুক্তত্ব, নিত্যত্ব, সদ্ভাবত্ব, সর্ব্বগতত্ব, প্রকাশকত্ব, কূটত্ব, সাক্ষিত্ব ইত্যাদি সর্ব্বত্র-সুলভ বা প্রাপ্তব্য ধর্ম্ম। আর 'অপ্রসিদ্ধ' শব্দের অর্থ উহারই বিপরীত। অতএব যদি ব্রহ্মকে প্রসিদ্ধ বল, তবে তাঁহার জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? আর অপ্রসিদ্ধ বলিলে জিজ্ঞাসাই অসম্ভব। শ্রুতিতে লক্ষণা-প্রয়োগে ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপ্তিত্ব দেখাইবার নিমিত্ত অনেক পদার্থকে ব্রহ্ম কহিয়াছেন। ব্রহ্ম শব্দে মনু, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, জীবাত্মা, শব্দ, মন্ত্র, অন্ন, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। বেদ ব্রহ্ম, সুর ব্রহ্ম, রাগ ব্রহ্ম, তাল ব্রহ্ম, কৃষ্ণ ব্রহ্ম, রাম ব্রহ্ম, ইন্দ্র ব্রহ্ম, বায়ু ব্রহ্ম, সূর্য্য ব্রহ্ম, বরুণ ব্রহ্ম, ইত্যাদি। সর্ব্বত্রে ভগবানের বিভূতি সামান্য বা বিশেষরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও সেই বিভূতির জিজ্ঞাসু না হইয়া লোকে ঐ সকল পদার্থকে পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করিতে পারে; তাহাতে তাঁহার অখণ্ডৈকরস-স্বরূপের সুতরাং প্রত্যক্ষানুভবযোগ্য প্রসিদ্ধ ভাবের জ্ঞান লাভ হয় না। বিশেষতঃ অদ্বয়-তত্ত্বজ্ঞান-বিরহিত ব্যক্তিরা প্রশ্ন করিতে পারেন যে, এই সকল ব্রহ্মের মধ্যে মানব কোন্ ব্রহ্মের জিজ্ঞাসু হইবেন? তদুত্তরে যদি উপরি উক্ত ব্রহ্মগণের মধ্যে কোন একটিকে নির্দ্দেশ করা যায়, তবে তাদৃশ ব্রহ্মের সিদ্ধত্ব, মুক্তত্ব, সদ্ভাবত্ব, নিত্যত্ব, সর্ব্বগতত্ব, কূটত্ব, সাক্ষিত্ব প্রভৃতি অপরোক্ষ ধর্ম্মের প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হইয়া তজ্জিজ্ঞাসায় অশ্রদ্ধা জন্মে। এই রূপ আশঙ্কার সমাধান এই যে "সর্ব্বস্যাত্মত্বাৎ" ব্রহ্ম সকলের আত্মারূপে প্রকাশমান আছেন। সুতরাং প্রসিদ্ধ। একথায় পুনঃ প্রশ্ন হইতেছে যে, যদি প্রসিদ্ধ তবে আবার জিজ্ঞাসার অর্থাৎ অন্বেষণের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই যে, যদিও তিনি অন্তরাত্মারূপে সামান্যতঃ সর্ব্বজীবে আছেন, যদিও সামান্যরূপে তিনি সকলের নিকটে জ্ঞাত আছেন, তথাপি

"ন তদ্বিশেষং প্রতি বিপ্রতিপত্তেঃ।"

সকলে তাঁহাকে বিশেষরূপে জানে না। তিনি আত্মারূপে জীবেতে না থাকিলে জীবের আত্মবুদ্ধি উপস্থিত হইত না। তিনি চিদাভাসরূপে জীবেতে মিশ্রিত থাকাতে জীব "আমি আছি" বলিয়া প্রত্যয় করে। জীবের সেই সহজাত আত্মবুদ্ধি সেই কূটস্থ ও চিদাভাস-স্বরূপ অন্তরাত্মার অধিষ্ঠানেই প্রতিষ্ঠিত আছে। শ্রুতিতে কহিয়াছেন,

"তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং।"

সেই পরমেশ্বর জীবের আত্মবুদ্ধির প্রকাশক। কিন্তু এই প্রকার সুলভ ও প্রসিদ্ধ মুখ্যাত্মারূপে তিনি জীবেতে অধিষ্ঠিত থাকিলেও তিনিই যে জীবের প্রকৃত আত্মা সে ভাবে বিশেষ রূপে তাঁহাকে সকলে

জানে না, কেন না কেহ দেহকে, কেহ ইন্দ্রিয়-শক্তিকে, কেহ মনকে, কেহ বুদ্ধিকে, কেহ বা এই সংসারী জীবাত্মাকে আত্মা কহে। কিন্তু যাঁহার অধিষ্ঠান বশত দেহেন্দ্রিয়াদি চেতনা-বিশিষ্ট হয়, মনোবুদ্ধি প্রভৃতি সঙ্কল্প-বিকল্পে, যুক্তি-নিশ্চয়ে পরিস্ফুট হয়, জীবাত্মাতে আত্মবুদ্ধি ও কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের উদয় হয়, যাঁহার অধিষ্ঠান না থাকিলে জীবাত্মা ক্ষণ কালও তিষ্ঠিতে পারিত না, তাঁহাকে আপনাতে আত্মারূপে প্রত্যক্ষ দর্শন করা বিশেষ জ্ঞানের কার্য্য। তিনি ঐ রূপে প্রসিদ্ধ থাকিলেও বিশেষ মতে তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। সেইরূপ জানার ইচ্ছাকে "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" বলে। যখন ইহামুত্রার্থ-ফলভোগ-বিরাগ প্রভৃতি চিত্তশুদ্ধি বশত দেহ প্রাণ অবধি জীবত্ব পর্য্যন্তে মমতা-রহিত হইয়া, মধুপানোন্মত্ত ভৃঙ্গের ন্যায় জীব সেই অন্তরাত্মার চরণ-সরোরুহ-ক্ষরিত মকরন্দ-পানে সকল কামনার পরিসমাপ্তি জ্ঞান করেন, তখনই তাঁহার ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আরম্ভ হয়। "ব্রহ্মই আমার আত্মা" এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানটি লাভের নিমিত্ত বেদান্ত-মীমাংসায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ঔচিত্য প্রতিপাদন করিয়াছেন।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"

ইত্যাদি শ্রুতিতে যে তাঁহাকে জগৎকর্ত্তা প্রভৃতি বলিয়াছেন সেরূপ ভাবে তাঁহাকে জানায় তিনি প্রত্যক্ষ হন না। সে জানায় তাঁহার যে জ্ঞান পওয়া যায় তাঁহা তাঁহার স্বরূপ ভাব নহে, লক্ষণ মাত্র। কিন্তু যখন অন্তরাত্মারূপে ঈশ্বরের পবিত্র জ্ঞান-জ্যোতিঃ আমাতে দেদীপ্যমান অনুভব করি, তখন আমি আমাতেই তাঁহার স্বরূপ এবং তাঁহাতেই আমার মুখ্য স্বরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন করি। এই প্রত্যক্ষ দর্শন লাভের নিমিত্তই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার আবশ্যক। উপরি উক্ত

"যতো বা ইমানীত্যাদি"

শ্রুতিতে প্রথমে তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মনিরূপণ করিয়া পশ্চাৎ "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব' তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর "রসোবৈ সঃ" তিনি "রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু" ইত্যাদি স্বরূপ লক্ষণে সমাহার করিয়াছেন। তাঁহাকে বিশেষরূপে জানা বা রসের ন্যায় অনুভব করাই তাঁহার স্বরূপ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান। তাহা জীব যত আপনাতে অনুভব করিতে ক্ষমবান হন, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে তত্ত্ব করিয়া অর্থাৎ তটস্থ লক্ষণে তত পান কি না সন্দেহ। অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া জীব আপনাতেই প্রত্যক্ষরূপে—স্বরূপে তাঁহাকে দর্শন করিবেন পূর্ব্বোক্ত "তটস্থ" ও শেষোক্ত "স্বরূপ-লক্ষণের" বিভিন্নতা প্রদর্শনার্থে ভগবান ব্যাস নিম্নস্থ সূত্র উপস্থিত করিতেছেন।

ধর্ম্মশূন্য সাহিত্য।

ধর্ম্ম হইতেই প্রথমে সাহিত্যের উৎপত্তি হয়। কোন দেশে কবিতা যখন অর্দ্ধস্ফুট বাক্যে কথা কহিতে থাকে তখন তাহার রচিত বন্দনা ও স্তোত্র ঈশ্বরের চরণেই সমর্পিত হয়। কবিতার শৈশবাবস্থায় ধর্ম্ম-সঙ্গীত সকল রচিত হইতে থাকে, তৎপরে অন্যান্য প্রকার কবিতা রচিত হয়। অন্যান্য প্রকার কবিতা পরে রচিত হউক কিন্তু কবিতার প্রাণ ধর্ম্ম। বিখ্যাত মেকলে সাহেব বলিয়াছেন যে, ইংরাজি কবি শেলী নাস্তিক হইয়াও কবিতা লেখার সময় অত্যন্ত আস্তিকতা প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্ম্মশূন্য কবিতা কবিতাই নহে। সকল বস্তুতে কবিত্ব আছে। সূর্য্য চন্দ্রাদি নৈসর্গিক প্রত্যেক পদার্থ কবিত্ব-পূর্ণ। বসন্তাদি প্রত্যেক ঋতু কবিত্ব-পূর্ণ। শৈশব, কৈশোর, যৌবন প্রভৃতি মানব জীবনের প্রত্যেক কাল কবিত্ব-পূর্ণ।

আশা, ভরসা, প্রীতি, স্নেহ প্রভৃতি মানব মনের প্রত্যেক ভাব কবিত্ব-পূর্ণ। সকল বস্তুতে কবিত্ব আছে। কিন্তু দুইটী বস্তুতে নাই; সেই দুটী বস্তু নাস্তিকতা ও পাপ। পাপের ত কথাই নাই; নাস্তিকতাও অত্যন্ত প্রফুল্লতা-হীন ও কবিত্ব-শূন্য। ধর্ম্ম কি কবিত্ব-পরিপূর্ণ! "জ্যোতি ও সৌন্দর্য্যের আধার, মঙ্গল-স্বরূপ পূর্ণ পুরুষের অস্তিত্ব, ঈশ্বর-প্রীতি, হৃদয়ে সেই পরম সুহৃদের বর্ত্তমানতা, আত্মার অশেষ উন্নতি, ও এক উৎকৃষ্ট সুশোভন লোক হইতে অন্য উৎকৃষ্টতর ও শোভনতর লোকে গমন, মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব, এই সকল ভাব অপেক্ষা কবিত্ব-পূর্ণ ভাব আর কোথায় পাওয়া যাইবে *? আস্তিকতা যেমন কবিত্ব-পূর্ণ, নাস্তিকতা তেমনি কবিত্ব-শূন্য। মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর নাই, জগৎ কেবল অন্যায় নিষ্ঠুরতা ও অমঙ্গলের আগার, মৃত্যু একেবারে বিনাশ, আশা নাই, ভরসা নাই, আত্মা রূপ তরণীর নোঙড় নাই, ইহা অপেক্ষা আনন্দ-শূন্য, কবিত্ব-শূন্য ভাব আর কি হইতে পারে? কবিতার সঙ্গে, সাহিত্যের সঙ্গে নাস্তিকতার কোন মতে মিল হইতে পারে না। নাস্তিকতা কেবল কবিত্ব-শূন্য হইলেও তত ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তাহা লোক-সমাজের অত্যন্ত অনিষ্টকর। লোক-সমাজের ভঙ্গ নিবারণার্থ নীতি সেতু-স্বরূপ হইয়াছে ইহা সকল নাস্তিক ও সংশয়বাদী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস যদি না থাকে, তবে নীতির বন্ধন অতিশয় শিথিল হইয়া পড়ে। সূত্রে যেমন রত্ন সকল গ্রথিত থাকে সেইরূপ নীতিরূপ রত্ন সকলের সূত্র ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস। রত্ন সকল যেমন সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তাহাদিগের পরস্পর কোন সম্বন্ধ থাকে না, সেইরূপ ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস হইতে নীতি সকল বিযুক্ত হইলে সে সকলের কিছুমাত্র বন্ধন থাকে না। শাক্যসিংহ, হিউম্, লাপ্লাস্ প্রভৃতি এক একটী বিশেষ বিশেষ নাস্তিক বিশুদ্ধ-চরিত্র থাকিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ লোক নাস্তিক হইলে লোক-সমাজের আর মঙ্গল নাই। মনুষ্য লোক ও রাজশাসন-ভয়ে কোন কোন কুকর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে পারে বটে, কিন্তু যে কুকর্ম্ম সে গোপনে করিতে পারে, যে কুকর্ম্ম লোকের কোন প্রকারে জানিবার সম্ভাবনা নাই, ধর্ম্মের শাসন ব্যতীত লোকে এমন সকল কুকর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিবে এমৎ কখনই হইতে পারে না। যাঁহারা নাস্তিকতা প্রচার করিবার জন্য ব্যস্ত তাঁহাদিগের গম্ভীর ভাবে এই সকল যুক্তি পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। আমরা মনুষ্যের মতের স্বাধীনতা সঙ্কোচনের পক্ষ নহি। যে সকল সরল-চিত্ত সত্যানুরাগী কিন্তু কৃপাযোগ্য ব্যক্তি ধর্ম্মানুসন্ধান করিয়া দুর্ভাগ্য ক্রমে পরিশেষে নাস্তিকতায় উত্তীর্ণ হয়েন, তাঁহাদিগের স্বাধীনতা নিরোধ করিতে আমরা ইচ্ছুক নহি। কিন্তু তাঁহাদিগের নিকট বিনীত ভাবে এই প্রার্থনা যে, তাঁহাদিগের মত হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলে ভাল হয়। মনের কথা মনে রাখিলে ভাল হয়, আর প্রচারের আবশ্যকতা নাই। ঐ সকল মত প্রচার করিলে লোক-সমাজের অত্যন্ত অনিষ্ট সাধন করা হয়। সিসিরো নামক রোমক্ জ্ঞানী বলিয়াছেন "পরকালে বিশ্বাস যদ্যপি ভ্রম হয়, তথাপি এ ভ্রমকে আমার হৃদয়ে পোষণ করিতে দেও। তোমাকে অনুনয় করি এমন শুভকর সুখকর ভ্রম আমার নিকট হইতে অপহরণ করিয়া লইও না।" আমরা

* ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা।

উপরে যাহা কোমল ভাষায় বলিলাম তাহা সরল-চিত্ত, সত্যানুরাগী নাস্তিক ও সংশয়-বাদীদিগের প্রতি প্রযোজ্য। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি দর্শন শাস্ত্রের কিছুই বুঝেন না, যাঁহারা প্রকৃত বিদ্বান না হইয়া বিদ্যার খ্যাতি লইবার জন্য নাস্তিবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক ঐ অনিষ্ট-কর মত প্রচারে যত্নবান হয়েন তাঁহাদিগের আচরণ কত দূষণীয়, কত নিন্দনীয়, তাহার গণনা করা যায় না।

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বর্ত্তমান কালে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে নাস্তিবাদ ও সংশয়বাদ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এক্ষণকার কোন কোন সাময়িক পত্রিকা এই নাস্তিবাদ ও সংশয়বাদে পরিপূর্ণ। সে পত্রিকা গুলি ডারউইন, কোমত্, ও মিলের একটি অপূর্ব্ব চড়্চড়ি বলিলে হয়। ইউ-রোপে এক্ষণে যত প্রকার বীভৎসাকার সং-শয়বাদ সমুৎপন্ন হইতেছে তাহা বঙ্গদেশের শিক্ষিত ব্যক্তির মনোরূপ অনুকূল স্থানে বিলক্ষণ আশ্রয় পাইতেছে। এই নাস্তিবাদ ও সংশয়বাদ কেবল সাময়িক পত্রিকায় আ-শ্রয় লইয়াছে এমৎ নহে; উহা গদ্য ও পদ্য গ্রন্থে ক্রমশঃ প্রবেশ করিতেছে। "উদ্ভ্রান্ত প্রেম" নামক একটী গদ্য গ্রন্থ বর্ত্তমান কা-লের সাহিত্য গ্রন্থ মধ্যে একটী প্রধান গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ঐ গ্রন্থটী গদ্যে লিখিত, কিন্তু উহার রচয়িতা একটী প্রকৃত কবি। কোন কোন সমালোচক বলেন যে, ইনি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপা-ধ্যায় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ও শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি বিখ্যাত লে-খকের দলভুক্ত হইতে পারেন। বস্তুতঃ তিনি এই প্রশংসার উপযুক্ত। তাঁহার সহ ধর্ম্মিণী-বিয়োগ জন্য তিনি ঐ গ্রন্থের ভিতর মধ্যে মধ্যে বিলাপের এক একটী যে তান উত্থিত করিয়াছেন তাহা অতিশয় মধুর ও প্রতিভাসূচক, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাহাতে তিনি ধর্ম্মর প্রতি বিলক্ষণ আঘাত করিয়াছেন। তাঁহার নাস্তিকতা তাঁহার কবি-ত্বের জ্যোতি অনেক পরিমাণে ম্লান করিয়াছে! তিনি ধর্ম্মের প্রতি যেরূপ আঘাত করিয়াছেন তাহাতে এই প্রকার বিলাপ লিখনে যদি আমাদিগের ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে আমরা ঐ আঘাত জন্য, ধর্ম্মের হইয়া, আর একটী বিলাপোক্তিপূর্ণ ঐরূপ গ্রন্থ প্রকাশ করিতাম। কিন্তু একশত বিংশতি পৃষ্ঠা বিলাপ লিখিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই, তজ্জন্য এই কার্য্য হইতে আমরা নিরস্ত হইলাম। তিনি যে সকল স্থানে ধর্ম্মের প্রতি আঘাত করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

"এ রচনার যে রচয়িতা, তিনি, হয় ইচ্ছা পূর্ব্বক জীবনকে দুঃখ দেন, নয় যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তাহা তিনি করিতে পারেন না—তিনি, হয় নিষ্ঠুর নয় অপূর্ণ। তাঁহাকে নিষ্ঠুর বলিতে ইচ্ছা না কর, বলিও না; কিন্তু তাহা হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার উপর এমন কিছু আছে যাহার প্রভাবে তাঁহার ইচ্ছা মাত্র কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। তিনি যে প্রভূত শক্তিমান, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তিনি সর্ব্বশক্তিমান নহেন*।"

"জগদীশ! তুমি না কি মানবের পিতা?—কিন্তু সন্তানের জন্য পিতার যে স্নেহ, তাহা তোমার কই? জগৎ সংসারে এত দুঃখ দিয়াছ কেন? বিরহশ্বাস দিয়া মানব-হৃদয় গড়িয়াছ কেন? কেবল রোদনের অভিনয় করিবার জন্য আমাদিগকে এই রঙ্গভূমিতে পাঠাইয়াছ কেন? তুমি দয়াময়। তুমি ইচ্ছাময়। তুমি সর্ব্বশক্তিমান। অন্যে কি ভাবে, জানি না; কিন্তু আমি ইহা বুঝিতে

* উদ্ভ্রান্ত প্রেম ২৪ পৃষ্ঠা।

পারি না। দয়া, ইচ্ছা, শক্তি, তবে সংসারে দুঃখ কেন? সংসারে যে দুঃখ আছে, তাহা ত আর কেহ অস্বীকার করিবেন না, সুতরাং ও-তিনটি কথাই ভুল। তিনি দয়া-ময় হইলে, আমরা যখন দুঃখের ভারে মরিয়া যাই, তখন অবশ্য আমাদের দুঃখ বিমোচনের ইচ্ছা করিবেন—নতুবা আর দয়া কি? দুঃখীর দুঃখ বিমোচনের ইচ্ছাই দয়া। সে ইচ্ছার প্রতিরোধ না থাকিলে অবশ্য তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে। ঈশ্ব-রের ইচ্ছার কোন প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে না, সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইবে। তাহা হয় না, মনুষ্যের দুঃখ ঘুচে না, যে যাহার ভিখারী সে তাহা পায় না, তাহাতেই বলি তিনি সে ইচ্ছা করেন না। তিনি কিসের দয়াময়? আর যদি তাঁহার ইচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের দুঃখ দূর হয় না, তবে তিনি কিসের ইচ্ছাময়? কিসের সর্ব্ব-শক্তিমান?" *

"নিরাকার ঈশ্বর, হাসিবার কথা,—দেহ-নিরপেক্ষ চৈতন্য জগতে কোথাও দেখি নাই; যতদিন না দেখিতে পাই ততদিন মানিব না। ইচ্ছাময় জগৎকারণ, মূর্খের কথা, এক কারণের একই কার্য্য; যে কারণ হইতে এই জগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেই কারণ হইতে অন্যরূপ সৃষ্টি অসম্ভব। সর্ব্বশক্তি-মান দয়াময় ঈশ্বর, বাতুলের কথা;—আপন আপন হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ। একটি জীব পৃথিবীতে আসিবে—সে মরিয়া যাইতে পারে, সে অকর্ম্মণ্য হইতে পারে, সে পৃথিবীর ভার মাত্র হইতে পারে, কিন্তু কেবল তাহার সংসার-প্রবেশের জন্য, অপর একটি উৎকৃষ্টতর জীবকে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। সে যাতনা নিবন্ধন কোন লাভ নাই, কোন আপদ নিরাকৃত হয় না, কোন উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় না, কাহারও সুখ বাড়ে না; কাহারও দুঃখ কমে না—তবু এই যম-যাতনা ভোগ করিতে হয়। নিরর্থক যাতনা দেওয়া যাহার অভিপ্রেত; সে নিষ্ঠুর, সে নির্দ্দয়।" †

গ্রন্থকর্ত্তা "যম-যাতনা ভোগ করিতে হয়" আপনার এই বাক্যের উপর এইরূপ নোট করিয়াছেন "যাহা কিছু জগতে ঘটে তাহাই অবশ্য ঈশ্বরের অভিপ্রেত। সন্তান-প্রসবের সময় স্ত্রীলোকের যে প্রসব-বেদনা হয়, তাহা ত ঈশ্বরের অভিপ্রেত। সে দারুণ যাতনা নিষ্প্রয়োজন, কেন না, তন্নিবন্ধন কোনই লাভ দেখা যায় না। নিষ্প্রয়োজনে ক্লেশ দেওয়া নিষ্ঠুরের কাজ, সুতরাং ঈশ্বর নিষ্ঠুর।" গ্রন্থ-কর্ত্তা এই স্থানে ইউরোপীয় ন্যায়-শাস্ত্রের হেতু, উপনয় ও নিগমন-সমন্বিত সিলজিজম্ খাটাইয়া যে সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়াছেন, তাহা দেখিলে এরিস্টটেল্ স্তম্ভিত হইতেন সন্দেহ নাই। একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকার একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকার কোন স্তম্ভের অণুপ্রমাণ বন্ধুর স্থানে স্থিত হইয়া সেই অট্টালিকার আকৃতি প্রকৃতি বিষয়ে মত দিবার যেরূপ অধিকার, গ্রন্থকর্ত্তারও সেইরূপ পৃথিবীতে স্থিত হইয়া জগৎরূপ অট্টালিকার বিষয়ে মত দিবার তেমনি অধিকার।

"আমাদের পাপের জন্যও ঈশ্বর আমা-দিগকে দায়ী করিতে পারেন না। আমাতে যাহা আছে, আমি ছাড়া সংসারে যাহা আছে, সব তিনি করিয়াছেন। এ হৃদয় তুমি গড়িয়াছ, এ সংসার তুমি গড়িয়াছ, হৃদয়ে সংসারে যে সম্বন্ধ তাহারও সংস্থাপক তুমি, তবে আমাদের পাপ কি? যদি পাপ থাকে তাহার দায়ী কে? তুমি না আমরা?" ‡ আহা! লেখক যদি এইরূপ নাস্তিকতা অবলম্বন না

* উদ্ভ্রান্ত প্রেম ৬২, ৬৩ পৃষ্ঠা

† উদ্ভ্রান্ত প্রেম ৮১, ৮২ পৃষ্ঠা

‡ উদ্ভ্রান্ত প্রেম ৮৯ পৃষ্ঠা

করিয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস পূর্ব্বক শোক-সময়ে তাঁহার আশ্রয় লইতেন তাহা হইলে সেই শান্তির আকর হইতে কি সান্ত্বনা না প্রাপ্ত হইতেন। লেখক যদি নাস্তিক না হইয়া আস্তিক হইয়া প্রণয়িনী-বিরহ-জনিত শোকের সময়ে কোন ব্রহ্মজ্ঞ উপদেষ্টার আধ্যাত্মিক সাহায্য লইতেন তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ের ভার কত না লাঘব হইত! "কোন স্থানে এক যুবা তাঁহার শান্তস্বভাব সুশীলা প্রিয়তমার শমনাধিকৃত মুখচন্দ্রকে নেত্র-সলিলে আর্দ্র করিতেছেন, তাঁহাকে সেই ধীর ব্যক্তি এইরূপ কহেন যে, 'হে ভগ্নচিত্ত! তুমি কাহার নিমিত্ত ক্রন্দন করিতেছ? তোমার প্রিয়তমার কি বিয়োগ হইয়াছে? যিনি তোমার যথার্থ প্রীতির পাত্র তাঁহার উপরে জন্ম ও মৃত্যুর অধিকার নাই; সেই সৌন্দর্য্য-সমুদ্রে মন নিমগ্ন কর, তাঁহার সহিত প্রীতি কর, তবে নিত্য সুখ ভোগ করিবে, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ভঙ্গুর বস্তুর প্রতি জ্ঞানান্ধ হইয়া তোমার প্রেম স্থাপন করিবে না।"*

কোন সদ্বিদ্বান ব্যক্তি উদ্ভ্রান্তপ্রেমের একটি সমালোচনা "আর্য্যদর্শন" নামক সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ করেন।† তিনি ঐ গ্রন্থকে প্রশংসা করিয়া এইরূপ লিখেন। "উদ্ভ্রান্তপ্রেমের স্থানে স্থানে দুই একটা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কথা দেখিয়া যার পর নাই ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়াছি। ধর্ম্ম সমুদয় উন্নতির মূল ও চরম উৎকর্ষ, সেই ধর্ম্ম-বিরোধী কথা শুনিলে কে না দুঃখিত হয়? ভরসা করি চন্দ্র বাবু ভবিষ্যতে সতর্ক হইবেন। আমি কোন যুক্তি প্রদর্শন না করিয়া তাঁহাকে একটী মোটা কথা বলি, যদি ধর্ম্ম-নীতি লোকের মন হইতে তিরোহিত হয়, তাহা হইলে সমাজ কতদিন চলিতে পারে? চন্দ্র বাবু দুই একজন দার্শনিকের জীবন চরিত প্রদর্শন করিয়া বলিবেন তাঁহাদের দ্বারা সমাজের কোন অনিষ্ট হয় নাই, কিন্তু সকল লোকই ত লাপ্লাস অথবা শেলীর ন্যায় পণ্ডিত ও আত্মাভিমানী নহেন, যে ধর্ম্মভয় ব্যতীতও পাপ হইতে বিরত থাকিবে।" আর্য্যদর্শন সম্পাদক "যদি ধর্ম্মনীতি লোকের মন হইতে তিরোহিত হয় তাহা হইলে সমাজ কতদিন চলিতে পারে?" সমালোচকের এই বাক্যের প্রতি নিম্ন-লিখিত নোট করিয়াছেন। "সমালোচক এখানে "ধর্ম্মনীতি" শব্দ নীতি (Morality) অর্থে প্রযুক্ত করিয়াছেন, লোকের মন হইতে নীতির ভাব তিরোহিত হইলে, সমাজের বিশৃঙ্খলা ঘটে বটে, কিন্তু ধর্ম্মের (Religion) ভাব তিরোহিত হইলে, সমাজ-শৃঙ্খলার কোন বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্ম পরলোক-সম্বন্ধে, নীতি ইহলোকের জন্য। সুতরাং ধর্ম্মের অন্তর্ধানে ইহলোকের কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং চন্দ্রশেখর বাবুর প্রতি সমালোচক যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে।" "সকল লোকইত লাপ্লাস অথবা শেলীর ন্যায় পণ্ডিত ও আত্মাভিমানী নহেন, যে, ধর্ম্ম ব্যতীতও পাপ হইতে বিরত থাকিবে?" সমালোচকের এই বাক্যের প্রতি সম্পাদক নিম্ন-লিখিত নোট করিয়াছেন "কোন কার্য্যের করণে বা অকরণে ঈশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রীত বা কুপিত হইবেন এইরূপ পারলৌকিক আশা বা ভয় প্রদর্শন না করিয়া যদি লোকদিগের যুক্তি-শক্তি ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি পরিমার্জিত করা যায় তাহা হইলে কর্ত্তব্যে নিয়ত ও অকর্ত্তব্যে বিরত হইতে পারে। কোন্‌টি ভাল এবং কোন্‌টি মন্দ কার্য্য এ বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে কিন্তু যেটি ভাল সেটি অবশ্য কর্ত্তব্য এবং যেটি মন্দ সেটি অবশ্য পরিবর্জ্জনীয়। এবিষয়ে নিরীশ্বর দেশেও কোন মতভেদ নাই। সুতরাং ধর্ম্মভয় ব্যতীত লোকে কর্ত্তব্যের অনুসরণ করিবে না সমালোচকের এরূপ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক।"

* ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

† আর্য্যদর্শন, পৌষ, ১২৮২ সাল

আমাদিগের দেশের কোন কোন গ্রন্থকার কেবল ঈশ্বর ও পরকাল বিষয়ে অবিশ্বাস-সূচক মত প্রচার করিয়া দেশের অনিষ্ট সাধন করিতেছেন এমত নহে লোক-সমাজের পত্তনভূমি যে উদ্বাহ-রীতি তাহাও শিথিল করিতে যত্নবান হইয়াছেন। আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান কোন প্রধান কবি বলিয়াছেন

"না বুঝে অবোধ লোকে করে পরিণয়,
হাতে সুতা বেঁধে কিহে প্রেমে বাঁধা হয়?"

আর একজন কবি যিনি এরূপ প্রধান পদবীতে এখনও উত্থিত হয়েন নাই, তিনি লিখিয়াছেন,

"কিছার মিছার বিয়ে, অসার, নীরস!
সাধের প্রণয় কিহে বাসনার বস?"

হায়! যখন এরূপ স্বেচ্ছাচার-পোষক মত প্রবল হইতে লাগিল তখন বঙ্গদেশের সমূহ অমঙ্গল দূরবর্ত্তী নহে। বঙ্গদেশের কি দুরদৃষ্ট! একে বাঙ্গালী ক্ষীণ-শরীর, তাহাতে আবার মদ্যপান ক্রমশঃ প্রবল হইতেছে, তাহার উপর ঐ সকল স্বেচ্ছাচার-পোষক মত বৃদ্ধি পাইতেছে। 'গণ্ডস্য উঅরি বিফ্‌ফোটয়ো সম্বুত্তো।' গত ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধে ফ্রান্স যে পরাজিত হইয়া অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহার এক প্রধান কারণ তদ্দেশীয় লোকের নাস্তিকতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও বিলাসপরায়ণতা। যাহা হউক, ফ্রান্সের পরিপক্ব অবস্থাতে এই দোষ তাহাতে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বঙ্গদেশের উন্নতির শৈশবাবস্থায় এই দোষ তাহাতে প্রবেশ করিল। অপরিপক্ব বংশে ঘুণ ধরিলে যেমন তাহার বিনাশ নিশ্চয় তেমনি উল্লিখিত কারণ বশত বঙ্গদেশের বিনাশও নিশ্চয়। ইউরোপীয় সাহিত্যের পরিপক্বাবস্থাতে নাস্তিবাদ ও সংশয়বাদ তাহাতে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশের সাহিত্যের প্রথম উদ্যমেই, সেই সাহিত্য রূপ পুষ্পের মুকুল অবস্থাতেই তাহা প্রবেশ করিল। সুন্দরী স্ত্রীর হৃদয়ে শোকের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে কবি যাহা কহিয়াছেন তাহা একটু পরিবর্ত্তন করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি নিয়োগ করা যাইতে পারে।

"অরে রে বিকট কীট! দারুণ অধর্ম্ম!
এ হেন কোমল পুষ্পে বাসা কিরে তোর?"

হিন্দুধর্ম্মের মুখ্যভাব।

ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা হিন্দুধর্ম্মের মুখ্যভাব। ঋগ্বেদ হইতে অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত যত হিন্দুশাস্ত্র রচিত হইয়াছে সকলই সমস্বরে এই কথা বলিতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত কখন মনুষ্যের মুক্তি হইতে পারে না। ঋগ্বেদে ইন্দ্রাদি দেবতার স্তোত্র আছে কিন্তু ভূরি ভূরি স্থানে ব্রহ্মের কথাও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋগ্বেদে উক্ত আছে,

"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।"

"ব্রাহ্মণেরা সেই এক পদার্থকে বহু করিয়া বলেন। তাঁহারা তাঁহাকে অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতি বলিয়া ডাকেন।" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইহা একটি ঋক। উপনিষদে কেবল ব্রহ্মেরই কথা আছে। মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি স্মৃতিতে ব্রহ্মের উপাসনা মুখ্য উপাসনা বলিয়া কথিত হইয়াছে। দর্শন কেবল ব্রহ্মের স্বরূপ-নিরূপণে ব্যাস্ত। প্রত্যেক পুরাণের যে অংশ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত তাহা ব্রহ্ম-প্রতিপাদক। মহাভারতের মধ্যে ভগবদ্গীতা শ্রেষ্ঠ। ভগবদ্গীতাতে কেবল ব্রহ্মযোগের কথা। অ-

ধ্যাত্ম রামায়ণের মধ্যে রামগীতা শ্রেষ্ঠ। রামগীতাতে কেবল ব্রহ্মযোগের কথা। শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে দশম স্কন্ধ শ্রেষ্ঠ। দশম স্কন্ধে কেবল ব্রহ্মযোগের কথা। তন্ত্রের মধ্যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র শ্রেষ্ঠ। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে প্রধানতঃ ব্রহ্মোপাসনার কথা। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে প্রতীতি হইবে ঋগ্বেদের সময় হইতে আধুনিক মহানির্ব্বাণ তন্ত্র পর্য্যন্ত সমুদায় হিন্দুশাস্ত্রের মুখ্যভাব ব্রহ্মোপাসনা। ব্রহ্ম জ্ঞানকাণ্ডের যেমন প্রধান দেবতা তেমনি কর্ম্মকাণ্ডেরও প্রধান দেবতা। কর্ম্মীরা "ব্রহ্মার্পণমস্তু" বলিয়া কর্ম্মের ফলাফল সেই ব্রহ্মেতে অর্পণ করেন। ভগবদ্গীতাতে উক্ত আছে,

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং। ব্রহ্মৈব তেন প্রাপ্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা।"

ব্রহ্মই সমস্ত হিন্দুধর্ম্মের মধ্যবিন্দু। কেহ কেহ বলেন ব্রহ্মোপাসনা হিন্দুধর্ম্মরূপ সমুদ্রের একটি মাত্র তরঙ্গ। তাঁহাদিগের ভ্রমের আর সীমা নাই। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুধর্ম্মের নানা প্রকার আকার সেই ব্রহ্মরূপ সমুদ্রের এক একটি তরঙ্গ মাত্র। ব্রহ্ম যেমন সমস্ত পৃথিবীর দেবতা তেমনি তিনি আমারদিগের জাতীয় দেবতা, আমাদিগের পৈতৃক দেবতা। প্রাচীনতম ঋষিগণ সেই ব্রহ্মকে উদ্দেশ করিয়া সরস্বতী-তীরে সামগান করিয়াছিলেন, মধ্য-কালীন ঋষিরা সেই ব্রহ্মের গুণ কীর্ত্তন করিয়া পরম শান্তির আস্পদ অরণ্যস্থ আশ্রম সকল পবিত্র করিয়াছিলেন, এখনও যাঁহারা সংসারত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন তাঁহারা সেই ব্রহ্মেরই উদ্দেশে সর্ব্বত্যাগী হয়েন। পুরাকালে রামচন্দ্র, জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ ব্রহ্মেরই উপাসনা করিয়া আপনার ও রাজ্যের কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মই প্রাচীন ভারতের গরিমার মূল। যদি বর্ত্তমান দুর্ভাগ্য-গ্রস্ত ভারত তাহার দুর্দশা হইতে কখন উত্থিত হয় তাহা হইলে সেই ব্রহ্ম-নাম-প্রভাবে উত্থিত হইবে। যদি কখন শীক, মহারাট্টা, বাঙ্গালী প্রভৃতি সমস্ত হিন্দুজাতির মধ্যে গাঢ় ঐক্য সম্পাদিত হয় তাহা হইলে এই ব্রহ্মনাম লইয়া তাহা সম্পাদিত হইবে। ব্রহ্মই আমাদিগের চিরন্তন ধন; ব্রহ্মই আমাদিগের এক মাত্র আশ্রয়। ব্রহ্মই আমাদিগের পারত্রিক মঙ্গল ও ঐহিক সুখ-সৌভাগ্যের এক মাত্র কারণ।

গ্রহ-ভ্রমণ বিষয়ে মত-ভেদ।

গ্রহ-ভ্রমণ বিষয়ে ভারতবর্ষে দুই মত প্রসিদ্ধ আছে. প্রথম মতে পৃথিবী সকলের মধ্যবর্ত্তিনী ও সূর্য্যাদি গ্রহোপগ্রহগণও তাহার চতুঃপার্শ্বে স্ব স্ব কক্ষাতে ভ্রাম্যমান। দ্বিতীয় মতে সূর্য্য কেন্দ্রস্থানীয় এবং পৃথিব্যাদি গ্রহোপগ্রহ সকল তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আপন আপন কক্ষাবৃত্তে ভ্রমণ করে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থ সকল আদ্য মত প্রধান। পরবর্ত্তী ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদগণ এই মত অবলম্বন করিয়াই স্ব স্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। দ্বিতীয় মত, সর্ব্বপ্রথমে বিখ্যাতনামা আর্য্যভট্টের বুদ্ধির পথবর্ত্তী হয় এবং তদনুসারে তিনি স্বীয় "আর্য্যসিদ্ধান্ত" গ্রন্থে সেই মত সাধারণ্যে প্রকাশ করেন। নব্য ইতিহাস-প্রমাণে জানা যায় প্রাচীন মতবিরোধি এই নূতন মত প্রকাশ করাতে আর্য্যভট্ট সামাজিকগণের নিকটে নিন্দিত ও ভৎর্সিত হইয়া ছিলেন। সে যাহা হউক পৃথিবীর সূর্য্য-কেন্দ্রক পরিভ্রমণ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়াই জ্যোতির্ব্বিদ ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি উহার গতি স্বীকার করেন নাই, কিন্তু যে কারণে গতিশীল ভূগোলের নিয়ত গতি স্থূল দৃষ্টির আয়ত্তীভূত হয় না

মতিমান আর্য্যভট্ট স্বীয় গ্রন্থে সেই কারণ আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ করিয়া বিপুল ধরামণ্ডলে অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তদ্‌যথা ;—

অনুলোমগতির্ণৌস্থঃ
পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ
সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াং ॥

অনুলোম-গতি (স্রোতের অনুকূলগামি) জলযানস্থ ব্যক্তি যেরূপ নদীতীর প্রভৃতি অচল পদার্থকে বিলোমগামি দেখিতে পায়, লঙ্কাতে অর্থাৎ বিষুব-বৃত্ত প্রদেশে অচল নক্ষত্র সকলকেও সেইরূপ সম-পশ্চিমাভিমুখে গতিশীল বোধ হয়।

তাৎপর্য্যার্থ এই ; পূর্ব্বাভিমুখে পৃথিবীর পরিভ্রমণ নিমিত্ত জনগণ অচল রাশী-চক্র যেন পশ্চিমাভিমুখে যাইতেছে এরূপ মনে করে। যাঁহারা দ্রুতগামি জল বা স্থল-যানে গতিবিধি করিয়াছেন, তাঁহারা এই বিষয়টি অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। লঙ্কা প্রদেশের উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত প্রদেশ পৃথিবীর মধ্যস্থল বলিয়া তথা হইতে রাশী-চক্র সমান ভাবে দেখা যায়। লঙ্কা বা বিষুবৎ-প্রদেশের দক্ষিণ উত্তরে যতদূর অগ্রসর হওয়া যায় রাশী-চক্র ততই তির্য্যকভাবে অবনত দৃষ্ট হয়।

পুনশ্চ, পৃথিবীর গতিশীলতা বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণান্তর দর্শিত হইতেছে, যথা—

ভপঞ্জরোস্থিরো ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য
প্রতিদৈবসিকৌ উদয়াস্তময়ৌ
সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহানাং ॥

নক্ষত্র-পঞ্জর স্থিরই আছে, পৃথিবীই ঘুরিয়া ঘুরিয়া গ্রহ নক্ষত্র সকলের প্রাত্যহিক উদয়াস্ত সম্পাদন করিতেছে।

ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা পৃথিবী সূর্য্য কেন্দ্রক পরিভ্রমণ প্রতিপন্ন হইলেও ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভ্রমান্ধ অথবা জিগীষাবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া নিম্নলিখিত ভ্রমাত্মক প্রতিবাদ করিয়াছেন। ব্রহ্মগুপ্ত বলেন যথা ;

"আবর্ত্তনমুর্ব্বাশ্চেন্ন পতন্তি সমুচ্ছ্রয়া কস্মাৎ।"

অর্থ এই ;—ধরামণ্ডল আবর্ত্তিত হইলে তদুপরিস্থ অট্টালিকা প্রভৃতি উচ্চ পদার্থ সকল পড়িয়া যায় না কেন?

প্রতিবাদকারী লল্লাচার্য্য বলেন যথা ;—

ভূগোলবেগজনিতেন সমীরণেন
কেত্বাদয়োপ্যপরদিগ্‌গতয়ঃ সদাস্যুঃ।
প্রাসাদভূধরশিরাংস্যপি সংপতন্তি,
তস্মাদ্ ভ্রমত্যুড়ুগণস্ত্বচলাচলৈব ॥

ধরামণ্ডল নিয়ত ঘূর্ণিত হইলে তদ্বেগজনিত বায়ু দ্বারা পতাকাদি সততই পশ্চিমদিক্‌গামী হইত এবং প্রাসাদ ও পর্ব্বতাদির শেখর সকল পড়িয়া যাইত। তদ্রূপ যখন হয় না তখন অবশ্যই অচলাকে অচলা বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

লল্লাচার্য্য আরও বলেন যথা ;—

যদিচ ভ্রমতি ক্ষ্মা তদা
স্ব কুলায়ং কথমাপ্নুয়ুঃ খগাঃ।
ইষবোপি নভঃ সমুজ্‌ঝিতা
নিপতন্তঃ স্যুরপাং পতের্দ্দিশি ॥

ভূমণ্ডল ঘূর্ণনশীল হইলে উড্ডীয়মান বিহগ সকল স্ব স্ব কুলায়ে পুনর্গমন করিতে পারিত না এবং ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত শরাদিও নীচে না পড়িয়া তির্য্যক ভাবে বহুদূর পশ্চিমে পিছিয়া পড়িত।

প্রতিবাদকারীদিগের ইত্যাকার উক্তি দ্বারা স্পষ্টই অনুভূত হইতে পারে যে, ইহাঁরা পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তি এবং ভূ-বায়ুর সহিত ভ্রমণের বিষয় অবগত ছিলেন না, অথবা বিবাদোন্মত্ত পণ্ডিতগণের দশাই এইরূপ যে, তাঁহারা স্বমত-রক্ষার্থ জীবন্ত সত্যের প্রতি উপেক্ষা করিতেও অণুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না।

পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তি থাকাতে সমুদায়

পদার্থই তৎপৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন হইয়া থাকে। আর আবহ নামক ভূবায়ু ভূমণ্ডলের সহিত এরূপ লিপ্ত হইয়া আছে যে, তদুভয়কে এক বলিলেও হয়, সুতরাং ভূগোল যত বেগেই ঘুরুক না কেন ভূ-বায়ুও ইহার সহিত ঠিক্ সমান বেগেই ঘুর্ণায়মান হইয়া থাকে। ভূ ও ভূ-বায়ুর তুল্য-গতি বিধায় কঠিন তরল কোন পদার্থই স্বভাবতঃ স্থানচ্যুত হইতে পারে না। ইহার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, জলপূর্ণ ঘট দ্রুতবেগে ঘুরাইলে তত্রস্থ জল পড়িয়া যায় না। কারণ এই, ঘট আর জলের বেগ ঠিক্ সমান।

পরিশেষে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, ব্রহ্মগুপ্ত ও লল্লাচার্য্য প্রভৃতি আদ্যমতবাদী পণ্ডিতগণ যেরূপ সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি মূল গ্রন্থ দৃষ্টেই স্ব স্ব গ্রন্থে গ্রহগণের পৃথিবী কেন্দ্রক পরিভ্রমণ বিষয়ক মত প্রকাশ করিয়াছেন, ভুবনবিখ্যাত আর্য্যভট্টও সেইরূপ ঋষিপ্রণীত মূল গ্রন্থ সকলের প্রতি অনুসন্ধানের চক্ষে বিশেষ দৃষ্টি করিয়াই দ্বিতীয় মতটি নূতনরূপে প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ঋষিপ্রণীত মূল গ্রন্থে আদ্য মতেরই বহুল প্রচার দৃষ্ট হয়; কিন্তু বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে অনুসন্ধান করিলে দ্বিতীয় মতের সূক্ষ্মতর জ্যোতিও নিতান্ত অপ্রকাশিত থাকে না। এস্থলে এরূপ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এই উভয় মতের অবশ্যই একটী সত্য এবং অপরটি মিথ্যা। তদুত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই উভয় মতের প্রকৃত ফলের কিছুই ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয় না, অনৈক্য থাকিলে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণাদির প্রত্যক্ষ গণিত ফলেরও অবশ্যই অনৈক্য হইত। আদ্য মতে রাশী-চক্রের প্রবহ বায়ু-বশে সূর্য্যাদি গ্রহগণ সহ পশ্চিমাভিমুখে একমাত্র আবর্ত্তনের যে ফল, দ্বিতীয় মতে কেবল পৃথিবীর একমাত্র আবর্ত্তনেরও সেই ফল। পরন্তু, প্রথম মতে সূর্য্যের আপন কক্ষ-পথে পূর্ব্বাভিমুখ গতি দ্বারা মেষাদি দ্বাদশ রাশী অতিক্রমণের যে ফল, দ্বিতীয় মতে পৃথিবীর পূর্ব্বাভিমুখে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইয়া সম্পূর্ণ রূপে আপন কক্ষবৃত্ত ভ্রমণেরও সেই ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উভয় মতেই এইরূপে দৈনিক ও বার্ষিক দুই প্রকার গতি স্বীকৃত হইয়াছে। পাত, ভগন (রাশীচক্র) গ্রহণ, যুতি, ক্রান্ত্যংশ এবং গ্রহগণের পরস্পর দূরতাদি বিষয়ে উক্ত উভয় মতে কিছুমাত্র বিশেষ নাই। কেবল পৃথিবীর ও সূর্য্যের মধ্য-কেন্দ্রত্ব লইয়াই মহান বিরোধ দৃষ্ট হয় এবং তন্নিমিত্ত গ্রহগণের রাশীচক্রে সংস্থিতি ও কক্ষবৃত্তের ব্যতিক্রম স্বীকার করিতে হয়। ফল কথা এই, মৃৎপিণ্ডাদি কোন গোলাকার অস্বচ্ছ পদার্থের সমন্তাৎ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-শিখা ভ্রাম্যমান করিলে যেরূপ পর্য্যায় ক্রমে সেই গোলাকার পদার্থের অর্দ্ধাংশ আলোকিত এবং অপর অর্দ্ধাংশ স্বীয় ছায়া দ্বারা মলিন হয়, কোন প্রজ্বলিত স্থির অগ্নি-শিখার অভিমুখে সেই গোলাকার পদার্থকে আবর্ত্তিত করিলেও তাহার সেইরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ হইলেও বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে দ্বিতীয় মতটিই যে অপেক্ষাকৃত সহজ ও নির্দ্দোষ তাহা বিলক্ষণ অনুভূত হইতে পারে।

জীবের স্থূল সূক্ষ্ম সম্বন্ধ, বন্ধন ও মোক্ষ বিষয়ক বেদান্ত মত।

জীব এই পৃথিবীতে নষ্ট হইবার নিমিত্তে শরীর ধারণ করেন নাই। তাঁহার শরীর ধূলি হইবে, কিন্তু শরীরাভ্যন্তরে সেই জীব যে প্রতিপালিত হইতেছেন তাঁহার শেষ

গতি এ পৃথিবী নহে। পৃথিবীস্থ সমুদায় পদার্থ যথা মৃত্তিকা অন্ন জল বায়ু তেজ আকাশ ধাতু প্রস্তর বৃক্ষ লতা প্রভৃতি সকলে মিলিয়া যাহার যেমন অধিকার জীবদেহকে পরিপোষণ করিতেছে এবং জীবদেহ সূক্ষ্মদেহের যোগে জীবাত্মার সেবায় নিযুক্ত আছে।

২। জীব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পার্থিব অন্ন জলাদি উপভোগ করেন না এবং শরীরস্থ কোন প্রকার পাঞ্চভৌতিক অন্নরস দ্বারাও প্রতিপালিত হন না। কিন্তু জগদীশ্বরের এমন আশ্চর্য্য বন্ধন যে, অন্ন জলাভাবে স্থূল শরীর ভঙ্গ হইলে জীব তাদৃশ শরীরকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অতএব এই প্রকার সিদ্ধান্ত কর যে, স্থূল দেহ যতদিন ভুক্তান্নজলের ফলে প্রকৃতিস্থ থাকে ততদিন জীব তাহাতে অবস্থিতি করেন।

৩। যদিও জীব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভৌতিক অন্নরস উপভোগ করেন না, কিন্তু তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর অপ্রত্যক্ষ ভাবে স্থূল শরীরাভ্যন্তরস্থ সারত্বপ্রাপ্ত পদার্থ সমূহের অমৃতায়মান অদৃশ্য সূক্ষ্ম সারভাগ সমূহকে গ্রহণ ও সেবন করত স্থূলদেহ ও পৃথিবীর সহিত জীবের সম্বন্ধ রক্ষার প্রয়োজনীয় শক্তি বিধান করিয়া থাকে। এই অনিবার্য্য ঐশী নিয়মে বদ্ধ হইয়া জীব স্থূলভোগে প্রবৃত্ত থাকেন।

৪। পার্থিব অন্নজলাদির ঐ সকল সূক্ষ্ম তত্ত্বই উহাদের আদিম বিশুদ্ধ অবস্থা এবং অন্তিম সংশোধিত পরিণাম। সূক্ষ্ম প্রকৃতি যেমন ঈশ্বরীয় মহত্তত্ত্ব সহকারে ক্রমে ক্রমে স্থূল ভূত ও অন্ন জলে পরিণত হইয়াছে ভুক্ত অন্ন জল সেইরূপ সেই প্রাচীন সমীচীন মহত্তত্ত্ব সম্পন্ন সূক্ষ্ম প্রকৃতিতে পুনঃ পরিণত হইয়া থাকে। পার্থিব অন্ন জলাদির ঐ সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত, চিন্তার অনায়ত্ত, কিন্তু তাহাই সার।

৫। আমাদের স্থূল শরীর অন্ন জল বায়ু তেজ প্রভৃতি পদার্থকে ভোগ করিলে প্রথমতঃ শরীর মধ্যে তাহার যে সারভাগ উৎপন্ন হয়, তাহাই স্থূল শরীরকে পুষ্ট করে। সেই সকল সারভাগ শরীররূপে পরিণত হইলে তাহা হইতে বাহ্য বুদ্ধির অগম্য আরো সূক্ষ্মতর সারত্ব উৎপন্ন হয়। তাহাই মহত্তত্ত্বসম্পন্ন সূক্ষ্মা প্রকৃতিস্বরূপিণী, সূক্ষ্মদেহের জীবন-স্বরূপ, মস্তিষ্কের তেজ-স্বরূপ এবং প্রজননার্থ সোম শুক্রের শক্তি-স্বরূপ।

৬। যে অন্ন জল বায়ু প্রভৃতি পদার্থ শরীরে ভুক্ত হয় নাই, বাহিরে তাহাদের জীবন-স্বরূপ কোন শক্তি কোন সৌন্দর্য্য দেখা যায় না, কিন্তু বিধাতার কি আশ্চর্য্য নিয়ম যে, তাহা শরীরে ভুক্ত ও পরিণত হইলেই জীবনকে শক্তি ও সৌন্দর্য্যে সুশোভিত করে।

৭। অতএব ভুক্ত অন্ন জলাদির কৃত শরীরাভ্যন্তরস্থ সারত্বের শক্তি ও সৌন্দর্য্য যে অভুক্ত অন্ন জলাদির উপরি উন্নত পদে উপবিষ্ট আছে তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি ভোগ না কর তবে তাহাদের ও তোমার শরীরের মর্য্যাদা যুগপৎ তিরোহিত হইবে, জীবন রক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠিবে।

৮। ভুক্ত অন্ন জলাদির সার যেমন স্থূলদেহের শ্রী-শক্তি সম্পাদন করে, সেইরূপ স্থূল শরীরের পরিপাক-প্রাপ্ত সারভাগ সকল সূক্ষ্মদেহের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। তাহাতেই জীবের পারলৌকিক সম্বন্ধ-সংরক্ষণী শক্তি উন্নত হয়। জীবের সেই পারলৌকিক সম্বন্ধ-রক্ষণী শক্তি মূল হইতেই আছে। শাস্ত্রে তাহাকে দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, এবং মনোবুদ্ধি এই সপ্তদশ লিঙ্গে বিভক্ত করিয়া সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর নাম দিয়াছেন। তাহা স্থূলদেহকে চালিতও করে আবার তদীয় সার দ্বারা প্রতিপালিতও হয়।

৯। যদিও ভুক্ত অন্ন জলাদির প্রথম পরি-

গত ক্ষণস্থায়ী চম্পক পুষ্প সকল স্থূল শরীরকে শক্তি ও হেমভূষণে সুশোভিত করে, তথাপি ইহা কে না জানেন যে তৎসমূহ শরীরের সহিত গলিত স্খলিত হইয়া চির দিনের নিমিত্তে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, কিন্তু সেই ক্ষণস্থায়ী চম্পক পুষ্প সকলের চিরস্থায়ী সুগন্ধস্বরূপ সূক্ষ্ম তত্ত্ব সমূহ চিরদিনের নিমিত্তে জীবের সূক্ষ্মদেহকে হৃষ্টপুষ্ট এবং বলিষ্ঠ করিয়া দেয়।

১০। জীব মৃত্যুকালে সেই সূক্ষ্ম শরীর লইয়া প্রস্থান করিয়া থাকেন। তিনি মৃত্যুকালে স্থূলদেহ ও তদীয় স্থূলশক্তি সমূহকে ত্যাগ করিয়া যান বটে, কিন্তু তদবচ্ছিন্ন লিঙ্গদেহে পরিণত সূক্ষ্মশক্তি সমূহকে সেই লিঙ্গদেহের সহিত সঙ্গে লইয়া উড্ডীন হয়েন।

১১। তথাচ গীতা ১৫।৮।

"শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ।"

যৎকালে জীব স্থূলদেহ ত্যাগ পূর্ব্বক গমন করেন তৎকালে পরিত্যক্ত দেহ হইতে ইন্দ্রিয়-শক্তির সমষ্টি স্বরূপ সূক্ষ্মদেহকে ও তদন্তর্গত সমুদয় সূক্ষ্মশক্তিকে গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করেন। কিরূপে লইয়া যান? তাহার দৃষ্টান্ত দর্শাইতেছেন।

১২ "বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ" 'আশয়াৎ স্বস্থানাৎ কুসুমাদেঃ সকাশাৎ গন্ধান্ গন্ধবতঃ সূক্ষ্মানংশান্ গৃহীত্বা বায়ুর্যথা গচ্ছতি তদ্বৎ' ইতি স্বামী।

বায়ু কুসুমাদির স্বস্থান হইতে গন্ধরূপী কুসুমাংশ সকল গ্রহণ পূর্ব্বক যেরূপ গমন করে, জীব তদ্বৎ স্থূলদেহরূপ কুসুমের সূক্ষ্মাংশ-স্বরূপ ইন্দ্রিয়-শক্তিগণকে লইয়া পরলোকগামী হয়েন। সেই শরীরের যোগেই লোকান্তরে তাঁহার স্বকৃত সুকৃতি দুস্কৃতির ফলভোগ হইয়া থাকে।

১৩। জীবের সূক্ষ্মদেহ অনিবার্য্য প্রাকৃতিক নিয়মে বদ্ধ হইয়া জীবের অজ্ঞাতসারে শারীরিক শক্তি হইতে বহু পরিমাণ জীবনী শক্তি গ্রহণ করে সত্য, কিন্তু জীব যখন স্বয়ং অন্ন জলাদি ও দেহ প্রভৃতি সমস্ত পদার্থের প্রাকৃতিক তত্ত্বকে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে উপভোগ করেন তখনই তিনি তত্ত্বজ্ঞান নিবন্ধন অন্ধ প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আপনার পুরুষত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

১৪। জীবের অজ্ঞাতসারে তাঁহার লিঙ্গ দেহ যে প্রাকৃতিক শক্তিতে প্রতিপালিত হয় এবং সেই লিঙ্গদেহ নিবন্ধন জীব যে লোকান্তর গমন করেন তাহা জীবের বন্ধনের অবস্থা। সে অবস্থায় সুখই ভোগ করুন আর দুঃখই ভোগ করুন জীব তাহার দাস। তাদৃশ অবস্থায় জীব প্রকৃতির সূক্ষ্ম পরিণাম স্বরূপ এবং স্থূলদেহের বীজস্বরূপ লিঙ্গদেহের অধীন, স্বকীয় কৃত কর্ম্মের অধীন, এবং স্থূলসূক্ষ্ম কর্ম্মফলভোগের বাধ্য। এ সমস্তই বন্ধন।

১৫। আপনার বুদ্ধিযোগে প্রাকৃতিক জগতের ও স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের মূলীভূত অবিকৃত বিশুদ্ধ অনবরুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা জীবের পুরুষত্ব। এই পুরুষত্বই তাঁহার উন্নতির অবস্থা, কেন না এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান কার্য্যে অনুষ্ঠিত হইলেই অণিমা লঘিমা প্রভৃতি সূক্ষ্মশক্তি সকল জীবের অধীন হয় এবং তাহা হইতে ক্রম-মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

১৬। দেহ ও প্রাকৃতিক তত্ত্ববিচার নির্ব্বেদযুক্ত অন্তঃকরণে প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক, তত্ত্বশ্রেণীর অতীত ঈশ্বরকে সেব্য ও আপনাকে সেবক জানিয়া, ভজনানন্দ অনুভব করা জীবের সবিকল্প মোক্ষাবস্থা। মোক্ষই এ অবস্থার মুখ্য সম্পৎ। তদ্ভিন্ন তদবস্থাপন্ন জীবকে নিষ্কামধর্ম্ম, যোগক্ষেমরূপ অর্থ এবং হরিপদারবিন্দে ঐকান্তিক মতিরূপ কাম আশ্রয় করিয়া থাকে। তাহাতে তিনি ভোগকামনাশীল হন না।

১৭। জীব যে অবস্থায় আপনার সেবকত্ব,

উপাসনার ক্রিয়াত্ব এবং ব্রহ্মের উপাস্যপদ এই ভেদ বিস্মৃত হইয়া কেবল ব্রহ্মানন্দে মগ্ন এবং ব্রহ্মসত্তা এবং ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন সেই অবস্থাই তাঁহার নির্ব্বিকল্প সমাধি অথবা শেষাবস্থা। সে অবস্থায় উক্ত লিঙ্গদেহ চিরনিরুদ্ধ বৃত্তিত্ব লাভ করে। ঐ অবস্থা হইতে জীবের আর পতনের আশঙ্কা নাই।

১৮। ঐ নিশ্রেয়সঃ অবস্থায় জীবকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবার নিমিত্ত পঞ্চভূত, অন্নজল, দেহ ইন্দ্রিয়, মনোবুদ্ধি, জ্ঞানধর্ম্ম সকলেই উদ্‌যোগী আছে। কিন্তু পথিমধ্যে তাহাদের সৌন্দর্য্যে জীব মোহিত হওয়ায় তাঁহার বন্ধন উপস্থিত হয়। চিরপ্রবাসীর ন্যায় পথে পথেই ভ্রমণ করেন। মাতা পিতার শান্তিনিকেতন লাভ করিতে পারেন না।

১৯। তাই বলিয়া জীব যদি ঐ সকল পদার্থকে একেবারে ত্যাগ করেন, তবে মহা অনর্থ উপস্থিত হইবে। স্থূলের মধ্যে যে সূক্ষ্ম মহত্তত্ত্ব আছে ভোগ পূর্ব্বক তাহাকে ত্যাগ করাতেই তাহার দ্বারা জীবের যথার্থ নির্ব্বেদ প্রতিষ্ঠিত ও সবল বৈরাগ্য উপার্জ্জিত হয়। অতএব মধুমক্ষিকার ন্যায় জগৎরূপ ও দেহরূপ মধুভাণ্ডের মধুপান কর কিন্তু আপনার উড়িবার উপায়-স্বরূপ পক্ষ মুক্ত রাখিও, যেন মধুপানে উন্মত্ত হইয়া পিপীলিকার ন্যায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত তন্মধ্যে জড়ীভূত হইও না।

জাতীয় হৃদয়োৎসব।

সম্মুখে দুর্গোৎসব। লোকে সম্বৎসর স্বাস্থ্য ও সুখ উপেক্ষা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রের গুরুতর কষ্ট স্বীকার করিতেছিলেন এখন বিশ্রামের সময় উপস্থিত। এই উৎসব উপলক্ষে যাঁহারা দূরে তাঁহারা নিকটস্থ হইবেন এবং যাঁহারা নিকটে তাঁহারা দূরে যাইবেন এখন কেবল ইহারই আন্দোলন চলিতেছে।

আর একটি কথা; দেশভ্রমণও অনেকের লক্ষ্য; দেশভ্রমণে শারীরিক ও মানসিক নানারূপ স্বার্থ আছে সত্য, কিন্তু এ সময়ে তাহা কত দূর স্বীকার্য্য তাহার আলোচনা আবশ্যক।

জ্ঞান ও ভাব সামাজিক উন্নতির মূল। ইহার একতরের অভাবে প্রকৃত উন্নতির অভাব হয়। জ্ঞানের লক্ষ্য কেবল উদ্ভাবন, ভাবের লক্ষ্য কেবল প্রবর্ত্তনা। পুরুষের সহিত প্রকৃতির যেরূপ সম্বন্ধ, জ্ঞানের সহিত ভাবের সেইরূপই সম্বন্ধ। ফলত জনসমাজের যা কিছু উন্নতি হয় তাহার মূলে জ্ঞান ও ভাব। অবস্থা-ভেদে হয় ত একের প্রাধান্য থাকিতে পারে কিন্তু অন্যের ঐকান্তিক অভাব অসম্ভব। হিন্দুজাতির হৃদয় ভাব-প্রধান, সুতরাং কার্য্যও ভাব-প্রধান। দুর্গোৎসব কেবল হিন্দুদিগেরই উৎসব, এক্ষণে ইহার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলেই উল্লিখিত বাক্যের যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে।

যাঁহারা এই মহা মহোৎসবের কেবল বাহ্য আড়ম্বর দেখেন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি মাত্রেই তাঁহাদের পর্য্যাপ্তি। আর যাঁহারা ভাবের চক্ষে ইহার অস্থি মাংস মজ্জা পরীক্ষা করেন তাঁহারাই যথার্থত এই মহোৎসব উপভোগ করিয়া থাকেন। এই উৎসব করুণ-প্রধান। এস্থলে করুণ শব্দটী একটু ব্যাপক ভাবে বুঝিতে হইবে। ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ, বাৎসল্য ও দয়া প্রভৃতি যত কোমলতর মনোবৃত্তি আছে তৎসমস্তই ইহার অন্তর্গত। এই উৎসব সেই সমস্ত মনোবৃত্তির পূর্ণ বিকাস-ভাব মাত্র। বিজ্ঞানের যত তীক্ষ্ণতর আলোক বিকীর্ণ হইতেছে ব্যাপক ধর্ম্মের ব্যাপ্য ভাব ততই হ্রাস হইবে সত্য, কুসংস্কারবিজৃম্ভিত বিশ্বাস সংকীর্ণ হইয়া আসিবে

সত্য, কিন্তু এই মহোৎসব উপলক্ষে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত যে একটী ভাবের তরঙ্গ হিন্দুসমাজকে প্লাবিত করিতে থাকে তাহা কখনই যাইবে না এবং যাওয়াও উচিত নয়। যখন মনের কোন কোমলতর বৃত্তি সতেজে উত্থিত হয় তখন আত্মবিস্মৃতি সহজেই আইসে এবং স্বার্থগন্ধ দূরে প্রস্থান করে। সুতরাং নিঃস্বার্থ ভাবই এই মহোৎসবের প্রকৃতি। স্বপর নির্ব্বিশেষে সকলকে দর্শন করাই ইহার লক্ষ্য। শত্রু যে, সে আর শত্রু নয়, সে যে হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে বিষাক্ত শর বিদ্ধ করিয়াছে ভাবের উচ্ছ্বাসে তাহা উৎক্ষিপ্ত হইয়া যায় এই ইহার মর্ম্ম। মুক্তহস্তে অপরিমিত দান কর, কিন্তু দানে শ্বেত কৃষ্ণ, হিন্দু মুসলমান, স্বদেশ বিদেশ, বাল বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ বিচার করিও না এই ইহার লীলা। ফলত ইতিহাসে যত প্রকার ধর্ম্মোৎসবের উল্লেখ আছে ইহা অপেক্ষা কোনটীই উদার নয়। আমাদের চক্ষের উপর প্রতি বৎসর যে খ্রীষ্টোৎসব হয় তাহা স্বার্থের পূতিগন্ধে দূষিত। ইহাতে যা কিছু দয়া ও দানের ভাব পাওয়া যায় তাহা কেবল স্বগৃহ-রূপ ক্ষুদ্র পরিধিতে বদ্ধ। এক জন প্রটেষ্টাণ্ট যা পায় রোমান ক্যাথলিক তাহা পায় না। কিন্তু হিন্দুজাতির ভাব ও রুচি ইহার বিপরীত। ইহাদের ভাণ্ডার এই উপলক্ষে সাধারণ-সম্পত্তি হয়। সম্বৎসর কেবলই আহরণ, এই মহোৎসবে কেবলই নির্ব্বিশেষে পরিবেশন।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জ্ঞান ও ভাব উভয়ই সামাজিক উন্নতির মূল। জ্ঞান বুদ্ধি-তত্ত্বে এবং ভাব হৃদয়ে থাকে। ভাব অন্তঃস্ফূর্ত্ত ও বহির্গামী, সুতরাং ইহা স্ব-পর-নিষ্ঠ। অন্যের জন্য যখন হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠে তখন ভাব নিঃস্বার্থতার আকার ধারণ করে। জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে ইহারই বিশেষ আবশ্যকতা। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণজাতি যদি নিঃস্বার্থ ভাবে ধর্ম্মতত্ত্ব অনুসন্ধান না করিতেন তাহা হইলে এখানকার ধর্ম্মশাস্ত্র কি গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিত? যখন রাজা প্রজা সকলেই বিপক্ষের দুর্নিবার হস্তে পরাস্ত তখন সেই সামান্য স্ত্রীলোক এককালে আত্ম-বিস্মৃত এবং জাতিসারণ স্বাধীনতা রক্ষায় উন্মত্ত হইয়া, যদি হৃদয়ের আবেগে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত না হইতেন তাহা হইলে কি আমরা ফ্রান্সকে এখন দেখিতে পাইতাম। কোন বাল-বিধবা সুদৃঢ় সংকল্পে স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হৃদয়ে লোকান্তরিত পতির পবিত্র স্মৃতিকে যে অকলঙ্কিত ভাবে রক্ষা করে জনসমাজ কি তজ্জন্য তাহার নিকট ঋণী নয়? ফলত নিঃস্বার্থ ভাবই সকল প্রকার উন্নতির মূল। সাধারণ লোক ইহাকেই গৌরব-দৃষ্টিতে দেখে এবং ইহাকেই পূজা করে।

হিন্দু জাতির এই মহোৎসবের প্রকৃতিতে কেবলই নিঃস্বার্থ ভাব। তিন দিবস পর্য্যন্তই যে ইহার ব্যাপ্তি তাহা নহে, প্রত্যুত ইহা হিন্দুসমাজকে স্বীয় প্রভাবের এমনি আয়ত্ত করিয়া থাকে যে, উৎসব-কাল অতীত হইলেও হিন্দুজাতির মনে দয়া স্নেহ ও ভক্তি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ভাব সকল ব্যাপক কাল আধিপত্য করে। এমন কি, বিশ্বধাত্রীকে এই হৃদয়াঞ্জলি দিবার উদ্দেশেই ধর্ম্মনিষ্ঠ ভক্তিমান হিন্দুমাত্রেরই কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ। গৃহের যিনি পিতা, তিনি তিন দিবস কঠোর উপবাস-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, পুত্র কন্যাদির শুভ সংকল্পে গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া দেবীর নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, ইহা দেখিলে কোন্ হৃদয়বান্ পুত্র তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পারে? গৃহের যিনি জননী, তিনি সংযতা হইয়া দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তির নিকট উপবিষ্ট, তাঁহার হস্তে ও মস্তকে শরাবপূর্ণ

জ্বলন্ত অগ্নি, ক্রোড়ে স্নেহের পুত্তলী পুত্র কন্যা, তিনি দীন নয়নে চাহিয়া আছেন এবং কাতর মনে সকলের আরোগ্য কামনা করিতেছেন; ইহা দেখিলে কোন্ হৃদয়বান্ পুত্র তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পারে? যিনি সহধর্ম্মিণী তাঁহার সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দূর-বিন্দু, চরণে অলক্তকরাগ, পরিধান রক্তাম্বর, হস্তে সধবা-চিহ্ন কঙ্কন, তিনি স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন, ইহা দেখিলে কোন্ হৃদয়বান্ স্বামী তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পারে? দুর্গোৎসব এইরূপই পবিত্রতম ভাবের ব্যাপার। ইহা দুই এক দিনের জন্য নয় ইহার প্রভাব যুগযুগান্তরের জন্য। বর্ত্তমান হিন্দুচরিত্র যেরূপে গঠিত হইয়াছে তাহার উপাদান অনেক হইতে পারে কিন্তু তন্মধ্যে এই জীবন্ত মহোৎসব একটী বিশেষ কারণ সন্দেহ নাই।

দুর্গোৎসবে কেবল কোমলতর ভাবের উচ্ছ্বাস, সুতরাং ইহার হৃদয়োৎসব এই নামকরণ করিলাম। যাঁহারা হৃদয়োৎসবের উচ্ছেদ কামনা করেন তাঁহারা মনুষ্য-জাতির অন্তঃশত্রু। উৎসব মনুষ্যের জীবন, পিউরিটানদের ন্যায় উৎসবশূন্য হইয়া থাকা মনুষ্যের পক্ষে অপ্রাকৃতিক। এক্ষণে যদি সেই উৎসব প্রার্থনীয় হয় তবে তাহা ধর্ম্মোৎসব এবং এই দুর্গোৎসবের ন্যায় ভাবের উৎসব। কিন্তু যাঁহা হইতে দুর্গার ব্রহ্মময়ী নাম হইয়াছে এই সমস্ত জীবন্ত ভাবের উচ্ছ্বাস যখন কেবল তাঁহার উদ্দেশে উচ্ছ্বসিত হইবে তখন এই উৎসবের কি পর্য্যন্ত না মধুরতা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে।

এক্ষণে অবকাশকাল সুখে অতিবাহন করিবার নিমিত্ত কাহারও মনে বারানসীর অত্যুচ্চ, সৌধশিখর, সরিদ্বরা জাহ্নবীর লহরী-লীলা, উগ্রতপা দিগম্বর ভিক্ষু, নীরাজনার মন্দ্রগম্ভীর ভেরীরব, ও তানলয়-বিশুদ্ধ মধুর সামগান জাগরূক; কাহারও বা বৃন্দাবনের তমালক্ষেত্র, যমুনার গতিভঙ্গী, প্রস্তরনির্ম্মিত অপূর্ব্ব দেব-মন্দির, ও কমণ্ডলুধারিণী ব্রজমায়ীদিগের পথ-গাথা জাগরূক; এবং কাহারও বা বুদ্ধগয়ার বৌদ্ধকীর্ত্তি, প্রাকৃত বৌদ্ধ সাহিত্য, মুণ্ডিতমুণ্ড অহিংসাপর বৌদ্ধ-সংন্যাসী ও বৌদ্ধ স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ জাগরূক। তাঁহারা এই সমস্ত স্থানে যাইবেন, এই সমস্ত পদার্থ দেখিয়া তৃপ্ত হইবেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, তোমাদের উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু বিনীত ভাবে নিবারণ করি যাইও না, এ সময় গৃহে গৃহে, পরিবারে পরিবারে যে ভাবের তরঙ্গ উঠিতেছে তাহার মধ্যে থাকিয়া ভাব শিক্ষা কর। বিদ্যালয়ের উচ্চজ্ঞান তোমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়াছে সত্য কিন্তু হিন্দুজাতির গৃহই ভার শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়, এ সময় তাহা পরিত্যাগ করিও না। এ সময় পরিত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই প্রত্যবায় ঘটিবে। জননী ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি সাধারণ পরিবারবর্গের কাতর হৃদয় কেবল তোমাকে চায়, তাহাতে আঘাৎ দিয়া যাইলে তোমার মহৎ উদ্দেশ্য নিশ্চয় স্বার্থ-দূষিত বলিব। এখন হিন্দুসমাজে একটী ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত। পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক চতুর্দ্দিকে যেরূপ বিকীর্ণ হইতেছে, তত্রত্য আচার ব্যবহার যেরূপ প্রসারিত হইতেছে এ সময় ভাবকে উপেক্ষা করিলে আমাদের জাতিত্ব পর্য্যন্ত এককালে বিলুপ্ত হইবে। মনুষ্যের সমষ্টিই মনুষ্য-সমাজ; প্রত্যেক মনুষ্যই সমাজের এক একটি অঙ্গ; এক অঙ্গের সৌন্দর্য্যে যেমন সর্ব্ব শরীর সুন্দর হয় না সেইরূপ একটী মনুষ্যের উন্নতিতে সমস্ত সমাজের উন্নতি হয় না; ফলত পরস্পরের ব্যতিহারেই সুখ ও উন্নতি। তোমাদের লইয়াই এখন হিন্দু-

সমাজ। তোমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান অধিকার করিয়াছ, তোমরা হিন্দুসমাজের বিশেষ অঙ্গ, তোমরাই হিন্দুসমাজের উত্তমাঙ্গ, হিন্দুসমাজের ভাবী উন্নতি তোমাদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। এক্ষণে তোমরা সমাজকে জ্ঞান দেও এবং সমাজ হইতে ভাব লও, দেখিবে অচিরেই এই হিন্দু-সমাজের একটী স্থায়ী উন্নতি হইবে।

ASPIRATIONS.

O spirit of wisdom! O spirit of light!
Spirit of mystery, round me, above,
That I long for by day, that I dream
of by night—
Bright spirit of beauty! sweet spirit
of love!
You hide in the dewy green grass at
my feet,
In daisy and buttercup, lily and rose;
You wave your fair hands from yon
billowy wheat;
You smile from the height where the
tall cedar grows.
You whisper, you touch me; I turn at
your call,
To behold and to worship, but, lo!
you are gone;
I hear in the distance a far echo fall,
And catch but the hem of your garment alone.
You signal and beckon me, wooing me
on
From the cloud palace gates of a sun-
setting sky;
You steal through my chamber, where,
weary, alone,
On my thought-haunted pillow I
sleeplessly lie.
You look down from the stars, you look
up from the sea,
You ride on the storm, in the zephyr
you sigh;
The song of the bird and the hum of the
bee
Your voice's sweet echo, your step
passing by.
On the wave of some melody carried
afar,
To your holy of holies I seem to have
come,
Yet no nearer to you than is yon north-
ern star
To the night-wearied traveller it guides
to his home.
You speak to my soul in great thoughts
that breathe;
I bow down before you at quick words
that burn;
But, lo! in my heart a sharp sword
you ensheathe,
On my brow at you feet leave a
crown that is thorn.
I stretch out my hands to you, cry and
entreat,
Rising up from the dust, follow on
at your call,
Ever striving and struggling, till low
at your feet,
Starving, thirsting, and yet never
hopeless, I fall.
From nature without and from spirit
within
Your messengers speak to my tempest
-tossed soul;
But they mock at my woe while they're
bidding me win
This far, unattained, unattainable goal.
Ah, tell me that only 'tis here unattain-
ed,
Here in vain that I call to you, seek
and not find;
That 'tis only while in this earth-prison
enchained
I am halt, sick, and maimed, I am deaf,
dumb, and blind.
Ah, tell me that, freed from this bond-
age of clay,
Far brighter than stars all these
sweet hopes shall shine,
I shall find you and hold you forever
and aye
O spirit immortal! O spirit divine.

HARPER'S N. M. MAGAZINE.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক বুধবার বেহালা ব্রাহ্ম সমাজের চতুর্বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিনঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

উল্লিখিত উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তক অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

শ্রীশ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

Registerd No 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প
তৃতীয় ভাগ
কার্ত্তিক ১৭৯৯ শক

৪১১ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৮

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ভবানীপুর পঞ্চবিংশতি সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

৯ আষাঢ়, শুক্রবার ১৭৯৮ শক।

বর্ত্তমান সময়ে জনসমাজের মধ্যে ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা ও তাঁহার প্রতি প্রীতি অপেক্ষা তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনের ভাবই অধিকতর রূপে লক্ষিত হয়। কি সে নগর গ্রাম সকল বিদ্যালয় চিকিৎসালয় দ্বারা অলঙ্কৃত হইবে, কিসে শোভনতম বর্ত্ম, সুরম্য সেতু, শান্তিপ্রদ দরিদ্র-নিবাস দ্বারা বঙ্গ-ভূমি ভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে, তাহারই জন্য প্রায় বহু অংশ লোককেই যত্নযুক্ত দেখা যায়। অনেকেই প্রাগুক্ত কার্য্য সকলকে পুরুষত্ব সাধনের অদ্বিতীয় কারণ বলিযা নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু ধর্ম্ম-বুদ্ধির উত্তেজনায় সংসাধিত হইলে—ঈশ্বরের প্রেমানুরোধে অনুষ্ঠিত হইলেই তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার উপাসনার অঙ্গীভূত প্রিয়কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা জগতের কল্যাণ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রসাদ ও দেবানুগ্রহ লব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু যদি তাহার মূলে ধর্ম্মভাব না থাকে—কেবল লোকরক্ষা বা যশ মান, খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভই তৎসমূহের নিয়ামক হয়, তাহা হইলে, সেই সকল কার্য্য, "মধ্বাপাতোবিষাস্বাদঃ সধর্ম্ম-প্রতিরূপকঃ" তাহা আপাততঃ মধু-সমান সুস্বাদ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তাহার গরল-সমান আস্বাদ হয়, তাহা ধর্ম্মের প্রতিরূপ মাত্র, বাস্তব সে ধর্ম্ম নহে।

যাহা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া প্রতিপালিত হয়, তাঁহার অনুজ্ঞা বলিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া সংসাধিত হয়, তাঁহার প্রিয় কার্য্য বলিয়া নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ ভাবে আত্ম-গৌরব পরিত্যাগ করিয়া কায়-মনোবাক্যে কৃত হয়, তাহাই তাঁহার প্রিয় কার্য্য, তাহাই ধর্ম্ম-কার্য্য, তাহাই জীবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ব্রত-ধর্ম্ম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

মনুষ্য ঈশ্বরের সৃষ্ট আশ্রিত জীব। ঈশ্বরই তাঁহার স্রষ্টা পাতা, তিনি তাহার "বিদ্যাসম্পদ্‌বুদ্ধিবিধাতা।" তিনি তাহার পিতামাতা, পাপত্রাতা মুক্তিদাতা সকলই। মনুষ্যের যত প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে ঈশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়-

কার্য্য সাধন করাই তাহার সারতম কার্য্য। ঈশ্বর-প্রীতির বশবর্ত্তী না হইয়া সে যে সকল কার্য্য সাধন করে, তৎসমূহকে বিষয় কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তাঁহার প্রীতির অনুরোধে সে যদি একটি দীন-দুঃখীকে একদিনের জন্যও একমুষ্টি অন্নদান করে তাহাই তাহার প্রধানতম ধর্ম্ম-কার্য্য।

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ।

সেই যৎস্বল্প ধর্ম্মকার্য্যই তাহাকে সংসারের মহদ্ভয় হইতে পরিত্রাণ করে।

পৃথিবীতে যাহার সঙ্গে আমারদের যত-প্রকার সম্বন্ধই থাকুক, ঈশ্বরের সঙ্গে আমারদের যেরূপ নিকটতর গূঢ়তর গাঢ়তর সম্বন্ধ এমন আর কাহারও সঙ্গে নাই। কুলপাবন সৎপুত্র, বৃদ্ধ পিতামাতা প্রতিপালনের জন্য যে অম্লান বদনে ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করেন, পিতৃআজ্ঞা পালনের জন্য যে রাজ্য সম্পদ পরিত্যাগ করেন, বন্ধু যে বন্ধুর জন্য আত্ম-সুখ সৌভাগ্য পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় মিত্রের তুষ্টিসাধন নিমিত্ত যত্নযুক্ত হন, প্রজা যে রাজার জয়-পতাকা উড্ডীন করিবার জন্য তাঁহার ধিপৎকালে বিনানুরোধে ইচ্ছার সহিত রণ-ক্ষেত্রে প্রাণদান করিতে উদ্যত হন; এই সকল অনুপম দেবভাব-মূলক সৎকার্য্যের উত্তেজক ও নিয়ামক কে? পিতৃ-প্রেম, বন্ধু-প্রীতি, রাজ-ভক্তিই ইহার নেতা। কেবল প্রেমই—শুদ্ধ বিশুদ্ধ প্রেমই এই সমস্ত কার্য্য সাধনের একমাত্র প্রবর্ত্তক। কিন্তু পিতামাতা, বন্ধু নরপতি তাঁহারদের সঙ্গে আমরা দুই চারিটি সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছি, তাহাতেই তাঁহারদের প্রতি আমারদের প্রীতির বেগ দেখ, যে তাঁহারদের জন্য প্রাণ দান করিতেও আমরা কুণ্ঠিত নহি! কিন্তু ঈশ্বর আমারদের সকল সম্বন্ধের একাধার। ঈশ্বর আমারদের স্রষ্টা পাতা, সুহৃদ্ নিয়ন্তা, গুরু বিধাতা, পিতামাতা পাপ-ত্রাতা মুক্তিদাতা সর্ব্বস্ব বলিয়া, সমস্ত নদ নদী যেমন সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয়, তেমনি আমারদের প্রীতি শতধা বহুধা হইয়া প্রবল বেগে সেই একায়তন ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হয়, তখন তাঁহার প্রেমানুরোধে এমন গুরুতর কার্য্য কি আছে, যাহা আমরা সংসাধন করিতে না পারি? এমন প্রিয় সম্পত্তিই বা কি থাকিতে পারে, যাহা তাঁহার জন্য ত্যাগ করা না যায়? এই অসাধারণ ঈশ্বর-প্রেম হৃদয়ে জাগ্রত থাকিলে অযুত অগণ্য পুণ্য-প্রস্রবণ চতুর্দ্দিকে প্রমুক্ত হইয়া শান্তি-সলিল বর্ষণ করিতে থাকে, সৎকার্য্যের মূল হইতে আত্ম-গৌরব আত্ম-যশঃ মান খ্যাতি প্রতি-পত্তি-লালসারূপ বিষদন্তযুক্ত কীট বিনষ্ট হইয়া যায়। লোক-সমাজ হইতে তন্নিবন্ধন বিবাদ বিসম্বাদ, দ্বন্দ্ব কলহ অন্তর্হিত হইয়া কেবল ঈশ্বরেরই জয় জয় রব ঘোষিত হইতে থাকে!

সেই অটল ঈশ্বর-প্রেম যে কার্য্যের উত্তেজক হয়, তাহাই তাঁহার প্রিয় কার্য্য, তাহাই ধর্ম্মের ভাব ধারণ করে। সেই প্রেম-বিরহিত হইয়া যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই স্বার্থপরতা, তাহাই বিষয় কার্য্য। সূর্য্য যতক্ষণ কিরণ-জাল বিতরণ করিতে থাকে, ততক্ষণই যেমন দিবা, তেমনি ঈশ্বর-প্রেম-জ্যোতিঃ যতক্ষণ অন্তরে প্রকাশ পাইতে থাকে, ততক্ষণই ধর্ম্ম-সাধন-কাল। সেই জ্যোতি নির্ব্বাণ হইলেই বিষয়-জঞ্জাল, মোহ-কোলাহল উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিয়া ফেলে! ধর্ম্ম-কার্য্য ও বিষয়-কার্য্যের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান আনিয়া দেয়। দিবা-রাত্রি যেমন একই পৃথিবীতে দুই ভাবে প্রকাশ করে, তেমনি লক্ষ্যের গুণ-দোষে একই কার্য্য দুই আকারে প্রকাশ পায়!

ঈশ্বর যেমন "নিশ্চলম্ নির্ব্বিকল্পম্" আমরা তাঁহার সেবক উপাসক, আমারদের

প্রেমও যেন তাঁহার প্রতি নিশ্চল থাকে। আমারদের কার্য্য ও লক্ষ্যও যেন দ্বিধা ও বিকল্পশূন্য হয়। প্রথমে যেমন ইচ্ছার সঞ্চার না হইলে কার্য্যে প্রবৃত্তি উপস্থিত হয় না, তেমনি প্রথমে ঈশ্বর-প্রেম হৃদয়ে বদ্ধ-মূল না হইলে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে আমারদের অপরাজিত উৎসাহ উপনীত হয় না। শিশু মাতাকে জানিতে না পারিলে, মাতৃ-স্নেহ মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষরূপে প্রতীতি করিতে সমর্থ না হইলে, যেমন সে মাতার জন্য কোন কার্য্য করিতে পারে না, তেমনি আমরা যদি সেই পরম মাতা—পরম পিতা পরমেশ্বরের স্নেহ প্রেম সুস্পষ্ট অনুভব করিতে না পারি, তবে তাঁহার প্রতি আমারদের আন্তরিক প্রীতি ভক্তি কেমন করিয়া উত্তেজিত হইবে? তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে আমারদের উদ্যম উৎসাহ, বল-বীর্য্য কোথা হইতে আগমন করিবে?

শৈশবাবস্থা হইতে শিশু সন্তানকে যেমন পিতা মাতা হইতে স্বতন্ত্র রাখিলে সে তাঁহাদের দেবভাব কিছুই বুঝিতে পারে না এবং আপনি পুত্রোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি করিতে শিক্ষিত হয় না, আমারদের বঙ্গেরও সেইরূপ দুর্গতি! আমারদের জনসমাজেরও সেই প্রকার দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। আমরা শৈশবাবস্থা হইতে এখন না গৃহেতেই বিধিমত ঈশ্বর-প্রেমের পরিচয় পাই, না বিদ্যা-লয়ে—গুরু-গৃহেই তাঁহার জ্ঞান শক্তি মহিমা বিষয়ে উপদিষ্ট হইয়া তাঁহার পূজার্চ্চনা, ধ্যান ধারণা করিতেই শিক্ষিত হই, সুতরাং নগর গ্রামের বাহ্য উন্নতি সাধন, জনসমাজের দৈহিক স্বচ্ছন্দতা সম্পাদনকেই তো আমারদের পরম পুরুষার্থ বলিয়া বোধ হইবেই। আত্মার প্রতি আমরা অন্ধ হইয়া যাইতেছি; অন্তরাত্মার প্রতি উদাসীন হইয়া পড়িতেছি। যাহা স্থূল তাহাই আমরা দেখিতেছি। পৃথিবীতেই আমারদের আশা-ভরসা, সুখ-উন্নতি সকলই আবদ্ধ করিতেছি। আত্মার প্রতি আমারদের দৃষ্টি নাই। আত্মা হইতেও অধিক—আত্মার স্রষ্টাপাতা মুক্তিদাতা সেই ভূমা পরমাত্মার সহিত আমারদের যে নিত্য ও অনন্ত সম্বন্ধ তাহাও আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছি না। আমারদের উপরে—সমুদায় জগতের উপরে তাঁহার অপ্রতিহত প্রভুত্ব ও কর্ত্তৃত্ব প্রতীতি না করিয়া, আমারদিগকে তাঁহার আজ্ঞাধীন ভৃত্য না জানিয়া, আমরা স্বেচ্ছাচারী বিদ্রোহী প্রজার ন্যায় আপন আপন আধিপত্যই বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তাঁহার আদেশ উপদেশের প্রতি কর্ণপাত না করিয়া, যাহা আপাতরম্য, যাহা আশু সুখপ্রদ, যাহা আমারদের ইচ্ছার অনুকূল তাহাই সংসিদ্ধ করিতে যত্নবান্ হইতেছি। যেখানে স্বার্থ, সেই খানেই উন্নত মস্তকে আমারদের বল প্রতাপ প্রকাশ করি। যেখানে স্বার্থত্যাগ করিয়া, আত্মসুখ সৌভাগ্যে জলাঞ্জলি দিয়া, জগতের কল্যাণ সাধন করিতে হইবেক, সেখানে নত-শিরে ভীরু যোদ্ধার ন্যায় অগ্রেই প্রস্থান করিয়া থাকি! যে কার্য্যে আপনার নামযশ, সেই স্থলেই মহা-বদান্যতা প্রকাশ পায়, যে কার্য্যে জনসাধারণের প্রভূত কল্যাণ হইবে অথচ তাহাতে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের নামগন্ধও নাই, সেই সময়েই উৎসাহ অনুরাগ অন্তর্হিত হয়! ঈশ্বরকে ছাড়িলে আমারদের এই প্রকার হীন-প্রকৃতি হইয়া পড়ে! ঈশ্বর-প্রেমের অনুরোধে কার্য্য না করিলে আমরা পশু-প্রকৃতি প্রাপ্ত হই! জ্ঞান অন্ধীভূত হইয়া যায়, প্রেম সঙ্কীর্ণ ভাব ধারণ করে, বুদ্ধি কলুষিত হয়, পরলোক-দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া পড়ে, সংসার-সুখই সর্ব্বস্ব হইয়া উঠে!

ঈশ্বরের অনুরক্ত ভক্ত হইয়া তাঁহার

প্রেমানুরোধে যে কার্য্য কৃত হয়, তাহাই তাঁহার প্রিয় কার্য্য। তাহাতে জ্ঞান উজ্জ্বল হয়, প্রেম উদার ও প্রশান্ত ভাব ধারণ করে, বুদ্ধি প্রখর হইয়া উঠে, পার্থিব সুখ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়, উন্নতির সরল সোপান প্রযুক্ত হইয়া যায়, মন নির্ভীক, আত্মা অপ্রতিহত বল-বীর্য্য উৎসাহ লাভ করে, নিষ্কাম ভাবেরই আবির্ভাব হয়, কুটিল স্বার্থপরতা পলায়ন করে। এই ব্রাহ্মসমাজ সেই দেবভাব শিক্ষারই আলয়, এই সেই মনুষ্যত্ব সম্পাদনের নিরাপদ নিকেতন। এই খানেই "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" "তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই যে তাঁহার উপাসনা" এই অমূল্য উপদেশ লাভ করিতে আগমন করি। এখানে সেই আর্য্য-কুল-তিলক মহর্ষিদিগের আচরিত ব্রহ্ম-পূজার অনুষ্ঠানের জন্যই সপ্তাহে সপ্তাহে মিলিত হই। সেই মহাতপা ঈশ্বর-সর্ব্বস্ব সিদ্ধ পুরুষদিগেরই প্রদর্শিত পুণ্য-পথে বিচরণ করিতে শিক্ষা করিবার জন্যই এখানে একত্রিত হইয়া থাকি। আজ এই ধর্ম্ম-মন্দিরের—এই ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব। ভারতের পূর্ব্বতন কীর্ত্তি কলাপ কালের কুটিল গতিতে বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে; বহু আয়াস, বহু অনুসন্ধান, বহু তপস্যা-বলে সেই পূজ্যপাদ তপোধনগণ যে নিরাকার নির্ব্বিকার, একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ পূজার আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রভা দিন দিন বিস্তার হইতেছে; সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-জ্যোতিতে যে ভারতের মুখ উজ্জ্বল হইতেছে, এই আনন্দে আনন্দিত হইয়া সেই ধর্ম্ম-রাজকে আজ কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করিতে সকলে সমবেত হইয়াছি। এই সুন্দর অবসর লাভ করিয়া, আইস সকলে প্রার্থনা করি—

হে করুণা-নিধান! যাহাতে আত্মাকে শুদ্ধ সত্ত্ব পবিত্র করত তোমার প্রিয় সিংহাসন করিয়া তুলিতে পারি, তুমি কৃপা করিয়া এরূপ বল শক্তি বুদ্ধি বিধান কর। আত্মার উৎকর্ষ সাধনের প্রতি যাহাতে সকলের যত্ন চেষ্টা বর্দ্ধিত হয় এ প্রকার ধর্ম্ম-বল ও শুভবুদ্ধি তুমি প্রেরণ কর। যাহাতে তোমার প্রতি আত্মার সংযোগ দ্বারা অধ্যাত্ম-যোগে তোমাকে প্রতিক্ষণ সন্দর্শন করিতে পারি, কায়মনোবাক্যে তোমার প্রীতি সাধন করিতে পারি এবং নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ ভাবে তোমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হই, তুমি এই প্রকার আশীর্ব্বাদ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্ম্মসাধন।

যতক্ষণ ধর্ম্ম মনুষ্যের হৃদয়ে বদ্ধ থাকে ততক্ষণ তাহা এক প্রকার নিয়মের অধীন থাকে। কিন্তু সেই ধর্ম্ম যখন প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয় তখন অন্য প্রকার নিয়মের অধীন হয়। নিজে ধর্ম্মের অধীন হওয়া এক কথা, আর মনুষ্য সাধারণকে তাহার অধীনে আনয়ন করা অন্য কথা। যখন অন্যকে ধর্ম্মের অধীনে আনিবার সঙ্কল্প হয় তখন লোকের মনের উপর কার্য্য করিবার আবশ্যক হইয়া উঠে এবং তাহা করিবার জন্য যে যে উপায় অবলম্বন আবশ্যক সেই সকল উপায়াবলম্বনের প্রয়োজন হয়। যতক্ষণ ধর্ম্ম নিজের হৃদয়ে বদ্ধ থাকে ততক্ষণ তাহা সামাজিক ব্যাপার থাকে না কিন্তু যখনই প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল তখন ইহা একটি সামাজিক ব্যাপার হইয়া উঠে; অন্যান্য কার্য্য যেমন সামাজিক নিয়মের অধীন, প্রচার-কার্য্যও সেই প্রকার সামাজিক নিয়মের অধীন হইয়া পড়ে। লোকসমাজ যেমন কখন উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কখন অবনত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ধর্ম্ম-প্রচার কার্য্যও সেইরূপ উন্নতি ও অবনতির নিয়মের অধীন। সকল ধর্ম্মের পুরাবৃত্ত এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই নিয়মের বহির্ভূত নহে। অদ্য প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহার মধ্যেই প্রচার-সম্বন্ধে আমরা উহার কতবার উন্নতি ও অবনতি দর্শন করিলাম। কতকগুলি ব্রাহ্ম এমন আছেন প্রচার-কার্য্যের উন্নতি অথবা অবনতি অনুসারে তাঁহাদিগের ধর্ম্মোৎসাহেরও তারতম্য হইয়া থাকে। যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার-কার্য্য বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিতেছিল তখন তাঁহাদিগের উৎসাহ দেখে কে? উপাসনার পর উপাসনা, সঙ্গীতের পর সঙ্গীত, উৎসবের পর উৎসব। কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের অপেক্ষাকৃত তত উন্নতি নাই, এই জন্য তাঁহাদের উৎসাহও ম্লান হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত মুমুক্ষু ও ঈশ্বর-প্রেমী ব্যক্তির ব্যবহার অন্যরূপ। তিনি সাধ্যমত ধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে সহায়তা করিতে ক্রটি করেন না; কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মোৎসাহ ব্রাহ্মসমাজের বাহ্য উন্নতি বা অবনতির প্রতি নির্ভর করে না। ধ্রুব তারার প্রতি যেমন নাবিকের চক্ষু স্থির থাকে, সেইরূপ তিনি ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিজে শান্ত ভাবে আপনার আত্মার উন্নতি সাধন করত চলিয়া যান, সমাজের বাহ্য উন্নতি অথবা অবনতির দ্বারা সে কার্য্য ব্যাহত হয় না। তিনি নিশ্চিত জ্ঞাত আছেন যে, ব্রাহ্মসমাজের বাহ্য উন্নতি বা অবনতি ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি নির্ভর করে। তাঁহার নিয়মানুসারে ব্রাহ্মসমাজের কখন উন্নতি বা কখনও অবনতি হইবে, অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়া তিনি ফলের নিমিত্ত কখন ব্যাকুল হয়েন না। যে ব্যক্তি প্রকৃত ধার্ম্মিক তিনি স্বভাবতঃ শান্তচিত্ত, কিন্তু শান্তচিত্ত হইয়াও একটি বিষয়ে উদ্বিগ্ন না হইয়া তিনি থাকিতে পারেন না; সে বিষয়, ধর্ম্মের উন্নতির জন্য তাঁহার চেষ্টার ফলাফল। কিন্তু এবিষয়েও তাঁহার উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত হয় না। আমাদের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিবার ক্ষমতা নাই। আমরা সামান্য মনুষ্য। যথাসাধ্য যত্ন করিলাম; ফল ঈশ্বরের হস্তে। ঈশ্বর নিজের কার্য্যের ফলের জন্য কি সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক প্রতীক্ষা করেন! তাঁহার এক একটী কার্য্য সম্পাদিত হইবার জন্য কত যুগযুগান্তরের আবশ্যক হয়। ঈশ্বর যেমন নিজের কার্য্যের সুসিদ্ধি ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক অপেক্ষা করেন, প্রকৃত ঈশ্বর-সাধকও আপনার নিজের কার্য্যের ফলের জন্য সেইরূপ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত অপেক্ষা করেন। তিনি নিশ্চিত জানেন যে, জোয়ারের সময় নদীর জল যেমন একবার অগ্রসর হয় ও একবার পশ্চাদ্গামী হয়, কিন্তু বস্তুত ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, সেইরূপ ব্রাহ্ম-সমাজের একবার উন্নতি হইবে একবার অবনতি হইবে কিন্তু সাধারণতঃ তাহার উন্নতিই হইবে সন্দেহ নাই। এই-জানিয়া তিনি ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য যে যত্ন করেন তাহার ফলাফল ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তজ্জন্য তাঁহার নিজের আভ্যন্তরিক উন্নতির জন্য চেষ্টা ব্যাহত হয় না। তাহা অদ্যও যেমন কল্যও তেমন। তাহার কখন ব্যতিক্রম হয় না।

বেদান্ত দর্শন।

(৪১০ সংখ্যক পত্রিকার ১০২ পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয় অধিকরণ

সূত্র। জন্মাদ্যস্য যতঃ। ২॥

যে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ হইতে এই জগতের জন্মাদি অর্থাৎ জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ হয় তিনি ব্রহ্ম।

২। তাৎপর্য্য। জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গরূপ কার্য্যই যদি ব্রহ্মের পরিচয় হয় তবে গৌণ প্রয়োগে অন্ন প্রাণাদি * অনেক পদার্থকে জন্মস্থিতি-ভঙ্গের কারণ বলা যাইতে পারে। সেই সকল গৌণ কারণের অবধারণ কি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা? কখন নহে। সে তাৎপর্য্যে উক্ত সূত্র উক্ত হয় নাই। আবার অনেক তর্ক ও যুক্তি-পরায়ণ ঈশ্বরবাদী উক্ত সূত্রের লক্ষিত বেদ-বাক্যের সমাহার না জানিয়া মনে করিতে পারেন যে, জগতের জন্ম স্থিতি ভঙ্গরূপ কার্য্যই বুঝি ঈশ্বররূপ কারণকে নির্দ্দেশ করে। তদ্ভিন্ন ঈশ্বর থাকার অন্য প্রমাণ নাই। অতএব তাঁহারা বলিবেন যে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রটিতেও ঐরূপ যুক্তি গ্রথিত হইয়াছে এবং তাদৃশ ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞানের অনুসন্ধানই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা শব্দের বাচ্য। এ কথার উত্তর এই যে, যদ্রূপ গৌণ কারণ স্বরূপ আকাশাদি বা অন্নপ্রাণাদি কোন পদার্থ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বিষয় নহে সেইরূপ জগতের জন্মাদির কারণ বলিয়া অনুমান ও যুক্তি দ্বারা যে ঈশ্বরকে নিষ্পন্ন করা যায় তিনিও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বিষয় নহেন। সেরূপ অনুমান ও যুক্তি গ্রথনের জন্য এ সূত্র রচিত হয় নাই। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যে লিখিয়াছেন,

"বেদান্তবাক্যকুসুমগ্রথনার্থত্বাৎ সূত্রাণাং, বেদান্তবাক্যানি হি সূত্রৈরুদাহৃত্য বিচার্য্যন্তে।"

বেদান্ত-বাক্যরূপ অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদ-বাণিরূপ-পুষ্প-গ্রথনের জন্যই সূত্র সকল প্রবৃত্ত হয়, যুক্তি বা অনুমান গ্রথন-জন্য নহে। সেই বেদবাণি সকল গ্রহণ পূর্ব্বক এই সকল সূত্রে বিচারিত হইয়াছে।

"বাক্যার্থবিচারণাধ্যবসাননির্ব্বৃত্তা হি ব্রহ্মাবগতির্নানুমানাদি প্রমাণান্তরনির্ব্বৃত্তা।"

বেদ-বাক্যের যথাশ্রুত অর্থে বেদের গূঢ় তাৎপর্য্য নাই, কিন্তু বিচার পূর্ব্বক সেই সকল বাক্যার্থ নিশ্চয় করিতে হয়, উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়, তবে হৃদয়েতে বাক্যার্থের স্ফুটতা জন্মিয়া ব্রহ্মাবগতি হয়। হৃদয়ঙ্গম না করিয়া "এই জগতের সৃষ্টি স্থিত্যাদির কর্ত্তা যিনি তিনি ব্রহ্ম" এরূপ মৌখিক উক্তিতে অথবা সামান্য অন্ধ বিশ্বাসে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে না, হৃদয়ঙ্গমরূপ মূল শূন্য নাম মাত্র আকাশ-কুসুমবৎ বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থে অনুমান ও তর্কাদি যত প্রমাণ প্রয়োগ করিবে তাহার দ্বারা কোন মতেই ঐ জ্ঞান জন্মিবে না। কিন্তু হৃদয়ঙ্গমকৃত বেদান্ত বাক্যার্থের সেরূপ লাঘব হয় না। তাহা জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া স্তিমিতরঙ্গ-গাম্ভীর্য্য লাভ করে। এ কথায় কেহ কেহ মনে করিতে পারেন তবে বুঝি বেদান্ত-বিচারে কিছুমাত্র তর্কানুমানের সমাবেশ নাই। ফলে তাহা নহে। বেদান্ত-শাস্ত্রের লক্ষ্যই এই যে, জীবকে তাঁহার স্বীয় হৃদয়ে জীবের নিজ সত্ত্বা অপেক্ষাও প্রত্যক্ষতর রূপে ব্রহ্মকে অনুভব করাইয়া সংসারের অপ্রত্যক্ষত্ব প্রতিপাদন করিবেন। সেই দিকেই বেদান্ত-বাক্য সকলের উদ্দেশ্য। অতএব যদিও বেদান্ত দৃঢ়তররূপে জগজ্জন্মাদি কারণবাদী বটেন, তথাপি তাঁহার ঐ লক্ষ্যটি স্থিরতর থাকায়, তিনি তদবিরোধী অনুমানাদিকেও স্থান দিয়া থাকেন।

"শ্রুত্যৈব চ সহায়ত্বেন তর্কস্যাপ্যভ্যুপেতত্বাৎ"

শ্রুতিতেও তর্ক সকল সহায়রূপে গৃহীত হয়। কেন না, শ্রুতি বলেন যে ব্র-

* 'অন্ন' স্থূল পঞ্চভূত। 'প্রাণ, মন, বিজ্ঞান' সূক্ষ্ম পঞ্চভূত। 'আনন্দ' কারণ-স্বরূপিণী-প্রকৃতি-প্রতিপাদক। অন্নাদি কোষের সহিত স্থূল সূক্ষ্ম ভূতের এবং প্রকৃতির জন্য-জনকত্ব সম্বন্ধ আছে। এই হেতু অন্নাদি পদার্থ জগতের সৃষ্টিস্থিতি ভঙ্গের কারণ বলিয়া গৌণরূপে অঙ্গীকৃত হয়। স্থূল-সূক্ষ্ম-ভূত বা প্রকৃতি যে জগজ্জন্মাদির কারণরূপে স্বীকৃত হয় তাহা অনেকে জানেন। কিন্তু ব্রহ্মই মূল কারণ তাহা পরে দ্রষ্টব্য।

হ্মের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিবেক এবং তদ্ভিন্ন তিনি নানা প্রকার লৌকিক দৃষ্টান্ত ও ন্যায়ের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ করেন। এইরূপ তর্ক ও যুক্তি প্রভৃতি হৃদয়ঙ্গম-যোগ্য ব্রহ্মাবগতিনিষ্ঠ বেদ-বাক্যের সহায়। কিন্তু বেদ ত্যাগ করিয়া তাহারা তদ্রূপানুভূতি উৎপাদনে সুপারগ হয় না। সুতরাং তাদৃশ স্থলে তাহাদের মর্য্যাদা নাই। কেননা কঠ শ্রুতিতে আছে "অতর্ক্যমনুপ্রমাণাৎ।" পরমাত্মা তর্ক দ্বারা অগম্য। "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" বেদাগম-প্রতিপাদ্যা ও আত্মাতে উৎপন্না যে ব্রাহ্মী মতি তাহা তর্কেতে পাওয়া যায় না। অতএব বেদের অবিরোধি ও তদনুগত তর্কানুমানাদি বেদান্ত-বিচারে অবলম্বিত হইবার বাধা নাই। বিশেষতঃ বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান যখন হৃদয়ে লগ্ন হওয়া প্রয়োজন, তখন তর্ক ও যুক্তি বিনা অনুভব ও অবধারণ হয় না। শিষ্যেরা কেবল শ্রুতি উচ্চারণ বা কণ্ঠস্থ করিয়া শ্রুত্যর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। সুতরাং তাদৃশ হৃদয়ঙ্গম-কার্য্যে শ্রুত্যর্থের স্ফুটতা নিমিত্তে তর্ক, যুক্তি প্রভৃতি পুরুষ-বুদ্ধির সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া কর্ম্মে বেদ-মন্ত্রের তাদৃশ হৃদয়স্পর্শী স্ফুটতার প্রয়োজন নাই। সেরূপ স্থলে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পদ্ধতি শেষ করিতে পারিলেই হয়। কঠোপনিষদে পঞ্চমী বল্লীতে ঋগ্বেদীয় চতুর্থ মণ্ডলের চত্বারিংশ অনুবাকের পঞ্চম সূক্তের একটি যজ্ঞীয় মন্ত্র আছে, যথা

"হংসঃ শুচি সদ্বসু রন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা ঋতং বৃহৎ।"

যজ্ঞানুষ্ঠান-কালে অর্থজ্ঞান বা তাহার গভীর তাৎপর্য্য হৃদয়ে ধারণ না করিয়াও পুরোহিত ঐ মন্ত্র পাঠ করিতে পারেন। কেন না, নিয়ম-রক্ষা বা ফল-কামনা উদ্দেশ করিয়া যত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে পদ্ধতি অনুসারে মন্ত্রগুলি পাঠ করাই প্রয়োজন। তাহার তাৎপর্য্য হৃদয়ে ধারণ প্রয়োজন নহে। অতএব উক্ত হইয়াছে যে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসায় কি না কর্ম্মকাণ্ডে পুরোহিত ও যজমানগণ বেদের দাসত্ব করেন। বেদে যাহা আছে বিনা তর্কে, বিনা যুক্তিতে, বিনা বোধে তাহাই পাঠ করিয়া থাকেন। সে জন্য ধর্ম্ম-ক্রিয়ায় বেদই একমাত্র প্রমাণ। সেখানে তর্ক, যুক্তি, বিচার, অনুমান প্রভৃতির প্রবেশাধিকার নাই। মানবের অন্তঃকরণের যে ভাবটি ঐ প্রকার ক্রিয়ায় আধিপত্য করে তাহা প্রবৃত্তি ও কামনা মাত্র। তাহা বুদ্ধি যুক্তি বা অনুভব নহে। কিন্তু

"অনুভবাবসানত্বাদ্ভূতবস্তুবিষয়ত্বাচ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানস্য"

নিত্য বস্তু বিষয়ক জ্ঞান অনুভবেতেই পর্য্যবসিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞান অনুভবেতেই লীন হইয়া থাকে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি তাৎপর্য্য গ্রহণ ব্যতীত বেদমন্ত্র ধারণ করেন না। উপরি উক্ত "হংসঃ শুচি সদ্বসু" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ দ্বারা যে স্থলে কর্ম্মী ক্রিয়া সম্পন্ন করেন সেখানে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু তাহার প্রত্যেক অক্ষর ভেদ পূর্ব্বক ব্রহ্মরূপ পরম তাৎপর্য্যকে হৃদয়ে ধারণ করেন। যথা— "হংস" গচ্ছতি—পরমাত্মা সর্ব্বত্রগামী, "শুচিষৎ" শুচৌ দিবি আদিত্যাত্মনা সীদতীতি, তিনি সূর্য্যরূপে কি না সূর্য্যের বরণীয় রূপে আকাশে গমন করেন, তিনি 'বসুঃ' বাসয়তি সর্ব্বানিতি, তিনি সকলকে আপনাতে বাস-স্থান দেন 'অন্তরীক্ষসৎ' বায়্বাত্মনা অন্তরীক্ষে সীদতীতি, তিনি বায়ুরূপে কি না বায়ুর নিয়ামকরূপে অন্তরীক্ষে গমনাগমন করেন। তিনি "হোতা" কিনা অগ্নির স্বরূপ হয়েন অর্থাৎ তিনি হোমীয় অগ্নির প্রভাব-স্বরূপ। "বেদিসৎ" বেদ্যাং পৃথিব্যাং সীদতীতি, তিনি পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া

তাহার সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়েন। "অতিথি-দুরোণসৎ" অতিথিঃ সোমঃ ব্রাহ্মণঃ অতিথিরূপেণ বা দ্রোণে কলশে বা দুরোণেষু যজ্ঞগৃহেষু সীদতীতি। তিনি সোমরস স্বরূপে যজ্ঞকলশে গমন করেন অর্থাৎ সেই রসে তিনিই প্রতিষ্ঠিত, অথবা ব্রাহ্মণ ও অতিথি, রূপে তিনি যজ্ঞগৃহে আগমন করেন। তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মনিষ্ঠ জনের ও অতিথির প্রভাব তিনিই। "নৃষৎ" তিনি নরেতে, "বরসৎ" তিনি দেবতাতে, "ঋতসৎ" তিনি যজ্ঞেতে অথবা সত্যেতে, "ব্যোমসৎ" তিনি আকাশে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে বাস করেন। তিনি 'অব্জা' শঙ্খ শুক্তি মকরাদি রূপে জলেতে জন্মেন, অর্থাৎ তাহাদের অন্তর্যামীরূপে উৎপন্ন হন। 'গোজা' পৃথিবীতে অন্নরূপে উৎপন্ন হন অর্থাৎ তিনিই অন্নের মহিমা-স্বরূপ এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। 'ঋতজা' তিনি যজ্ঞের অঙ্গরূপে উৎপন্ন হন। স্বধা, স্বাহা, মন্ত্র, আজ্য, অগ্নি, আহুতি, দক্ষিণা ইত্যাদি যত যজ্ঞাঙ্গ আছে সমস্তই তাঁহাকে প্রতিপাদন করে, সকলই তাঁহার উদ্দেশে। ঐ সমস্ত যজ্ঞাঙ্গে তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকাতে তাঁহাকে তত্তৎ স্বরূপ কহা যায়। তিনি 'অদ্রিজা' তিনি পর্ব্বত হইতে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী প্রভৃতি নদ্যাদিরূপে জন্ম গ্রহণ করেন অর্থাৎ তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হয়েন। এইরূপ তিনি সর্ব্বস্বরূপ হয়েন অথচ তাঁহার বিকার নাই "ন বভূব কশ্চিৎ" নিজে কোন বস্তু হন নাই। তিনি "ঋতং" অবিতথ-স্বভাব এবং "বৃহৎ" সকলের কারণ মহান আত্মা। ইনিই সর্ব্ব পদার্থে সত্য-স্বরূপ সকলের প্রাণস্বরূপ জীবন-স্বরূপ অন্তরাত্মা স্বরূপ এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বরূপ। ভূতমাত্র উপাধিকে তিরস্কার পূর্ব্বক, ব্রহ্মজ্ঞানী সর্ব্বত্রবাসী সর্ব্বত্রোৎপন্ন সেই অখণ্ডৈকরসস্বভাব ব্রহ্মকে সর্ব্বাত্মা স্বরূপে হৃদয়ে উপলব্ধি করেন। অতএব কর্ম্মকাণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় বেদ-মন্ত্রের পাঠমাত্র আদরণীয় বা ফলপ্রদ নহে। তাহা হইলে এই পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষে এপর্য্যন্ত এক জন ব্রহ্মজ্ঞানীও আবির্ভূত হইতেন না। অথবা মন্ত্রের পাঠ মাত্রে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে বঙ্গদেশের দুর্গোৎসবে ব্রতী পুরোহিত ও যজমানগণ এতদিনে ব্রহ্মজ্ঞানী হইতেন। ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনে মন্ত্র-পাঠেই কার্য্যোদ্ধার হয় না, মন্ত্রার্থ বুঝা ও হৃদয়ঙ্গম করা চাই। অনুভব করিতে গেলে শ্রুতির যে হৃদয়ঙ্গম করাইবার দিকে উদ্দেশ্য তদনুকূল তর্ক, যুক্তি বিচারাদি সকলেরই সহায়তা প্রয়োজন। শাঙ্কর ভাষ্যে আছে,

"শ্রুত্যাদয়োঽনুভবাদয়শ্চ যথাসম্ভবমিহ প্রমাণং"

ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় শ্রুতি ও অনুভব উভয়ই প্রমাণ। ধর্ম্মজিজ্ঞাসার ন্যায় কেবল অৰ্দ্ধ-স্বরূপ বেদ মাত্র প্রমাণ নহে। অর্থাৎ বেদের পাঠমাত্র ভাগকে এবং তাহাতে যে লোকের অন্ধ শ্রদ্ধা আছে সেই অংশকে ত্যাগ করিলে তাহার যে হৃদয়ঙ্গমনিষ্ঠতা থাকে ব্রহ্মজ্ঞানে তাহাই প্রমাণ, সুতরাং বেদ ও হৃদয় উভয়ই প্রমাণ। প্রসিদ্ধ বস্তু যে ব্রহ্ম বেদেতে তাঁহারই প্রতিষ্ঠা, হৃদয়েতেও তাঁহারই প্রতিষ্ঠা। বেদ ও তদবিরোধী তর্ক যুক্ত্যাদি দ্বারা এবং যিনি জগতের জন্ম স্থিতি ভঙ্গাদির কারণ তিনি আত্মা রূপে জীবেতে বাস করেন এই বোধ দ্বারা বেদ ও জগৎরূপ ঐশ্বর্য্য হইতে মুক্ত হইয়া জীব সেই প্রসিদ্ধ তত্ত্বকে আপনাতেই লাভ করেন। সেই লব্ধ ব্রহ্মজ্ঞান প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত হৃদয়-নিহিত পুরাতন সিদ্ধ বস্তুর অধীন। তাহা তর্কানুমানের রচনা নহে, বেদেরও পরতন্ত্র নহে, সৃষ্টি স্থিত্যাদি কারণ-বাদরূপ যুক্তিরও অধীন নহে। যজ্ঞাদির ব্যবস্থা বেদের অধীন বটে এবং

যজ্ঞাদি করা না করা পুরুষ-প্রবৃত্তির অধীন, কিন্তু সত্য ঈশ্বরের যজ্ঞাদিতে যে আবির্ভাব আছে তাহার যদি প্রত্যক্ষানুভব হয় তবে সে অনুভবরূপ জ্ঞানকে হৃদয়-নিহিত ব্রহ্মরূপ বস্তু-পরতন্ত্র বলিতে হইবে। তাহা ব্রহ্মরূপ বস্তুরই আশ্রিত, বেদ তাহার সংবাদ দেন মাত্র কিন্তু জনক বা কারণ নহেন। যজ্ঞাদি সেই জ্ঞানকে স্মরণ করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু জন্ম দিতে পারেন না। জগজ্জন্মাদি-কারণ-বাদরূপ যুক্তি সেই জ্ঞানলাভে সাহায্য করিতে পারে কিন্তু উৎপত্তি করিতে পারে না। যেমন যজ্ঞাদি করা না করা পুরুষ-প্রবৃত্তির অধীন সেইরূপ কোন তত্ত্ব সম্বন্ধে সংশয় নিশ্চয়াদিও পুরুষ-বুদ্ধির কার্য্য। তুমি একটা স্থাণুকে চৌর বা প্রেত জ্ঞান করিতে পার। একজন চৌরকেও একটা স্থাণু বলিয়া মনে করিতে পার। স্থাণুতে যে চৌর বা প্রেত-জ্ঞান তাহা স্থাণু-পরতন্ত্র নহে। চৌরে যে স্থাণু-বোধ তাহাও চৌরাশ্রিত জ্ঞান নহে। সে সকল চাতুষ্কোটিক সংশয় তোমারই মনোবুদ্ধির রচনা। কিন্তু বস্তুর যথার্থ জ্ঞান তদ্রূপ নহে। তাহাকে মন বা বুদ্ধি রচনা করে না, শাস্ত্রও তাহাকে জন্ম দেয় না। তাহা একমাত্র বস্তু-পরতন্ত্র, বস্তু হইতেই প্রকাশিত হয়। মনোবুদ্ধি কেবল তাহার অভিজ্ঞাপক মাত্র কিন্তু কারণ নহে। স্থাণুতে স্থাণু-জ্ঞানই স্থাণুর তত্ত্বজ্ঞান। চৌর বা প্রেত-জ্ঞান স্থাণু-বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান নহে। ব্রহ্মেতে ব্রহ্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মকে অন্য কিছু জ্ঞান বা অন্য কিছুকে ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান শব্দের বাচ্য নহে। হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীবের আত্মারূপে ব্রহ্মের যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাহাই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান, প্রত্যক্ষ না হইলে তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলিব না। যিনি সৃষ্টির কর্ত্তা তিনি ব্রহ্ম, এরূপ বোধ যুক্তি ও অনুমান-পরতন্ত্র। সে ব্রহ্ম নরবুদ্ধির রচনা। সে বোধে তিনি লক্ষিত হন মাত্র কিন্তু প্রত্যক্ষ হন না, কেবল ভক্তের হৃদয়ে আত্মা রূপেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন।

ক্রমশঃ

সাধুসঙ্গ পাপীর সংশোধনের প্রধান উপায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জড়-সহবাস নিবন্ধন আমাদিগের মন স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ সকলেই অধিকতর আকৃষ্ট হয়। অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সকল আমাদিগের চিত্তবৃত্তিকে সমানরূপে অধিকার করিতে পারে না। আমরা যখন সংসারে প্রবেশ করি, সাংসারিক উপভোগ্য সকল আমাদিগের মনকে এমনই আকর্ষণ করে যে, আমাদিগের পারমার্থিক কোমল ভাব সকল বিশেষরূপ স্ফূর্ত্ত হইবার অবসর বা সুযোগ পায় না, ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া যায়। আমরা সাংসারিক লাভালাভ গণনায় নিয়ত সব্যাপার থাকিয়া প্রকৃত লভনীয় পদার্থ যে ঈশ্বর, "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" যাঁহাকে লাভ করিলে অন্য কোন লাভ তদপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ হয় না, তাঁহাকে ভুলিয়া যাই। সাংসারিক মোহ আমাদিগের সমুদায় কামনাকে আয়ত্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু সাধুসঙ্গ এই দুর্গতি নিবারণের একটী অতি প্রধান সাধন। যে ভাগ্যবান পুরুষ সাধু আত্মার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য উজ্জ্বল রূপে অনুভব করিয়া তৎপ্রতি আসক্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহার উদ্ধারের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে। যেমন জড় প্রকৃতির সৌন্দর্য্য স্বীয় অভ্যন্তরে ঈশ্বরের হস্ত আমাদিগকে প্রদর্শন করায় অধ্যাত্মিক জগতের সৌন্দর্য্য সকলও আমাদিগকে সেই

রূপ সেই আত্মার আত্মাকে স্মরণ করাইয়া দেয় ও আমাদিগের হৃদিস্থিত মঙ্গল ভাব সকলকে প্রস্ফুটিত করে। সাধু আত্মা আধ্যাত্মিক জগতে অতীব সুন্দর ও মোহন পদার্থ। ' সাধু সজ্জনদিগের সুন্দর আত্মাতে যে মাধুরী প্রত্যক্ষ হয় তাহা তাঁহাদিগের মুখশ্রীতেও ফুটিয়া পড়ে। বস্তুত তাঁহাদিগের মুখশ্রী কেমন যে এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে সুন্দর, দেখিলেই হৃদয় পরমার্থ ভাবে পূর্ণ হইয়া যায়। ধন্য জগদীশ্বর! তুমি বাহ্য ও আভ্যন্তরিক নানা উপায় দ্বারা আমাদিগের হৃদয়-মধ্যে মঙ্গল ভাব সকল প্রদীপ্ত করিয়া দিতেছ যে, আমরা তৎসমুদায়ের প্রভাব স্বীয় ধীর গভীর চেষ্টা ও সাধন দ্বারা স্থায়ী রাখিয়া মঙ্গল লাভ করিব, ব্রহ্মযোগে সিদ্ধ হইব, যে ব্রহ্মযোগ ব্যতীত জীবের নিস্তার নাই।

কিন্তু ইহা মুখের কথা নহে। কোন আকস্মিক শুভসংযোগে আমাদিগের হৃদয়ের সদ্ভাব সকল ক্ষণিক জাগ্রত হইয়া উঠিলেই আমরা ব্রহ্মযোগী হইলাম না, ব্রহ্মযোগ কার্য্যত সুসিদ্ধ করিতে হইলে আমাদিগের সমুদায় চিত্ত-বৃত্তির সহিত আত্মাকে ঈশ্বরের প্রতি জাগ্রত রাখিতে হইবে। তদর্থে কঠোর সাধন অপেক্ষা করে। নিরবচ্ছিন্ন অতীন্দ্রিয় সত্য সকলে বিশ্বাস প্রীতি ও ভক্তি স্থাপন করা সহজ কার্য্য নহে। মানব মনের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মন স্বভাবত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ সকলে ও অহংভাবেই অধিকতর আসক্ত। আমাদিগের বিত্ত অপহৃত হইলে, প্রিয়-বিয়োগ ঘটিলে আমরা যে রূপ ব্যথিত হই তেমনি ধর্ম্ম হইতে পরমার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে আমরা কি তুল্যরূপ কাতর হইয়া থাকি? আমাদিগের মধ্যে কয়জন স্বরূপত বলিতে পারেন যে, সেই মহান সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর "পুত্র হইতেও প্রিয়, বিত্ত হইতেও প্রিয় এবং অন্য সকল হইতেও প্রিয়।" এবং এরূপ বলিয়া কার্য্যত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন। প্রত্যুত এরূপ বলিবার অধিকারী হইবার জন্য নিয়ম পূর্ব্বক সাধন আবশ্যক করে। মানব মন স্বার্থপরতা-প্রবণ। সাধারণ্যে অহং-বুদ্ধিই মানব মনের একমাত্র চালয়িতা বলিলেও বলা যাইতে পারে। অনেক সময় আমরা অজানত এই অহং-বুদ্ধির অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকি। যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য ও সত্যের মহৎ আয়তন ঈশ্বরের জন্য স্নেহময়ী জননীর সুখময় ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়াছেন, প্রেমময়ী রমণীর স্নিগ্ধ আলিঙ্গন উপেক্ষা করিয়াছেন; এবং প্রাণাধিক পুত্র কন্যাদিগকে হিংস্র-জন্তু-পূর্ণ এই সংসার-কাননে অরক্ষিত রাখিয়া অনায়াসে স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বিখ্যাত; আমি জিজ্ঞাসা করি তাঁহাদিগের মধ্যেই বা কয়জন শান্তভাবে ভাবিয়া চিন্তিয়া এবং আপন হৃদয়ের মর্ম্মস্থানের প্রতি দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া বলিতে পারিতেন, ঈশ্বর "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ?" তাঁহাদিগের ওরূপ বিপুল ত্যাগ স্বীকার দর্শাইয়া সাব্যস্ত করা যাইতে পারে না যে, তাহারা সময়ের বা ভাবের উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া এরূপ দুরূহ ব্যাপারে আত্ম-বিসর্জ্জন করেন নাই, অভিমানশূন্য হইয়া ঐকান্তিক ঈশ্বরানুরক্তি বশত ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বাধীন কর্ত্তার ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। এইরূপ ধর্ম্মোন্মত্তদিগের মধ্যে অনেকের সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবি লোচনানন্দ দাসের এই উক্তি সুসঙ্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

" নিজ সুখে সুখী সেই আপন সেবক।"

যে হেতু ভাবিয়া দেখ উন্মত্ত প্রীতি,

প্রীতির বিষয়ে আসক্ত তত নহে, যত আত্ম-সেবায় ব্যগ্র। আমরা প্রথমত প্রিয় বস্তুর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া প্রেমে উন্মত্ত হই বটে, কিন্তু উন্মত্ত হইলে পর প্রেমের বিষয়ীভূত সত্য পদার্থের প্রতি আর আমাদের দৃষ্টি থাকে না। প্রেমের প্রবল বেগে উন্মত্ত, লঘুচিত্ত, বিচলিত সুতরাং লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া যাই। সে সময় আপন প্রেমের বস্তুতে নানা প্রকার কল্পিত বেশভূষা অর্থাৎ গুণ আরোপ করিয়া তাহাকে আপন মনের মত সাজাইয়া সম্পূর্ণ এক ভিন্ন বস্তু করিয়া তুলি এবং সেই কল্পিত বস্তুর আরাধনাতেই তৃপ্তি-সুখ অনুভব করি। অন্য কথায় বলিতে গেলে সাধক এতদবস্থায় আপন তৃপ্তির জন্যই কেবল তাঁহার আরাধনা করেন। অবশেষে যখন উন্মত্ততার উত্তপ্ত বাষ্প শীতল হইয়া যায়, লঘু মন তখন আর সত্যের অনলঙ্কৃত গভীর সৌন্দর্য্যে প্রীতি স্থাপন করিতে পারে না, অপ্রেমিক হইয়া পড়ে। এই জন্য উন্মত্ততার ভাব স্থায়ী হয় না; উন্মত্ততার পরিণাম অবসাদ অবধারিতই আছে। এবং এই জন্যই আমাদিগের ব্রহ্মযোগী ঋষিরা অধ্যাত্ম-যোগকে "অবাত-কম্পিত দীপ-শিখার" সহিত তুলনা করিয়াছেন ও শান্ত ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে বলিয়াছেন। যাহা হউক, যাঁহারা ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে উন্মত্ততার কষায়িত নয়নে দর্শন ও আপন বিকৃত মনের মত গঠন করিয়া তৎপ্রেমে উন্মত্ত হন, সংসারের ঘটনা সকল অনেক সময় তাঁহাদিগের অভিলষিত রূপ না হইলে তাঁহারা যে একেবারে শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়ী হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। কোন ধর্ম্মপরায়ণ স্বদেশপ্রেমী রোমক সেনানী, যথাবিহিত যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা স্বদেশকে অত্যাচারীদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে বিরাগের সহিত ইউরিপিডিসের এই উক্তি আবৃত্তি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,

'O unhappy virtue ; I have warshiped thee as a real good, but thou art a vain empty name, and the slave of fortune.'

হে অসুখকর ধর্ম্ম! আমি তোমাকে বাস্তব পদার্থ বলিয়া উপাসনা করিয়াছি কিন্তু তুমি অসার শূন্য নাম এবং ভাগ্যের দাস মাত্র।

স্বার্থপ্রেরিত ধর্ম্মোন্মত্তদিগের স্বার্থ-সিদ্ধির অন্যথায় ধর্ম্মের প্রতি এইরূপ বীতরাগ না হইবার বিষয় কি? স্বার্থ-কামনাই তাঁহাদিগকে এতাবৎ কাল গৌরবান্বিত এবং এই ব্যবসায়ে আসক্ত রাখিয়াছিল, তাহার ব্যাঘাতে এমন কি প্রলোভন আছে যাহা তাঁহাদিগকে পুণ্য-পথে আকর্ষণ করিবে? যাঁহারা স্বীয় মনোবৃত্তি সকলকে পুণ্য-পদবীর উপযোগী না করিয়া ধর্ম্মপথের পথিক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। তাঁহারা কোন শুভসংযোগের এক তাড়নে প্রক্ষিপ্ত হইয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রণীত হইয়াছেন, এই নূতন প্রদেশে নিবেশনের উপযুক্ত প্রবৃত্তি সকল লইয়া তথায় উপস্থিত হন নাই এবং উপস্থিত হইয়া মনোবৃত্তি সমুদায়ের সামঞ্জস্য সম্পাদন জন্য বিহিত সাধনায় আপনাকে নিয়োজিত করেন নাই; সুতরাং এক দেশদর্শী মত্ততার উত্তেজনায় একই ভাবে বিহ্বল হইয়া, অতিচার গতিতে বিহরণ করিয়া পরিশেষে পরম শান্তি অভাবে অবসন্ন হইয়া পড়েন; হয়ত সে পথ একবারে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হন! এই উক্তির প্রমাণার্থ প্রাচীন ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় না। বর্ত্তমান বঙ্গদেশের কোন কোন ব্রাহ্মের তরল চরিতে ইহার দেদীপ্যমান প্রমাণ সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বেদান্ত মতে আত্মীয় উপাসনা।

এই সংসারে মানবের যতপ্রকার কর্ত্তব্য আছে, তন্মধ্যে ঈশ্বরের উপাসনাই প্রধান। দারা পুত্র ধন জন প্রভৃতি মনুষ্যের যত প্রিয় বস্তু আছে সে সমস্তই অনিত্য। তাহারা অদ্য দেখা দেয়,কল্য অদর্শন হয়। তাহাদের আগমে অদ্য যিনি প্রভু, তাহাদের অন্তর্দ্ধানে কল্য তিনি দাস। অদ্য যাঁহার বৃদ্ধি কল্য তাঁহার হ্রাস। অতএব যাঁহার বৃদ্ধি নাই, হ্রাস নাই, যিনি অদ্যও যেমন কল্যও তেমন, যিনি জীবের অনন্ত কালের সখা ও সুহৃদ, মানবের পক্ষে তাঁহার ন্যায় প্রিয় পদার্থ আর নাই। বেদে কহিলেন "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" অন্যাপেক্ষা পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবেক। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ" এসংসারে দর্শনের বিষয় বিস্তর আছে, কিন্তু সমস্ত দর্শনীয় পদার্থের মধ্যে পরমাত্মাই প্রিয়দর্শন। এই হেতু কহিয়াছেন,

"প্রীতিরাত্মন্যেব মুখ্যা,তস্মাৎ আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ"

সমস্ত প্রীতির মধ্যে পরমাত্মাতে প্রীতিই মুখ্য অতএব তাঁহাকে দর্শন করিবেক। শ্রবণের বিষয়ও অনেক আছে কিন্তু প্রিয়তম পরমাত্মার কথা শ্রবণ করিতেই আনন্দ জন্মে অতএব অন্য কথায় কর্ণপাত না করিয়া ঈশ্বরের অদ্ভুত কীর্ত্তি, আশ্চর্য্য মহিমা ও বিশ্বব্যাপী বিভূতির কথা সকল শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিবেক। মনে করিবার বিষয়ও প্রচুর আছে কিন্তু অনিত্য সংসারকে বারংবার মনন করত এই দুর্লভ মানব জন্ম ক্ষয় না করিয়া সেই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বীর্য্য ও মাহাত্ম্য মনন করিবেক—তাঁহার অদ্ভুত তত্ত্বসকল অবগত হইবেক। বিষয়ে মগ্ন হইয়া থাকিবে না, তত্ত্বজ্ঞানযোগে তাঁহার নিশ্চয়জ্ঞান উপার্জনপূর্ব্বক তাঁহাতে আত্মসমাধান করিবেক। মহর্ষি ব্যাসদেব ব্রহ্মমীমাংসায় কহিলেন "একাত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ" (১) জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা মুখ্যপ্রিয় অতএব অতি স্নেহে তাঁহার সেবা করিবেক, কেন না জীবাত্মার স্থূল সূক্ষ্ম শরীরে তিনি অবস্থিতি পূর্ব্বক তাহাদের শক্তিকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি যদি জীবেতে সখা সুহৃদ, শরীরে সত্তা, এবং মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি করণবৃত্তিতে চৈতন্যরূপে অধিষ্ঠিত না থাকিতেন তবে বাহ্যজ্যোতিঃ-বিরহিত নয়নের ন্যায় জীব জড়স্বরূপ হইয়া থাকিতেন। অতএব সেই জীবনপ্রকাশক, চিদাভাসদাতা, আশ্রয়ভূমি পরমাত্মার ন্যায় আমাদের স্নেহের ধন নিজ সম্পত্তি আর কিছুই নাই। "অবিভাগোবচনাৎ" (২) এজগতে আমাদের অন্য কোন সম্পত্তি নাই—একমাত্র ঈশ্বরই আমাদের সম্পত্তি ও সম্বল। তিনি সম্পত্তি স্বরূপে জীবের সহ এক হইয়া আছেন। জীবাত্মার সহিত তিনি চিদাভাসরূপে মিশ্রিত হইয়া বাস করেন। সুতরাং বিষয়-বিরাগ জন্মিলে আমরা তাঁহাকে স্বতন্ত্র বস্তুর ন্যায় উপভোগ করি না কিন্তু "সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ (৩)" স্বীয় সম্পত্তির ন্যায় ভোগ করি, কেন না সেই সম্পৎবিশিষ্ট হইয়া সকল জীবাত্মাই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। "অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ"(৪) মুক্ত জীবেরা দেহত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত অবিভাগে আনন্দ ভোগ করিবেন। অতএব মুক্তদিগের আনন্দও যাহা ব্রহ্মও তাহা। সে আনন্দের এবং ব্রহ্মের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই। বিশেষতঃ তাঁহার প্রতি জীবের প্রীতি যে প্রকার স্বাভাবিক তাহাতে সুকবিগণ তাঁহার প্রেমময় ভোগ্য স্বরূপকে ভোক্তা জীব হইতে দূরে রাখিতে পারেন না। তবে যত দিন বিজ্ঞানের উদয় না হয় ততদিন প্রেমাকাঙ্ক্ষী জীব এবং প্রীতির আস্পদ ব্রহ্ম এই উভয়ের মধ্যে এই ভবসাগর এবং দম্ভমানাদি স্বরূপ প্রস্তরময় ভূধর সকল ভয়ানক আবরণ স্বরূপে বিস্তৃত থাকে। প্রার্থনা ও সাধনা দ্বারা তাহা তিরোহিত হইলে "পুরাতনং বস্তু এব মুক্তিরূপমিতি" সেই মোক্ষ সম্পৎ স্বরূপ ব্রহ্ম, নিত্যসিদ্ধ পুরাতন বস্তুর ন্যায় উপলব্ধ হইয়া থাকেন। "অতএব মুক্তা অপিহ্যেনমুপাসতে" (৫) ঐরূপ মোক্ষ লাভার্থে পরমাত্মার উপাসনা করিবেক। "অপ্রিয়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টং"(৬) মুক্ত হইলেও সে উপাসনা ক্ষান্ত হইবে না, কেন না অবিভাগ দৃষ্টিতে ব্রহ্মানন্দরূপ মোক্ষসম্পৎ উপভোগের সেই বিশেষ অবস্থা। 'আদরাদলোপঃ' (৭) মুক্তি হইলে পর ব্রহ্মোপাসনা লোপ হয় না বরং আরো আদর পূর্ব্বক সম্পাদিত হইয়া থাকে। উক্ত মোক্ষাবস্থা লাভের প্রতিকূল-স্বরূপ মায়া অর্থাৎ প্রকৃতির উপদ্রব হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্তে আসন, ধ্যান ও অচঞ্চলত্ব আশ্রয় করিবেক। "আসীনঃ সম্ভবাৎ"(৮) সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া সেই প্রিয়তমের উপাসনা করিবেক, যেহেতু শয়ন করিলে নিদ্রা এবং দণ্ডায়মান হইলে বিক্ষেপ জন্মে। 'ধ্যানাচ্চ'(৯) ঐরূপ বসিয়া তাঁহার জ্ঞান, শক্তি, প্রীতি প্রভৃতি তটস্থ লক্ষণ দ্বারা তাঁহার ধ্যান করিবেক। "অচলত্বং চাপেক্ষ্য" অচঞ্চল হইয়া পরমাত্মার আনন্দার্ণবে মগ্ন হইয়া যাইবে। অতএব বেদ বেদান্ত এই উভয় শাস্ত্রেরই উপদেশ এই যে অতি স্নেহের সহিত পরম প্রীতির সহিত পরম আদরের সহিত একাত্মভাবে প্রিয়তম পরমেশ্বরের উপাসনা করিবেক। ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব বিষয়ে বৈরাগ্য উপার্জ্জন পূর্ব্বক কেবল পরমাত্মারই শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি করিবেক। যাঁহারা ঈশ্বরের ভক্ত তাঁহারা ঈশ্বরের কথা ভিন্ন আর কিছু ভাল বাসেন না। তাঁহারা তাঁহাকে লইয়াই ক্রীড়া করেন, তাঁহাকে লইয়াই আনন্দিত হন, তাঁহারই প্রশংসা করেন, তাঁহার কথা লইয়া কখন হাস্য করেন, কখন রোদন করেন কখন বা নিস্তব্ধ ও অবাক্ হইয়া থাকেন। গীতায় কহিয়াছেন,

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।" (১০)

আমাতে যাঁহাদের চিত্ত এবং যাঁহারা আমাতে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন তাদৃশ ভক্তেরা দশ জনে একত্র হইয়া আমার জ্ঞান, প্রীতি, বল, বীর্য্য প্রভৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক আমার কথা বার্ত্তা কহেন—সেই সকল কীর্ত্তন পূর্ব্বক একজন অন্যকে বুঝান এবং পরস্পর সন্তোষ লাভ ও রমণ করেন। তাদৃশ সতত মদাসক্ত-চিত্ত এবং প্রীতি পূর্ব্বক ভজনকারী সাধুগণকে আমি বুদ্ধিযোগ রূপ এমন দিব্য চক্ষু প্রদান করি যে,তদ্দারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েন।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ (১১)

তাদৃশ সম্যগ্‌দর্শন-লক্ষণ-যুক্ত বুদ্ধিযোগ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অনুকম্পা করণার্থ তাঁহাদের অজ্ঞানজাত সংসাররূপ অন্ধকারকে নষ্ট করি। ফলত আমি কোন দূরস্থ স্বর্গলোকে স্থিত হইয়া সে অজ্ঞানান্ধকার নাশ

(১) শারীরক ৩।৩।৫৩
(২) শারীরক ৪।২।১৬
(৩) শারীরক ৪।৪।১
(৪) শারীরক ৪।৪।৪

(৫) শাঃ সুঃ ১।৪ প্রথমাধিকরণে আচার্য্যের টীকা
(৬) রামমোহন রায়ের বেদান্তসার ধৃত শ্রুতি।
(৭) শাঃ সুঃ ৪।১।১২
(৮) শাঃ সুঃ ৩।৩।৪০
(৯) শাঃ সুঃ ৪।১ ষষ্ঠাধিকরণ

(১০) ভঃ গীতা ১০।৮ ১০
(১১) ভঃ গী ১০।১১

করি না, কিন্তু জীবের আত্মস্থ হইয়া প্রকাশমান তত্ত্বজ্ঞান-স্বরূপ দীপদ্বারা তাহা নাশ করিয়া থাকি। তাহাতে জীব আমাকে পরমাত্মীয়রূপে আপনাতেই দর্শন পাইয়া থাকেন। অতএব পরমেশ্বরের ন্যায় জীবের আত্মীয় বা প্রিয় পদার্থ কেহ নাই, দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য ও মন্তব্যও কিছু নাই এবং বরণীয় কীর্ত্তনীয় ও বোধনীয়ও কিছু নাই। হে জীব! প্রকৃত আত্মাকে অনুসন্ধান কর, তিনি তোমার হৃদয়েই পরমাত্মীয়রূপে বর্ত্তমান আছেন। সেই অন্তরতম আনন্দময়কে ত্যাগ করিয়া বাহিরের স্বতন্ত্র ও অনিত্য পদার্থে আনন্দ লাভের প্রত্যাশা করিও না। কস্তূরী মৃগের নাভিজাত মৃগমদ প্রস্ফুটিত হইলে ঐ মৃগ যেমন তাহার সুগন্ধে বিমোহিত হইয়া মৃত্তিকাতে এবং বৃক্ষের ফলমূলে সেই উপাদেয় পদার্থ অন্বেষণ করত হতাশ হয়, হে জীব! বিষয়-সুখে ব্রহ্মানন্দ অন্বেষণ পূর্ব্বক সেরূপ হতাশ হইও না। তিনি তোমার হৃদয়রূপ হিরন্ময় কোষে বিরাজিত আছেন। বিষয়-সুখ ত্যাগ পূর্ব্বক অন্তর্দৃষ্টি করিলে আপনাতেই পরমাত্মীয় ভাবে তাঁহার দর্শন পাইবে।

"তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ।"

সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে জান এবং অন্য বাক্য সকল পরিত্যাগ কর।

মহাবীর।

মহাবীর চরম তীর্থকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই নিমিত্তই অনেকে তাঁহাকে বিশেষরূপে শ্রমণ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। তাঁহার জীবন-চরিত কল্পসূত্রে বর্ণিত আছে। জৈনদিগের অন্যান্য ধর্ম্ম-পুস্তকের ন্যায় কল্পসূত্রও প্রাকৃত মাগধী ভাষাতে লিখিত। ইহার মতে মহাবীর দেবত্ব এবং দেব-সম্বন্ধীয় সুদীর্ঘ জীবন পরিত্যাগ করিয়া অমরত্ব লাভের নিমিত্ত তীর্থঙ্কর রূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সময় জৈন চতুর্থ যুগের ৭৫ বৎসর ৮৷৷০ মাস অবশিষ্ট ছিল।

মহাবীর প্রথমে ঋষভদত্ত নামক কোন এক ব্রাহ্মণের পত্নী দেবানন্দার গর্ভে আবির্ভূত হয়েন। ঋষভদত্ত জম্বুদ্বীপান্তর্গত ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণকুণ্ড গ্রামে বাস করিতেন। দেবানন্দা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার গর্ভে মহাবীর জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। মেরুর দক্ষিণ প্রদেশের অধীশ্বর এবং স্বর্গীয় সৌধর্ম্মাখ্য-বিভাগ-নিবাসী ইন্দ্রদেব এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া মহাবীরের চরণোদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক ভবিষ্যৎ জিন বলিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। অনন্তর চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, এতাদৃশ মহাজনের ঈদৃশ দরিদ্র এবং ভিক্ষুক-বংশে জন্ম পরিগ্রহ অনুচিত। সুতরাং নিজ প্রধান অনুচর হরিনৈগমেষীকে দেবানন্দার গর্ভস্থ মহাবীরকে কাশ্যপগোত্রজ ঈক্ষ্বাকুবংশীয় সিদ্ধার্থ রাজার মহিষী ত্রিশালা দেবীর গর্ভে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ করিলেন। আদেশানুসারে সমস্ত সম্পন্ন হইলে পর ত্রিশালা দেবী স্বপ্নে সকল বিষয় জানিতে পারিলেন। পরে গণকেরা রাজাকে জানাইলেন যে, চরম জৈন মহাপুরুষ রাজমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রাজা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। যথাকালে মহাবীর ভূমিষ্ঠ হইলেন। প্রবাদ আছে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীয় ত্রয়োদশী মহাবীরের জন্মতিথি। সিদ্ধার্থ ভারতবর্ষের অন্তর্গত পাবন নামক প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি প্রথমে সন্তানের নাম বর্দ্ধমান রাখিলেন। কিন্তু পরে সন্তানকে অশেষ শক্তিমান্ দেখিয়া তাঁহাকে মহাবীর এই সংজ্ঞা প্রদান করেন। যেমন মহাবীরের তিনটি নাম সর্ব্বত্র বিখ্যাত

তদ্রূপ সিদ্ধার্থ রাজারও তিনটি নাম ছিল— সিদ্ধার্থ, শ্রেয়াংশ এবং যশস্বী। ত্রিশালা দেবীরও তিনটি নাম ছিল; যথা ত্রিশালা, বিদেহদিন্না এবং প্রীতিকারিণী। পিতা মাতা এবং পুত্র প্রত্যেকেরই যে তিনটি করিয়া নাম ছিল তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। মহাবীরের পিতৃব্যের নাম সুপার্শ্ব, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম নন্দবর্দ্ধন এবং ভগিনীর নাম সুদর্শনা।

মহাবীর যশোদা নাম্নী কোন কামিনীর পাণিপীড়ন করেন। যশোদা দেবী সমবীর নগরের রাজার কন্যা। যশোদা দেবীর গর্ভে মহাবীরের এক কন্যা জন্মে। ইহার দুইটী নাম রাখেন, অনোর্জ্জা এবং প্রিয়দর্শনা। জামলি নামক এক শিষ্যের সহিত প্রিয়দর্শনার পরিণয় হয়। মহাবীরের দৌহিত্রীর দুইটী নাম রাখা হয়, শেষবতী এবং যশোবতী।

মহাবীর-চরিত নামক জৈন গ্রন্থে মহাবীরের বহু জন্ম গ্রহণের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ আট বার জন্ম পরিগ্রহের উল্লেখ আছে।

১। মহাবীর বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্গত কোন এক গ্রামে জন্মিয়া ন্যায়সার নামে খ্যাতিলাভ করেন।

২। তিনি প্রথম তীর্থকর ঋষভ দেবের পৌত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মরীচি নামে অভিহিত হয়েন।

৩। তিনি ইন্দ্রিয়-সুখ-নিরত সংসারী ব্রাহ্মণ রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

৪। তিনি বেহারদেশান্তর্গত রাজগৃহ নামক স্থানের রাজা বিশ্বভূত নামে বিখ্যাত হয়েন।

৫। তিনি বসুদেব ত্রিপিষ্টপ নামে জন্ম গ্রহণ করেন এবং নানা কুকার্য্যে রত হইয়া যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করেন।

৬। তিনি সিংহযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন।

৭। তিনি মহাবিদেহ (মিথিলা?) দেশে প্রিয়মিত্র চক্রবর্ত্তী নামে জন্মেন।

৮। তিনি ভারতবর্ষের অধিপতি জিতশক্রর তনয়রূপে জন্মলাভ করিয়া নন্দন নামে বিখ্যাত হয়েন। এই জন্মে তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন এবং পরজন্মে মহাবীর নামে অবতীর্ণ হইয়া তীর্থংকরত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

মহাবীরের অষ্টাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতামাতার পরলোক প্রাপ্তি হয়। জনক জননীর মৃত্যুর পর দুই বৎসর কাল তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দবর্দ্ধনের সহিত একত্র বাস করিয়াছিলেন। ত্রিংশত বৎসর বয়ঃক্রমকালে সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার করেন। তাঁহার এই কার্য্য কি দেবগণের কি মনুষ্যগণের সকলেরই অতিশয় প্রীতিকর হইয়াছিল। তাঁহার তপশ্চর্য্যা এবং দিব্য জ্ঞান প্রাপ্তির বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা আছে। সন্ন্যাস-ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া তিনি বৎসরদ্বয় কঠোর তপস্যা করিলেন। তৎপরে স্বধর্ম্ম প্রচার করিতেও চিরাভিলষিত জিনত্ব লাভ করিতে নিতান্ত চেষ্টিত হইলেন।

বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি অনশন-ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিতেন এবং নেত্রদ্বয় নাসাগ্রবর্ত্তী করিয়া মৌনব্রত ধারণ করিতেন। তাঁহার এই সমস্ত কৃচ্ছসাধন-কালে ইন্দ্রদেব এক জন যক্ষকে তাঁহার শরীররক্ষার্থে প্রেরণ করিতেন। এইরূপে কিয়দ্দিন গত হইলে রাজগ্রহপ্রদেশান্তর্গত কোন গ্রামনিবাসী গোশাল নামক চঞ্চলস্বভাব এক ব্যক্তি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুচর হইল। এই ব্যক্তি সর্ব্বদাই অপর লোকদিগের সহিত বিবাদ ঘটাইত। অনন্তর তিনি বিহারের অন্তর্গত শ্রাবস্তী, বৈশালী প্রভৃতি বিবিধ জনপদ পর্য্যটন করেন এবং অন্যান্য অনেক অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও স্বমত প্রচারার্থে উপ-

স্থিত হয়েন। অতঃপর মহাবীর কৌশাম্বী নগরে প্রস্থান করেন। তৎকালে ঐ নগরের অধিপতি শতানীক। এস্থলে মহাবীর অত্যন্ত সম্মাদৃত হইলেন এবং অনেকে তাঁহার মত অবলম্বন করিল। এই স্থানেই তিনি দ্বাদশ বৎসর কাল কৃচ্ছসাধনে যাপন করিয়া অবশেষে সাংসারিক কর্ম্মসূত্র ছিন্ন করিলেন। এই সময় তাঁহার দিব্যজ্ঞানের উদয় হইয়াছিল। তিনি জিনত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সমস্ত ইন্দ্রিয় তাঁহার বশীভূত হইল এবং তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী হইলেন। এই প্রকারে ৭২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি সর্ব্বক্লেশ হইতে একবারে মুক্ত হইলেন। এই ঘটনা বিহার-দেশান্তর্গত অপাপপুরী নামক স্থানের রাজা হস্তিপালের রাজসভাতে ঘটিয়াছিল। তৎকালে জৈনদিগের অবসর্পিণী কালের দুঃখমা সুখমা নামক চতুর্থ যুগের ৩ বৎসর ৮৷৷০ মাস অবশিষ্ট ছিল। মহাবীরের সংসার-মুক্তির ৯৮০ বৎসর পরে কল্পসূত্র রচিত হয়। মহাবীর যৎকালে নিজমত প্রচার করিতে আরম্ভ করিযাছিলেন তখন মগধ দেশে বেদ-চর্চ্চা প্রবল এবং অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার বিচার হইয়াছিল। কিন্তু প্রায় সকলেই তাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়া তৎপ্রদর্শিত ধর্ম্মপথের পথিক হইয়াছিলেন। এই রূপে অতি অল্পকালের মধ্যে মহাবীরের বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইয়া উঠিল। যে সকল ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক জৈন্য ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই গণাধিপ বা গণধর নামে খ্যাত হইয়া জৈনধর্ম্মপতাকা ভারতের সর্ব্বত্র উড্ডীয়মান করিতে সংকল্প করিলেন। মহাবীরের একাদশ জন শিষ্য ছিলেন। ইন্দ্রভূতি অগ্নিভূতি, বায়ুভূতি, ব্যক্ত, সুধর্ম্ম, মণ্ডিতপুত্র, মৌর্য্যপুত্র, অকম্পিত, অচলব্রত, মৈত্রেয় এবং প্রভাস। ইহাদিগের মধ্যে দুই জনমাত্রে মহাবীরের মোক্ষের পর জীবিত ছিলেন। তাঁহাদিগের নাম ইন্দ্রভূতি এবং সুধর্ম্ম। ইহারা মহাবীরের মুক্তির পর মুক্তি লাভ করেন। কল্পসূত্রানুসারে সকল যতি এবং সন্ন্যাসী সুধর্ম্মের শিষ্য-পরম্পরার অন্তর্গত, ফলত আর কোন শিষ্যের শিষ্য ছিল না।

ক্রমশঃ

এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারি সম্পাদক শ্রীযুক্ত জি এস লিওনার্ড সাহেব ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ক যে প্রস্তাব আমাদিগকে এই পত্রিকায় প্রকাশার্থে পাঠাইয়া দিয়াছেন তাহা আমরা আদরের সহিত নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

AN INQURIY INTO THE NATURE OF GOD.

"QUID aut quale sit Deus ?" What is God and what is his nature ? is a question of very ancient date, which has engaged the thoughts of all mankind and employed the inquiry of the sages and philosophers of every age and country, with little or no satisfactory result.

It was the learned Cicero who stated the question to which he responded himself, saying. "Should you ask me to define what God is, I would adopt the procedure of Simonides, who, when the same task was imposed on him by Hiero, King of Syracuse, desired one day to consider of it; next day the same question being again put to him, he requested two days more; then four, and so on for a considerable time, doubling always his demand. At last when the King with surprise asked the reason of this he replied, "That the more he meditated on it the more incomprehensible it appeared to him." "For," rejoins Cicero, "I suppose that Simonides (who was not only an excellent poet, but otherwise a man of extensive knowledge and wisdom) was bewildered in a variety of opinions, each more subtle and abstracted than the other, and being uncertain which of them came nearest to truth, he despaired of finding it.

The world is filled with innumerable volumes all devoted to this end, which for the most part tend rather to bewilder the understanding with a mass of heterogeneous opinions, dogmas, and paradoxes, than direct the inquirer by a straight line to the object of his inquiry.

The first part of the question, "what is God," is answered by a statement of numberless attributes which are either affirmatively or negatively predicated of God, upon which systems on systems have been built by the accumulated labour of ages, in this most abstruse research, and the religious and philosophical world is full of doctrines which at the best are but indirect methods of arriving at just notions respecting the existence of the Deity and that of a variety of qualities and properties attributed to him.

But what is the Essence of God which is the subject of the second query, is a point far transcendental and supernatural for human uuderstanding to arrive at. The inscrutable substance, and essence of the Infinite Deity, has ever baffled the piercing and scrutinising eye of philosophy and the wisdom of sages in coming to a determinate conclusion.

The nature of divine essence is ever hidden from human wisdom in impenetrable obscurity and it is perhaps never given to the *acuteness* of any created being however Argus-eyed he may be, to penetrate the thick mist guarding the ineffable glory of God. It is says Sadi so glary (to translate Sadi's expression by an obsolete but expressive English word) as even to dazzle the sight of the bright cherubs and seraphs that encircle his holy throne and so mysterious as to baffle all human research. Divinity, says Hafiz, is a riddle never to be unravelled by any body.

The present Chief Minister of the Brahmo Somaj, after his college days, attempted for a long time to arrive at a right idea of the true nature of God, so as to be able to adopt it for the object of his meditations. He was amazed and discouraged at the mass of conflicting opinions and systems which in no way assisted him in arriving direct to the truth. He consequently avoided the accumulated pile of ancient research and the intricate labyrinths of modern metaphysics, and took a straight forward way of his own, by the following series of questions and answers which he proposed to himself, as a student of Vedanta, in his enquiry into the nature and essence of God.

To say according to the Upanishads. "God is neither this nor that," necessarily leads to the query "then what can He be"? "Indescribable and incomprehensible, "replies the Vedanta." How then conceive or adore Him"? asks the inquirer. "Meditate on Him in thy own self," answers the Sastra. "But meditate on what, and what is self"? "It is what it is," says the Vedant and there stops.

The Nyaya sets out with its usual confidence to supply a solution, which the older system was not able to do, and states, as the Kusumánjali does "Whatever is adored by any one in the form of God, is his true entity, since he is all in all," and thereby leads the inquirer to an universal pantheism, and its consequent idolatry, which the Vedanta coldly disapproves, saying, "None of these perishables can be the imperishable." "God is eternity and eternity's self." "But where does this Eternal Being abide ?." "In heaven" replies the other. Why then do you adore him on earth if he should remain quiescent in one place. No says the other, "He is everywhere "Impossible says the inquirer, that anything however eternal can be omnipresent." "Because God is a spirit" replies the Sastra. "But what is a spirit, only a breath, an air, which cannot be every where," No, it is a soul—a power which pervades all infinity. But is the Divine Essence contained in infinity or is it its container. No, it is neither the one nor the other, but both, and the same thing. It is Infinity's self and the selfsame Infinity. Infinity is the very essence of God, whose nature is composed of an infinitude of power duration, wisdom, and all other perfections.

Let us now consider how far this discovery of Divine nature,—the Infinity of the Deity, is justified by reason and revelation to lead the inquirer to his belief in the God-Head, and to make him prefer it to all other forms of religion. The idea of the Infinity of God, thus revealed to the inquirer by the light of intuition, from man's innate sense of the perfect nature of God deeply implanted, in his mental constitution, is found on examination to be conformable both to the dictates of natural as well as revealed religion, the two sources

of divine knowledge acknowledged by the divine, the theologian, and the philosopher. Thus we find St. Augustine saying. "Duo sunt quae in cognitionem Dei ducunt: Creatura et Scripturae &c." (1) So says Newton, "De Deo de quo utique ex phenomenis disserrere ad philosophiam naturalem pertinet." (2) Archbishop Tillotson declares the same in a sermon to the king. "The principles of natural religion are the foundation of that which is revealed." "And whatever article of revelation is found incompatible with the light of nature and reason, deserves to be rejected as a paradox imposing upon the ignorant, and a dogma forcing one's belief by compulsion. Also Locke has very truly said "He who would take away reason to make room for revelation puts out the light of both, as if he would persuade a man to put out his eyes, the better to receive the remotest light of an invisible star by a telescope."

Let us then see whether the above idea of God is conformable to both natural and revealed religion.

It is impossible from the doctrines of any system of theology to arrive at a definite conception of God, as there is no *genus* under which the Infinite and Eternal may be comprehended. Even the most abstract predicament under which we might propose to place him is an inadequate idea of Him whose nature is wholly incomprehensible. How then are we to attain to a knowledge of our Maker, is a natural inquiry, if the light of popular faiths and Scriptures will not lead us to a right notion of his nature? But says the theologian, though we are unable adequately to define God yet we are able to learn something of him, as we find in Romans chap, I, 19. "Because that which may be known of God is manifest in them," or as Vedanta (Upanishad) says "Nona vedeti vedacha." "It is neither that we know him not nor is it that we know him."

Let us however now see the different modes and methods contrived by philosophers to convey to us a true notion of God, and the definitions generally used to define his nature.

The first method, *via negationis*, by *negation; kat aphairesin*, by negation, or removing all imperfections from the nature of God, as *neti neti* or *tanna tanna* pursued by Neo-Platonics, Schoolmen, and Vedanta philosophers, gives us negative propositions, as he is neither this nor that, and therefore fall short of giving any idea of what God really is. The second method, the attribution of all perfections to God *by eminence, via eminentia, kata schesin* or *upachara* of Vedanta, furnishes us only with ideas of properties belonging to created beings, and cannot therefore be properly descriptive of the real nature of the Deity The third method, the ascribing of the qualities of creation, preservation, &c, to the Divinity by *causality, via causalitatis, kata phusin.* or *Kárana guna* of the Nayaya philosophy, are mere assumptions of necessity and arguments a posteriori, derived from the state of things in the world and do not give as any direct idea of the nature of God. We have no knowledge from an *a priori* argument of divine nature, all that we know of God's attributes is derived by our reasoning *a posteriori* from his works to himself, which does not enable us to discern his nature.

By way of elucidating these arguments, I insert the following passages from the Upanshads describing the nature and attributes of the Supreme Being. Under the first or *by way of negation* we have; "The being invisible, unseizable, without origin, without color, without eyes, without hands, feet, &ca;" "without death without, fear "&ca; "Without begining, without end, &ca" and without every imperfection &c." Now what ideas do all these negations serve to impress on our minds, but those of the things they negative, viz; eyes, hands feet &ca, &ca, and not of what they are intended to affirm. Should the phrase "without eyes, feet, and hands" lead us to form ideas of the absence of these organs, what would they amount to, but simply that the deity was devoid of them. They do not lead us to form an idea of what he positively is.

Under the second or *by way of eminenee,* the Vedas declare: "We know him the Supreme great Ruler of all rulers, the supreme Deity of all deities, the Lord of lords, greater that what is greatest, the resplendent and praiseworthy Ruler of the universe." Now what better notion of God do these epithets lead us to than that of a temporal autocrat, an emperor or sovran monarch. They in no way serve to give as an idea of the true nature of God. Again the Vedic definition of the deity. "Everywhere are his eyes, every where his face, every where his arm, every where his feet, he joins man with arms, the birds with wings. the fishes with fins &ca." What do these words serve to convey to our minds, other than filling them with thoughts of the several organs of sense which they express instead of giving the true image of God, which ought to occupy our minds and souls in our meditation and devotion of Him.

Under the third or *causality,* we have: "He from whom all things are born, by whom they are supported, and unto whom they return, &ca," "He is the Creator, Preserver and Annihilator of the universe." These passages give us only ideas of the agencies of God derived from the creation, preservation and destruction of the world, but nothing whatever of his real essence or nature. There is a well-known work extant on the existence of God which proves him only as a *necessary* cause, from the existence of the visible world without describing to us his nature or form.

Under the fourth or argument *a priori or púrvavat* as it is called in Hindu logic, we have a cleverly written treatise by an ingenious writer, who has attempted to prove the existence and attributes of God by demonstration from cause to effect. But it proved a wretched failure as no such reasoning can lead us to the knowledge of God. Prior truths are justly the *campus philosophorum* (3) and will ever remain subject to controversy.

The definition of God given by philosophers as "An absolute perfect being to which a necessary existence is essential and demonstrable; is no other than an argument of necessity for the existence and not the essential nature of God. Its enunciations are *I am, He is, Alast, Asti, Sat, Id est, Ens, On* &c. There are many other definitions which are little better than identical propositions, expressing the same thing, as, a line is length, a point has position, &c, such as *Sadasti* God is good, Al Rahaman al rahim &c, which convey to us no more instruction than that x=x.

The words used in several scriptures as expressive of God, such as, Satyam—verax, Jnanam, intelligens, Sat-bonas, Anandam-felix, Haq justus, Rahim-Misericors, Mattay—liberrimus &c, are either relative terms of what God is in relation to others, or analogical expressions derived from the veracity, intelligence, goodness, justice and mercy of mankind and not of what God is in himself, and consequently fail to give us a right conception of his nature. The best and most distinctive definition we have of the nature of God, is given in the words, "Deus est essentia spiritualis aeterna, et immensae potentiae et sapentiae" (4) in which the terms *spiritus*, the spirit, *aeternas*, eternity and *immensus*, immensity are truly definitive of Divine essence. But do we know these better than we know God? Are our ideas of spiritual essence, of eternity, and of immensity more simple and conclusive than our idea of God? The idea of a heathen God, of a deity sitting in glory on his heavenly throne, is certainly more simple and conclusive, than the conception of God, whom we call a spirit or *atman*, and of whom we do not know whether it is of the nature of the vital breath or force. The idea of eternity or unlimited duration may be formed of an object of any dimensions or magnitude, either as confined in a certain place or extending over a large space, and therefore is not sufficiently expressive of the vast and comprehensive idea of God that we have. But the idea of *Infinity* comprehends in itself, the ideas of unlimited space, as well as that of duration, and not only these alone but according to the usual acceptation of the term as applied to God the *Infinity of God and his perfections, the infinity of his existence, his knowledge, his power, his goodness, and holiness.* What word therefore is more adequate to express the comprehensive idea of God, than *Infinity?* But it may be asked whether *Infinity and Eternity*, are attributes, or the very essence of the Deity? They can be viewed in both light, substantive, as well as attributive. Distinct attributes as "*Deus non est duratio vel spacium, sed durat et adest* (5) *and*

(1) Two things, there are, which lead us to an idea of God, Creation and Scriptures.

(2) It appertains to natural philosophy to discuss concerning God from those things on every side which we see.

(3) Arena of philosophers.

(4) God is a spiritual essence, eternal and immense, powerful and wise &c.,

(5) God is not duration or space, but endures and is.

essential natures as, Id est infinitas et eternitas. (6)

The Vedanta, no more considers them to be qualities super added to the Divine essence, as the quality of strength &c., to man than the very properties of his nature. It considers Him to be truth itself, intelligence itself, infinity itself, felicity itself. Augustine means the same thing when speaking of God he says, *Nunquam novus nunquam vetus.* Never new, never old. God never receives any additions, nor experiences any change. His attributes are therefore Himself. He, not His. Divine essence is like an incomprehensible ocean of all *Infinite Perfections.*

But two very seemingly strong objections are frequently adduced against the theory of infinitude by Idolaters. Let us briefly consider them, and their disproof by the Infinitarian Unitarians. The arguments by which the first of these objections is buttressed is, that infinity being a negative term, denoting the want of finitude, falls under the category of negation, and is therefore resolvable to the argument of *via negationis.* A negative cannot lead us to a positive idea of God, as what he *is,* as what he is not i.e finity, which is made to occupy our minds while we are directed to reflect on the contrary. In refutation of this plausible objection, it is advanced by the infinitarian, that infinity is no such thing, it is a positive idea, and is defined by Psychologists as a purely negative or objective reality or enlarging the finite *ad infinitum.*" And though the word infinity (ananta) is a negative term in grammar, yet it is used like many such words to express a positive idea, and of which examples are not wanting in every language. This is simply owing to the poverty of language which cannot furnish us with appropriate expressions for all ideas. Infinity like eternity is as simple and positive an idea as the other, and boundless space is every bit as much equivalent to unlimited duration, though the one is expressed with a privative prefix, and the other without it. It matters not what words we use for things, provided our ideas of them are clear and correct.

The second objection raised by the finitist adduces the utter impossibility and incapacity of our finite and limited understanding, to comprehend infinity, when its inadequacy for the conception of just ideas of dimensions and magnitudes is so well-known. We can form ideas only of bounded spaces, and limited numbers, but never of infinitude or eternity. What is the use then of presenting such chimeras for adoration of which we cannot form any idea or thought in our minds?

To these arguments the Brahmo replies, "No, infinity is not inconceivable, since it is defined to be a positive and subjective idea of absoluteness, and capable of our apprehension." And though it may seem impossible, for uncultivated understandings to form distinct and discriminative ideas of too great or small things in their concrete, collective, or composite states, by the exact quantity of their component parts; yet it is possible for all minds to form ideas of them in the abstract or aggregate. It was possible for a Newton and others, to grasp the infinite universe, in their capacious minds and to prove conceptions of infinite series and summations, infinitesimals and indefinite magnitudes in their calculations. So it is never impossible to the giver of our understandings to enlarge the human capacity for the comprehension of his infinite nature and perfections. Infinity itself is but an infinitesimal compared with the vast capacity of the human soul, as a poet has expressed it:—

"And what yon boundless orbs to godlike man?
These numerous worlds that roll through the firmament,
And ask more room in heaven, can roll at large
Iu man's capacious thought, and still leave room
For ampler orbs, for new creations there.
Can such a soul contract itself to gripe
A point of no dimensions or no weight?
It can: it does.

In conclusion let us hope that the prayer in the Gayatri—*Dhiyo o nah prachodayat Om.*—
"May God expand our understanding," be granted.

(6) That is infinity and eternity.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক বুধবার বেহালা ব্রাহ্ম সমাজের চতুর্বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

আগামী ৭ কার্ত্তিক সোমবার কাল্না ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

Registerd No 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প
তৃতীয় ভাগ
অগ্রহায়ণ ১৭৯৯ শক।
৪১২ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৮

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বর আত্মার আত্মা।

ঈশ্বর জগতের অবলম্বন। জগৎ তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি যদি আপনাকে জগৎ হইতে পৃথক করিয়া লয়েন, জগতের আর কিছুই থাকে না। ঈশ্বর যেমন জগতের অবলম্বন, তেমনি জগদন্তর্গত সর্ব্বপ্রধান পদার্থ আত্মারও অবলম্বন। আত্মা তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি যদি আপনাকে আত্মা হইতে পৃথক করিয়া লন, তাহা হইলে আত্মার আর কিছুই থাকে না। তাঁহা হইতেই আত্মার আত্মত্ব। তিনি আত্মার আত্মা। আত্মার আত্মারূপে তাঁহাকে অনুভব করিলে তাঁহাকে যেমন উজ্জ্বলরূপে জানা যায় এমন আর অন্য কোন প্রকারে যায় না। শরীর যেমন স্বকীয় নির্ভর-স্থল পৃথিবীকে উজ্জ্বলরূপে অনুভব করে, মন যেমন স্বীয় নির্ভর-স্থল অন্য মনকে উজ্জ্বলরূপে অনুভব করে, তেমনি আত্মা স্বীয় নির্ভর-স্থল আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে উজ্জ্বলরূপে অনুভব করে। সেই অনুভব করিবার সময় সে ইহাও অনুভব করে যে, সে আপনি পরিমিত ও অন্তবৎ, আর পরমাত্মা অপরিমিত ও অনন্ত। তিনি অনন্ত-দেশ-ব্যাপী, অনন্তকালস্থায়ী এবং অনন্ত-জ্ঞান, অনন্ত-শক্তি ও অনন্ত-করুণা-বিশিষ্ট। ঈশ্বর আত্মার আত্মা এই জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রতি যেমন সহকারী এমন অন্য কোন জ্ঞান নহে। উল্লিখিত জ্ঞান ঈশ্বর-প্রীতি-সঞ্চার জন্যও যেমন সহকারী, এমন আর অন্য কোন জ্ঞান নহে। ঈশ্বরকে পিতা, কিংবা মাতা, কিংবা বন্ধুরূপে চিন্তা করিলে মনে অতিশয় প্রীতির সঞ্চার হয় বটে কিন্তু প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মারূপে ভাবিলে যেমন প্রীতির সঞ্চার হয়, এমন আর অন্য কিছুতেই হয় না। পিতা মাতা, কিংবা বন্ধু বাহিরের পদার্থ। আত্মার আত্মা যেমন নিকট পদার্থ পিতা মাতা কিংবা বন্ধু তত নিকট পদার্থ নহেন। "অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে ভুলনা রে তাঁয়।" প্রাচীন কালের যোগীন্দ্র সকল ঈশ্বরকে আত্মার আত্মারূপে উপাসনা করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণকার যোগীন্দ্র সকল সেই প্রকারে উপাসনা করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিতেছেন।

ঈশ্বর আত্মার আত্মা এই মত ব্রাহ্মধর্ম্মের

essential natures as, Id est infinitas et eternitas. (6)

The Vedanta, no more considers them to be qualities super added to the Divine essence, as the quality of strength &c., to man than the very properties of his nature. It considers Him to be truth itself, intelligence itself, infinity itself, felicity itself. Augustine means the same thing when speaking of God he says, *Nunquam novus nunquam vetus.* Never new, never old. God never receives any additions, nor experiences any change. His attributes are therefore Himself. He, not His. Divine essence is like an incomprehensible ocean of all *Infinite Perfections.*

But two very seemingly strong objections are frequently adduced against the theory of infinitude by Idolaters. Let us briefly consider them, and their disproof by the Infinitarian Unitarians. The arguments by which the first of these objections is buttressed is, that infinity being a negative term, denoting the want of finitude, falls under the category of negation, and is therefore resolvable to the argument of *via negationis.* A negative cannot lead us to a positive idea of God, as what he *is*, as what he is not *is* finity, which is made to occupy our minds while we are directed to reflect on the contrary. In refutation of this plausible objection, it is advanced by the infinitarian, that infinity is no such thing, it is a positive idea, and is defined by Psychologists as a purely negative or objective reality or enlarging the finite *ad infinitum.*" And though the word infinity (ananta) is a negative term in grammar, yet it is used like many such words to express a positive idea, and of which examples are not wanting in every language. This is simply owing to the poverty of language which cannot furnish us with appropriate expressions for all ideas. Infinity like eternity is as simple and positive an idea as the other, and boundless space is every bit as much equivalent to unlimited duration, though the one is expressed with a privative prefix, and the other without it. It matters not what words we use for things, provided our ideas of them are clear and correct.

The second objection raised by the finitist adduces the utter impossibility and incapacity of our finite and limited understanding, to comprehend infinity, when its inadequacy for the conception of just ideas of dimensions and magnitudes is so well-known. We can form ideas only of bounded spaces, and limited numbers, but never of infinitude or eternity. What is the use then of presenting such chimeras for adoration of which we cannot form any idea or thought in our minds?

To these arguments the Brahmo replies, "No, infinity is not inconceivable, since it is defined to be a positive and subjective idea of absoluteness, and capable of our apprehension." And though it may seem impossible, for uncultivated understandings to form distinct and discriminative ideas of too great or small things in their concrete, collective, or composite states, by the exact quantity of their component parts; yet it is possible for all minds to form ideas of them in the abstract or aggregate. It was possible for a Newton and others, to grasp the infinite universe, in their capacious minds and to prove conceptions of infinite series and summations, infinitesimals and indefinite magnitudes in their calculations. So it is never impossible to the giver of our understandings to enlarge the human capacity for the comprehension of his infinite nature and perfections. Infinity itself is but an infinitesimal compared with the vast capacity of the human soul, as a poet has expressed it:—

"And what yon boundless orbs to godlike man?
These numerous worlds that roll through the firmament,
And ask more room in heaven, can roll at large
In man's capacious thought, and still leave room
For ampler orbs, for new creations there.
Can such a soul contract itself to gripe
A point of no dimensions or no weight?
It can: it does.

In conclusion let us hope that the prayer in the Gayatri—*Dhiyo o nah prachodayat Om.*—

"May God expand our understanding," be granted.

(6) That is infinity and eternity.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক বুধবার বেহালা ব্রাহ্ম সমাজের চতুর্বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

আগামী ৭ কার্ত্তিক সোমবার কাল্না ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

Registerd No 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প
তৃতীয় ভাগ
অগ্রহায়ণ ১৭৯৯ শক।

৪১২ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৮

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বর আত্মার আত্মা।

ঈশ্বর জগতের অবলম্বন। জগৎ তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি যদি আপনাকে জগৎ হইতে পৃথক করিয়া লয়েন, জগতের আর কিছুই থাকে না। ঈশ্বর যেমন জগতের অবলম্বন, তেমনি জগদন্তর্গত সর্ব্বপ্রধান পদার্থ আত্মারও অবলম্বন। আত্মা তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি যদি আপনাকে আত্মা হইতে পৃথক করিয়া লন, তাহা হইলে আত্মার আর কিছুই থাকে না। তাঁহা হইতেই আত্মার আত্মত্ব। তিনি আত্মার আত্মা। আত্মার আত্মারূপে তাঁহাকে অনুভব করিলে তাঁহাকে যেমন উজ্জ্বলরূপে জানা যায় এমন আর অন্য কোন প্রকারে যায় না। শরীর যেমন স্বকীয় নির্ভর-স্থল পৃথিবীকে উজ্জ্বলরূপে অনুভব করে, মন যেমন স্বীয় নির্ভর-স্থল অন্য মনকে উজ্জ্বলরূপে অনুভব করে, তেমনি আত্মা স্বীয় নির্ভর-স্থল আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে উজ্জ্বলরূপে অনুভব করে। সেই অনুভব করিবার সময় সে ইহাও অনুভব করে যে, সে আপনি পরিমিত ও অন্তবৎ, আর পরমাত্মা অপরিমিত ও অনন্ত। তিনি অনন্ত-দেশ-ব্যাপী, অনন্তকালস্থায়ী এবং অনন্ত-জ্ঞান, অনন্ত-শক্তি ও অনন্ত-করুণা-বিশিষ্ট। ঈশ্বর আত্মার আত্মা এই জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রতি যেমন সহকারী এমন অন্য কোন জ্ঞান নহে। উল্লিখিত জ্ঞান ঈশ্বর-প্রীতি-সঞ্চার জন্যও যেমন সহকারী, এমন আর অন্য কোন জ্ঞান নহে। ঈশ্বরকে পিতা, কিংবা মাতা, কিংবা বন্ধুরূপে চিন্তা করিলে মনে অতিশয় প্রীতির সঞ্চার হয় বটে কিন্তু প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মারূপে ভাবিলে যেমন প্রীতির সঞ্চার হয়, এমন আর অন্য কিছুতেই হয় না। পিতা মাতা, কিংবা বন্ধু বাহিরের পদার্থ। আত্মার আত্মা যেমন নিকট পদার্থ পিতা মাতা কিংবা বন্ধু তত নিকট পদার্থ নহেন। "অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে ভুলনা রে তাঁয়।" প্রাচীন কালের যোগীন্দ্র সকল ঈশ্বরকে আত্মার আত্মারূপে উপাসনা করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণকার যোগীন্দ্র সকল সেই প্রকারে উপাসনা করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিতেছেন।

ঈশ্বর আত্মার আত্মা এই মত ব্রাহ্মধর্ম্মের

প্রাণ-স্বরূপ। এই মতের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম উপনিষদের নিকট উপকৃত আছেন। ঈশ্বর আত্মার আত্মা এই ভাব উপনিষদের কুঞ্চিকা-স্বরূপ। যেমন কুঞ্চিকা দ্বারা গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটন করা যায় তেমনি এই তত্ত্ব দ্বারা উপনিষদের দ্বার উদ্ঘাটন করা যায়। ঈশ্বর আত্মার আত্মা ইহা বুঝিলে উপনিষদের সকলি বুঝা যায়। এই ভাব উপনিষদের বিশেষ অধিকার-সামগ্রী। পৃথিবীস্থ অন্যান্য জাতির ধর্ম্ম-গ্রন্থে এই ভাব পাওয়া যায় না। বাইবেলে কেবল একটি স্থানে এইরূপ ভাব আছে যে, ঈশ্বরকেই আমরা অবলম্বন করিয়া জীবিত রহিয়াছি, শরীর-চেষ্টা করিতেছি এবং সত্তা লাভ করিতেছি। "In Him we live, and move and have our being." কিন্তু এই বাক্যও প্রাচীন ভারতবর্ষের আর্য্যদিগের নিকট-সম্পর্কীয় গ্রীসদেশীয় আর্য্যদিগের কোন কবি হইতে পরিগৃহীত। ঐ বাক্য সেণ্টপলের রচনা মধ্যে পাওয়া যায় কিন্তু সেণ্টপল নিজে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহা কোন গ্রীক কবি হইতে উদ্ধৃত। কিন্তু এই প্রকার কত বাক্য আমাদিগের বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদ শাস্ত্রে আছে তাহার সীমা নাই। ইউরোপীয়েরা এখনও পর্য্যন্ত এই উচ্চ ভাবে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রসাদাৎ আমরা এই উচ্চ ভাবে উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছি। আমাদিগের কর্ত্তব্য যে এই উচ্চ ভাবানুসারে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ স্থাপন পূর্ব্বক ইহ কাল ও পরকালে পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়া কৃতার্থ হই।

স্তোত্র।

(গ্রীক-তত্ত্বজ্ঞানী ক্লিয়ান্থিসের রচনা হইতে অনুবাদিত)*

হে দেবদেব পরমেশ্বর! তুমি প্রকৃতির প্রধান নিয়ন্তা, তুমি নিত্য নিয়মানুসারে সকল বস্তু শাসন করিতেছ, তোমাকে নমস্কার। সকল মনুষ্যের কর্ত্তব্য যে তোমাকে উপাসনা করে, যেহেতু আমরা ভূমণ্ডল-সঞ্চরণকারী কীট পতঙ্গাদি সকল জীবিত বিনশ্বর বস্তু তোমার সন্তান, কেন না কেবল আমাদিগের ভাগ্যে তোমার জ্ঞানের দূর প্রতিরূপ লাভ ঘটিয়াছে। এই নিমিত্ত আমি সর্ব্বদা তোমার স্তব করিব, এবং আমি তোমার মহিমা নিরন্তর কীর্ত্তন করিব। সমস্ত বিশ্ব তোমার অধীন। যাহাকে যাহা তুমি আদেশ করিতেছ সে তাহা পালন করিতেছে। বিশ্ব সহজেই তোমার দ্বারা প্রশাসিত হইতেছে। তুমি উদ্যত-বজ্র হইয়া সমস্ত চরাচর শাসন করিতেছ। যে পদার্থ সকল-বস্তুর সাধারণ উপাদান স্বরূপ এবং যাহা সর্ব্বগত, তাহাকেও তুমি উদ্যত-বজ্র-স্বরূপ হইয়া শাসন করিতেছ।* তুমি এই প্রকারে সকল বস্তুর উপর রাজাধিরাজরূপে সর্ব্বাধিপত্য করিতেছ। পরমাত্মন্! দুষ্ট লোকেরা মূঢ়তা বশতঃ, যে সকল দুষ্ক্রিয়া করে, তদ্ব্যতীত তোমাকে অতিক্রম করিয়া ভূলোকে অথবা মহোচ্চ দ্যুলোকে অথবা সমুদ্রে কোন ঘটনা ঘটে না। কুৎসিৎ পদার্থ সকলও তুমি সুন্দর করিয়া তোল; অপ্রীতিকর বস্তুও তোমার প্রীতি আকর্ষণ করে, যেহেতু তুমি তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনার্থে শুভ অশুভ সকল বস্তুকে একত্রে সম্মিলিত করিয়া, সকল বিদ্যমান পদার্থকে এক সাধারণ ব্যবস্থার অধীন করিয়া থাক। তবে সাধুজনেরা কি প্রকারে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার চিন্তা হইতে বিমুখ হইবে? দুর্ভাগ্য মনুষ্যেরা পার্থিব সুখের লালসায় নিয়ত মত্ত হইয়া তোমার

* এই অনুবাদ-কার্য্যে আমরা এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত জি, এস, লিয়োনার্ড সাহেব মহোদয়ের নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

* বোধ হয় আকাশ, ইংরাজীতে যাহাকে Ether বলে।

নিয়ম পালন করে না। সেই সকল নিয়ম বুঝিয়া পালন করিলে তাহারা সুখী হইতে পারে কিন্তু তাহারা তাহা করে না। তোমার নিয়মের জ্ঞানাভাবে মনুষ্য সকল ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। কেহ মান ও গৌরবের অপবিত্র কামনায় অস্থির; কেহ ধর্ম্মনীতির নিয়ম সম্যক অগ্রাহ্য করিয়া প্রবঞ্চনা ও প্রতারণায় রত, কেহ বা কামাচরণ ও আপাত-মধুর ইন্দ্রিয়-সুখে নিমগ্ন। হে সর্ব্বপ্রদাতা ঈশ্বর! তুমি অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে তাহাদিগকে রক্ষা কর। হে পিতঃ! ঐ অন্ধকার তাহাদিগের হৃদয় হইতে দূর কর; এবং যে জ্ঞান অবলম্বন করিয়া তুমি সকল বস্তু ন্যায়ের সহিত শাসন করিতেছ সেই জ্ঞানালোক তাহাদিগকে প্রদান কর, যে তাহারা এইরূপ উপকৃত হইয়া তোমাকে পূজা করিবে, এবং কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-প্রবর্ত্তিত হইয়া নিয়ত তোমার কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে, যেহেতু মনুষ্য কিংবা দেবতাদিগকে যে সকল অধিকার প্রদান করিয়াছ, তন্মধ্যে সর্ব্বব্যাপী নিত্য ন্যায়-স্বরূপ যে তুমি তোমার উপাসনা করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অধিকার।

বেদান্তদর্শন।

(৪১১ সংখ্যক পত্রিকার ১২৫ পৃষ্ঠার পর)

অনেক পদার্থকে সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গের হেতু বোধ করা যাইতে পারে। কেহ প্রকৃতিকে, কেহ অন্নকে, কেহ প্রাণকে, কেহ মনকে, কেহ বা বুদ্ধিকে সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গের কারণ ব্রহ্ম বলিতে পারেন। শাস্ত্রেও পরমেশ্বরের বিভূতি-দৃষ্টিতে অনেক স্থলে সেরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু সকলের সে দৃষ্টি নাই। সুতরাং বিভূতি পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মভাব হৃদয়ঙ্গম না করিয়া, কেহ কেহ ঐ সকল ভূতমাত্রোপাধিকে ব্রহ্ম বলিতে পারেন। যে জ্ঞান হইতে তাঁহারা সেরূপ বলেন তাহা ব্রহ্মজ্ঞান নহে। তাহা তাঁহাদের বুদ্ধি ও কল্পনার রচনা। তাহাকে পুরুষ-বুদ্ধি-পরতন্ত্র বলা যায়। ব্রহ্মরূপ বস্তু-পরতন্ত্র নহে। সেরূপ জ্ঞান জীবরূপ কর্ত্তৃ-পরতন্ত্রমাত্র—কর্ম্মপদ-স্বরূপ ব্রহ্ম-পরতন্ত্র নহে। ব্রহ্মের সহিত সে জ্ঞানের সম্বন্ধ নাই—কর্ত্তার বুদ্ধ্যাদির সহিতই তাহার সম্বন্ধ। যদি জীবের আত্মা-স্বরূপে, জাজ্বল্যমান জীবন-স্বরূপে, জাগ্রত প্রাণ-স্বরূপে এবং ভক্তবৎসল পিতা-স্বরূপে হৃদয়-ধামে তাঁহাকে অনুভব করিতে না পারা যায়, তবে উপরি উক্ত প্রকারের জ্ঞান বা বিশ্বাসের মূলে ঐরূপ অন্ন প্রাণাদি কোন ব্রহ্মকে কোটি বর্ষ উপাসনা করিলেও ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবে না। কিন্তু সত্য ও সিদ্ধ-বস্তু-স্বরূপ পরমাত্মাকে জীবন ও রসস্বরূপ অনুভব হইলেই প্রবৃত্তির কার্য্য যজ্ঞাদি এবং বুদ্ধির কার্য্য তর্ক নিশ্চয়াদি নিবৃত্ত হইয়া যায়। যদি নিবৃত্ত নাও হয়, তথাপি যজ্ঞেতেও ব্রহ্ম, তর্কেতেও ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই আত্মারূপে ব্রহ্ম অনুভূত হয়েন। তখন জ্ঞানী স্বীয় শাখা বা শিক্ষানুযায়ী তাঁহাকে যে কোন নাম দিতে পারেন। তাহাতে তাঁহার ভাবের বৈয়র্থ হয় না। এতাবতা যজ্ঞ, উপাসনা, সংশয়, নিশ্চয় এ সকলের কারণ পুরুষের প্রবৃত্তি ও মনোবুদ্ধি। পুরুষ-বুদ্ধি যদিও শ্রুতির সহায় হইয়া জীবকে আত্ম-স্বরূপ ব্রহ্মানুভব করায় কিন্তু সেই ব্রহ্মরূপ প্রসিদ্ধ বস্তুর যথার্থ জ্ঞান তাদৃশ বুদ্ধ্যাদির রচনা নহে। তাহা সেই বস্তুরই পরতন্ত্র। ব্রহ্মরূপ বস্তুই ব্রহ্মজ্ঞানের আশ্রয়-ভূমি। সেই জ্ঞান জীবের অনুভব বা আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ। অর্থাৎ অনুভব রূপ জ্ঞান ব্রহ্মকে জানায় মাত্র কিন্তু তাঁহাকে উৎপত্তি করে না। ঠিক তদ্রূপ

যেমন যথার্থ দৃষ্টি স্থাণুকে স্থাণুরূপেই দেখায় কিন্তু জন্ম দেয় না। ব্যভিচারিত দৃষ্টি বশত মনোবুদ্ধি যেমন স্থাণুর অবলম্বনে চৌর বা প্রেতকে জন্ম দেয়, সেইরূপ হৃদয়ে দৃষ্টি-বিরহিত মনোবুদ্ধিরা নানা ব্রহ্ম ও নানা যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়া প্রকৃত অনুভবসিদ্ধ ব্রহ্মকে আচ্ছাদন করে। অতএব হৃদয়ে দৃষ্টি শিক্ষা দিবার নিমিত্তেই বৈদান্তিক প্রস্থানের অভ্যুদয়। বেদান্ত-বাক্য সকলের হৃদয়-গ্রাহিতা সংস্থাপন করণোদ্দেশে মহর্ষি ব্যাসদেব তৎসমূহকে সূত্রে গ্রথিত করিয়া বিচার করিয়াছেন। তিনি বেদবাক্য ছাড়িয়া কেবল যুক্তির হার রচনা করেন নাই। শ্রীমান শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন,

"তস্মাজ্জন্মাদিসূত্রং নানুমানোপন্যাসার্থং, কিং তর্হি বেদান্তবাক্যপ্রদর্শনার্থং"

এই সূত্রটি অনুমান অর্থাৎ যুক্তি ও তর্কাদি উপন্যাসার্থ রচিত হয় নাই। কেবল বেদান্ত-বাক্যের প্রতিপাদ্য হৃদয়-নিহিত প্রসিদ্ধ আত্মাকে পঞ্চকোষ ভেদ পূর্ব্বক দেখাইবার জন্যই রচিত হইয়াছে। এই সূত্রে যে বেদান্তবাক্য লক্ষিত আছে তাহার নাম "বারুণী বিদ্যা"। তাহা তৈত্তিরীয় শ্রুতির ভৃগুবল্লীতে, ভৃগুবরুণ সম্বাদে প্রকাশ আছে। সূত্রের মর্ম্ম-সমাহারের নিমিত্তে এস্থলে তৎপ্রকরণ-গত তাৎপর্য্য দেওয়া যাইতেছে। ভৃগু স্বীয় পিতা বরুণের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! আমাকে ব্রহ্ম কি বুঝাইয়া দিন। বরুণ তাঁহাকে কহিলেন,

"যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসম্বিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্‌ব্রহ্মেতি।"

যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত রহে এবং প্রলয়-কালে যাঁহার প্রতি গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর তিনি ব্রহ্ম। এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ নাই। ইহাতে কেবল তটস্থ-লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মকে লক্ষ্যমাত্র করিতেছেন। ব্রহ্ম কি তাহা বলিলেন না। কিন্তু বলিয়া রাখিলেন "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব" বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছস্ব—তাঁহাকে বিশেষরূপে অর্থাৎ হৃদয়ের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা কর। সামান্যরূপে জানিলে তাঁহাকে বুঝা যাইবে না। পিতার বাক্য গ্রহণ পূর্ব্বক ভৃগু তপস্যা করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ নিয়ম পূর্ব্বক চিন্তা ও সন্ধান করিতে লাগিলেন যে, যাঁহা হইতে সর্ব্বভূত জন্মগ্রহণ করে—জন্মিয়া জীবিত রহে, এবং যাঁহাতে অন্তে লীন হয় তিনি কি রূপ? কিন্তু ভূমি, ধান্য, সুন্দর ও বলিষ্ঠ দেহ, পুত্র ও বিত্ত প্রভৃতি ভোগ-কামনাশীল মূঢ়েরা যেমন মনোবৃত্তি বা ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উন্নতি ত্যাগ করিয়া কেবল ভোগ-বস্তুতেই আকৃষ্ট হয় সেইরূপ ভৃগু প্রথমেই অন্নের মহিমা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইলেন। অন্ন শব্দে সমস্ত ভোগ্য বস্তু। পৃথিবীর সহিত পঞ্চস্থূলভূত ও তদুৎপন্ন ফলশস্য এবং রুধির মাংসাদির আধার জীবদেহ সকলই অন্ন শব্দের বাচ্য। এই বেদান্তমীমাংসা শাস্ত্রে (২ অঃ ৩ পাঃ ১২ সূঃ) মহর্ষি ব্যাসদেব মীমাংসা করিয়াছেন "পৃথিব্যধিকাররূপ শব্দান্তরেভ্যঃ" অন্ন শব্দে স্থূল পৃথিবীই, ফলশস্য গ্রহণ করিলেও কার্য্যকারণ-লক্ষণায় সেই পৃথিবীই মূল অন্ন। বিশেষতঃ বেদে নিরূপণ করিয়াছেন যে, পরমাত্মা হইতে সূক্ষ্ম প্রপঞ্চাদিক্রমে স্থূল আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে উদ্ভিজ্জ, উদ্ভিজ্জ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে শুক্র, শুক্র হইতে পুরুষ উৎপন্ন হয় "সবাএষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ।" সেই পুরুষ অন্নরসের বিকার।

"অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ অথোঅন্নেনৈব জীবন্তি। অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠং।"

তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্রহ্মবল্লীতে অন্নকেই সকলের কারণ, সকলের প্রতিপালক ও গম্য স্থান বলিয়াছেন, অর্থাৎ পৃথিবীরূপ অন্ন হইতেই ভূত সকল জন্মগ্রহণ করে, তাহার দ্বারা জীবিত রহে এবং অন্তকালে সেই পৃথিবীতেই লয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শ্রুতির এইরূপ উপদেশের একদেশ গ্রহণ করিলে চলে না। সমস্ত প্রকরণের আদ্যন্ত দেখিতে হয়। দেখিয়া শ্রুতির তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে জানা যায় যে, অন্ন সর্ব্বভূতের মূল কারণ প্রতিপালক বা শেষ গতি নহে। অন্ন যাঁহা হইতে অব্যবহিত রূপে প্রকটিত হইয়াছে এবং সেই পদার্থ যাঁহা হইতে আসিয়াছে ইত্যাদি পরম্পরা ক্রমভেদ পূর্ব্বক সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের ও প্রকৃতির ঊর্দ্ধে উঠিলে জানা যায় যে, সকলের মূল সঙ্গী ও শেষগতি এক জন আছেন। তিনিই জিজ্ঞাসার বিষয় ব্রহ্ম। কিন্তু যে সকল মূঢ় জন এই সংসারে যথোক্ত-লক্ষণ অন্নের জন্যই ব্যস্ত, বেদের সার মর্ম্ম এবং সমাহার-কথা তাহাদের বুদ্ধিতে স্ফূর্ত্তি পায় না। সুতরাং তাহারা যে অন্নের মহিমায় আকৃষ্ট তাহাকেই জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের কারণ এবং গতি মুক্তি বলিয়া জানে এবং শ্রুতিবাক্যের আরম্ভ ও সমাহার বর্জন পূর্ব্বক তাহার যে অংশে আপনাদের প্রিয় অন্নের গুণবাদ আছে তাহাকেই প্রমাণরূপে গণ্য করে। এই নিয়মানুসারে ভৃগু বিত্তমোহে বিমূঢ় হইয়া জানিলেন,

"[অন্নং ব্রহ্মেতি—অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, অন্নেন জাতানি জীবন্তি, অন্নং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি"

অন্নই ব্রহ্ম, অন্ন হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া অন্ন দ্বারা জীবিত রহে এবং অন্তে অন্নেতেই (অর্থাৎ স্থূল প্রপঞ্চে) প্রবেশ করে। অন্নকে এইরূপে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়া ভৃগুর তৃপ্তি হইল না। অতএব পুনরায় পিতার নিকট আসিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইলেন। বরুণ তাঁহাকে কহিলেন,

"তপসা ব্রহ্মবিজিজ্ঞাসস্ব।

তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জান। পিতার বাক্যানুসারে ভৃগু তপস্যারম্ভ করিলেন। তদ্দ্বারা তিনি প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন। প্রাণেতে যে পরমেশ্বরের বিভূতি আছে এস্থলে প্রাণ শব্দ তাহাকে প্রতিপাদন করে না। এস্থলে প্রাণ শব্দ নানা-দেহস্থিত জীবনী শক্তি স্বরূপ প্রাণবায়ু সমূহকে প্রতিপন্ন করে। সেই ভৌতিক প্রাণই শরীরকে জীবিত রাখে। যেমন কতকগুলি লোক অন্ন শব্দের বাচ্য পৃথিবী ধন ধান্য দেহ প্রভৃতি লইয়া বিমূঢ়, সেইরূপ কতিপয় লোক প্রাণ শব্দের বাচ্য স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি লইয়া উন্মত্ত। তাঁহারা মনে করেন প্রাণই সর্ব্বস্ব। বিশেষতঃ প্রশ্নোপনিষদে এই প্রাণের বিস্তর স্তুতিবাদ আছে।

"অরাইব রথনাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং।
ঋচোযজূংষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ।"

রথচক্রের নাভিদেশে অর সকলের ন্যায় সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত আছে। ঋক্, যজু, সাম, যজ্ঞ, ক্ষত্র, ও ব্রাহ্মণএ সকলই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

"প্রজাপতিশ্চরসি গর্ব্ভে ত্বমেব প্রতিজায়সে।"

হে প্রাণ! তুমি প্রজাপতি হইয়া গর্ব্ভমধ্যে বিচরণ কর। পিতা মাতার প্রতিরূপ হইয়া তুমিই জন্মগ্রহণ কর।

"ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণ তেজসা রুদ্রোসি পরিরক্ষিতা।"

তুমি তেজেতে ইন্দ্র-স্বরূপ, সংহারে রুদ্র, এবং পালয়িতা।

"প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতং।"

ত্রিজগতে যাহা কিছু পদার্থ আছে, সমুদায়ই প্রাণের বশে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই-

রূপে প্রাণের সৃষ্টিস্থিতি সংহার কর্ত্তৃত্ব বর্ণন করিয়া ঐ উপনিষদেই বাক্য-শেষে সমাহার করিয়াছেন,

‘আত্মন এষ প্রাণোজায়তে।
যথৈষা পুরুষে ছায়ৈতস্মিন্নেতদাততং।’

পরমাত্মা হইতে এই প্রাণ জন্মেন, যেমন পুরুষের ছায়া উৎপন্ন হয় তাহার ন্যায় পরব্রহ্মেতেই প্রাণ প্রকাশিত রহিয়াছে।

“বিজ্ঞানাত্মা সহদেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ প্রাণা ভূতানি সংপ্রতিষ্ঠন্তি যত্র। তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশ।”

বিজ্ঞানাত্মা জীব ‘দেবৈঃ’ ইন্দ্রিয়গণ ও তৎসহ প্রাণ সকল ও পৃথিব্যাদি ভূত সকল যে অক্ষর ব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠিত আছে, হে সৌম্য! সেই অক্ষরকে যিনি জানেন তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া সর্ব্বত্র প্রবেশ করিতে পারেন। “সপ্রাণমসৃজত” তিনি প্রাণকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

‘অরাইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা।’

রথচক্রের নাভিদেশে অর সকলের ন্যায় যাঁহাতে প্রাণাদি কলা সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই বেদ্য পুরুষকে জান, যাহাতে মৃত্যু তোমাদিগকে ব্যথা দিতে না পারেন। কঠোপনিষদেও কহিয়াছেন,

“ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যোজীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥”

প্রাণ বা অপান দ্বারা মর্ত্ত্য জীবিত থাকে এমত নহে, কিন্তু অন্য একজন দ্বারা জীবিত থাকে, যাঁহাতে প্রাণ ও অপান উভয়েই আশ্রিত হইয়া আছে। মুণ্ডকে কহিলেন “প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি।” এই পরমেশ্বরই মূল প্রাণ যিনি সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন।

‘গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশপ্রতিষ্ঠা দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতি দেবতাসু।’

মোক্ষকালে দেহারম্ভিকা পঞ্চদশ কলা কিনা প্রাণ, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, অপ, পৃথিবী, অন্ন, বীর্য্য, মন, ইন্দ্রিয়, কর্ম্ম, শ্রদ্ধা, তপঃ, লোক, নাম এই সকল স্বীয় স্বীয় কারণে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দিগের আশ্রয়স্বরূপ আদিত্যাদি দেবগণের প্রভাব প্রতি দেবতাতে লীন হয়। এতাবতা বেদের সিদ্ধান্ত এই যে প্রাণ ব্রহ্ম নহে। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রভৃতি যে সকল শক্তি দ্বারা স্থানে স্থানে প্রাণকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা গুণবাদ ও গৌণ কল্পনা মাত্র। কিন্তু মূঢ়েরা বেদের সিদ্ধান্ত-ভাগ-প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া প্রাণকেই বড় বলিয়া জানে এবং মনে করে তদ্ব্যতীত বিশ্ব সৃজনাদির অন্য কারণ নাই। তাঁহাদের উক্তি এই যে,

‘প্রাণোজাগর্ত্তি সুপ্তেষু প্রাণশ্রেষ্ঠাদিকং শ্রুতং।”
(পঃ দঃ ৬। ৬৬)

সমুদয় নিদ্রিত হইলেও প্রাণ জাগ্রত থাকে।

‘চক্ষুরাদ্যক্ষলোপেঽপি প্রাণসত্ত্বে তু জীবতি।’
(ঐ ঐ ৬৫)

চক্ষুরাদি নষ্ট হইলেও প্রাণের সত্ত্বাতে জীবিত থাকা যায়। এই নিয়মানুসারে ভৃগু স্বীয় বুদ্ধি ও বেদের অসিদ্ধান্ত ভাগ উপলক্ষ করিয়া স্বীয় তপস্যা দ্বারা স্থির করিলেন প্রাণই ব্রহ্ম।

‘প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
প্রাণেন জাতানি জীবন্তি।
প্রাণং প্রয়ন্ত্যভিসম্বিশন্তি॥”

তিনি কহেন প্রাণ হইতে এই ভূতসকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া প্রাণ দ্বারা জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে প্রাণেতেই প্রবেশ করে। কিন্তু এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইল না। অতএব পুনরায় পিতার নিকট আগমন পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান ভিক্ষা করেন।

ক্রমশঃ

৬৯১

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

মান্দ্রাজ বোম্বাই প্রদেশের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা।

১৩ আশ্বিন, শুক্রবার, ১৭৯৯ শক।

আজ এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব সম্পাদনের জন্য সম্মিলিত হইয়াছি। সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে, বর্ষে বর্ষে এই শান্তিনিকেতনে সেই “গুরুর্গরীয়ান্” “মহতোমহীয়ান্” পরমেশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি, জ্ঞান প্রীতি, দয়া ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনের শিক্ষা লাভ করি। সেই বিশ্বপিতা, অখিলমাতার জাজ্বল্যতর প্রকাশ সন্দর্শন করিয়া সংসারের সঙ্গে—সমগ্র মানব জাতির সঙ্গে সদ্ভাবে, ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবার জন্য উপদিষ্ট হই। আজ সেই শিক্ষাসাধনের ফল কার্য্যে প্রদর্শন করিবার জন্য, সেই পরম পিতা পরম মাতা পরম গুরুর সন্নিধানে সকলে একত্রিত হইয়াছি।

‘তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব’

ঈশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করা যে তাঁহার উপাসনা, সাপ্তাহিক বা মাসিক ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের ধ্যান ধারণায় পূজার্চ্চনায় তাহার একটি অঙ্গ মাত্র সম্পন্ন হয়, আজ ব্রহ্মপূজার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া সর্ব্বাঙ্গীন রূপে তাঁহার উপাসনা করিব, এই জন্যই এই ব্রাহ্মসমাজ আহূত হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ! আজ আমরা পরীক্ষাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছি। সেই সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি, এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনের প্রতি আমাদের যতদূর অটল নিষ্ঠা, এখনই তাহা কার্য্যে প্রদর্শন করিতে হইবে। সেই পরম পিতার সম্মুখে, এখনই তাঁহার মৃতকল্প পুত্র কন্যার প্রতি আমারদের আন্তরিক ভ্রাতৃভাবের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে হইবে—এখনই তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে হইবে।

বলিতে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়, কণ্ঠ নিরোধ হইয়া পড়ে, চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠে!!! ভারতে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত!—মান্দ্রাজ বোম্বাই প্রদেশে সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ লোক অন্নের জন্য হাহাকার করিতেছে! ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া কঙ্কালাবশিষ্ট শরীরে কত অসংখ্য বালক বৃদ্ধ, নর নারী অকালে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছে! উদরান্নের জন্য জননী আপনার স্নেহের পুত্তলিকা পুত্র কন্যাকে যৎসামান্য পশুমূল্যে বিক্রয় করিতেছে। স্বামী স্বীয় ধর্ম্মপত্নীর ভরণ পোষণে অসমর্থ হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতেছে! সন্তান সন্ততি বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষায় জলাঞ্জলি দিয়া, অন্নের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ হইতেছে! গৃহের প্রত্যক্ষ শ্রীস্বরূপা কুললক্ষ্মীরা লোকলজ্জা পরিহার পূর্ব্বক পিতৃকুল ও ভর্ত্তৃকুল পরিত্যাগ করিয়া সদাব্রতের আশ্রয় লইতে ধাবিত হইতেছে! সেই আর্য্য সন্তান সকল উদর-পূরণের জন্য পদগৌরব, জাতিমর্য্যাদা, ধর্ম্ম-শাসন বিস্মৃত হইয়া একচ্ছত্রে অন্নপান গ্রহণ করিবার নিমিত্ত লালায়িত হইয়াও স্থান পাইতেছে না! ইহার পর ভারতের শোচনীয় অবস্থা আর অধিক কি হই[illegible] পারে? নিবিড় অন্ধকারে তো সো[illegible] দেবতা। [illegible]তবর্ষ আচ্ছন্নই রহিয়াছে! [illegible] ধন। আমরা সহস্র সহস্র অভাব তো চ[illegible]মাকেই পূজা করি, নানা অভাব অনটন, অ[illegible]কুল হইয়া তোমাকেই মধ্যেও যথাসময়ে [illegible] বিপদ-বারণ সঙ্কটহারি! জল পাইয়াও ভারত[illegible] হৃদয়-বিদারক বিপদ-রাশি করিতেছিল; এখ[illegible]মার চিরশরণাগত ভারত-বিলাপধ্বনি গগন[illegible]

তেছে। সেই মাদ্রাজ বোম্বাই প্রদেশীয়-দিগের করুণ আর্ত্তনাদে বঙ্গের বক্ষও বিদীর্ণ হইতেছে! যে স্থান স্বাধীন বাণিজ্য ব্যবসায়ের আকরভূমি, ধন ধান্যের প্রশস্ত ভাণ্ডার, যে প্রদেশে ভারতলক্ষ্মীর প্রিয়সিং-হাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, যেখানকার অর্থ-সা-হায্যে এক দিন বঙ্গের দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হই-য়াছে, আজ কাল সেই মাদ্রাজ বোম্বাই-বাসীগণ—সেই লক্ষ্মীর বর-পুত্র সকল অন্ন-ভিক্ষার জন্য হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান, সকলেরই নিকট হস্ত প্রসারণ করিতেছেন!! হে আর্য্য সন্তান সকল! জাগ্রত হও, তো-মারদের এই পরিবারগত, জাতিগত, স্বদেশ-ব্যাপী দুর্ভিক্ষ নিবারণে সকলে যথাসর্ব্বস্ব পণ বর। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনের এই প্রশস্ত সময়কে কেহই উপেক্ষা করিও না। যিনি ধন মান, খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের জন্য, রাজপ্রসাদ প্রাপ্তির অভিলাষে দান করেন, করুন; তোমরা সেই সমস্ত নীচ লক্ষ্য, নীচ কামনা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন উদ্দেশে নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ ভাবে, যাঁহা হইতে সকলই লাভ করিয়াছ, তাঁহাকেই তাহার কিয়দংশ অর্পণ করিয়া মনুষ্যত্ব সম্পাদন কর। এখনও তো তো-মাদের শরীরে সেই আর্য্যশোণিত প্রবাহিত হইতেছে; দান-ধর্ম্ম যে আর্য্যজাতির নিত্য কর্ম্ম! এখনও তো তোমরা সেই আর্য্য-এমস্তান বলিয়া লোকসমাজে অভিহিত থাকে, যাঁহঃ পরোপকার যাঁহারদের নিত্যব্রত! আশ্রিত হইয়া তোমরা সেই সনাতন ধর্ম্মের

"প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতেছ;
পরমেশ্বরই মূল প্রাণ যিঃ স্বভূপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু'
পাইতেছেন। যারদিগকে এই মহান্
'গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশপ্রতিষ্ঠাতছেন! যে ভার-
দেবতাস্থ।' সীদিগের অর্থ স-
মোক্ষকালে দেহারম্ভিকাজ্য সাম্রাজ্য পরি-

পোষিত হইয়াছে, এখন কি তোমারদের সাহায্যে তোমারদের ভ্রাতাভগিনীগণের অন্ন-কষ্ট বিদূরিত হইবে না? এখন কি তোমা-রদের যত্নে, এই দুর্নিবার শোক সন্তাপ-অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে না? মান্দ্রাজ বো-ম্বাই প্রদেশীয় জনগণের কি জঠরানল নির্ব্বাণ হইবে না? জানিতেছি—প্রত্যক্ষ জানি-তেছি, বঙ্গেরও অবস্থা এখন অনুকূল নয়। সেই দুর্ভিক্ষরূপ নিদারুণ পিশাচ এখা-নেও তাহার ভীষণ মূর্ত্তি প্রকাশ করিবার বিলক্ষণ চেষ্টা করিতেছে—অল্পপ্রাণ বঙ্গ-বাসীগণের শোণিত পান করিবার জন্য মুখ-ব্যাদান করিতেছে! এখানেও হাহাকার উঠি-বার উপক্রম হইতেছে! কিন্তু তাই বলিয়াই কি আমরা নিরস্ত থাকিব? তাই বলিয়াই কি আমরা দয়া ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিব—ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য-সাধনব্রতে অবহেলা করিব? এখনও তো আমরা কায়ক্লেশে দুই বেলার অন্ন লাভ করিতেছি; আইস, ভ্রাতা ভগিনী-গণের সহিত এক বেলার ভোজ্য সামগ্রী বণ্টন করিয়া পান ভোজন করি। আমা-রদের যে পবিত্র প্রীতিবৃত্তি কালেতে পরিপুষ্ট হইয়া, সমুদায় পৃথিবীকে আপনার আলিঙ্গনের মধ্যে আনয়ন করিবে; এত দিনের সাধন-তপস্যায় তাহা কি এতটুকুও উন্নত প্রশস্ত হয় নাই, যে আপনার ভ্রাতা ভগিনীগণকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে?—আপনার দেশকে আপনার বলিতে সমর্থ হয়?

হে মাতঃ আর্য্য-মহিলাগণ! তোমরা যেখানে থাক, মান্দ্রাজ বোম্বাই প্রদেশের এই নিদারুণ অন্ন-সঙ্কটে কদাচ উদাসীন হইও না। তোমারদের দয়া স্নেহ শতধা বহুধা হইয়া, সেই দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত প্রদে-শের ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত নর নারী বালক বৃদ্ধ জনগণকে যেন রক্ষা করে।

হে স্বাধ্বী সতী আর্য্যকুললক্ষ্মী সকল! এখনও যে গৃহে গৃহে, পরিবার মধ্যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছে; এখনও যে দীন দুঃখী, আতুর ভিখারী সকল আদরে পরিগৃহীত হইয়া অন্ন পান লাভ করিতেছে; সে কেবল তোমারদেরই কোমল হৃদয়ের দয়া ধর্ম্ম-গুণেই। এখনও যে সংসার-আশ্রম, সকল আশ্রমের সার বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেছে, তাহা কেবল তোমারদেরই অটল ধর্ম্মনিষ্ঠা বলে। তোমারদের হৃদয় যেমন পর-দুঃখে আকুল হয়, পরপীড়ায় ব্যথিত হইয়া থাকে, এমন আর কাহারও হয় না। তোমারদের প্রীতি যেমন দূরকে নিকট করিয়া লয়, নিষ্প-রকেও আপনার বলিয়া গ্রহণ করে, এমন দৃষ্টান্ত আর কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তোমারদের মাতা মাতামহী প্রভৃতি জ্বলন্ত চিতায় আত্ম সমর্পণ করিয়া যে অকৃত্রিম প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, মান্দ্রাজ বোম্বাই প্রদেশের এই নিদারুণ দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জনগণকে কি তোমারদের সেই প্রীতি-সান্ত্বনা করিবে না? তোমারদের সেই স্বর্গীয় প্রীতি এখন কি তাহারদের সহিত সমদুঃখ প্রকাশে নিরস্ত থাকিবে? তোমরা কি তোমারদের ভ্রাতা ভগিনীগণের সন্তাপ-অশ্রু মোচন করিবে না? তোমার-দের দানে কি সেখানকার দীন দুঃখীগণের এক দিনের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে না? তোমরা কি এই সুমহৎ ব্রতে উদাসীন থাকিবে? তোমারদের কোমল হৃদয় যে দয়ারই আলয়! তোমারদের পবিত্র আত্মা যে ধর্ম্মেরই নিবাস নিকেতন।

হে মাতঃ আর্য্য মহিলাগণ! সন্তান যে কত স্নেহের ধন, কত প্রযত্ন-পালিত, তাহা তোমরাই জান। সন্তানের জন্য যদি, কেহ যথার্থই প্রাণদান করিতে পারে তাঁহা তোম-রাই পার। দেখ, তোমারদের ভগিনীগণ কি নিদারুণ কষ্টেই নিপতিত হইয়াছেন! তাঁহারা স্নেহের পুত্তলিকা সন্তানকে পাষাণ হৃদয়ে বিক্রয় করিয়া ক্ষুধা শান্তি করিতে-ছেন! যে লজ্জা তোমারদের প্রাকৃতিক অলঙ্কার, তোমরা সর্ব্বস্বান্ত হইলেও যে প্রাকৃতিক উজ্জ্বল ভূষণ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হও না; তোমরা সমস্ত দিবস উপবাসী থাকিলেও অন্য পুরুষের নিকট যে আত্ম-কষ্ট ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা কর না, দেখ, তো-মারদের সেই ভগিনীগণ ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল হইয়া—লাজ লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া পাগ-লিনী-বেশে ইতস্ততঃ অন্ন ভিক্ষা করিতেছেন! গৃহলক্ষ্মী হইয়াও মানসম্ভ্রমে কুলশীলে জলা-ঞ্জলি দিয়া উদাসীনার মত অন্নের জন্য পরি-ভ্রমণ করিতেছেন! হে মাতৃগণ! একবার জাগ্রত হও! উপস্থিত দুর্ভিক্ষ নিবারণ-রূপ অল্পকাল-প্রতিপাল্য মহৎ ব্রত অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন কর। নারী কুলের মহত্ত্ব রক্ষা কর।

সেই সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বরই আমারদের হৃদয় দেখিতেছেন; তিনি আমারদের প্রকৃত অবস্থা জানিতেছেন। তাঁর প্রীতি ও প্রিয় কার্য্য সাধন উদ্দেশে পবিত্র হৃদয়ে প্রেমপূর্ণ মনে যিনি, যাহা প্রদান করিবেন, তাহার ফল অক্ষয় ফল হইবে! আইস, আমারদের মধ্যে যাহার যেরূপ সঙ্গতি সম্বল, তাহাই বিনীত ভাবে অশ্রু পূর্ণ নয়নে তাঁহাকে প্রদান করি।

হে পুরাণ পবিত্র পরমেশ্বর! তুমিই এই প্রাচীন ভারতবর্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! তুমিই আর্য্য জাতির সর্ব্বস্ব ধন। আমরা সম্পদে প্রফুল্ল হইয়া তোমাকেই পূজা করি, আমরা বিপদ-ভয়ে আকুল হইয়া তোমাকেই ডাকিয়া থাকি। হে বিপদ-বারণ সঙ্কটহারি! তুমি ভারতের এই হৃদয়-বিদারক বিপদ-রাশি বিদূরিত কর, তোমার চিরশরণাগত ভারত-

বর্ষকে রক্ষা কর। তুমি বিনা ভারতের আর গতি নাই! তোমার প্রসাদ ভিন্ন এই নিদারুণ সঙ্কটে ভারতবাসীগণের আর নিস্তার নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে।

(কোন বেদান্তবিদ্ব্রাহ্ম-প্রণীত)

"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"

পরমেশ্বর স্বীয় শক্তি হইতে কারণ শরীরাবধি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন। তিনি যদি জগৎসৃষ্টি করত তাহাকে আপনা হইতে দূরে রাখিতেন, যদি তিনি জড় ও জীবের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্তা ও সখারূপে বর্ত্তমান না থাকিতেন, যদি আপনাকে উহাদের আশ্রয় ও জীবন, ভূতাত্মা ও অন্তরাত্মারূপে প্রতিষ্ঠা না করিতেন তবে "কোহ্যে বান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ" কেবা শরীর-চেষ্টা করিত, কেবা জীবিত থাকিত। অতএব বেদের সিদ্ধান্ত বাক্য এই যে, তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে—কি জড়ে কি জীবে ওতপ্রোতরূপে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। তিনিই জড়ে সত্তারূপে, প্রাণে প্রাণরূপে, শক্তিতে মূল শক্তিরূপে, জীবাত্মাতে অন্তরাত্মারূপে ইন্দ্রিয়ের ভাসকরূপে, জ্ঞানে পরম জ্ঞান রূপে, আনন্দে আধারানন্দরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। তাঁহার এই সকল আবির্ভাবকে তাঁহার বিভূতি কহা যায়। শান্তস্বভাব ব্রহ্মর্ষিগণ সমস্ত নাম-রূপের মধ্য হইতে সেই পরম পবিত্র বিভূতিকে নির্ব্বাচন করিয়া লইতেন। শ্রুতিতে আছে "তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম তদমৃতং' সেই নাম-রূপ বা উপাধি যাঁহা হইতে বিলক্ষণ তিনি ব্রহ্ম. তিনি অমৃত। পরম ঋষিগণ তাঁহাকে সর্ব্বভূতের সাররূপে দর্শন পূর্ব্বক তাঁহার বিভূতি সমূহের উপাধি-স্বরূপ ভূত, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং ক্ষুদ্রানন্দকে হেয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই সকল বিভূতির গ্রাহক হইয়া কহিয়াছেন "সর্ব্বংহ্যেতৎব্রহ্ম সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম" এই জগতের সমুদয় বস্তুই ব্রহ্ম। এবং উক্ত বিভূতি সকলের উপাধি ত্যাগ পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন "পূর্ণমেবাবশিষ্যতে (কেবলং ব্রহ্ম অবশিষ্যতে) অর্থাৎ ভূতেন্দ্রিয়াদি উপাধিকে তিরস্কার পূর্ব্বক পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম দর্শন করিলে জগতের অসদ্ভাব উপস্থিত হয়। তাদৃশ জ্ঞান-যোগে দেখিলে এই জগৎকে বাস্তবিকই কদলী-গর্ত্তবৎ অসার, জলবুদ্বুদ-ফেণ-সমান, প্রতিক্ষণ প্রধ্বংসমান, মনোবিলাস-কল্পিত ইন্দ্রজালবৎ বোধ হইয়া থাকে। পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে এক ছিলেন। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় বিভূতি দ্বারা নানা ঘটে নানারূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। অতএব যিনি স্বরূপে এক তিনি জগতের পৃথক্ পৃথক্ অংশ-সংসর্গে বহুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ঘটে ঘটে বহু বিভূতিতে যিনি তাঁহাকে দেখেন তিনি স্বরূপতঃ সেই এককেই দেখেন। শাস্ত্রে কহেন সৃষ্টি করিবার সময় পরমেশ্বর সঙ্কল্প করিয়াছিলেন "বহুস্যাম" আমি বহু হইব। ইহার তাৎপর্য্য এই যে তিনি জগতের সর্ব্বভাগে ওতপ্রোত হওয়ায় বহু হইলেন নতুবা স্বরূপতঃ বহু হন নাই। এই বিশ্বভুবনে তিনি ভিন্ন ভিন্ন নামরূপের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গুণ ধর্ম্মে প্রকাশ পাইলেন। তিনিই শশীসূর্য্যের বরণীয় স্বরূপ, তিনিই নেত্রের জ্যোতি, তিনিই জীবের আত্মা, তিনিই জলে রস-স্বরূপ, পুষ্পে কান্তি ও গন্ধ-স্বরূপ, বাদ্য ও সঙ্গীতে মোহন রস এবং সকলেরই সার তত্ত্ব। পদার্থতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ভৌতিক. পদার্থের যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করেন তিনি তথায় নিগূঢ় ও সার তত্ত্ব। সর্গ-বিসর্গবাদীরা ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধরূপে, ষট্‌চক্রবাদীরা

পরপররূপে, পঞ্চকোষবাদীরা অন্তরান্তররূপে যে তত্ত্বকে সর্ব্বোর্দ্ধে, সকলের প্রধান পদে বা আত্মার গুহাতে স্থাপন করেন একই পরমেশ্বর সেই সকল তত্ত্বের প্রতিপাদ্য, পরাৎপর এবং সারাৎসার। এইরূপে তিনি সর্ব্বত্রে নানাভাবে অবস্থিতি করিয়াও স্বরূপতঃ একই হয়েন। কিন্তু যিনি স্বরূপতঃ তাঁহাকে এক না জানিয়া নানা করিয়া জানেন তাঁহার তাদৃশ বিক্ষেপ-যুক্ত জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্তিরূপ মুক্তি লাভ হয় না। যথার্থ জ্ঞানী ও যথার্থ প্রেমিক তাঁহার বিভূতির অনুগত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বঘট বা বহুঘট হইতে চয়ন পূর্ব্বক যখন সংগ্রহ করেন তখন তাঁহার "অন্যযোগব্যবচ্ছেদক' পরমাত্মীয় একত্বকেই বরণ করিয়া থাকেন। সেই একই ভগবান নানারসযুত। "নানাশব্দাদিভেদাৎ' নর নারী সকল নানাবিধ সুকৃতির ফলস্বরূপে ভিন্ন ভিন্ন রুচি অনুসারে তাঁহার বিচিত্র প্রেম-সুধার ভিন্ন ভিন্ন রস গ্রহণ করেন। কেহ বা "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ' তাঁহাকে সামান্য পুত্র হইতে অধিক বাৎসল্য ভাবে "একাত্মনঃ শরীরেভাবাৎ" তরু লতার আশ্রয়-আশ্রিত ন্যায়ে মধুর ভাবে, কেহবা "অনুবন্ধ" ও "তাদ্বিধ্য" অর্থাৎ সখ্য ও দাস্য ভাবে এবং কেহ বা "অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ" বিষয়ানন্দ ও স্বীয় সত্তা বিস্মৃত হইয়া অবিভাগে প্রজ্ঞানৈকরসে তাঁহার পূজায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। ফলতঃ ঈশ্বর বিভিন্নচেতা ভক্তদিগের উপভোগার্থে নানারসযুত হইয়াও স্বরূপতঃ এক অনির্ব্বচনীয় রসই হয়েন। তিনি সমস্ত জগৎ ও জীবরূপ উপাধিতে প্রবেশ করিয়াও স্বয়ং কোন উপাধিতে পরিণত বা উপাধির দোষগুণ ও ক্রিয়ায় লিপ্ত নহেন। কবিগণ তাঁহার জগতে প্রবেশকে তাঁহার জন্ম বলিয়া কল্পনা করিলেও এবং জগতের সহিত তাঁহার সামানাধিকরণ্য বশত তাঁহাকে বিশ্বরূপে বরণ করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার জন্মও নাই, পরিণামও নাই।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।

এই শ্রুতি দ্বারা তাঁহার জন্ম মৃত্যু ও বিকারের প্রতিষেধ করিয়াছেন। আর কহিয়াছেন যে, তিনি কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হয়েন নাই এবং আপনিও কোন বস্তু বা জীব হন নাই। অতএব তিনি জগন্ময় হইয়াও জগৎ নহেন। জীবের জীবন হইয়াও জীবরূপ উপাধি নহেন এবং বহু হইয়াও একই হয়েন। এইরূপ অদ্বয় তত্ত্ব যাঁহারা হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বত্রে তাঁহাকে নমস্কার করেন তাঁহারা আধি ব্যাধি জন্মমৃত্যু হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।

মহাবীর।

(৪১১ সংখ্যক পত্রিকার ১৩২ পৃষ্ঠার পর)

ইন্দ্রভূতির অপর নাম গৌতম। এই নাম-সাদৃশ্য অবলম্বন পূর্ব্বক জৈনগণ বৌদ্ধ-গৌতমকে মহাবীরের শিষ্য বলিয়া নির্দেশ করেন। ইন্দ্রভূতি গৌতমগোত্রোৎপন্ন মগধ-নিবাসী বসুভূতি নামা কোন ব্রাহ্মণের পুত্র, এই নিমিত্তই তাঁহার গৌতম-সংজ্ঞা হয়। অগ্নিভূতি এবং বায়ুভূতি তাঁহার সহোদর। মহাবীর যৎকালে মগধ প্রদেশে পর্য্যটন করিয়াছিলেন তৎকালে ইহাঁরা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জৈনধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। ব্যক্ত এবং সুধর্ম্ম উভয়েই ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে আর্য্য ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিতেন। মণ্ডিত-পুত্র অথবা মণ্ডিত এবং মৌর্য্যপুত্র উভয়েই ব্রাহ্মণ এবং সহোদর। অকম্পিত গৌতম-গোত্রজ মৈথিল ব্রাহ্মণ। মহাবীর যখন বৈশালী প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন তখন

বোধ হয় অকম্পিত স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট তিন ব্যক্তি সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। কোন কোন স্থলে অচলব্রত এবং মৈত্রেয় এই নামদ্বয়ের পরিবর্ত্তে "অচল ভ্রাতা" এবং "মেতার্য্য" নামদ্বয় দৃষ্ট হয়।

উপরি উক্ত একাদশ জৈনই মহাবীরের সহিত বিষম বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া স্ব-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। মহাবীর স্পষ্টাক্ষরে বিশদরূপে তাহাদিগকে বুঝাইয়া ছিলেন যে, ইন্দ্রিয় জ্ঞানের আধার হইতে পারে না, যে হেতু ইন্দ্রিয়-নাশে ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞান নাশ হয় না; কর্ম্মের সত্তা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু পাপ পুণ্যের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় এবং পাপ পুণ্যাদি কর্ম্মের ফল; পাপ পুণ্যাদি কর্ম্মের আধার স্বরূপ জীব পদার্থ অবশ্যই বর্ত্তমান আছে, যেহেতু পাপ পুণ্যের ফলভোগ হইয়া থাকে এবং জীব না থাকিলে কে ফলভোগ করিবে? পরলোকের অস্তিত্ব অবশ্য মানিতে হইবে। এই প্রকার বিবিধ প্রকার সন্দেহ নিরসন দ্বারা মহাবীর তাঁহাদিগের মন এত বশীভূত করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সকলেই তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তৎপ্রচারে দৃঢ়ব্রত হইলেন।

মহাবীর অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতেন। তাঁহার মতে শারীরিক ক্লেশ সহ্য করা মনুষ্যের উচিত, কিন্তু তাই বলিয়া দেহের উপর স্বয়ং কোন অত্যাচার করা কর্ত্তব্য নহে। অন্যের শরীরের প্রতিও যেরূপ সদয় ব্যবহার করিতে হইবে, নিজের শরীরের প্রতিও তদ্রূপ করিতে হইবে। এই পরম বাক্য অনুসরণ করিয়া তিনি যখন বজ্রভূমি, শুদ্ধভূমি প্রভৃতি অসভ্য প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন তৎকালে তত্রত্য অসভ্য জাতিদিগের কটূক্তি এবং প্রহার অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছিলেন। তাহাদিগের উপর তাঁহার অসন্তোষ বা ক্রোধের লেশমাত্রও উদয় হয় নাই। তিনি বলিতেন সূনৃত বাক্যের ন্যায় উপাদেয় পদার্থ জগতে আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। সর্ব্বদা সত্যভাষী হওয়া উচিত, মিথ্যা কথা বিষবৎ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। অন্য ব্যক্তির কোন সামগ্রী অপহরণ করা অতি গর্হিত কর্ম্ম। সংসারের শেষ সীমা নাই; সংসার-ক্ষেত্রের যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে সেই দিকেই অনন্ত অপার দেখিতে পাইবে, সর্ব্বত্রই মায়া-মরীচিকায় প্রলোভিত হইবে। জীব বিবেক-শক্তির যথোচিত পরিচালনা করিতে এবং সর্ব্বক্ষণ অবহিত চিত্তে যাপন করিতে সক্ষম হয় না এবং তন্নিমিত্তই মায়া-জালে জড়িত হইয়া পড়ে। মায়াজালে জড়িত হইলে জীব পাপপঙ্কে পতিত হইয়া ক্রমশঃ অধোগামী হইতে থাকে। অতএব যদি আমরা উন্নতির আশা করি তাহা হইলে বিবেক-শক্তির চালনা পূর্ব্বক কর্ম্মসমূহের ফলাফল বুঝিতে চেষ্টা করিব এবং মায়াজাল ছেদন করিতে যত্নশীল হইব। সুতরাং সংসার-সাগরের বিবেক-শক্তি একমাত্র তরণী। মহাবীরের মহাবাক্যটি এই,

সংসার-সাগরে আছে নানা তরঙ্গ
বিবেকী তরিতে পারে অবিবেকীর আতঙ্ক।
বিবেক-তরণী তাহে মায়া সে ভুজঙ্গ
কল্মষ-হুতাশ তাহে কখন করে কি রঙ্গ॥

কোন্ ব্যক্তি যে জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক তাহার নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। বর্ত্তমান কালের প্রথম অর্হৎ ঋষভদেব। কিন্তু যখন জৈনশাস্ত্রকারগণই ঋষভদেবের পূর্ব্বে অন্য অর্হৎগণের উল্লেখ করিতেছেন তখন ঋষভদেবকে কখনই জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিতে পারা যায় না। পূর্ব্বকালের প্রথম অর্হৎ

কেবলজ্ঞানী যদি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইতেন তাহা হইলে জনগণ তাঁহার পূজা করিতেন এবং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করিতেন। কিন্তু জৈনেরা তাঁহার পূজাও করেন না কিম্বা তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকারও করেন না, কোন কালে তাঁহার পূজা চলিত ছিল কি না তাহার কোন স্থিরতাও নাই। অতএব যখন পূর্ব্বকালের প্রথম অর্হৎ জৈন সম্প্রদায় মধ্যে মান্য ও গণ্য নহেন, তখন তাঁহাকে কোন কারণেই জৈনধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলা যায় না। ইদানীন্তন কালীন জৈনগণও কেবল কোন এক অর্হৎকে পূজা করেন না, তাঁহাদিগের মধ্যেও মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোন শ্রেণী পার্শ্বনাথকে পূজা করেন এবং কোন শ্রেণী মহাবীরকে পূজা করেন। যাঁহারা পার্শ্বনাথ দেবকে পূজা করেন তাঁহাদিগের মতে পার্শ্বনাথ জৈনধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। যাঁহারা মহাবীরকে অর্চ্চনা করেন তাঁহারা মহাবীরকে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া স্বীকার করেন। জৈনশাস্ত্রে জিন, রংশের বর্ণনাকালে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পার্শ্বনাথ ত্রয়োবিংশতিতম অর্হৎ এবং মহাবীর চতুর্বিংশতিতম অর্হৎ। পার্শ্বনাথ শতবর্ষ বয়ঃক্রম কালে সমেৎশিখরে এবং মহাবীর ৭২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অপাপ পুরীতে মুক্তিলাভ করেন। কল্পসূত্রানুসারে এই দুই ঘটনার মধ্যে ২৫০ বৎসর ব্যবধান ছিল। পার্শ্বনাথের শিষ্যগণ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিত, কিন্তু মহাবীরের শিষ্যগণ দিগম্বর অর্থাৎ উলঙ্গ থাকিত। উভয় দলের মধ্যে সম্প্রীতি ছিল না।' উভয় দলের লোক একত্র হইলেই বিবাদ ঘটিত। মহাবীরের সহচর গোশাল পার্শ্বনাথের শিষ্যদিগের সহিত কেবল বিবাদ করিতেন। বিবাদের প্রধান কারণ পরিধেয় বস্ত্রভেদমাত্র। মহাবীরের বহুজন্ম গ্রহণের কথা মহাবীর-চরিতে বর্ণিত আছে। পার্শ্বনাথ-চরিতেও পার্শ্বনাথের তীর্থঙ্করত্ব লাভের উপযোগী সমস্ত বিষয় বর্ণিত আছে। অতএব ইহাঁদিগের মধ্যে একজনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বিতীয় জনকে জৈন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিতে আমরা সাহসী নহি। আমাদিগের মতে জৈনধর্ম্মের আদিম প্রবর্ত্তকের কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু বহুদিন জৈন ধর্ম্মের মত সমূহ সমাজে চলিতে আরম্ভ হইলে পর পার্শ্বনাথ আবির্ভূত হয়েন এবং নিজ ক্ষমতা-বলে সমাজকে স্বকরস্থিত করিয়া নিজের সম্প্রদায় চালাইয়া যান। তৎপরে মহাবীর নিজের বুদ্ধিবলে বহু সংখ্যক শিষ্য সংগ্রহ করিয়া স্বনামের গরিমা সাধন করেন এবং সমাজের অনেকে তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েন। এইরূপে সম্প্রদায়-ভেদে দুই জন প্রবর্ত্তক হইয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ ইহাঁরা প্রবর্ত্তক নহেন, সমাজের নেতৃস্বরূপ। ইহাঁদিগকে দলপতি বলিলেও কোন দোষ হয় না। বুদ্ধদেব যেরূপ বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক তদ্রূপ জৈন ধর্ম্মের কোন প্রবর্ত্তক দেখিতে পাওয়া যায় না। অর্হৎগণ কেবল মাত্র জৈনদিগের আরাধ্য দেবতা।

ভগবদ্গীতা হইতে শ্লোক সংগ্রহ।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বৎ শান্তিং নিযচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

হে কৌন্তেয়! দুরাচারও ঈশ্বরের আরাধনাতে শীঘ্র ধর্ম্মশীল হয় এবং নিরন্তর শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি সর্ব্বসমক্ষে আস্ফালন করিয়া বলিতে পার, যে, ঈশ্বরের ভক্ত কখনই বিনষ্ট হন না।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়োবৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং॥

অন্ত্যজ, স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই ঈশ্-

রকে আশ্রয় করিলে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কিং পুনঃ ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাং॥

যাঁহারা পবিত্র ব্রাহ্মণ এবং ভক্ত রাজর্ষি তাঁহারা যে মুক্তিলাভ করিবেন তৎবিষয়ে কিছুমাত্র বক্তব্য নাই। অতএব তুমি এই অনিত্য ও দুঃখজনক মর্ত্ত্যলোক লাভ করিয়া ঈশ্বরকে আরাধনা কর।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তোমৎযাজী মাং নমস্কুরু।
মা মেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥

অতএব তুমি ঈশ্বরেই চিত্ত অর্পণ কর, ঈশ্বরের ভক্ত হও, ঈশ্বরকে পূজা এবং ঈশ্বরকেই নমস্কার কর। এইরূপে ঈশ্বরপরায়ণ হইলে তাঁহাতে যুক্তাত্মা হইয়া তাঁহাকেই পাইবে।

যোমামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরং।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

যিনি ঈশ্বরকে অনাদি অজ ও সকলের অধিপতি বলিয়া জানেন তিনি মনুষ্য মধ্যে মোহ-রহিত হইয়া সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হন।

অহং সর্ব্বস্য প্রভবোমত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥

ঈশ্বর জগতের নিদান, তাঁহা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইতেছে, পণ্ডিতেরা এই বুঝিয়া প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা করেন।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

ঈশ্বরে যাঁহাদের মন, ঈশ্বরে যাঁহাদের প্রাণ, যাঁহারা পরস্পর পরস্পরের বোধন সাধন পূর্ব্বক ঈশ্বরকে কীর্ত্তন করেন তাঁহারা নিয়তই সুখী হইয়া থাকেন।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

যাঁহারা নিরন্তর ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহার ভজনা করেন তিনি তাঁহাদিগকে সেই বুদ্ধিযোগ দেন যদ্দ্বারা তাঁহারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হন।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥

ঈশ্বর অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে থাকিয়া উজ্জ্বল জ্ঞান-প্রদীপের আলোকে তাঁহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া থাকেন।

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥

ভূতভাবন! ভূতেশ! দেবদেব! জগৎপতে! পুরুষোত্তম! তুমি আপনাকেই আপনি জানিতেছ।

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েপ্যপ্রতিম-
প্রভাব॥

হে অপ্রতিম-প্রভাব! তুমি এই চরাচর জগতের পিতা, তুমি সকলের পূজ্য ও পরম গুরু। ত্রিলোকে তোমার সমান কেহ নাই এবং তোমার তুল্য কেহ নাই।

মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমোমদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥

যিনি ঈশ্বরেরই কার্য্য করেন ঈশ্বরই যাঁহার পুরুষার্থ, যিনি ঈশ্বরের ভক্ত ও আশক্তিশূন্য, সমস্ত প্রাণিতে যাঁহার শত্রু নাই, অর্জ্জুন! তিনিই ঈশ্বরকে পান।

ময্যাবেশ্য মনোযে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

যাহারা ঈশ্বরে মনোনিবেশ পূর্ব্বক তন্নিষ্ঠ ও শ্রদ্ধাবান হইয়া ঈশ্বরের আরাধনা করে তাহারাই যোগী।

যেত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবং॥
সংনিযম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥

যাঁহারা সর্ব্বত্রসমদর্শী ও সর্ব্বহিতকর হইয়া ইন্দ্রিয় নিরোধ পূর্ব্বক অবিনাশী অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত সর্ব্বগামী অচিন্ত্য কূটস্থ অচল ও ধ্রুব ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন।

যে তু সর্ব্বানি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুর্দ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং॥

হে অর্জ্জুন! যাঁহারা ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া সমস্ত কার্য্য ঈশ্বরে অর্পণ পূর্ব্বক অসাধারণ ভক্তি-যোগে ঈশ্বরকে ধ্যান ও উপাসনা করেন, ঈশ্বর এই মৃত্যুভয়যুক্ত সংসার-সমুদ্র হইতে তাঁহাদিগকে অচিরেই উদ্ধার করিয়া থাকেন।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

তুমি ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান কর, ঈশ্বরে বুদ্ধি নিবেশিত কর। তুমি দেহান্তে ঈশ্বরে বাস করিবে সন্দেহ নাই।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরং।
অভ্যাসযোগেন ততোমামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥

অর্জ্জুন! যদি ঈশ্বরে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার তাহা হইলে অভ্যাসযোগে তাঁহাকে পাইবার ইচ্ছা কর।

অভ্যাসে অসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমোভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥

যদি তুমি অভ্যাসে অসমর্থ হও তাহা হইলে ঈশ্বরপ্রীতির উদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান কর; ইহাতেও সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

অথৈতদপ্যশক্তোসি কর্ত্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥

যদি এই সকল কার্য্যেও অশক্ত হও তাহা হইলে আমার শরণাপন্ন হইয়া মনঃ-সংযম পূর্ব্বক কর্ম্মফল পরিত্যাগ কর।

শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরং॥

অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেয়; জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেয়, ধ্যান হইতে কর্ম্মফল-ত্যাগ শ্রেয় এবং ত্যাগ হইতে শান্তি শ্রেয়।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণএব চ।
নির্ম্মমোনিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ সুখী॥

যিনি সকলের প্রতি বিদ্বেষশূন্য, যিনি সকলের মিত্র ও কৃপালু, যিনি নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার, যিনি অন্যের দুঃখে দুঃখী ও অন্যের সুখে সুখী, যিনি ক্ষমাশীল।

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

যিনি সতত সন্তুষ্ট অপ্রমত্ত সংযত-স্বভাব ও বিশ্বাসী, যিনি কেবল ঈশ্বরেতেই মনোবুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন, যিনি ঈশ্বরের ভক্ত তিনিই ঈশ্বরের প্রিয়।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।

যাঁহা হইতে লোক ভীত হয় না, আর যিনি লোক হইতে ভীত হন না, যিনি হর্ষ অমর্ষ ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তিনি ঈশ্বরের প্রিয়।

যোন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥

যিনি ইষ্টলাভে হৃষ্ট হন না, যিনি অনিষ্টে বিদ্বেষ করেন না, যাঁহার শোক ও আশা নাই, যিনি শুভাশুভ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং যিনি ভক্তিমান তিনিই ঈশ্বরের প্রিয়।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ উদাসীনোগতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

যিনি নিস্পৃহ, পবিত্র, দক্ষ, অপক্ষপাতী ও প্রসন্নমনা এবং যিনি কর্ম্মত্যাগী হইয়া ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়াছেন তিনিই ঈশ্বরের প্রিয়।

সমঃ শত্রৌচ মিত্রে চ তথা মানাপমানযোঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টোযেন কেনচিৎ।
অনিকেতস্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ॥

শত্রু ও মিত্র যাঁহার পক্ষে সমান, মান ও অপমান যাঁহার পক্ষে সমান, শীত উত্তাপ সুখ দুঃখ যাঁহার পক্ষে সমান, যিনি সর্ব্বত্যাগী ; স্তুতিনিন্দা যাঁহার পক্ষে তুল্যরূপ, যিনি মৌনব্রতী হইয়া যথালব্ধ দ্রব্যে তুষ্টিলাভ করেন, যিনি গৃহত্যাগী স্থিরবুদ্ধি ও ভক্তিমান্ সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রিয়।

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্ধধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়ঃ॥

যাঁহারা এই পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মামৃত সেবা করিয়াথাকেন, যাঁহারা শ্রদ্ধাবান ও ঈশ্বরপরায়ণ সেই সমস্ত ভক্ত ঈশ্বরের অত্যন্ত প্রিয়।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবং॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনং।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্তং মার্দবং হ্রীরচাপলং॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহোনাভিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য পাণ্ডব॥

নির্ভীকতা, চিত্তপ্রসাদ, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা, অন্নাদি দান, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, দর্শ পৌর্ণমাসাদি যজ্ঞানুষ্ঠান, স্বাধ্যায়, তপস্যা, সারল্য, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপিশুনতা, সর্বভূতে দয়া, অলোভ, মৃদুতা, হ্রী, অচাপল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, অদ্রোহ ও অনভিমান এই সমস্ত মুমুক্ষু ব্যক্তির দৈব সম্পদ।

দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীং॥

ধর্ম্মধ্বজিত্ব, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞান এই সমস্ত বাসনা-পরতন্ত্র ব্যক্তির আসুরী সম্পদ।

অভয় মঙ্গলভাব হৃদয়ে জাগাও।

(কোন বেদান্তবিৎ ব্রাহ্ম-প্রণীত)

১। ঈশ্বর মঙ্গলস্বরূপ। ন্যায়, বিচার, দয়া, ক্ষমা, পবিত্রতা, প্রেম, আনন্দ, সত্য এই সমস্ত গুণ তাঁহার একই মঙ্গলস্বরূপের অন্তর্গত।

২। কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধির চালনা দ্বারা তাঁহাকে ঐরূপ মঙ্গলস্বরূপ বলা, আর শাস্ত্রে বা লোকের নিকট হইতে শুনিয়া তাঁহাকে তদ্রূপ বিবেচনা করা, সমান ফলদায়ক নহে।

৩। যাঁহারা বুদ্ধি-চালনা পূর্ব্বক বলেন যে, পরমেশ্বরের ন্যায়, বিচার, প্রভৃতি গুণ সকল তাঁহার মঙ্গলস্বরূপেরই অন্তর্গত, তাঁহারা পরমেশ্বরের সেই মঙ্গল ভাব হৃদয়ে অনুভব করিতে পারেন না বটে, কিন্তু তদ্রূপ বিবৃতির দ্বারা ইহাই সংগ্রহ করা যায় যে, তাঁহারা অন্তত উক্ত ভাবকে আপনাদের মঙ্গল ভাবের আদর্শে মানসপটে চিত্রিত করিতে ক্ষমবান হইয়াছেন।

৪। বিনা বুদ্ধি-চালনায় অর্থাৎ কেবল অন্যের নিকট বা শাস্ত্র হইতে শ্রবণ পূর্ব্বক বাহ্যত স্বীকার করা অপেক্ষা মানব বুদ্ধি-চালনা পূর্ব্বক স্বকীয় মঙ্গল ভাবের আদর্শে যে পরব্রহ্মের মঙ্গল ভাব চিত্রিত করেন তাহা তাঁহার মানসিক উন্নতির অধিকতর পরিচয় দেয়।

৫। কিন্তু হৃদয়ে স্পর্শ না করিয়া যে মঙ্গল ভাবকে বিদ্যা দ্বারা চিত্রিত করা যায় তাহা কেবল বুদ্ধিকৃত আত্মভাব মাত্র। কেবল অহংকার-বিরচিত অবিদ্যা-বিরচিত একখানি আত্ম প্রতিমূর্ত্তি মাত্র।

৬। যেমন স্বপ্নেতে আপনার মনের ভাব অন্যেতে প্রতিফলিত দেখা যায়, অর্থাৎ আপনার মনের ভাব দ্বারা অন্য বস্তু বা

ব্যক্তি নির্ম্মিত হয় সেইরূপ মানব স্বীয় অবিদ্যা-রস-সেবিত অহঙ্কারের প্রতিমূর্ত্তিকে সেই অভয় মঙ্গল পদে অভিষিক্ত দেখেন।

৭। ঐ রচিত অভয় মঙ্গল পদ হইতে সংসার-ভয় নিবারণ হয় না। যাঁহারা তাহার অনুসরণ করেন তাঁহারা অচিরে শোক প্রাপ্ত হন। তাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতি সহকারে যখন জানিতে পারেন, সে ভাবের আমরাই রচনাকর্ত্তা, তখন নিরীশ্বরবাদ আসিয়া তাঁহাদের বুদ্ধিকে অধিকার করিয়া থাকে।

৮। ফলতঃ ভগবদ্ভক্তির উদয় হইলে ঈশ্বরের জ্বলন্ত মঙ্গল ভাব হৃদয়কে স্পর্শ করে। যেমন জলদমালা বিদূরিত হইলে রবি-শশি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ অহঙ্কার, বিদ্যা-বুদ্ধি, অবিদ্যা, বিদূরিত হইলে সেই অভয় মঙ্গল মূর্ত্তি দৃষ্ট হন।

৯। ঐরূপ হৃদয়ের পরিচয়ে অভয় মঙ্গল ভাব লাভের নামই ব্রহ্মজ্ঞান, তাহাই জ্ঞানযুক্ত প্রেম, তাহাই ভক্তির পরম ফল স্বরূপ পরম প্রেম, তাহাই নিঃশ্রেয়স ধর্ম্ম, তাহাই শান্তি, তাহাই দীপ্তশিরা ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর পক্ষে শীতল সুধার্ণব এবং ভগবচ্চরণাব্জক্ষরিত মকরন্দ-স্বরূপ।

১০। এতাবতা হৃদয়ের দৃষ্টিতে সত্য, ন্যায়, দয়া, প্রেম, আনন্দ, প্রভৃতি কোন গুণের পৃথক্ সত্তা নাই। সকলই এক অখণ্ড রসস্বরূপ। যিনি যেমন ভাবুক তিনি সেই একই রসকে সেই ভাবে আস্বাদন করেন। যিনি পাপাচরণ দ্বারা হৃদয়কে তাপিত করিয়াছেন, তিনিও সেই রসের লাভাশায় ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দণ্ড চাহিয়া লন।

১১। মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বর মঙ্গলোদ্দেশেই দণ্ডবিধান করেন। তাঁহার মঙ্গল ভাবই মঙ্গল বিধানই অনন্ত। দণ্ডনীতি অনন্ত নহে। সকলেই ক্রমে তাঁহার সেই আনন্দের অধিকারী হইবেন।

১২। কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধির প্রভাব, স্বার্থের ঘটা সেই জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে। যথার্থ দর্শনের পরিবর্ত্তে কখনও তাঁহার মঙ্গল ভাব রচনা করে, কখনও তাঁহাকে নিষ্ঠুর রূপে দেখায়।

১৩। যাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি বা স্বার্থই ভগবৎ-মঙ্গলের আদর্শ তাঁহারদের একটি সন্তান যে দিন ক্রোড়-শূন্য হইবেক বা কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইবে সেই দিনই তাঁহারা পরম পিতাকে নিষ্ঠুর বলিয়া অপবাদ দিবেন। অথবা ঈশ্বর-বিশ্বাসকেই হয়ত জন্মের মত বিসর্জন দিয়া, আপনাদের শূন্য-বাদিত্বের চরিতার্থতা সম্পাদন করিবেন।

১৪। অতএব ঈশ্বরের অভয় মঙ্গল মূর্ত্তিকে হৃদয়ে দর্শন কর। হৃদয়ই তাঁহার দর্শনের একমাত্র নেত্র। হৃদয়ই সেই মঙ্গল নিকেতনের দ্বারস্বরূপ। তদ্ভিন্ন আর চক্ষু নাই, আর দ্বার নাই। হৃদয় ত্যাগ করিয়া শাস্ত্র পড়িলে কিছু হইবে না। গুরূপদেশে কিছু হইবে না। সাধুসঙ্গে কিছু হইবে না। কোন অলৌকিক উপায়েও কিছু হইবে না। বাগাড়ম্বরে, মানসিক উন্নতিতে এবং তর্ক যুক্তি বা বেদান্তবিচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনেও কিছু হইবে না।

১৫। সর্ব্বদা হৃদয়ে সেই অভয় মঙ্গল ভাবকে জাগ্রত রাখ। হে সাধু! তাহা লইয়া উন্মত্ত হও। সেই ভাবের কথা কহ। সেই ভাবের কথা শুন। সেই ভাবের ভাবুক হইয়া কার্য্য কর। যদি মানব-জন্ম লাভ করিয়া সেই দেব-দুর্লভ ভাব উপার্জ্জিত না হয় তবে স্বর্গেও অভিমান প্রতিফলিত হইবে।

১৬। আর যদি সে ভাবের ভাবুক হও তবে মুক্তিলাভ হইবে। যদি বিদেহ কৈবল্য

লাভ হয় তাহাও উত্তম, যদি অনন্ত স্বর্গবাস হয় তাহাও উত্তম এবং যদি সংসার-গতি লাভ হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই; কেননা সর্ব্বত্রেই ঈশ্বরের ভাবে তুমি উন্মত্ত হইয়া থাকিবে। সেই ভাব লাভ হইলে বিদেহ কৈবল্যের অভেদ জ্ঞান, স্বর্গীয় আনন্দঘটা এবং সংসার-ধর্ম্ম কিছুই তোমার সেই ভগবচ্চরণ দর্শনের ও সেই অভয় মঙ্গল সম্ভোগের প্রতিকূল হইবে না।

১৭। হে অমৃতের ভিখারি, অমৃতের অধিকারি জীব! অভয় মঙ্গলের কবজ হৃদয়ে ধারণ কর, সর্ব্বলোকে সর্ব্বাবস্থায় তোমার নিঃশ্রেয়স মঙ্গল লাভ হইবেক।

জ্ঞানী বাক্য।

(গ্রীক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

(১)

ইন্দ্রিয়-গোচর পদার্থ ভিন্ন অন্য পদার্থ আছে যাহা বস্তুত ইন্দ্রিয়-গোচর পদার্থ হইতে পৃথক করা যাইতে পারে। তাহা নিশ্চল-স্বরূপ, তাহার আকৃতি নাই, তাহা অবিকার্য্য ও অবিভাজ্য; ঈশ্বরকে এই স্থানেই অন্বেষণ করিকে।

এরিষ্টটেল।

(২)

আমাদিগের আত্মা ঈশ্বর-সম্বন্ধে গৃহবিমুখ পথিক, বিদেশী, এবং পলায়ন-পর প্রজা অথবা দাসের ন্যায় কার্য্য করিতেছে।

এম্পিডক্লিশ।

(৩)

প্রমাদ ও মূঢ়তা বশতঃ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহা হইতে পলায়ন করিয়া মনুষ্য তাহার সুখের অবস্থা হইতে প্রচ্যুত হয়। কিন্তু সে যদি এই সকল পার্থিব পদার্থের প্রতি বিরাগী হয় এবং এই অসুখকর এবং দুর্ভাগ্যস্থান যেখানে নরহত্যা ও ক্রোধ এবং অন্যান্য নানা প্রকার অনিষ্ট বিরাজ করিতেছে ইহাকে তুচ্ছ করে তাহা হইলে সে তাহার পূর্ব্বকার অবস্থাতে পুনরারোহণ করিতে সক্ষম হয়।

ঐ

(৪)

যদ্যপি আমরা পবিত্ররূপে এবং ন্যায়রূপে জীবন যাপন করি, তাহা হইলে আমরা ইহকালে সুখী হইতে পারি, এবং মৃত্যুর পর পরকালে আরও সুখী হইতে পারি। সে সুখ কাল দ্বারা বদ্ধ নহে, কিন্তু দেবতাদিগের সহিত উৎসব করত একাধারে নিত্যকাল স্থায়ী হয়।

ঐ

(৫)

তিনিই সুখী যাঁহার মন জ্ঞানরূপ ধনে পরিপূর্ণ। তিনিই দুঃখী যাঁহার মন ঈশ্বরে বিশ্বাস সম্বন্ধে অন্ধকারাপন্ন।

ঐ

(৬)

যে পবিত্র ও অনির্ব্বচনীয় আত্মা তড়িৎগামী মনন দ্বারা সমস্ত জগৎকে পরিচালিত করেন তিনিই ঈশ্বর।

ঐ

(৭)

ঈশ্বর একমাত্র অশরীরি

জেনোফেনিস।

(৮)

কে জানে যে আমরা যাহাকে জীবন বলি তাহা মৃত্যু নহে এবং যাহাকে মৃত্যু বলি তাহা জীবন নহে?

প্লেটো।

(৯)

(প্রীতির উক্তি।)

বিশুদ্ধ স্বর্গীয় প্রীতি আমার নাম; আমার শৃঙ্খল লৌহময় নহে; আমার কোমল মোহিনী শৃঙ্খলে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল বদ্ধ রহিয়াছে। দেবতারা নিজে আগ্রহের সহিত আমার নিয়ম পালন করেন। সমস্ত জগৎ আমার সঙ্গীত অনুসারে নৃত্য করিতেছে।

সিমিয়স রোডিয়াস।

(১০)

থেলিসকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল যে মনুষ্যের কোন কার্য্য ঈশ্বরের নিকট হইতে গোপন রাখা যাইতে পারে কি না? তিনি উত্তর করিলেন কার্য্য দূরে থাকুক, এমন কি, কোন চিন্তা তাঁহা হইতে গোপন রাখা যায় না।

ক্লিমেন্স ধৃত থেলিস্ বচন।

(১১)

অনন্তের কোন মূল নাই, কিন্তু ইহাই অন্য সকল বস্তুর মূল। উহা সকল বস্তুকে ধারণ এবং প্রশাসন করে। ইনিই প্রকৃত ঈশ্বর, ইনিই অমৃত ও নির্ব্বিকার।

এরিষ্টটেল উদ্ধৃত এনেক্‌জিমেণ্ডর বচন।

(১২)

যদ্যপি বৃষ, সিংহ, গর্দ্দভ ও ঘোটকের ঈশ্বর-জ্ঞান থাকিত এবং যদি তাহাদের চিত্র করিবার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে তাহারা প্রত্যেকে যে আকার-বিশিষ্ট সেই আকার দিয়া ঈশ্বরকে নিঃসন্দেহ চিত্রিত করিত এবং বলিত যে ঈশ্বর নিঃসন্দেহ এই রূপ, অন্য কোন রূপ নহে।

জিনোফেনিস।

(১৩)

যে ব্যক্তি মনে করে যে সকল বস্তুই প্রমাণিত হইতে পারে সে নিজ প্রমাণের অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করে, অর্থাৎ এমন কতকগুলি তত্ত্ব আছে যাহা প্রমাণের আবশ্যক করে না ও যাহা স্বতঃসিদ্ধ ও যাহার উপর নিজ প্রমাণ সংস্থাপিত।

প্লেটো।

(১৪)

যে প্রাণস্বরূপ পদার্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও নিত্য, তিনিই ঈশ্বর।

এরিষ্টটেল।

(১৫)

যে প্রাণস্বরূপ পদার্থ পরিপূর্ণ আনন্দময় ও নির্ব্বিকার তিনিই ঈশ্বর।

এপিকিউরস্।

ক্রমশঃ।

সংবাদ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ, গত আশ্বিন মাসের প্রারম্ভে পুনা সর্ব্বজানিক সভা হইতে নিম্ন-প্রকাশিত পত্র প্রাপ্ত হয়েন।

No 509 of 1877

Sarvajanik Sabha Rooms,
Nagerkers wada, hear Vishrambag
Poona 5th September 1877.

To
The Secretary to the
Calcutta Adi Samaja
Callcutta.

Sir,

In forwarding a copy of the accompanping memorial as also a printed appeal for help I have been directed by the Poona Sarvajanik Sobha to request that you will place it before your Association at its next meeting with a view to take immediate steps to response to the appeal made on behalf of the Famine Striken pepole of this Presidency. I shall feel obliged by the favour of an early reply intimating to me of any action that you may be pleased to take in the matter.

I have the honor to be,
Sir
your most obidient Servant
Shivaram Hari Sathe
Secretary.

উক্ত পত্রানুসারে ১৩ আশ্বিন শুক্রবার দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে এক বিশেষ সমাজ হইয়া উপাসনার পর তৎপ্রশমনার্থ সাহায্য জন্য দান সংগৃহীত হয়। তাহাতে ১১০৩৸০ সংগৃহীত হইয়াছিল। ঐ টাকা সর্ব্বজনিক সভাতে প্রেরিত হইয়াছে। সভা সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন।

No 771 of 1877.
Sarvajanik Sabha Rooms
Nagerkers wada, hear Vishrambag
Poona 29th October 1877.

To
The Secretary to the
Adi Brahmo Somaj
Calcutta.

Sir,
I am directed by the Managing Committee of the Sabha to acknowledge the receipt of the first halves of Government Currency notes for Rupees 1100 (eleven hundred) as per numbers mentioned in the margin and postage stamps for Rupees three and annas twelve making altogether Rupees 1103-12. As soon as the other parts of the notes are received the funds placed at the disposal of the Sobha as a response to its appeal shall be spent in the the best way possible.

I have the honor to be,
Sir,
your most obidient servant
Shivaram Hari sathe
Secretary.

0
24 17248 for Rs 1000
L
94 44769 for Rs 100
1100

No 808 of 1877
Sarvajanik Sabha Rooms
Nagerkers wada, hear Vishrambag,
Poona 7th November 1877.

To
The Secretary to the
Adi Brahmo Samaj
Calcutta.

Sir,
I have the honor to acknowledge with thanks the receipt of your letter of the 2nd Instant forwarding the Second halves of the Government Currency notes for Rs 1100 (eleven hundred)

I have the honor to be,
Sir,
your most obidient Servant
Shivaram Hari sathay
sceretary.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ পৌষ বুধবার বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজের বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

শ্রী সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৭৯৯ শক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১১৫৫॥ ১৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৯৫।/ ৫
	১২৫০৸/০
ব্যয়	৯৪৫৸/ ৫
স্থিত	৩০৪৸৶১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৯২
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩১৬।/০
পুস্তকালয়	৫৫
যন্ত্রালয়	৬৭২॥৶১৫০
গচ্ছিত	১৯।/০
সমষ্টি	১১৫৫॥ ১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	২৪৩৸০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২৬৬৸৶ ৫
পুস্তকালয়	২০।৶১০
যন্ত্রালয়	৪১০ /০
গচ্ছিত	৪॥৶১০
সমষ্টি	৯৪৫৸/ ৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩৫
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন ...	২
" ঠাকুরদাস সেন ...	১
" প্রসন্নকুমার বিশ্বাস ...	১
মৃত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	১৩
	৫২

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ রায় ...	৫
" যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ...	২
	৭

দানাধারে প্রাপ্ত	২৫।৶১৫
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয় ...	৭॥ ৫
	৯২

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Registerd No 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প
তৃতীয় ভাগ
পৌষ ১৭৯৯ শক।

৪১৩ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৮

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বরের প্রতি মনের নানা প্রকার ভাব।

ঈশ্বরকে নানাভাবে চিন্তা করা যায়। তিনি বাহ্য জগতের স্রষ্টা বলিয়া চিন্তা করিলে মনে কত প্রকার ভাবের না উদয় হয়! কোন গ্রীক্ গ্রন্থকর্ত্তা ঈশ্বরকে ক্ষেত্র-তত্ত্বজ্ঞদিগের প্রধান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঈশ্বর পরিমাণানুসারে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ক্ষেত্রতত্ত্বের নিয়মানুসারে এই ভৌতিক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জন্য উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহাকে ক্ষেত্রতত্ত্বজ্ঞদিগের প্রধান বলিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা ঈশ্বরকে পরম সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া তাঁহার গুণানুবাদ করিয়াছেন। ভৌতিক জগতে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা দেদীপ্যমান। সঙ্গীতে যেমন সামঞ্জস্য আছে, ভৌতিক জগতে সেইরূপ সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। গ্রহ নক্ষত্র সকল নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে গমন করিতেছে। গায়ক যেমন তাল মান অনুসারে গান করে, নক্ষত্র সকল তেমনি তাল মান অনুসারে আকাশ-পথে ভ্রমণ করিতেছে। এই জন্য উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা ঈশ্বরকে পরম সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া তাঁহার যশ ঘোষণা করিয়াছেন। বাহ্য জগতের শোভা ও সৌন্দর্য্য চিন্তা করিলে ঈশ্বরকে পরম কবি বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর উপনিষদে কবি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। উল্লিখিত গ্রীক্ গ্রন্থকর্ত্তাও এই জগৎকে সত্য কাব্য বলিয়াছেন। কাব্যে শোভা, সৌন্দর্য্য ও অলঙ্কার আছে, কিন্তু তাহার মূল অলীক। জগতে শোভা সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু উহা যথার্থই বিদ্যমান। অতএব উহা সত্য কাব্য, এই সত্য কাব্যের রচয়িতা যিনি তিনি কবি। যিনি শোভন শতদল পদ্ম, মধুর ইন্দুকলা, ও শিশুর সুন্দর মুখমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি কবি নহেন? ঈশ্বর জগতের রাজা, তিনি "সর্ব্বেষাং ভূতানাং অধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা" সকল ভূতের অধিপতি সর্ব্ব ভূতের রাজা। তিনি রাজাধিরাজ মহারাজ। সকলই তাঁহার বশে রহিয়াছে। সকলই তাঁহার আদেশ পালন করিতেছে। তিনি মঙ্গলকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া জগৎ শাসন করিতেছেন। অতএব তিনি জগতের নিয়ন্তা।

অন্তর্জগতের স্রষ্টা বলিয়া ঈশ্বরকে

ভাবিলে নানা প্রকার ভাবে তাঁহাকে চিন্তা করা যাইতে পারে। তিনি মনীষী অর্থাৎ মনের নিয়ন্তা। স্মৃতি, ধৃতি, কল্পনা, যুক্তি ও মানস বিকার সকল নিয়মানুসারে কার্য্য করিতেছে, অতএব ঈশ্বর মনের নিয়ন্তা। ঈশ্বর আমাদিগের পিতা। তিনি আমাদিগকে শরীর দিয়াছেন, মন দিয়াছেন, জ্ঞান দিয়াছেন, ধর্ম্ম দিয়াছেন, তিনি নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি হইতে আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন, তিনি আমাদিগকে পিতৃস্নেহের সহিত সর্ব্বদা লালন পালন করিতেছেন, তিনি আমাদিগের পিতা। তিনি আমাদিগের মাতা। যিনি মাতার স্তনে দুগ্ধের ও মাতার হৃদয়ে স্নেহ-নীরের সঞ্চার করেন, মাতা যেমন শিশু সন্তানকে পদসঞ্চারণা করিতে শিক্ষা দেন, যিনি সেইরূপ আমাদিগকে ধর্ম্মপথে পদনিক্ষেপ করিতে শিক্ষা দিতেছেন, যাঁহার নিকটে ক্রন্দন করিলেই তাঁহার অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান দান করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করেন, তিনি আমাদিগের পরম মাতা। ঈশ্বর আমাদিগের বন্ধু। যিনি আমাদিগের কতই না উপকার করিতেছেন, যাঁহার নিকটে প্রার্থনা না করিলেও যিনি আমাদিগের উপকার করেন, যাঁহার সহবাসে আমরা সংসারের সমুদায় ক্লেশ বিস্মৃত হই, যিনি মৃত্যু-সময়ে কাতর আত্মার উপর সান্ত্বনা-বারি সেচন করেন, তাঁহার ন্যায় বন্ধু আর কে আছে? ঈশ্বর আত্মার স্বামী। স্বামী যেমন স্ত্রীর একমাত্র ভর্ত্তা ও রক্ষক সেইরূপ ঈশ্বর আত্মার একমাত্র ভর্ত্তা ও রক্ষক। স্বামী যেমন স্ত্রীকে প্রীতি করে, ঈশ্বরও সেইরূপ আত্মাকে প্রীতি করেন; স্ত্রী যেমন স্বামীকে প্রীতি করে আত্মা সেইরূপ ঈশ্বরকে প্রীতি করে। স্ত্রী যেমন স্বামীর সহবাস ও সম্মিলন প্রার্থনা করে, আত্মা সেইরূপ ঈশ্বরের সহবাস ও সম্মিলন প্রার্থনা করে। স্বামী যেমন স্ত্রীর সহবাস ও সম্মিলন প্রার্থনা করে ঈশ্বরও সেইরূপ আত্মার সহবাস ও সম্মিলন প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর কেবল আত্মার স্বামী নহেন; তিনি আত্মার আত্মা। তিনি যদি আপনাকে আত্মা হইতে পৃথক করিয়া লয়েন তাহা হইলে আত্মার আর কিছু থাকে না। তিনি আত্মার জীবন। তিনি আত্মার আত্মা ও প্রাণের প্রাণ।

এই প্রকারে ঈশ্বরকে নানা ভাবে চিন্তা করা যায়। ঈশ্বর রাজা, নিয়ন্তা, পিতা, মাতা, বন্ধু, ও আত্মার স্বামী এই সকল ভাবে অনেক পরিমাণে সত্য আছে। তথাপি সে সকল ভাব উপমাত্মক ও রূপক। ঈশ্বর আত্মার আত্মা ইহাতে কিছুমাত্র রূপক নাই। ইহা সম্পূর্ণরূপে সত্য। যিনি সত্যের সত্য ও সত্যের পরম নিধান তাঁহাকে সম্পূর্ণ সত্য দ্বারা উপাসনা করা কর্ত্তব্য। অতএব ঈশ্বর আত্মার আত্মা বলিয়া যেরূপ চিন্তনীয় ও উপাসনীয় সেরূপ অন্য কিছু বলিয়া নহে। পিতা মাতা প্রভৃতি সকলি বাহিরের পদার্থ। আত্মার আত্মা যেমন নিকট অন্য কেহ সেরূপ নহে। অতএব ঈশ্বরকে আত্মার আত্মা বলিয়া উপাসনা করা সকল উপাসনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আত্মার আত্মা পরম ব্রহ্মকে ধ্যান কর এবং নির্ব্বিঘ্নে তোমরা অজ্ঞান-তিমির হইতে উত্তীর্ণ হও। জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপ সাধনা দ্বারা সর্ব্বসাক্ষী, অজর, অমর, অভয়, নিরতিশয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

বেদান্তদর্শন।

৪১২ সংখ্যক পত্রিকার ১৪২ পৃষ্ঠার পর।

বরুণ স্বীয় পুত্র ভৃগুকে কহিলেন, তপস্যা কর, জানিতে যত্ন কর তবে জানিবে। এই আদেশানুসারে ভৃগু পুনর্ব্বার দৃঢ়ব্রত হইয়া

অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু সেবার তিনি আর একগ্রাম ঊর্দ্ধে উঠিয়া মনকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন। এই প্রকার জানা অসম্ভব নহে। অবিবেকী লোকের নিকটে যুক্তি ও শাস্ত্রের অসিদ্ধান্ত অংশ অনুসারে সেরূপ বোধ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আছে "মনোব্রহ্মেত্যুপাসীত" মনই ব্রহ্ম, মনের উপাসনা করিবেক। বিশেষতঃ সৃষ্টিক্রিয়া উপলক্ষ্য করিয়া বেদান্ত শাস্ত্রে কহেন, সংকল্প বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তির নাম মন। ইচ্ছা, অহঙ্কার, বাসনা প্রভৃতি নানা বৃত্তি তাহার অন্তর্গত। মনই ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ে প্রবৃত্ত করে, এবং বুদ্ধিকে অনুসন্ধান ও নিশ্চয়ে নিয়োজিত করে। বিশেষতঃ বৈদান্তিক আচার্য্যেরা এই প্রত্যক্ষ জগৎকে ব্রহ্মের সঙ্কল্প দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াও একটি সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন যে, যে শক্তি হইতে ব্রহ্মাণ্ড প্রসূত হইয়াছে, যাহা দ্বারা পালিত হইতেছে এবং যাহাতে অন্তে লয় পাইবে, তাহা ব্রহ্মের পূর্ণ শক্তির এক বিন্দুমাত্র। ঐ বিন্দু মাত্র শক্তি আমাদের নিকট প্রকাশিত। তাহার ওদিকে ব্রহ্মরূপ অনন্ত সাগর। ঐ বিন্দুমাত্র শক্তি যেন ঐ সাগরের তটস্বরূপ। এজন্য উহাকে বেদান্তশাস্ত্রে তটস্থা শক্তি কহে। ঐ তটস্থা শক্তিই সৃষ্টি-সংহার-কারিনী প্রকৃতি। সৃষ্ট্যাদি করাই তাঁহার স্বভাব। তাঁহারই সন্নিধান বশত তাঁহার বিকাশাদির সাধন নিমিত্তে ব্রহ্মের সঙ্কল্প হয়। নতুবা ব্রহ্মের সঙ্কল্প নাই। সেই সঙ্কল্পই ব্রহ্মেতে ঐশ্বর্য্য কল্পনা করে। তাহারই জন্য তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যায়। অতএব সেই সঙ্কল্পই এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গের কারণ। তাহারই নামান্তর মহৎ অথবা মন। সুতরাং মনই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারক। এই তাৎপর্য্য সাংখ্যের সহিত এক। কিন্তু মনই জগতের কর্ত্তা, ইহার উক্ত প্রকার মূল তাৎপর্য্য বিস্মৃত হইয়া অনেকে মনে করে যে, মানবের মনই বুঝি জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের কারণ। ফলে বেদান্ত শাস্ত্রে মনুষ্যের মনকেও জগতের জন্ম-স্থিতি সংহারের কারণ বলেন; কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য স্বতন্ত্র। তাহাতে উক্ত আছে যে, যেমন ঈশ্বরের কৃত বাহ্য জগৎ আছে, সেইরূপ জীব স্বীয় মনের দ্বারা মনোময় জগৎ রচনা করেন। জীবের কৃত এই মনোময় জগৎই জীবের বন্ধের কারণ। বাহ্য জগৎ বন্ধের কারণ নহে। কেননা ঈশ্বর-সৃষ্ট বাহ্য জগৎ একই স্বরূপে অবস্থিতি করে। যেমন কোন স্ত্রী। তিনি ঈশ্বর-সৃষ্ট স্ত্রীমাত্র। কিন্তু সাংসারিক সম্বন্ধাধীন মনের কল্পনাতে কেহ তাঁহাকে কন্যা, কেহ মাতা কেহ বধূ, কেহ পত্নী ইত্যাদি মনে করে। যেমন স্বর্ণাদি ধন স্বভাবতঃ মূল্যবান নহে, কিন্তু মানবের লোভ তাহাকে মূল্যবান করিয়া তুলে। আবার শ্রীমান তৈলঙ্গস্বামীর ন্যায় জ্ঞানীর নিকটে তাহার কোন মর্য্যাদাই নাই। অতএব জগৎ ঈশ্বর কর্ত্তৃক যেরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, মানবের বাসনা তাহার উপরি কোটিগুণ আকর্ষণ প্রক্ষেপ করিয়াছে। আজ তুমি বাসনা-বিবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বত্যাগী হও কাল এই সৃষ্টিকে আর একরূপে দেখিবে, হয় ত আর দেখিতেও পাইবে না। অতএব মনই সৃষ্টি করে, মনই রক্ষা করে, আবার মনোনিবৃত্তি হইলেই সৃষ্টি থাকে না। যাঁহার মন বাসনা-শূন্য ও নিবৃত্তি-প্রাপ্ত তাঁহার পক্ষে সৃষ্টি থাকা না থাকা দুই তুল্য। তাঁহার মনঃকল্পিত সৃষ্টির যদি নাশ হয়, তবে এই বাহ্য জগতের কোন মর্য্যাদাই তিনি পান না। তিনি যাহা পান তাহা সৃষ্টি সংহারের অতীত। এতাবতা উপরি উক্ত তাৎপর্য্যে মনই সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গের কারণ। কিন্তু শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এরূপ

নহে যে, মনুষ্যের মন এই জাজ্বল্যমান বাহ্য জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। যাহা হউক, এমন লোক অনেক আছেন যাঁহারা দৃঢ়-তররূপে বাসনার আধার-স্বরূপ মনেতেই বদ্ধ।

"অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরং।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকং॥" গীতা

এই জগতের ধর্ম্ম ও ব্যবস্থারূপ কোন প্রতিষ্ঠা নাই। ইহা কেবল স্ত্রী পুরুষের মানসিক কাম জন্য সংযোগাধীন উৎপন্ন। অতএব কাম ব্যতীত ইহার উৎপত্তির আর কি কারণ থাকিতে পারে।

"কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাহসদ্‌গ্রাহান্‌ প্রবর্ত্তন্তেহশুচিব্রতাঃ॥"

সেই সকল দম্ভ-মান-মদান্বিত জনেরা দুষ্পূর কামনা আশ্রয় পূর্ব্বক মোহ বশত প্রচুর ধনাদি লাভার্থ অশুচি-ব্রতে প্রবৃত্ত হয়। তাঁহারা জ্ঞান বিজ্ঞান কর্ত্তৃক নীয়মান না হইয়া কেবল সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের অধীন হইয়াই বিষয়-সুখে আকৃষ্ট, অভি-মানে অন্ধ, শত শত আশায় তরঙ্গাকুলিত হন। অতএব মনই তাঁহাদের বিচরণের ক্ষেত্র। অপেক্ষাকৃত মূঢ়দিগের ন্যায় যদিও তাঁহারা কেবল অন্ন ও প্রাণ লইয়াই পরি-তৃপ্ত নহেন, কিন্তু অপেক্ষাকৃত উচ্চ পদবীস্থ বিজ্ঞানবাদীগণের ন্যায়ও বিজ্ঞান তাঁহাদের সাধনীয় নহে। তাঁহারা মন হইতেই অভি-লাষানুরূপ সংসার সৃষ্টি করেন, তাহারই দ্বারা সে সৃষ্টি রক্ষা করেন, এবং অন্তে তাহাতেই তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব লয় হইয়া যায়। মনেতে যে ঈশ্বরের বিভূতি আছে অথবা ধর্ম্মবুদ্ধি বা নিষ্কাম উপাসনা দ্বারা মনকে যে নিবৃত্ত করিতে হয়, সে দৃষ্টি তাঁহা-দের নাই। তাঁহারা মনঃসম্বন্ধে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ভাগ পরিত্যাগ করত তদীয় স্তুত্যর্থ-বাদসমূহকে আপনাদের লৌকিক মন-উপাসনার পোষকতায় গ্রহণ করিয়া থাকেন। মনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রের এই সমস্ত অসিদ্ধান্ত অংশ ও লৌকিক দৃষ্টান্ত উপলক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ভৃগু তৃতীয় তপস্যায় মনকেই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্তা ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করিলেন। তিনি কহিলেন,

"মনসোহ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
মনসা জাতানি জীবন্তি। মনঃ প্রয়ন্ত্যভিসম্বিশন্তি॥"

মন হইতেই এই ভূত সকল জন্মগ্রহণ করে, জন্মিয়া জীবিত রহে এবং অন্তে মনে-তেই লয় পায়। কিন্তু শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, মনোনিবৃত্তি ব্যতীত ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। সুতরাং প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শন না হও-য়ায় তাঁহার তৃপ্তি হইল না। অতএব তিনি পুনরায় স্বীয় পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের প্রার্থী হইলেন। তাঁহার পিতা আবার কহিলেন তপস্যা কর। তাহাতে তপস্যা করিয়া তিনি বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন। বেদান্তশাস্ত্রানুসারে বিজ্ঞান বুদ্ধি শব্দের বাচ্য। অনুসন্ধান, সিদ্ধান্ত, নিশ্চয় প্রভৃতি বুদ্ধির কার্য্য। বুদ্ধিই মনের অভ্যন্তর পদার্থ। অর্থাৎ বুদ্ধিই মনের সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া দেয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মবল্লীতে উক্ত হইয়াছে,

"তস্মাদ্বা এতস্মাৎ মনোময়াৎ। অন্যোহন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ।

মনোময় আত্মা হইতে অতিরিক্ত অভ্যন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়।

"বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্ব্বে ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে। বিজ্ঞানং ব্রহ্মচেদ্বেদ। তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি। শরীরে পাপ্মনোহিত্বা সর্ব্বান্‌ কামান্‌ সমশ্নুত।"

সকল দেবতা বিজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন। বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম জানিয়া তাহাতে অবহিত হইলে শারীরিক পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সকল কামনা উপ-

ভোগ করে। অতএব শাস্ত্রানুসারে বিজ্ঞান যখন অবচ্ছেদাবচ্ছেদে অন্ন, প্রাণ, ও মনের অভ্যন্তরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ পদার্থ তখন বিজ্ঞানই সৃষ্টি, স্থিতি ভঙ্গের কারণ ব্রহ্ম। ভৃগু কহিলেন,

'বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি।
বিজ্ঞানং প্রয়ন্ত্যভিসম্বিশন্তি।'

বিজ্ঞান হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হইয়া বিজ্ঞান দ্বারা জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে বিজ্ঞানেতে গমন করে ও বিজ্ঞানেতেই প্রবেশ করে। ভৃগু এই রূপ সিদ্ধান্ত করিলেন। কিন্তু শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। কেননা তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে অবশেষে কহি-য়াছেন যে, বিজ্ঞান ব্রহ্ম নহেন। কারণ বিজ্ঞান অপেক্ষা আনন্দময় জীব শ্রেষ্ঠ। "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ব্রহ্ম তাঁহার প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ পুচ্ছ। বিশেষতঃ ঐতরেয় শ্রুতিতে যে "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" কহিয়াছেন তাহার অর্থ এমত নহে, যে, মানবের প্রজ্ঞান অর্থাৎ বি-জ্ঞানই ব্রহ্ম। তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, মানবের বুদ্ধিতে যে পরম চৈতন্যের জ্যোতি অধিষ্ঠিত থাকাতে বুদ্ধি বিষয়ের জ্ঞান অবগত হয় সেই বুদ্ধিস্থ চৈতন্য প্রজ্ঞান শব্দের বাচ্য। তিনিই ব্রহ্ম। নতুবা বুদ্ধি ব্রহ্ম নহে। এইরূপে ঈশ্বরের বিভূতি-জ্ঞানের অভাবে লোক সকল উপাধিকে ঈশ্ব-রস্থানীয় জ্ঞান করে। পূর্ব্বকালে বৌদ্ধেরা সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিকেই প্রধান বলিয়া জানিয়া-ছিলেন। তাঁহারা যদিও বুদ্ধিকে ব্রহ্ম বলেন নাই কিন্তু জীব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। যথা পঞ্চদশীতে, চিত্রদীপে ৭৩

বিজ্ঞানময়কোষোহয়ং জীব ইত্যাগমা জগুঃ।
সর্ব্বসংসার এতস্য জন্মনাশসুখাদিকঃ।"

বিজ্ঞানই জীব। সেই জীবেরই এই জন্ম বিনাশ, সুখ দুঃখরূপ সংসার। শ্রীমান্‌ সদানন্দ যোগীন্দ্র স্বীয় বেদান্তসারে কহিয়া-ছেন যে, "বৌদ্ধস্তু অন্যোহন্তর আত্মা বিজ্ঞান-ময়"। বৌদ্ধেরা এই শ্রুতি অনুসারে মনের অভ্যন্তরবাসী বুদ্ধিকে আত্মা বলেন এবং প্রমাণ দেন যে 'কর্ত্তুরভাবে করণস্য শক্ত্যভা-বাৎ' বুদ্ধিরূপ কর্ত্তা না থাকিলে মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি করণগণের শক্তির অভাব হইত। অতএব বৌদ্ধগণের মতে বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। তিনিই কর্ত্তা, তিনিই ভোক্তা, তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞাতা তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই ত্রাতা। তিনি ব্যতীত জগতের জন্মস্থিতি ভঙ্গের অন্য কারণ নাই। পূর্ব্বকালে বৌদ্ধেরা যেমন বুদ্ধি পর্য্যন্ত উঠিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, এই বর্ত্তমান কালে রাজ-কীয় বিদ্যা-প্রভাবে ভারতবর্ষে আবার বুদ্ধি-রই পূজা প্রচার হইয়া পড়িতেছে, অথচ অন্ন, প্রাণ এবং মনের আকর্ষণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে আছে। শরীরের সৌন্দর্য্যের প্রতি, ধন সম্পত্তির প্রতি, স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি, শরীরিক বীর্য্য লাভের প্রতি, যশোমান ও সাংসারিক সুখের প্রতি লোকের তো সাধারণতঃ যত্ন আছেই, কিন্তু বিশেষতঃ বুদ্ধি বিদ্যার দিকেই লোকের শেষ লক্ষ্য পড়িয়াছে। ঈশ্বরের পূজা বা তাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করিবার দিকে কাহা-রই লক্ষ্য দেখা যায় না। যদিও স্থানে স্থানে ঈশ্বরের পূজা দেখা যায় কিন্তু তাহা ঈশ্ব-রের উদ্দেশে নহে এবং তদ্দারা তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞানও লাভ হয় না। কেহ বা শরীরের সৌন্দর্য্য ও ধন সম্পত্তিরূপ অন্ন লাভের নিমিত্ত তাঁহার পূজা করেন, কেহবা আরোগ্য ও শক্তি বীর্য্যরূপ প্রাণ-কামনায় তাঁহার আরাধনা করেন, কেহবা যশোমান ও সুখরূপ মানসিক ইচ্ছা চরিতার্থ হইবার জন্য তাঁহার পূজা করেন, কেহবা তাঁহার পূজার ভাণ করিয়া কেবল বিদ্যা বুদ্ধিরই চরণে পতিত

আছেন। বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতিরূপ অবস্থাই এখনকার চূড়ান্ত অবস্থা। যদি সৌভাগ্য-বলে ভারতের বর্ত্তমান সন্তানগণ কখনও অন্নময় প্রাণময় বা মানোময় কোষরূপ আবরণ হইতে উদ্ধার পান কিন্তু আকার প্রকার দৃষ্টে বোধ হইতেছে যে বুদ্ধি বিদ্যার বিস্তীর্ণ রাজ্যকে তাঁহারা ভেদ করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালের অনেক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যখন বিদ্যা বুদ্ধিতেই অন্ন, প্রাণ, মন এমন কি ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তখন লোকেরা তদনুবর্ত্তন করিবেই করিবে। এমত অবস্থায় ঈশ্বর যদিও পূজিত হন সে কেবল বুদ্ধিবিদ্যার বাচ্যরূপে ; স্বরূপতঃ নহে। ইহারই মধ্যে অনেকে ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়াছেন এবং সর্ব্বত্র বুদ্ধি বিদ্যার প্রতিষ্ঠা লইয়া বিব্রত হইতেছেন। এই জগতের কেহ সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গের কর্ত্তা আছেন তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-পদাভিলাষী বুদ্ধি বিদ্যা তাহা স্থির করিতে চাহে না, কেননা তাহা হইলে তাহার অপমান হয়। সুতরাং ভাবিয়া দেখ তাদৃশ স্থানে তাঁহাদের বুদ্ধি বিদ্যাই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গের ভার লইয়া আছে। যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে বুদ্ধি বিদ্যা দ্বারা ঈশ্বরের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারাও তদ্দ্বারা তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান পান না। কেননা হৃদয়ঙ্গম করা ও অনুভব ব্যতীত কেবল বিদ্যা দ্বারা তাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয় না, অতএব অনুভব ও হৃদয়ঙ্গম করা ব্যতীত বুদ্ধি বিদ্যা অপ্রতক্ষ ঈশ্বরকে রচনা করে মাত্র তদ্ভিন্ন প্রত্যক্ষ পরমাত্মাকে দেখাইতে পারে না। যেমন প্রদীপ ধরিয়া কেহ সূর্য্য দর্শন করিতে যায় না, কিন্তু বিস্তৃত চক্ষুতে সূর্য্য স্বয়ং প্রকাশিত হন সেইরূপ সম্পত্তি, বীর্য্য মনোবুদ্ধি দ্বারা পরমাত্মাকে দেখা যায় না, হৃদয়ের দ্বার আতত করিলেই তাঁহাকে তথায় প্রাকৃতিক জীবের প্রকাশক ও অন্তর্যামী আত্মারূপে স্বয়ং-প্রকাশ দেখা যায়। এতাবতা বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া জানায় অথবা বিজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণ করায় তৃপ্তি লাভ হয় না। অতএব ভৃগু বিস্তর তপস্যা করিয়া যে বিজ্ঞানকে শাস্ত্রের অসিদ্ধান্ত অংশের অনুযায়ী ও লৌকিক দৃষ্টান্তে ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইল না।

ক্রমশঃ।

পূর্ব্বতন গৃহস্থ।

ধর্ম্মনিষ্ঠা স্বাস্থ্য ও সুখের কারণ। ধর্ম্মনিষ্ঠা না থাকিলে সৎ অভ্যাসের একটী স্থিরতা থাকিতে পারে না। সৎ অভ্যাস আয়ত্ত হইলে শরীর ও মন সতেজ ও স্ফূর্ত্তি-যুক্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যের কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল স্বভাবত প্রবল। ধর্ম্ম-নিষ্ঠা ব্যতীত এই সমস্ত দুর্নিবার প্রবৃত্তির আবেগ মনকে অসুস্থ করিয়া তুলে। মনের অসুস্থতাই আবার শারীরিক অসুস্থতার কারণ। এই অনিষ্ট পরিহারের জন্য ধর্ম্মদৃষ্টি আবশ্যক। ইহার প্রভাবে পানাহার নিয়মিত এবং তজ্জন্য শরীর ও মন নীরোগ হয়। আমাদের সংস্কার এই যে, পূর্ব্বকালের লোক দীর্ঘজীবি ছিলেন। বস্তুতও তাঁহারা জীবন কাল যেরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠায় অতিবাহিত করিতেন তদ্দৃষ্টে এই সংস্কার নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। এক্ষণে আমরা পূর্ব্বতন গৃহস্থের দৈনন্দিন ব্যবহারের একটী সংক্ষেপ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিলাম, ইহাতেই এই বাক্যের যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইতে পারিবে। কালবশে ধর্ম্মের বাহ্য আকার পরিবর্ত্তিত হইতে পারে কিন্তু পূর্ব্বতনদিগের যেরূপ নিষ্ঠা ছিল তাহা অবশ্যই প্রশংসনীয়। আমাদের তদ্রূপ নিষ্ঠা থাকিলে আমরাও তাঁহাদের ন্যায় শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা লাভ করিতে পারি।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করা পূর্ব্বকালে সকলেরই অভ্যাস ছিল। ইহাই ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মের অবিরোধে অর্থচিন্তা করিবার প্রকৃত সময়। ঐ মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া বাণবিক্ষেপের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক গ্রামের নৈঋত কোণে প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিতে হইত। কিন্তু এই উদ্দেশে হল-কর্ষিত ভূমি, শস্যক্ষেত্র, গোষ্ঠ, জনসমাজ, গতিপথ, নদী-গর্ভ ও শ্মশান এই কএকটি স্থান পরিহার করা হইত। পরে গন্ধশূন্য ফেনশূন্য ও বুদ্বুদশূন্য নির্ম্মল জলে মুখ প্রক্ষালন করিয়া মস্তক, সমস্ত ইন্দ্রিয়, ব্রহ্মরন্ধ্র, বাহুদ্বয়, নাভিমূল ও হৃদয় এই সকল স্থান জলার্দ্র হস্তে স্পর্শ করিত। এইরূপে প্রাতঃস্নান সমাপন পূর্ব্বক কেশ সংস্কার ও চক্ষে অঞ্জন লেপন করিত। পরে গৃহস্থের জীবিকা-চিন্তা। সোমসংস্থা, হবিঃসংস্থা ও পাকসংস্থা এই সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য অর্থ-সাপেক্ষ। সুতরাং গৃহস্থ অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইত *।

অনন্তর মধ্যাহ্নকাল। ইহা অবগাহন স্নানের সময়। নদ, নদী, তড়াগ, দেবখাত ও প্রস্রবণেই নিত্য স্নান করা হইত। অভাব পক্ষে কূপোদকে এই কার্য্য সমাহিত হইতে পারে। তাহাতে পীড়া-সম্ভাবনা থাকিলে মন্ত্রস্নান আবশ্যক। পরে পবিত্র বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক দেবতর্পণ ঋষিতর্পণ ও পিতৃতর্পণ করিতে হইত। এই অবসরে পিতৃকুল ও মাতৃকুলের স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে তিন পুরুষের নাম স্মরণ পূর্ব্বক জলতর্পণ করাই বিধি। পরে গুরু, গুরুপত্নী, রাজা এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণীর উদ্দেশে তর্পণ করিতে হইত। তর্পণের উদ্দেশ্য সকলের প্রাত্যহিক তৃপ্তি-কামনা। তর্পণ-কালে উদার ভাবে এই কএকটী কথা উচ্চারণ করা হইয়া থাকে, যাঁহারা আমার বান্ধব, যাঁহারা আমার বান্ধব নহেন, যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে আমার বান্ধব ছিলেন, যে কেহ আমার দ্বারা তৃপ্তি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মৎপ্রদত্ত জলে পরিতৃপ্ত হউন। যিনি যে কোন স্থানে অবস্থান করুন, যদি ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া থাকেন মৎপ্রদত্ত জলে তাঁহার তৃপ্তি লাভ হউক। পরে সূর্য্যোপাসনা অগ্নিহোত্র ও ব্রহ্মযজ্ঞ সমাধান করিয়া বলি প্রদান করিতে হইত। বলি-প্রদান-কালে এই অভিপ্রায়টি ব্যক্ত করা আবশ্যক, যে সকল জীব মৎপ্রদত্ত অন্ন প্রত্যাশা করে তাহাদিগকে এবং পিপীলিকা কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যাহারা ক্ষুধার্ত্ত আছে তাহাদিগকে আমি এই অন্ন প্রদান করিলাম, ইহা দ্বারা সকলে পরিতৃপ্ত ও সুখী হউন। যাহাদের মাতা নাই, পিতা নাই, অন্ন প্রস্তুত করিবার উপায় নাই, এবং কিছুমাত্র খাদ্য দ্রব্য নাই, আমি তাহাদের তৃপ্তির নিমিত্ত পৃথিবীতে এই অন্ন প্রদান করিলাম। বিশ্বের সমস্ত প্রাণী, এই অন্ন ও আমি সমস্তই ব্রহ্মময়, ব্রহ্ম ভিন্ন কোন বস্তুরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, সুতরাং ভূত সমূহ আমা হইতে স্বতন্ত্র নহে, আমি সমুদায় জীবস্বরূপ, অতএব আমি সকলের পুষ্টি ও তুষ্টির উদ্দেশে অন্ন প্রদান করিলাম। গৃহস্থই

* প্রাতঃকাল ও সায়াহ্নে পরিশ্রম করা ভারতবর্ষের চিরন্তনী রীতি। এদেশ উষ্ণপ্রধান। মনুষ্যের শ্রম-কাতরতা এস্থানের স্বাভাবিক অবস্থা। অধিক পরিশ্রমে শরীর শীঘ্র অপটু হয়। এজন্য শাস্ত্রকারেরা প্রাতে ও সায়াহ্নে বিষয় কার্য্য করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। এখনও পল্লীগ্রামে জমিদারী কাছারি এই প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করিয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনেণ্ট গভর্ণর ক্যাম্বেল সাহেবও তাঁহার অধিকার মধ্যে এই প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফলত এখানকার লোক যে অধিতর অসুস্থ হইয়া উঠিতেছে অসময়ে অনিয়ত পরিশ্রম তাহার একটী কারণ। মধ্যাহ্নে সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া হনুমস্ত পরিশ্রম করা এতদ্দেশে কোন কালেই ছিল না। তজ্জন্য শরীরও সুস্থ থাকিত।

সকলের আশ্রয় এজন্য গৃহস্থকে সকলের উপকারার্থ দৃষ্টিপাত করিতে হইত।

পরে আতিথ্য। আতিথি-লাভের নিমিত্ত প্রাঙ্গণ-ভূমিতে গো-দোহন মাত্র কাল অপেক্ষা করা আবশ্যক। কেহ ইচ্ছা করিলে তদপেক্ষা অধিক সময়ও তথায় দণ্ডায়মান হইয়া থাকিত। যদি অতিথি উপস্থিত হয় তবে স্বাগত প্রশ্ন পাদ্য ও আসন প্রদান দ্বারা এবং নানারূপ অন্ন পান প্রস্তুত করিয়া তাহার তৃপ্তিসাধন করা হইত। যিনি দেশান্তর হইতে উপস্থিত, যাঁহার নাম ও কুল অপরিজ্ঞাত, তাদৃশ অতিথির সৎকার করা প্রশস্ত। এইরূপ অকিঞ্চন অতিথি যদি বুভুক্ষিত হইয়া আইসেন, তাঁহার পরিচর্য্যা না করিয়া যদি গৃহস্থ অগ্রে ভোজন করে, তবে তাঁহাকে নরকস্থ হইতে হয়। তিনি অভ্যাগত ব্যক্তির নাম গোত্র বিদ্যা প্রভৃতির পরিচয় না লইয়া হিরণ্যগর্ভবোধে তাঁহার পূজা করিবেন। যে অতিথি হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় তাহার পাপ গৃহস্থে এবং গৃহস্থের পুণ্য তাহাতে সংক্রমিত হইয়া থাকে। প্রজাপতি, ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, ও বসুগণ অতিথি-শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অন্ন ভোজন করেন। যে ব্যক্তি সেই অতিথিকে অনাদর করিয়া আহার করে, সে পাপপুঞ্জ উদরস্থ করিয়া থাকে, এই তখনকার বিশ্বাস। এই জন্য সকলে অতিথি-সেবায় বিশেষ যত্ন করিত। তৎকালে চারি প্রকার অতিথির পরিচর্য্যা করা হইত। প্রথম অজ্ঞাতকুলশীল অতিথি। পরে নিত্য-শ্রাদ্ধার্থ অতিথি। ইনি তদ্দেশবাসী ব্রাহ্মণ। ইহাঁর আচার ব্যবহার ও কুল পরিচিত হওয়া চাই। ইনিই দ্বিতীয় অতিথি। তৃতীয় আর একটী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ*। চতুর্থ পরিব্রাজক ও ব্রহ্মচারী। যে গৃহস্থের যাদৃশ বিভব তিনি তদনুসারে এই শেষোক্ত অতিথির জন্য দ্বার বিমুক্ত রাখিতেন। অতিথি-সৎকারের পর গর্ভিণী দুঃখার্ত্ত বালক ও বৃদ্ধ ইহাদিগকে ভোজন করাইতে হইত। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে ব্যক্তি স্নান না করিয়া ভোজন করে সে মল ভক্ষণ, যে ব্যক্তি হোম জপ না করিয়া ভোজন করে সে রক্ত ও পূয় পান, আর যে ব্যক্তি বালক ও বৃদ্ধকে আহার না করাইয়া স্বয়ং ভোজন করে সে বিষ্ঠা ভক্ষণ করে।

গৃহস্থ এইরূপে অভ্যাগত আশ্রিত সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং ভোজন করিতেন। অন্ন প্রশস্ত পথ্য ও প্রোক্ষণোদক দ্বারা প্রোক্ষিত হওয়া আবশ্যক। যাহা কুৎসিত ও কদাকার ব্যক্তি কর্ত্তৃক আনীত, ঘৃণিত ও অসংস্কৃত, তাহা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল। পর্য্যুষিত অন্ন অগ্রাহ্য। ফল মাংস ও শাক

* ব্যবস্থাপক মেন সাহেব কহেন যে ভারতবর্ষে পুরোহিত-শ্রেণী অব্যাহত রাখিবার কোন ব্যবস্থা নাই সুতরাং উহার স্থায়িতার পক্ষে বিশেষ সন্দেহ। এস্থলে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। ভারতবর্ষীয়েরা পুরোহিত-শ্রেণী অবিলুপ্ত রাখিবার জন্য সাধারণের উপর উহার রক্ষাভার অর্পণ করিয়া যান। এই জন্য চার প্রকার অতিথির মধ্যে বেদপারগ শ্রোত্রিয়ের আতিথ্য সৎকার নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহাঁরা গৃহস্থের আলয়ে প্রতিদিনই অতিথি হইতেন। ইউরোপে অর্থ-সাহায্যে পুরোহিত-সম্প্রদায় রক্ষিত হন। ভারতবর্ষে ধর্ম্মানুগত শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের উপর উহার অস্তিত্ব। অর্থ-সাহায্যের নানারূপ ব্যাঘাত আছে। এক সময়ে প্রটেস্টাণ্ট রাজা রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতদিগের বিষয় বিভব বাজেযাপ্ত করিয়া লন। কিন্তু ধর্ম্মকার্য্য শ্রাদ্ধাদির উপর যাহার অস্তিত্ব তাহার বিলোপ-সম্ভাবনা অত্যল্প। ধর্ম্মের বিলোপ না হইলে তাহার বিলোপ নাই। এই ভারতবর্ষে চার পাঁচ সহস্র বৎসর পুরোহিত-শ্রেণী সাধারণের ধর্ম্ম-কার্য্যে পোষিত হইয়া আসিতেছে। এই অতীত কালের স্থায়িত্বই ভাবী স্থায়িত্বের আশাপ্রদ ও অব্যর্থ প্রমাণ। কোমতের ন্যায় দর্শনকারও এইরূপ ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়া থাকেন। নীতিরক্ষক ও জ্ঞান-প্রচারকদিগের জীবীকা-ভার সাধারণ প্রজারই বহন করা উচিত এই তাঁহার অভিপ্রায়।

শুষ্ক হইলে অভোজ্য ও ত্যজ্য ছিল। তৎকালে শক্তুই সাধারণের প্রিয় আহার ছিল। যেরূপ দ্রব্যে কোনরূপ পাপস্পর্শ না হয়, যদ্দ্বারা সমধিক আরোগ্য, বলপুষ্টি ও অনিষ্ট-শান্তি হয় সেইরূপ খাদ্যই সাধারণের হৃদ্য ছিল। গৃহস্থ রত্নাঙ্গুরীয় ধারণ ও বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ভোজনে বসিতেন। তাঁহার অঙ্গে পবিত্র গন্ধ, গলে শুক্ল মাল্য। আর্দ্র হস্তে ও আর্দ্র পদে ভোজন করা নিষিদ্ধ ছিল। ভোজনপাত্র আসন্দীর* উপর স্থাপিত হইত না। ভোজন-স্থান অসঙ্কীর্ণ ও পরিচ্ছন্ন। সুতৃপ্ত নয়নে আহার্য্য দ্রব্য দেখিয়া পরে তাহা ভোজন করা বিধেয়। ভোজন-কালে অগ্রে মধুর রস, মধ্যে লবণ ও অম্লরস, সর্ব্বশেষে কটু তিক্ত প্রভৃতি অন্যান্য রসের ব্যবস্থা ছিল। বল ও আরোগ্য লাভার্থ প্রথমে দ্রব দ্রব্য, মধ্যে কঠিন দ্রব্য ও সর্ব্বশেষে দ্রব দ্রব্য আহার করিত। ভোজ্য পদার্থে ঘৃণা প্রদর্শন না করিয়া এবং মৌনী হইয়া প্রফুল্লমনে ভোজন করিত।

গৃহস্থ আহারাবসানে আসনে উপবেশন করিয়া সুস্থ ও প্রশান্ত চিত্তে অভীষ্ট দেবতা স্মরণ পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিতেন, জঠরাকাশ যে অন্নকে অবকাশ দিয়াছে, বায়ু-পরিবর্দ্ধিত অগ্নি তাহা জীর্ণ করুক। এই জীর্ণ-অন্ন-প্রভাবে আমার পার্থিব ধাতু পরিপুষ্ট হউক, এবং তদ্দ্বারা আমার শারীরিক সুখ পরিবর্দ্ধিত হউক। অন্ন আমার শরীরস্থ পৃথিবী, জল, বায়ু ও অগ্নির বল বৃদ্ধি করিয়া দিক্ এবং স্বয়ং ঐ সমস্ত ধাতুরূপে পরিণত হউক। এই অন্ন প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চ প্রাণের পুষ্টিসাধন করুক। আমি যাহা আহার করিলাম তাহা আগস্ত্য অগ্নি ও বড়বানল দ্বারা জীর্ণ হউক। আমি সুখী হই এবং আমার শরীর নীরোগ হউক। অদ্বিতীয় ভগবান বিষ্ণু সমস্ত দেহ, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও আত্মার প্রধান এবং আমার উপাস্য। তাঁহার প্রভাবে আমার ভুক্ত অন্ন পরিণামে আরোগ্যপ্রদ হউক। বিষ্ণু ভোক্তা, অন্ন তাঁহার পরিণাম, সুতরাং তাঁহারই প্রভাবে আমার এই ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হউক। গৃহস্থ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক উদরে কর-পরামর্ষণ করিতেন*। পরে আলস্যশূন্য হইয়া অল্পায়াসসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন এবং সৎপথের অবিরোধী সৎশাস্ত্র অনুশীলন করিয়া দিবসের অবশিষ্ট কাল যাপন করিতেন।

অনন্তর সায়ংকাল। আকাশে দুই একটী নক্ষত্র থাকিতে গৃহস্থ প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সূর্য্য অস্তমিত হইবার সময় দুই একটী নক্ষত্র প্রকাশিত হইলে সায়ংসন্ধ্যা করিত। জাতাশৌচ, মৃতাশৌচ, চিত্তবিভ্রম, পীড়া ও অনিষ্টাশঙ্কা এই কএকটী প্রতিবন্ধক ব্যতীত প্রতিদিনই সন্ধ্যোপাসনা আবশ্যক। তখনকার বিশ্বাস ছিল যে, যে ব্যক্তি পীড়াকাল ভিন্ন সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত সময়ে শয়ন করিয়া থাকে তাহার পাতক জন্মে। এই জন্য গৃহস্থ সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালেই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা করিত এবং দিবাভাগে

* নাসন্দীসংস্থিতে পাত্রে (বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ) আসন্দী দারুময়ং ত্রিপদাদি (শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা) বোধ হয় এক সময়ে ভারতবর্ষে টেবেলে ভোজন করিবার প্রথা ছিল। এই নিষেধ বাক্যই তাহার প্রমাণ।

* প্রাচীনকালের লোকেরা শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ বিলক্ষণ বুঝিতেন। ইচ্ছার ক্ষমতা প্রভৃত ইহা মনস্তত্ত্ববিৎ ও শারীরবিধানবিৎ পণ্ডিত দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। উপরে যে মন্ত্র উদ্ধৃত হইল তাহা ইচ্ছাসূচক। উদরস্থ অন্ন জীর্ণ হউক, ইহা মনের সহিত ইচ্ছা করিলে পাকক্রিয়ার প্রতি যে কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য করে, তাহার সন্দেহ নাই। অনেক মন্ত্র উল্লিখিত তত্ত্বমূলক।

নিদ্রিত না হইয়া পশ্চিম সন্ধ্যার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিত। যাহারা পূর্ব্বসন্ধ্যা ও প- শ্চিম সন্ধ্যা না করে, তাহাদের জন্য অন্ধ- কারময় নরক। এই সায়ংকালে আবার অতিথি-সেবা আবশ্যক। প্রথমত গৃহস্থ-পত্নী বৈশ্বদেব কর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্ত অন্ন পাক করি- তেন। ইহা অমন্ত্রক বলিকর্ম্ম। পরে গৃহস্থ দীন দুঃখী ও অকিঞ্চনদিগকে অন্ন প্রদান করিত। যদি তৎকালে কোন অতিথি উপস্থিত হয় তাহার যথোচিত পরিচর্য্যা আবশ্যক। দিবসে অতিথি বিমুখ হইলে যে পাতক হয় সন্ধ্যাতে তদপেক্ষা আটগুণ অধিক হইয়া থাকে। এই জন্য সন্ধ্যাকালের আতিথ্যে সমুদায় দেবতার তৃপ্তি স্বীকার করা হইয়াছে। যদি গৃহস্থের বিশেষ অর্থ-সমা- বেশ না থাকে তবে শাকান্ন দ্বারা আতিথ্য করিয়া শয্যাভাবে প্রস্তরতল বা ভূতলও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিত।

অনন্তর গৃহী রাত্রিকালে আহার করিয়া হস্তপদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক ছিদ্ররহিত গজদন্ত- নির্ম্মিত বা কাষ্ঠময় পর্য্যঙ্কে শয়ন করিত। পর্য্যঙ্ক নাতিবিস্তীর্ণ অভগ্ন সমতল ও কীট- শূন্য হওয়া আবশ্যক। শয়ন-কালে পূর্ব্ব বা দক্ষিণ দিকে মস্তক রাখিত। পশ্চিমশিরা বা উত্তরশিরা হইয়া শয়ন করিলে রোগ জন্মে। তৎকালে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে গৃহস্থের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট প্রণালী- ক্রমে ইন্দ্রিয়-সেবা করিত। চতুর্থ দিন হইতে ষোল দিন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের ঋতুকাল; পুংনামক নক্ষত্রে যুগ্ম রাত্রিতে ও ঋতুকালের শেষ অংশে গৃহস্থ স্ত্রীদর্শন করিত। যদি স্ত্রী পীড়িতা ও রজোবতী হয়, যদি তাহার অপবাদ ঘটে, যদি কুপিতা* ও গর্ভিণী হয়, তাহাকে স্পর্শ করা হইত না। যদি সে প্রতিকুল-চারিণী হয়, যদি ক্ষুধার্ত্ত অথবা অতি ভোজন করিয়া থাকে তাহাকেও স্পর্শ করা হইত না। গৃহস্থ ক্ষুধার্ত্ত ও চিন্তাযুক্ত হইলে একাকী শয়ন করিত। চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবশ্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এই কএকটী পর্ব্বদিন। পর্ব্বাহে তৈলমর্দ্দন, মাংসভোজন ও স্ত্রীস্পর্শ করিলে নরকস্থ হইতে হয়, পূর্ব্বকার লোকের এই বিশ্বাস ছিল। এই সমস্ত পর্ব্ব দিনে ইন্দ্রিয়- সংযম পূর্ব্বক সৎশাস্ত্র অনুশীলন, দেবার্চ্চনা, যাগ, যপ ও ধ্যান করিত। পর্ব্বকাল, প্রত্যূষ, দিবা, সন্ধ্যাকাল ও অশুচি অবস্থায় সংযত হইয়া থাকিত। কায়মনোবাক্যে পর- স্ত্রী গমন নিষিদ্ধ ছিল। পরস্ত্রী-স্পর্শে অস্থি- বিহীন হয় এবং কৃমি কীট প্রভৃতি নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় সাধারণের এইরূপ সংস্কার ছিল।

উপরে পূর্ব্বতন গৃহস্থের দৈনন্দিন আচার ব্যবহারের যেরূপ চিত্র প্রদর্শন করা হইল ইহার ধর্ম্মাংশ সর্ব্বাবয়বে আমাদের অনু- মোদনীয় নয় বটে কিন্তু তাঁহাদিগের ধর্ম্ম- নিষ্ঠা ও নিয়মপরতা অবশ্যই অনুকরণীয়। এইরূপ ধর্ম্ম-নিষ্ঠতা ও নিয়মপরতা থাকিলে আমরাও তাঁহাদিগের ন্যায় সুস্থকায় ও দীর্ঘায়ুঃ হইতে পারি। এই স্থলে ধর্ম্ম শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইল। শারীরিক নিয়ম পালন তাহার অন্তর্ভূত। কেবল শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত ঈশ্বরোপাসনা আব- শ্যক। 'কোন সংশয়বাদী বলিয়াছিলেন যে ঈশ্বরোপাসনা যেমন মনের বলকর ঔষধ এমন আর দ্বিতীয় নাই। মনের বল সম্পা- দিত হইলে শরীর নিশ্চয়ই সুস্থ হয়।

* শারীরবিধানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, স্ত্রীসহবাসের সময় স্ত্রীলোকের মনের অবস্থা যেরূপ থাকে, তাহা সন্তানে বর্ত্তে। কোপাদির অবস্থায় স্ত্রীসহবাস নিষিদ্ধ ছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদ ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, স্ত্রীসহবাসের সময় পুরুষ সন্তান সুন্দর বলবান হউক এমন ইচ্ছা করিবেক।

পরমেশ্বর জীবকৃত শুভাশুভের কর্ত্তা বা ভোক্তা নহেন।

(কোন বেদান্তবিৎ ব্রাহ্ম-প্রণীত।)

শাস্ত্র যেমন একদিকে পরমেশ্বরকে জগতে অনুপ্রবিষ্ট বলিয়াছেন, সেইরূপ অন্যদিকে ঘোষণা করিয়াছেন যে,তিনি কিছু- তেই লিপ্ত নহেন। কঠোপনিষদে আছে,

"বায়ুর্যথৈকোভুবনং প্রবিষ্টো রূপংরূপং প্রতিরূ- পোবভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপংরূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

একই বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন নানারূপ আধারে নানারূপ ধারণ করে, কিন্তু স্বয়ং তাদৃশ আধারে পরিণত হয় না, সেই রূপ সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এক হইয়াও ঘটে ঘটে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়াছেন, কিন্তু স্বয়ং সেই সকল ঘটরূপে পরিণত হন নাই, অবি- কৃতই আছেন।

"ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ" (ইতি কাঠকে)

তিনি লোকদিগের সুখ দুঃখে লিপ্ত হন না কিন্তু পূর্ণ ও অবিকৃতই থাকেন। যথা কঠোপনিষদে,

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিস্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাধৈর্য্যেন॥"

তথাচ শারীরকে

'হৃদ্যাপেক্ষয়াতু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ'

নরহৃদয়ের ক্ষুদ্রতানুসারে বেদে সেই পরম পুরুষকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র বামনরূপ অর্থাৎ সম্ভজনীয়রূপ কহিয়াছেন। সেই পুরুষ সর্ব্বদা সকল মানবের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন। মুঞ্জাতৃণ হইতে যেমন ঈষীকা গ্রহণ করে, সেইরূপ আপনার জীবভাব হই- তে তাঁহাকে ধৈর্য্য পূর্ব্বক পৃথক করিবেক। তিনি জীবহৃদয়ের আয়তন ব্যাপিয়া অন্তরা- ত্মারূপে প্রকাশ পান কিন্তু তাঁহাতে জীবের ক্ষুদ্রত্ব বা সুখদুঃখ, কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব অর্শে না।

"অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতিচেন্ননিচায্যত্বা- দেবং ব্যোমবচ্চ।" ব্রহ্মসূত্র (১২।৭)

এই বচনে মীমাংসা করিলেন যে, সূত্র প্রবেশ করণার্থ লোকে যেমন সূচীর ছিদ্রে আকাশ দর্শন করে পরাৎপর পূর্ণ পুরু- ষকে সেইরূপ উপাসনার সুবিধার নিমিত্ত হৃদয়মধ্যে দর্শন পাওয়া যায়। অভিব্যক্তে- রিত্যাশ্মরথ্যঃ' আশ্মরথ্য কহেন, উপলব্ধি নিমিত্ত পরমাত্মাকে প্রাদেশমাত্র কহা যায়। 'অনুস্মৃতের্বাদরিঃ' পরমাত্মাকে প্রাদেশমাত্র কথন অনুস্মৃতি অর্থাৎ ধ্যান-নিমিত্ত, ইহা বাদরি কহিয়াছেন। 'সম্পত্তেরিতি জৈমিনি- স্তথাহি দর্শয়তি' শ্রুতি ও জৈমিনী উভ- য়েই কহেন যে উপাসনার নিমিত্ত পর- মাত্মাকে প্রাদেশ-পরিমিত কহা সুসিদ্ধ। এই তাৎপর্য্যে পরমাত্মা নরহৃদয়ে বামন- রূপে আসীন। এই সকল ব্রহ্মসূত্রীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে বুঝা যাইতেছে যে এই- রূপ হৃদয়নাথ-স্বরূপে যিনি উপাস্য তিনি ব্রহ্মই। তিনি জীব বা অন্তঃকরণ নহেন। কেননা ঐ ব্রহ্মসূত্রে (১।২।৩) সিদ্ধান্ত করি- য়াছেন "অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ" শারীর অর্থাৎ জীব উপাস্য নহেন, যেহেতু সত্য- সঙ্কল্প প্রভৃতি গুণ ব্রহ্মেতেই সিদ্ধ আছে, জীবেতে নাই। বিশেষতঃ ব্রহ্মসূত্রে (১।১। ২১) নিয়ম করিয়াছেন 'ভেদব্যপদেশাৎ চান্যঃ' যে যাহার অন্তর্যামী সে তাহা হইতে ভিন্ন। সুতরাং জীবের অন্তর্যামী যে ঈশ্বর তিনি জীব নহেন। অন্তর্যামীরূপে জীবেতে তিনি লবণ-মিশ্রিত জলের ন্যায় অথবা দগ্ধ লৌহ- পিণ্ডস্থ অনলের ন্যায় ওতপ্রোত থাকিলেও জীবের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বে লিপ্ত নহেন। তিনি কেবল জীবের শক্তিদাতা, প্রকাশক এবং সাক্ষীস্বরূপে অধিষ্ঠিত আছেন। যথা কাঠকে,

"দ্বা স্থপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্‌পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥"

দুই পক্ষী অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীব একই শরীররূপ বৃক্ষে একত্রে ও পরস্পর সখ্যভাবে কালযাপন করেন। পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ও অসীম হইয়াও অল্পজ্ঞ ও সসীম জীবকে অস্তিত্বে কর্ত্তৃত্বে ও ভোক্তৃত্বে প্রকাশ করিবার নিমিত্তে অল্পের ন্যায় হইয়া তাঁহার হৃদয়ে বাস করেন। তিনি জীবের অস্তিত্বে কর্ত্তৃত্বে ও ভোক্তৃত্বে এতাদৃশ নিগূঢ় ভাবে যুক্ত হইয়া আছেন যে, তাঁহা হইতে জীবকে স্বতন্ত্র করিলে জীবের কোন আদর থাকে না। বাহ্য জ্যোতিঃ না থাকিলে নেত্র, রস অভাবে রসনা, প্রাণাভাবে ইন্দ্রিয় যেমন অব্যবহার্য্য হইত সেইরূপ পরমাত্মার যুক্ততা ও সখ্যতা বিহীন হইলে জীব অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেন, অতএব ব্রহ্ম-সাহায্য ব্যতীত জীব স্বয়ং কিছুই করিতে পারেন না। কেবল পরমাত্মার অধিষ্ঠান ও নিয়োগ বশত তাঁহাতে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের উদয় হয়। সেই কর্ত্তৃত্বের নিমিত্তে পরমাত্মা দায়ী নহেন, ঠিক তদ্রূপ যেমন নয়নের দর্শনরূপ কার্য্যের ভাল মন্দের নিমিত্ত জ্যোতি দায়ী নহে। দেহরূপ বৃক্ষের ও সংসাররূপ কর্ম্মভূমির ফল-শস্য উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট-ভেদে জীবেরই সুকৃতি-দুস্কৃতি-নিষ্পন্ন। সেই আত্মকৃত শুভাশুভ জীবই ভোগ করেন। ব্রহ্ম সেই ভোক্তৃত্বের প্রকাশক এবং সেই ফলের বিধাতা মাত্র। 'অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি' তিনি নিরশন থাকিয়া সাক্ষীরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন মাত্র। গীতাস্মৃতিতে (৫।১৩) উক্ত হইয়াছে,

" ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং নচৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।"

প্রভু ভগবান মানবগণের কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্ম সৃজন করেন না, তাঁহাদের স্বাভাবিক কর্ম্ম-বীজ-স্বরূপিণী বাসনাই কর্ম্মের প্রসূতি। ঈশ্বর তাদৃশ বাসনা অনুসারেই তাদৃশ কর্ত্তৃত্বকে প্রকাশ ও কৃত কর্ম্মের ফল বিধান করিয়া থাকেন। নতুবা স্বার্থপর প্রভুর ন্যায় তিনি আপনার ইষ্টসাধন জন্য লোককে কর্ম্মে নিয়োগ করেন না। সুতরাং লোকদিগের কর্ম্ম সৃজন বা ফল বিধানের দোষগুণ তাঁহাতে অর্শে না। তিনি কাহারো পাপ বা সুকৃতির ভাগী নহেন, কেননা তিনি স্বার্থ-কামনা দ্বারা কাহাকেও কর্ম্ম করান না এবং স্বয়ং পূর্ণকাম। তথাপি যদি কেহ এমন আশঙ্কা করেন যে, তিনি স্বীয় ভক্ত সকলকে অনুগ্রহ এবং অপর জীবদিগকে কর্ম্ম-বন্ধন রূপ নিগ্রহ বিধান করায় কিরূপে তাঁহাকে স্বার্থশূন্য ও পূর্ণকাম বলা যায়? তাহার উত্তর দিতেছেন যে 'নিগ্রহোঽপি দণ্ডরূপোঽনুগ্রহঃ' (স্বামী ৫।১৪) পরমেশ্বর পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে যে নিগ্রহের প্রকাশক হন তাহাও তাঁহার দন্তরূপ অনুগ্রহ অর্থাৎ দণ্ড হওয়াতেই পাপীর পাপক্ষয় হয়। এইরূপ ঈশ্বরীয় পূর্ণ মঙ্গল ভাবের মর্ম্ম না জানারূপ যে অজ্ঞান এবং জীবের অবিদ্যা-জনিত অপার বাসনাই পরমেশ্বর-বিষয়ক বিশুদ্ধ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। তজ্জন্য মানবগণ মোহযুক্ত হইয়া কখন ঈশ্বরে বৈষম্য দৃষ্টি করে কখন বা আপনাদের শুভাশুভ কর্ম্মের নিমিত্তে তাঁহাকে দায়ী করিতে যায়। এই দেহ ত্যাগ করিয়া জীব যে লোকেই গমন করুন, আর যেরূপ দেহ ধারণই করুন, ঈশ্বর সদাকালই তাঁহার হৃদয়-বাসী থাকিবেন। সকল লোকেই তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ও করণ সমূহের প্রকাশক রহিবেন। যাঁহারা জীবকে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বলেন তাঁহারা এইরূপ বুঝিয়াছেন যে,জীব আপনি যে ব্রহ্ম

তাহা যতদিন জানিতে না পারেন ততদিন কর্ম্মসাধন ও কর্ম্মফল ভোগ করেন অর্থাৎ তিনি স্বয়ং কর্ম্ম ভোগ করেন না, কিন্তু তাঁহার মন বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রকৃতির সংসর্গাধীন কর্ম্ম করে, তিনি অবিদ্যাবচ্ছিন্ন হইয়া সেই মনাদিকে আত্মা জ্ঞান করিয়া আমি সুখী আমি দুঃখী, আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা ইত্যাকার মিথ্যা জ্ঞানে বিমোহিত হইয়া জন্মজন্মান্তরব্যাপী কর্ম্ম-ফল-ভোগে রত থাকেন। ফলতঃ জীবাত্মা স্বরূপতঃ সে সকল কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বে লিপ্ত নহেন, কেননা সাংখ্যমতে প্রকৃতি পুরুষের পরস্পর ভেদ জ্ঞান জন্মিলে পুরুষ অর্থাৎ আত্মা স্বকীয় মূলীভূত শুদ্ধ ও মুক্তভাব লাভ করেন, অথবা বেদান্ত-মতে আত্ম দৃষ্টি দ্বারা কাম কর্ম্মবীজ স্বরূপিণী মায়ার অর্থাৎ উক্ত প্রকৃতির সংশ্রব ত্যাগ হইলে ঐ আত্মা স্বীয় মুক্ত স্বভাবে অবস্থিতি করেন অর্থাৎ যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মই থাকেন। মনোবুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ এবং সমগ্র সংসারের সহিত জীবত্ব মহাপ্রলয়কে পরিপ্রাপ্ত হয়। যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের তাৎপর্য্য এইরূপে বুঝিয়াছেন তাঁহাদের সহিত বিচার করা এক্ষেত্রের উদ্দেশ্য নহে। কেবল এইমাত্র বলিলেই এখন পর্য্যাপ্ত হইবে যে,যৎপরিমাণে জীবের ব্রহ্মদর্শন হইবে তৎপরিমাণে মায়া বা প্রকৃতি-জনিত বাসনাদি রূপ বন্ধন এবং সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফল বিনাশকে পাইবে এবং তৎপরিমাণে জীব আপনি স্বরূপতঃ বিনষ্ট না হইয়া লক্ষ্যে শর-প্রবেশের ন্যায় ব্রহ্মানন্দে প্রবেশ করিবেক। তবে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে প্রস্তত আছি যে, যদি দেহ, অন্তঃকরণ ও প্রকৃতি সম্মুখে না থাকিত, তবে জীবের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের উদয় হইত না। সেরূপ দৃষ্টিতে জীবকে অকর্ত্তা বা ভোগ-রহিত বলায় আমাদের আপত্তিই নাই, আবশ্যকও নাই।

নতুবা স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগী যে জীব ইহাই শাস্ত্র ও যুক্তিসম্মত। সে জীব ব্রহ্ম নহেন এবং ব্রহ্ম সদা কাল তাহার সামানাধিকরণ্যে অবস্থিতি করিয়াও তাহার কৃত কর্ম্মের কর্ত্তা বা কর্ম্ম-জন্য ফলের ভোক্তা নহেন। তবে জীবের হৃদয়াকাশে ব্রহ্মের অবস্থিতি জন্য তাদৃশ সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে যদি ব্রহ্মকেই জীব সংজ্ঞা দেও, অথবা যদি জীবকেই ব্রহ্ম সংজ্ঞা দেও তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে উভয়ের মধ্যে কাহারই স্বরূপের বা তাদৃশ সংজ্ঞাগত লক্ষণার অন্যথা হইবে না। মৃত্তিকার পাত্ররূপ তৈলাধারে যে বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত হয় প্রকৃত প্রস্তাবে সেই প্রজ্বলিত বর্ত্তিকার নামই "প্রদীপ" কিন্তু একত্রে স্থিত বলিয়া ঐ পাত্রকেও লোকে "প্রদীপ" বলিয়া থাকে। এরূপ উক্তিতে পদার্থের স্বরূপ এবং বক্তার কথার লক্ষ্য উভয়ই রক্ষিত হয়। একের স্বরূপ অন্যে লাভ করে না। সেই সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ বশত জীবকে যদিও শাস্ত্রে কোন স্থানে ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন তাহাতে শাস্ত্রের দোষ নাই। কেবল তাৎপর্য্য না বুঝাতেই দোষ হয়। ঈশ্বর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পিতা, জীব তাঁহার সন্তান, তিনি প্রভু, জীব দাস, তিনি উপাস্য, জীব উপাসক। জীবের শুষ্ক হৃদয়ে তিনি রসস্বরূপে বিরাজিত—অন্ধ নয়নে জ্যোতি-স্বরূপে অধিষ্ঠিত, মনোবুদ্ধিতে জ্ঞান-স্বরূপে আবির্ভূত। শারীরকের ১। ২। (১১-১২) সূত্রে কাঠক শ্রুতির মীমাংসায় কহিয়াছেন, যে,

"গুহাম্প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ বিশেষণাচ্চ।"

জীব এবং ব্রহ্ম উভয়েই এক হৃদয়ে বাস করেন তন্মধ্যে পরমেশ্বর গম্য ও গতিস্বরূপ, জীব গন্তা ও উপাসক মাত্র। এ উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রে বিশেষতা উক্ত হইয়াছে।

জ্ঞানী বাক্য।

(গ্রীক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

৪১২ সংখ্যক পত্রিকার ১৫৫ পৃষ্ঠার পর।

(১৬)

যে প্রাণ-স্বরূপ পদার্থ পরিপূর্ণ আনন্দময় ও নির্ব্বিকার তিনিই ঈশ্বর।

এপিকিউরস্।

(১৭)

ঈশ্বর সকলই করিতে পারেন কিছুই তাঁহার ক্ষমতার অতীত নহে।

কেলিমেকস্।

(১৮)

ঈশ্বর এই তিন বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্ব্বিকারতা, শক্তি ও ধর্ম্ম। ইহার মধ্যে ধর্ম্মই সর্ব্বতোভাবে শ্রদ্ধেয়। লোকেরা ঈশ্বরকে নির্ব্বিকারতা ও নির্ব্বিকল্পতা জন্য সম্মান করে, তাঁহার ক্ষমতা জন্য তাঁহাকে ভয় করে, এবং তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ এই জন্য তাঁহাকে প্রীতি করে।

প্লুটার্ক।

(১৯)

জ্ঞানের মূল জ্ঞান নহে কিন্তু তাহা অপেক্ষা অন্য কোন শ্রেষ্ঠ পদার্থ; ঈশ্বর ব্যতীত সে শ্রেষ্ঠ পদার্থ আর কি হইতে পারে?

এরিষ্টটেল।

(২০)

ঈশ্বর কোন বাহ্য কারণ বশত আনন্দময় নহে কিন্তু তিনি স্বভাবতঃ ঐরূপ।

ঐ।

(২১)

জ্ঞান ও সত্য উভয়ই শ্রেষ্ঠ পদার্থ। কিন্তু যে ব্যক্তি মনে করে যে তাহা অপেক্ষাও উত্তম পদার্থ আছে সে ব্যক্তি ভ্রমান্ধ এমত কখন বলা যাইতে পারে না। কারণ যেমন আলোক ও দর্শনেন্দ্রিয়কে সূর্য্যের স্বসম্পর্কীয় বস্তু বলা যাইতে পারে কিন্তু তাহারা সূর্য্য নহে। তেমনি জ্ঞান ও সত্য উভয়ই শ্রেষ্ঠ পদার্থ, কিন্তু তাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ নহে, সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ তাহাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ জ্ঞান ও সত্য দ্বারা যাঁহাকে অনুভব করা যায় তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ।

প্লেটো।

(২২)

তিনি কেবল মঙ্গলময় নহেন, যিনি মঙ্গলস্বরূপ তিনিই ঈশ্বর।

ঐ।

(২৩)

ঈশ্বর মঙ্গলস্বরূপ এবং তাঁহাতে কোন ঈর্ষা বা অসূয়া নাই অতএব তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন এবং তাহা ভাল করিয়া সৃষ্টি করিলেন, এবং যতদূর আপনার সদৃশ পূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিতে পারেন তাহা করিলেন।

প্রোক্লস।

(২৪)

প্রত্যেক আত্মা ঈশ্বরের সন্তান।

ঐ।

(২৫)

হে থিয়োডোরস্! এই মর্ত্ত্যধাম ও প্রকৃতি অনতিক্রমণীয় রূপে অমঙ্গল দ্বারা আক্রান্ত। অতএব যত শীঘ্র আমরা পৃথিবী হইতে পলায়ন করিতে পারি তত শীঘ্র আমাদিগের পলায়ন করা কর্ত্তব্য। এ পলায়নের অর্থ এই যে যতদূর পারা যায় ঈশ্বরের সদৃশ হওয়া। আমরা ন্যায়বান পবিত্র ও জ্ঞানসম্পন্ন হইলে ঈশ্বরের সদৃশ হই।

প্লেটো।

(২৬)

ঈশ্বর সকল অপেক্ষা পুরাণ পদার্থ, তাঁহার কেহ জনিতা নাই। তিনিই একমাত্র পদার্থ যাঁহার জনিতা নাই।

থেলিস্।

(২৭)

অতি জ্ঞানসম্পন্ন সূক্ষ্মদর্শী প্রীতিই

সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন পদার্থ। তিনিই পূর্ণ পদার্থ। তাঁহা হইতে এই সমস্ত বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে।

(২৮)

হে দেবরাজ! শুভবস্তুর নিমিত্ত আরো প্রার্থনা করি বা না করি তথাপি তাহা আমাদিগকে প্রদান কর। আর অশুভ বস্তুর জন্য প্রার্থনা করিলেও তাহা আমাদিগকে প্রদান করিও না।

(২৯)

ঈশ্বরের প্রকৃতি বিবেচনা করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে ধর্ম্মেতেই সুখ।

এরিষ্টটেল।

(৩০)

ঈশ্বরের সহিত কোন বস্তুর সাদৃশ্য নাই অতএব কোন প্রতিমা তাঁহার স্বরূপ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতে পারে না।

এম্পিডক্লিশ।

(৩১)

(সর্ব্বোত্তম প্রার্থনা)

যদি ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তবে হউক।

সক্রেটিস।

(৩২)

এই সকল বিশ্বজনীন তত্ত্ব সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে কোন্ বস্তু আমার এবং কোন্ বস্তু আমার নহে। ঈশ্বর কোন্ কার্য্য আমাকে এক্ষণে করিতে বলেন এবং কোন্ কার্য্য না করিতে বলেন।

এরিষ্টটেল

(৩৩)

ঈশ্বর জগতাধিষ্ঠিত দেবতা।

প্লেটাইনস।

(৩৪)

মনের শান্তি ও সুখ লাভ করিবার একটী উপায় আছে। তাহা প্রাতে উঠিবার সময় এবং সমস্ত দিবস এবং নিদ্রা যাইবার সময় সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। সে উপায় এই যে কোন বস্তু আপনার না মনে করা এবং সকল বস্তুই ঈশ্বরে সমর্পণ করা।

এপিকটিটস।

(৩৫)

ঈশ্বর বিশ্বনির্ম্মাতা, জগতের রাজা ও প্রধান নিয়ন্তা, আদি দেব, আদি আত্মা, প্রধান দেবতা, দেবতার দেবতা, সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা, আদি কারণ, কারণের কারণ। তিনি সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সমস্ত শাসন করিতেছেন। তিনি সকলের ঈশান, সকলের প্রভু। তিনি অজাত, অকৃত, স্বয়ম্ভু, অদ্বৈত-স্বরূপ, শিবস্বরূপ, সারাৎসার, মনো বুদ্ধির অগোচর, নিত্য, নির্ব্বিকার, অবিনশ্বর, সকল বস্তুর আদি অন্ত ও মধ্য।

ঈশ্বর-বিষয়ক গ্রীক জ্ঞানীদিগের সাধারণ বাক্য।

(৩৬)

কি দিবা, কি রাত্রি, কি প্রকাশ্যে, কি গোপনে, কি বাক্যে, কি কর্ম্মে, ঈশ্বর কোন প্রকারে কোন স্থানে বিস্মৃত হওয়ার বস্তু নহে। সকল সময়ে আমাদিগের মন তাঁহাতে সমর্পিত রাখা কর্ত্তব্য।

সেল্‌সস্।

(৩৭)

ঈশ্বর সকল সৌন্দর্য্য, পূর্ণতা, সামঞ্জস্য ও শক্তির কারণ।

জুলিয়ান।

(৩৮)

পিথাগোরাস মনুষ্যদিগকে প্রধানতঃ সত্যানুরাগী হইতে উপদেশ দিতেন, যেহেতু কেবল ইহা দ্বারাই ঈশ্বরের সদৃশ হওয়া যায়।

পর্ফিরি।

(৩৯)

ভূত ভব্য সকল পদার্থ এক সময়ে ঈশ্বরের গর্ভে নিহিত ছিল।

অফিউস।

(৪০)

ঈশ্বর সকল বস্তুর মূল ও রাজা; এক

শক্তি, এক দেবতা, এবং নিয়ন্তা মাত্র আছেন।

ঐ।

এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক মান্যবর শ্রীযুক্ত লিওনার্ড সাহেব রামমোহন রায়ের গীতের বিষয় আমাদিগকে এক প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে আদরের সহিত প্রকটন করিলাম। সাহেব মহোদয় রামমোহন রায়ের গীত-সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন সকল বিষয়ে আমাদের সহিত ঐক্য আছে কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁহার সহিত আমরা ঐক্য স্থাপন করিতে পারিলাম না। তিনি বলেন সকল বিষয়ে রামমোহন রায়ের গীত যেরূপ উৎকৃষ্ট এমন অন্য ব্রহ্মসঙ্গীত নহে। ইহা আমাদিগের বিবেচনানুসারে সঙ্গত বোধ হয় না। আমরা স্বীকার করি যে তিনটি বিষয়ে রামমোহন রায়ের গীত অদ্বিতীয়। প্রথমতঃ উহা যেমন সাধারণ বাঙ্গলা সাহিত্যের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে এবং সাধারণ লোকের প্রিয় এবং সর্ব্বত্র গীত তেমন অন্য কোন ব্রহ্মসঙ্গীত এখনও হইতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ ঐ সকল গীত ঈশ্বরের নিরাকার ও অনন্ত ও অনির্বচনীয় স্বরূপ যেরূপ প্রতিপাদন করে এমন অন্য ব্রহ্মসঙ্গীত করে না। তৃতীয়তঃ উহা যেমন বৈরাগ্য-ভাব-উত্তেজক এমন অন্য কোন ব্রহ্ম-সঙ্গীত নহে। মানব জীবনের অনিত্যতা বর্ণনা করিয়া মনে ঐ ভাবের উদ্রেক করিতে রামমোহন রায়ের গীত যেমন সক্ষম এমন অন্য ব্রহ্মসঙ্গীত নহে। যদ্যপি ইংরাজি কবি শেলীর উক্তি যথার্থ হয়, "our sweetest songs are those that tell of saddest thought." "বিষাদভাবের গীতই সকল গীত অপেক্ষা মধুরতম" তাহা হইলে ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে রামমোহন রায়ের গীত অদ্বিতীয় কিন্তু সে সকল বৈরাগ্য ভাবের উদ্রেক করিতে যেমন সক্ষম এমন ভক্তি ও প্রীতিভাব উদ্রেক করিতে সক্ষম নহে। এ বিষয়ে ইদানীন্তনের গীত শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবেক। যাঁহারা প্রকৃত ঈশ্বর-প্রীতিতে উত্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের চিত্তে ইদানীন্তনের গীত তড়িৎ-সমান প্রবেশ করিয়া তাহাকে স্বর্গসুখে নিমগ্ন করে। কিন্তু দেখা যাইতেছে অধিকাংশ ব্রাহ্ম বস্তুতঃ প্রীতিভাবে উত্থিত না হইয়া প্রীতিভাবে উত্থিত হইয়াছি মনে করিয়া বৈরাগ্য ভাবের উদ্রেককারী গ্রন্থ ও রামমোহন রায়ের গীতের ন্যায় বৈরাগ্যভাবোত্তেজক সঙ্গীত অবহেলা করেন। কিন্তু তাঁহারা ভাল করেন না। তাঁহারা এতদাচারণ নিবন্ধন উভয় বৈরাগ্য ও প্রীতি হইতে প্রচ্যুত এবং ইন্দ্রিয়-সুখে নিমগ্ন হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েন। ঈশ্বর-প্রীতির দৃঢ় ভিত্তিভূমি বৈরাগ্য। জগতের সকল বস্তুতঃ অনিত্য ও অসার এবং কেবল ঈশ্বরই একমাত্র সারাৎসার ইহা না জানিলে প্রকৃত ঈশ্বরপ্রীতির স্ফুরণ হয় না। দৃষ্ট হইতেছে অধিকাংশ ব্রাহ্মের চিত্তে এরূপ বৈরাগ্য ভাবের উদয় হয় নাই। অতএব বিবেচনা করিলে প্রতীতি হইবেক যে রামমোহন রায়ের গীত পূর্ব্বে যেমন অধিকাংশ লোক সম্বন্ধে ইষ্টকর ছিল এখনও সেইরূপ রহিয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই সকল গীত এক্ষণে কেবল আদি ব্রাহ্মসমাজে গীত হইয়া থাকে, অন্য ব্রাহ্মসমাজে গীত হয় না। আমরা উপরে যে ভক্তি ও প্রীতি ভাবের উদ্রেককারী ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রশংসা করিলাম তাহা আদি ব্রাহ্মসমাজের ঐরূপ গীত সম্বন্ধে প্রযুজ্য, অন্য সমাজের ঐরূপ গীত সম্বন্ধে প্রযুজ্য নহে। অন্য ব্রাহ্মসমাজের অনল্প-সংখ্যক গীত ঈশ্বরের হীন বর্ণনাতে এরূপ পরিপূর্ণ যে তাহা পাঠ করিয়া মনে লজ্জা ও ক্ষোভ উভয় ভাবের যুগপৎ উদয় হয়।

THE HYMNS OF RAJA RAM MOHUN ROY.

THOUGH the Hymns of Raja Ram Mohun Roy, have been in existence for nearly half a century, and have attained a popularity and deserved appreciation, perhaps unparalleled in the annals of Bengali literature, a few works explanatory of their origination and composition may not be uninteresting to the followers of that Samaj, in which they were first sung and for whose benefit they were first composed.

Raja Ram Mohun Roy, though as rigid a rationalist as any Mahomedan Doctor of divinity, and though a man of firm and fixed principles, of a resolute temperament, of an inflexible disposition, not much given to a display of outward affection, was yet so fully sensible of the moving powers of divine music, that he far from having any scruple at its introduction as an auxiliary to devotion, was the first to adopt it as a part of the public service in his "Friendly Society," which was held at his own residence, preliminary to the establishment of the Samaj some years after.

He was in no way ignorant of the fact that

> "Music hath charms to soothe the savage breast,
> To soften rocks, or bend the knotted oak."

He had listened to the chanting of the "sama" at Benares, the sacred city of the Hindoos. At Calcutta he found that in churches of all denominations music was used in divine service and that throughout Bengal every sect and class of people conducted their public devotional services with a music, each of its own kind. Vocal music, though expelled from the Moslem mosque, still survived in the "sajjas" and "murseas" of the Shias and Sunnis; and the divine songs of their poets were found to be sung with the aid of musical instruments at their private assemblies. He had heard the psalms of David attuned to the lyre in the Jewish synagogues, and hymns sung in the Christian churches. Thus Raja Ram Mohun Roy found that hardly any kind of worship was conducted without the help of music, and that nearly every church and temple had its band of musicians.

Thus persuaded of the necessity of music in public worship, Raja Ram Mohun Roy invited the best musicians and songsters of Calcutta to sing divine songs at his "Friendly Society"; but was disappointed to find that not one of them knew any hymn or song which related or was addressed to the invisible and formless God, or gave a description of the nature and and attributes of the true Divinity. What they chiefly knew and sung were Kishen, Bishen, and Devi pads, or songs eulogistic of Krishna, Vishnu and other gods, in the Hindi and Bengali languages, which the society did not require.

Raja Ram Mohun Roy from his travels in the Upper Provinces, had become acquainted with one kind of song in popular use among the followers of Kabir, which related to Alakh Niranjana or the Inscrutable God. And if perchance some one of the singers whom he used to invite to the "Friendly Society," were found to know and sing a Niranjan pad or divine song celebrating the praises of the Niranjan or formless God, no one of the audience could understand it from ignorance of the Hindi in which it was composed, and consequently grew tired of such a performance.

This will give an idea of the state of religion, and the literary degeneracy of Hindu Society at that period, and the incredible labour the Rajah had to take upon himself to effect its reform. A Bengali gentleman, and yet so very illiterate as not to be able to understand even the common Hindi! A country teeming with a vast number of poetical compositions of various kinds, and yet wanting in a single song to the praise of the True God! So much had the country degenerated, and the people become enslaved to ignorance, since the decay of Sanskrit literature, commencing with the Moslem invasion of the country, that the religion of the true God had altogether disappeared from the face of the land, and had given place to gross idolatry, which reigned in different forms in its different parts. There was not a book to be found in the vernacular dialect which treated of the true religion, or contained any description of the Supreme Brahma. The ancient Sanskrit, in which the religion of the One God, and the mode of his

worship were contained, had become obsolete, and intelligible only to the learned few, who in their turn had neglected the pure monotheistic faith of their ancestors.

It was in this state of religious and literary degeneracy that Raja Ram Mohun Roy established the Brahmo Samaj (then called Brahma Sabha). It was then that the necessity of a vernacular liturgy, and a book of divine songs was urgently felt, for the service of the Church. The former was then composed in the Bengali language under the title of Avatarnika with occasional quotations of a few select passages from the Sastras, for the use of the congregation, which for the most part was composed of the inhabitants of Bengal.

It was next thought necessary to compose a song book in Bengali with a little Sanskrit, adapted to the capacities of the audience. But the problem presented a difficulty in regard to the mode or style of music in which the hymns were to be composed; there being so many different kinds in vogue among different sects and worshippers even in Bengal, as the Gans, Kabis, Kirtans &ca. As all these styles however were reckoned sectarian, and others were considered unsuited for religious purposes, it was at last thought fit to adopt what was deemed the best and in general use among all classes for the service of the Church; and thus for the Kalavati or the Baithaki, the mode of music according to Rags and Raginis of ancient India, came to be chosen as the established style of Brahmo Sangita, or divine songs in the original Brahmo Samaj of India.

It is principally this kind of song which is treated of in old Sanskrit works on that art, as the earliest form of music invented by the Goddess Sarasvati, and communicated to Narada, Tumburu, and other Rishis who sung their songs to the classical Vina or Hindu lyre.

Its modern name is Baithaki, because sung in unison, with musical instruments, in a sitting posture, either singly or in a choir, before an audience.

This mode of music has since existed not only among the Hindus, and at the courts of their greatest monarchs and chiefs; but was latterly adopted with refinements of their own by their Moslem conquerors, at the splendid court of the great Mogul, where a Tansen, a Khosru and others lived and sung.

But the elevated and refined lyric muse of Tansen underwent many changes under successive masters of the art, suffice it however to say that the lyric muse differs in different provinces of India and that it has been much lowered in tone in the Devipads and Tappas of Bengal.

Raja Ram Mohun Roy and his colleagues audopted the ancient style of music in general use among their fellow countrymen in Bengal.

Many of the songs were composed by the Raja himself, but others were contributed by his friends, whose initials were placed at the bottom of each song.

They were published in small tracts under the title of Brahma Sangita (vulgo: Brahmo Samajergan), and distributed gratis to the public at large, which caused an extensive and rapid circulation through the province.

These songs, or rather hymns, which were the compositions of the greatest men of the age, and which were set to music by the cleverest masters of that art, are considered the most inimitable patterns of the kind that have yet appeared. They were the first compositions of that nature in the Bengali language, and still stand unrivalled by any subsequent productions of the like kind, in the latter stages of the Samaj or in the vernacular psalmodies of any Church in India. They surpass every praise that can be lavished upon them.

Their style is grand and sublime, but at the same time unpedantic and unaffected. The diction is pure and chaste and the thoughts are elevated and noble, exciting the highest veneration and piety, and instilling into the soul an ardour of holy devotion and godliness never felt before. Their greatest merit consists in their adaptation to the capacities of all classes of men, from the sage to the ignorant, from the saint to the most ungodly, from the highest exalted grandee to the meanest pleasant, a merit which has led to their popularity among all orders of the people, and gained the esteem and admiration of the whole Hindu population of Bengal.

They are replete with thoughts and

sentiments which always touch the proper chord in the human breast, and invariably appeal to the best feelings and convictions of a Hindu and of man in general.

The learned are filled with rapture to find the highest doctrines of the Srutis and Gita, inculcated in the every day language of the people, and the ignorant are struck with wonder and admiration when they read the just admonitions and precepts which their hearts yearned to know. The wise man is delighted with the maxims of wisdom and sound morality interspersed through them, and the fool is abashed and reclaimed from his follies and vices, by seeing them scorned and lashed at every line. The God-fearing man's deep veneration for God is excited by their perusal, and the ungodly man is struck with dread at the awful descriptions of death and the transitoriness of human existence contained in them, and is reclaimed from the neglect of duties to himself and his Maker. The pious and holy man receives with open heart the moral and divine precepts which they unfold to him, whilst impious and worldly minded persons learn to reprove and better themselves for the future.

In short they have become so popular among all ranks of the people, that there is no private musical concert (baithaki gan) where these songs are not sung, and no Bengali who does not hum to himself some one of them, or meditate on the precepts they teach, in his silent hours.

Songsters have been known, who by mere musical recital of these songs without the aid of instrumenst, have made so deep an impression upon the hearts of the audience, that some of the latter have been observed to reform their conduct at the instruction conveyed in them and turn worshippers of the one True God.

It perhaps may not be too much to say, that these songs have been more effective in the wide diffusion of Brahmoism, than the religious works, sermons, and discourses, which have from time to time been put forth by the Brahmo Somaj owing to their intrinsic merits and the extensive area over which they are spread. In conclusion we would say that at some future time, not far distant, we hope to have the pleasure of dilating briefly upon the different kinds of songs, which have come into use in the Samaj, since the death of Raja Ram Mohun Roy.

G. S. LEONARD.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক সকল নিম্ন-লিখিত নগদ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

মফস্বলের ক্রেতাগণ ১১ মাঘের মধ্যে মণিঅর্ডার বা হুণ্ডি দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাক মাশুল পাঠাইলেই পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন, ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না।

নির্দ্ধারিত মূল্য।

ব্রহ্ম বিদ্যালয় ...	১
বেদান্ত প্রবেশ ...	১
সৃষ্টি ...	১
বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি ...	১
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	/০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৵০
গীতাঙ্কুর	/০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ ভাল বাঁধা ...	||৹
A Discourse against Hero making in religion As.	12

---

২৫ টাকা কমিসন বাদে নির্দ্ধারিত মূল্য।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে)	১||০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (ঐ ভাল বাঁধা)	১৸৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	২||৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ...	|৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ	|৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ	|৵০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ	|৵০
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ	৶০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ভাগ	|৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	||/০
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ...	|৵০
পৌত্তলিক প্রবোধ ...	৶০
গৃহকর্ম্ম	৶০

	As.	P.
Defence of Brahmoism and the Brahma Samaj	3	
Brahmic Questions ot the Day	4	6
Brahmic Advice, Caution and Help	2	3

	As.	P.
Adi Brahma Samaj, its Views and Principles ...	1	6
Adi Brahma Samaj as a Church	2	3
A Reply to the Query; "What is Brahmoism ?	3	
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	0	9
Reply to Bishop Watson's Apology for the Bible	4	6

নির্দ্ধারিত অর্দ্ধ মূল্য।

সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম	।৴০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড	৴০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত ...	।০
মাঘোৎসব	॥০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	৶০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৶০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা ...	।০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	৶০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৴১০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	॥০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ	৸০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ ...	॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা দ্বিতীয় ভাগ ...	॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	১
অধিকারতত্ত্ব	।০
হিন্দুধর্ম্মনীতি	॥০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা	৴১০
তত্ত্বপ্রকাশ	৴১০
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা ...	৴১৫
ব্রহ্মোপাসনা	৴১০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	৴১০
ব্রহ্ম-স্তোত্র ...	৴১৫
ধর্ম্ম-শিক্ষা	৴০
প্রবচন সংগ্রহ	৴১৫
ব্রহ্ম-সঙ্গীত চতুর্থ ভাগ	৴০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত পঞ্চম ভাগ	৴০
সঙ্গীত মুক্তাবলি ১।২ ভাগ একত্রে ...	।৴০
সঙ্গীত মুক্তাবলি তৃতীয় ভাগ ...	।৴০
কুমার শিক্ষা	।৴০
প্রশ্নমঞ্জরী	।০
প্রভাত-কুসুম	।৴১০
উদ্বোধনাঞ্জলি	৴১০
ধর্ম্ম দীক্ষা	৴১০
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৭ শকের একত্র বাঁধান	।৴০
ব্রহ্মসাধন	৴০
ব্রহ্মজ্ঞান	৴১০
ব্রহ্মজ্ঞান সূত্র তাৎপর্য্য সহিত ...	৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড	৴১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড ...	৴০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জন-সমাজের সম্বন্ধ	৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব	৴১০
উপদেশ	৴৫
দুর্গোৎসব	৴১০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৴১০
বর্ণমালা প্রথম সংখ্যা ...	৴৫
বর্ণমালা দ্বিতীয় সংখ্যা ...	৴১০

	Rs.	As.	P.
Ontology	1		
Hindoo Theism ...			6
Theist's Prayer Book ...			6
Signs of the Times ...			6
Vedantic Doctrines Vindicated		1	
Docitrine of Christian Resurrection ...		1	
Physiology of Idolatry		1	
Miracles or the Weak Points of Revealed Religion		4	

নির্দ্ধারিত সিকি মূল্য।

দশোপদেশ	।৴১০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) ...	৴০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	।৴০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৴১০

১৭৭০ শক অবধি ১৭৯৮ শক পর্য্যন্ত (১৭৭৪ ও ১৭৮১ শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ও অর্দ্ধমূল্যে অর্থাৎ প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান ২॥০ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

নির্দ্ধারিত মূল্যের পুস্তক সকল অন্যূন দশ টাকার ক্রয় করিলে, শতকরা ১২॥০ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবে।

বিজ্ঞাপন।

সমাজ গৃহের জীর্ণ সংস্কার আবশ্যক হওয়াতে গত ১৪ই অগ্রহায়ণ হইতে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের, বাটীতে উপাসনা হইতেছে এবং যত দিন সংস্কার কার্য্য শেষ না হয় তত দিন হইবে।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Registerd No 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প
তৃতীয় ভাগ
মাঘ ১৭৯৯ শক।

৪১৪ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৮

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

অষ্টচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

---

১১ মাঘ বুধবার প্রাতঃকালে ৮ঘণ্টার সময়ে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

১০মাঘ মঙ্গলবার রাত্রি ৭ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের গ্রন্থ পাঠ হইবে।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ধর্ম্মের কঠিনতা।

ধর্ম্মসাধন অতি কঠিন কার্য্য। প্রবীণেরা বলিয়াছেন "আশ্চর্য্যোবক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্য্যোজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ" "ঈশ্বরের বক্তাও দুর্লভ, তাঁহার জ্ঞাতাও দুর্লভ, তাঁহার বিষয়ে অনুশিষ্ট ব্যক্তিও দুর্লভ।" "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়োবদন্তি।" "জ্ঞানীরা বলেন ঈশ্বরের পথ শাণিত ক্ষুরধারার ন্যায় দুরতিক্রমণীয় এবং দুর্গম।" এই সকল বাক্য অতি যথার্থ। প্রকৃত ধর্ম্ম সর্ব্বসমঞ্জসীভূত পদার্থ। ধর্ম্ম-সাধন অতি দুরূহ ব্যাপার। নীরস জ্ঞান-সাধনের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগ প্রদান করিলে ভক্তির হ্রাস হয়। আর কেবল ভক্তি-সাধনের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিলে ভক্তি জ্ঞানের শাসনের অভাবে অন্ধ প্রকৃতি ধারণ করে। সংসারের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগ প্রদান করিলে, ঈশ্বর-বিস্মৃতি আসিয়া উপস্থিত হয়। ঈশ্বরের ধ্যানে দিন রাত্রি নিমগ্ন থাকিলে, সংসারের প্রতি তাচ্ছিল্য হয় এবং তন্নিবন্ধন ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনের ব্যাঘাত হয়। দয়াবৃত্তির

অত্যন্ত বশীভূত হইলে কখন কখন ন্যায়ের ব্যাঘাত হয়; এবং ন্যায়বৃত্তির অত্যন্ত বশীভূত হইলে কখন কখন দয়ার ব্যাঘাত জন্মে। কেবল স্বজনের প্রতি দৃষ্টি পরোপকারের ব্যাঘাত করে; কেবল পরের প্রতি দৃষ্টি স্বজনের উপকারের ব্যাঘাত করে। স্বজনকে কষ্ট দিয়া পরের দুঃখ মোচন ধর্ম্মের প্রতিরূপ মাত্র, প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। আর যে ব্যক্তি পরের প্রতি দয়া না করিয়া আপনার স্নেহ ও অনুরাগ কেবল স্বজনেই বদ্ধ রাখে সে স্বার্থপরতা-দোষে দূষিত হয়। কিন্তু ধর্ম্মসাধনে সকলই চাই, জ্ঞানও চাই, ভক্তিও চাই, সংসারও চাই, সাংসারিক কার্য্যসময়ে ঈশ্বরে নিয়ত মনঃসংযোগও চাই। ধ্যানও চাই, কর্ম্মও চাই, ন্যায়ও চাই, দয়াও চাই, পরিবারের প্রতি যত্ন চাই, অন্যের উপকার সাধন চাই। এই গুলির সামঞ্জস্য সম্পাদনই প্রকৃত ধর্ম্ম। কিন্তু একটু বিবেচনা করিলে প্রতীতি হইবে যে এই সামঞ্জস্য সম্পাদন কি কঠিন কার্য্য! এদিকে গেলেও ধাক্কা পাইতে হয়, ওদিকে গেলেও ধাক্কা পাইতে হয়। এ সামঞ্জস্য সম্পাদন করিতে কত বুদ্ধিযোগ ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠার আবশ্যক করে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এ কঠিনতার কারণ কি? ধর্ম্ম-বিষয়ে মনুষ্যের স্বাভাবিক ক্ষীণতাই তাহার কারণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ে মনুষ্য-সাধারণেরই ক্ষীণতা আছে। আবার এই সাধারণ ক্ষীণতাকে বিশেষ বিশেষ কারণ বর্দ্ধিত করিয়া তুলে। সে সকল কারণ, কাল-প্রভাব, ব্যক্তি-প্রকৃতি, সঙ্গ, ও বয়স। কাল-প্রভাবে কোন কোন পাপ অথবা ভ্রম প্রবল হইয়া উঠে। তাহা সাংক্রামিক পীড়ার ন্যায় ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এই সংক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করা কঠিন হয়। এক সময়ে লোকে সহমরণ প্রথাতে কোন দোষ দেখিত না। এক্ষণে ব্যভিচারে কোন দোষ নাই এই মত কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এক সময়ে ভারতবর্ষে বৈরাগ্য ভাবের অত্যন্ত প্রবলতা নিবন্ধন সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বর-চিন্তার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এক্ষণে ইউরোপীয় শিক্ষাপ্রভাবে কেবল ঈশ্বর-শূন্য কর্ম্মনিষ্ঠার ভাব কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ব্যক্তির প্রকৃতিও মনুষ্যের ধর্ম্ম-বিষয়ে সাধারণ ক্ষীণতাকে বর্দ্ধিত করে। কোন ব্যক্তির কাম-প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ প্রবল; কোন ব্যক্তির ক্রোধ-বৃত্তি ঐরূপ; কোন ব্যক্তির অর্থলোভ ঐরূপ। তাহাদিগের প্রত্যেকের পক্ষে নিজ নিজ স্বাভাবিক দুষ্প্রবৃত্তি দমন করা কি পর্য্যন্ত কঠিন হয় তাহা বলা যায় না। কোন ব্যক্তি কোন প্রকার ঘোর দুষ্প্রবৃত্তি-বিহীন হইলেও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ে ক্ষীণ-স্বভাব দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ ধর্ম্মবিষয়ে স্বভাবতঃ যুক্তি ও বিচারের প্রতি অধিক অনুরক্ত; কেহ কেহ স্বভাবতঃ ভক্তি ও প্রীতির অন্ধরূপে বশীভূত। কোন ব্যক্তি স্বভাবতঃ ধ্যানানুরাগী, ও কোন ব্যক্তি স্বভাবতঃ কর্ম্মানুরাগী। কোন বক্তি অন্ধরূপে দয়াবৃত্তির বশীভূত ও কোন ব্যক্তি কঠোর রূপে ন্যায়ের অনুগত। সঙ্গ মনুষ্যের স্বাভাবিক দোষ বৃদ্ধি করে। যাহার যে দোষ আছে সেই দোষাক্রান্ত অন্য ব্যক্তি আসিয়া স্বভাবতঃ তাহার সহিত মিলিত হয়, এবং মিলিত হইয়া তাহার সেই দোষের পোষকতা করিয়া তাহার বৃদ্ধি সাধন করে। বয়সও মনুষ্যের ধর্ম্ম-বিষয়ে স্বাভাবিক ক্ষীণতাকে বর্দ্ধিত করে। যুবকেরা প্রমাথী ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া ধর্ম্মসাধনে অমনোযোগী হয়; বৃদ্ধেরা স্বভাবতঃ সাংসারিক চিন্তায় অভিভূত হইয়া ঈশ্বরে ও ধর্ম্মে মন সংলগ্ন করিতে অক্ষম হয়েন।

পুরাণে কথিত আছে যে ধর্ম্ম-সাধনের সময় রাক্ষসেরা আসিয়া বিঘ্ন প্রদান করিত। সে রাক্ষস আর কিছুই নহে, আমাদিগের অন্তরস্থ রিপু ও বাহিরের প্রতিকূল অবস্থা ও ঘটনা। অন্তরের ও বাহিরের শত্রুই সেই সকল রাক্ষস। এই সকল রাক্ষস হইতে আপনাকে রক্ষা করা কি কঠিন!

ধর্ম্মের কঠিনতা বিবেচনা করিলে আপাততঃ নৈরাশ্য আসিয়া মনকে আশ্রয় করে। কিন্তু আত্মচেষ্টা ও ঈশ্বরানুগ্রহে আমরা কি না করিতে সক্ষম হই? ধর্ম্মসাধনে সিদ্ধিলাভ জন্য মনোযোগ, আত্মজ্ঞান, অভ্যাস ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা আবশ্যক। ধর্ম্মসাধনের প্রতি মনোযোগ থাকিলে আমরা কি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি না? মনোযোগ দ্বারা মনুষ্য কত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতেছে, আর ধর্ম্ম-বিষয়ে সে কি কৃতকার্য্য হইতে পারে না? বস্তুতঃ আমাদিগের মন অন্য স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে, এই জন্য আমরা ধর্ম্ম-বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারি না। ধর্ম্ম-বিষয়ে যাহার যে অভাব আছে সেই অভাব মোচন বিষয়ে তাহার অধিক মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। এই অভাব অনুভব জন্য আত্মদৃষ্টি ও আত্মজ্ঞান আবশ্যক। আত্মজ্ঞান না হইলে আমরা নিজের দোষ ও তাহার কারণ বুঝিতে পারি না। আমাদিগের কোন্ কোন্ দোষ আছে এবং সেই সকল দোষ কাল-প্রভাব-নিবন্ধন, কি সঙ্গ-নিবন্ধন, কি প্রকৃতি-নিবন্ধন, কি বয়স-নিবন্ধন, তাহা আত্ম-জ্ঞান-অভাবে বুঝিতে পারি না ও সুতরাং তদ্বিষয়ে সাবধান হইতে পারি না। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় যে গুণের যাহার অভাব আছে তাহার সেই গুণের ততোধিক অভ্যাস করা কর্ত্তব্য এবং সেই অভ্যাস সাধন সময়ে ঈশ্বরের নিকট ধর্ম্মবল জন্য প্রার্থনা করা উচিত। মনুষ্য স্বভাবতঃ ক্ষীণ, দৈববল তাহার যত্ন ও চেষ্টাকে সাহায্য না করিলে তাহার আর উপায় নাই। সেই বলে বলীয়ান হইলে কোন প্রলোভন, কোন বিঘ্ন, কোন বাধা, কোন ভয়, আমাদিগের ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইতে নিবারণ করিতে পারে না। "তব বলে কর বলী যে জনে, কি ভয়, কি ভয় তাহার?"

প্রাচীন সমরতত্ত্ব।

(৪০৯ সংখ্যক পত্রিকার অনুবৃত্তি)

তত্ত্ব-প্রিয় পাঠকগণকে আমরা মধ্যে মধ্যে প্রা[illegible]তা স[illegible]দ্ধ-শাস্ত্রের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া উ[illegible]িতেছি। কতিপয় পত্রিকায় যুদ্ধস[illegible] গ্রন্থ, রথ ও রথ-যুদ্ধের বিষয় বিবৃত[illegible]য়াছি, এক্ষণে দুর্গ ও দুর্গ-নির্ম্মাণের বিধি ব্যবস্থা সকল ব্যক্ত করা যাইতেছে।

আদিম কালের পণ্ডিতেরা প্রকৃতির শিষ্য ছিলেন। প্রকৃতির গাত্রে কি লেখা আছে তাহাই দেখিয়া তাঁহারা বিবিধ বিষয় শিক্ষা করিতেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, যাহাদের অনেক শত্রু-তাহারা দুর্গম স্থানে বাস করে। চতুষ্পদ জাতির অনেক শত্রু, তাহারাও দুর্গম প্রদেশে বাস করে। মূষিকেরা ভূ-বিবরে, মৎস্যেরা জলের ভিতর, পক্ষীরা দুরারোহ বৃক্ষের উপর বাস করে। সুতরাং ইহারা শত্রুহস্ত হইতে প্রায়ই পরিত্রাণ পায়। এতদ্দৃষ্টে ঋষিরা স্থির করিলেন যে, রাজাদের অনেক শত্রু, সুতরাং রাজাদের কোন দুর্গম প্রদেশে বাস করাই কর্ত্তব্য। ঋষিদের এতাদৃশ উপদেশে পূর্ব্বকালের ক্ষত্রিয়-রাজারা গিরিসঙ্কট, চতুর্দ্দিকবর্ত্তী নদী, দুরাক্রম্য গহন বন প্রভৃতি স্থান দেখিয়া রাজধানী নির্ম্মাণ করিতেন। সেই সেই স্বাভাবিক দুর্গম্য স্থানগুলিকে স্বাভাবিক দুর্গ নামে

ব্যবহার করা হইয়া থাকে। পরে ক্রমোন্নতি সহকারে রাজারা আর স্বাভাবিক দুর্গের আশ্রয় লইতেন না, তাঁহারা প্রকৃতির নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছিলেন। ইহা প্রাচীন মহর্ষি মনুর বচনগুলি পর্য্যালোচনা করিলেই সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হয়। যথা—

"ধন্বদুর্গং মহীদুর্গং অব্দুর্গং বার্ক্ষমেব বা।
নৃদুর্গং গিরিদুর্গং বা সমাশ্রিত্য বসেৎ পুরম্॥ ৭,৭০

ধন্বদুর্গ—চতুর্দ্দিকে জলশূন্য ভূমি। মহীদুর্গ—চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকাস্তূপের প্রাচীরতুল্য বেষ্টন। জলদুর্গ—চতুর্দ্দিকে জল। বৃক্ষদুর্গ—বাঁশ কি অন্য কোন নিবিড় কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষের বহু বিস্তৃত বেষ্টন [illegible]য়ত ম[illegible]দুর্গ—সৈনিক পুরুষ মধ্যে। [illegible]ই, ক[illegible]—গিরিসঙ্কটের মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড। রা[illegible]বা এই সকল দুর্গ আশ্রয় করিয়া বাস ক[illegible]।

"ত্রীন্যাদ্যান্যাশ্রিতাস্তেষাং মৃগগর্ত্তাশ্রয়াপ্সরাঃ।
ত্রীণ্যুত্তরাণি ক্রমশঃ প্লবঙ্গমনরাঽমরাঃ॥" ৭,৭২,মনু

মৃগেরা ধন্বদুর্গ, মূষিক প্রভৃতি গর্ত্তবাসী প্রাণীরা মৃদ্দুর্গ, কুম্ভীর প্রভৃতি জলেশয় প্রাণীরা জলদুর্গ, বানর প্রভৃতিরা বৃক্ষদুর্গ, মনুষ্যেরা মনুষ্যদুর্গ, এবং দেবতারা গিরিদুর্গ আশ্রয় করিয়া বাস করাতে সহসা শত্রুর হস্তগত হন না।

এই দুই বচনের দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্বকালের ঋষিরা কি রাজারা প্রকৃতির নিকটেই দুর্গনির্ম্মাণের উপযোগিতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং প্রকৃতির নিকটেই তাহার রচনা-কৌশল অবগত হইয়াছিলেন। সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা মানব সৃষ্টি করিয়া তাহাদের বুদ্ধিতে যে প্রতিভা সংলগ্ন করিয়াছেন, মনুষ্য-জাতি তাহারই সাহায্যে আপন আপন অনুকূল বস্তুর সৃষ্টি করিয়া লইয়া থাকে। এই প্রতিভা-শক্তির সাহায্যেই আদিম কালের স্বাভাবিক দুর্গের পরিবর্ত্তে মধ্যকালে কৃত্রিম দুর্গের আবির্ভাব হইয়াছিল। স্বাভাবিক দুর্গ বিষয়ে আমাদের কোন বক্তব্য নাই, কৃত্রিম দুর্গেই অনেক বক্তব্য আছে।

দুর্গনির্ম্মাণের উপযোগিতা।

"একঃ শতং যোধয়তি দুর্গস্থোঽস্ত্রধরো যদি।
শতং দশসহস্রাণি তস্মাদ্দুর্গং সমাশ্রয়েৎ॥"৪উশনাঃ

এক জন অস্ত্রধারী পুরুষ যদি দুর্গে থাকিয়া যুদ্ধ করে, তাহা হইলে বহিঃস্থ শত সহস্র ব্যক্তিকে পরাস্ত করিতে পারে। অতএব দুর্গ আশ্রয় করিয়া থাকা রাজাদের অতি আবশ্যক।

মহর্ষি মনুও এইরূপ বিধি দিতেন যথা—

"একঃ শতং যোধয়তি প্রাকারস্থো ধনুর্ধরঃ।
শতং দশসহস্রাণি তস্মাদ্দুর্গং বিধীয়তে॥ ৭,

এক জন ধানুষ্ক প্রাকারোপরি থাকিয়া শত, দশ শত ও লক্ষ সৈনিকের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। এই জন্যই রাজাদের দুর্গ নির্ম্মাণ করার বিধি আছে।

কৃত্রিম দুর্গের সংখ্যা তিনটি। পারিখ্য, প্রাকার-পারিখ্য ও নৃ-দুর্গ। এতন্মধ্যে নৃ-দুর্গটি ব্যূহতত্তুল্য। সুতরাং ব্যূহ বর্ণন করিলেই তাহার বর্ণনা করা সিদ্ধি হইবে। আর যাহা কেবল পরিখা-ঘটিত, বা কেবল প্রাকার-ঘটিত, তাহাও স্বতন্ত্র বলিবার আবশ্যক নাই, যে হেতু তাহা প্রাকার-পারিখ্য নামক দুর্গেরই বিবরণের অন্তর্ভূত। অতএব প্রাকার-পারিখ্য নামক কৃত্রিম মহীদুর্গেরই বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

লক্ষণ।

"পরিতস্তু মহাখাতং পারিখ্যং দুর্গমেব তৎ।"
"ইষ্টকোপলমৃত্তিস্তু প্রাকারং পারিখং স্মৃতম্।"
৩, উঃ

চতুর্দ্দিকে মহাখাত মাত্র করিলে তাহাকে পারিখ্য দুর্গ বলা যায়। খাতের উপরে ইষ্টক, প্রস্তর, কি মৃত্তিকার প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিলে তাহা প্রাকার-পারিখ্য দুর্গ হইবে।

নির্ম্মাণবিধি।

"পাষাণেন ইষ্টকেন বা বিস্তারাদ্দ্বিগুণোচ্ছ্রায়েণ দ্বাদশহস্তাত্যুশ্রিতেন যুদ্ধার্থং পরিভ্রমণযোগ্যেন সাবরণগবাক্ষাদিযুক্তেন সগুপ্তমার্গেণ প্রাকারেণ বেষ্টিতম্ কুর্য্যুঃ।" ৭, কুল্লুকভট্ট

"প্রাকারেণ চ খাতেন দুর্গন্তব্যং যথা ভবেৎ।
কর্ত্তব্যং সংক্রমাস্তত্র সন্নিবেশ্যা বিধানতঃ।"
"শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা গুপ্তিঃ কার্য্যা বিচক্ষণৈঃ।
যন্ত্রজ্ঞৈর্যন্ত্রনিবহৈশ্চক্রাশ্মগুড়কাদিভিঃ।"
যুক্তিকল্পতরু

সর্ব্বাগ্রে একটি সুমহান্ পরিখা খনন করিবেক। তাহা জলপূর্ণ করিবেক। তাহার পাড়ের উপর ইষ্টক, পাষাণ, কি মৃত্তিকাময় একটি প্রাচীর করিবে। এই প্রাচীরেরপরিসর যত, অন্যূন তাহার দ্বিগুণ উচ্চ হওয়া আবশ্যক। যদি ৬ হাত পরিসর হয় তবে ১২ হাত উচ্চ করিতে হইবে। ইহা ন্যূন কল্প। প্রাচীরের উপর যুদ্ধকালে পরিভ্রমণ-পথ থাকিবেক এবং অাহা আবৃত ও গবাক্ষযুক্ত করা আবশ্যক। মধ্য-গমনাগমনের জন্য গুপ্ত পথ ও প্রকাশ্য পথ উভয়বিধ পথই রাখিতে হইবে। প্রকাশ্য পথের নাম তোরণ। পরিখার উপর দিয়া সংক্রম অর্থাৎ সেতু নির্ম্মাণ করিয়া তোরণের সম্মুখে সংলগ্ন করিয়া দিবে। সেতু গুলি সচল করিবেক অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে খুলিয়া দেওয়া যায় এবং ইচ্ছা করিলে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া রাখা যায়। দুর্গের মধ্যে এবং উপরে বিচক্ষণ ও যন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা বিবিধ গুপ্তিকার্য্য করিবেক। চক্রাশ্ম, অশ্মগুড়কা, শতঘ্নী ও তুলা গুড়া প্রভৃতি যন্ত্র শাস্ত্র-বিধি অনুসারে স্থাপনা করিবেক। এবম্বিধ দুর্গ শত্রুর অধৃষ্য এবং জয়লাভের প্রধান উপায়।

এই গুলিই প্রত্যেক দুর্গে আবশ্যক; পরন্তু এই সকল নিয়ম রক্ষা করিয়া আকারগত ভিন্নতা সম্পাদন করা যাইতে পারে। পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা চতুষ্কোণ শৃঙ্গাট প্রভৃতি ছয় প্রকার আকার বা সংস্থান দেখিয়া ষড়বিধ দুর্গ ও স্কন্ধাবার রচনার উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল নিয়ম রক্ষা করিয়া যদি আমরা চতুষ্কোণ দুর্গ নির্ম্মাণ করি—তাহা বোধ হয় নিম্ন-প্রদর্শিত চিত্রটির আকার ধারণ করে।

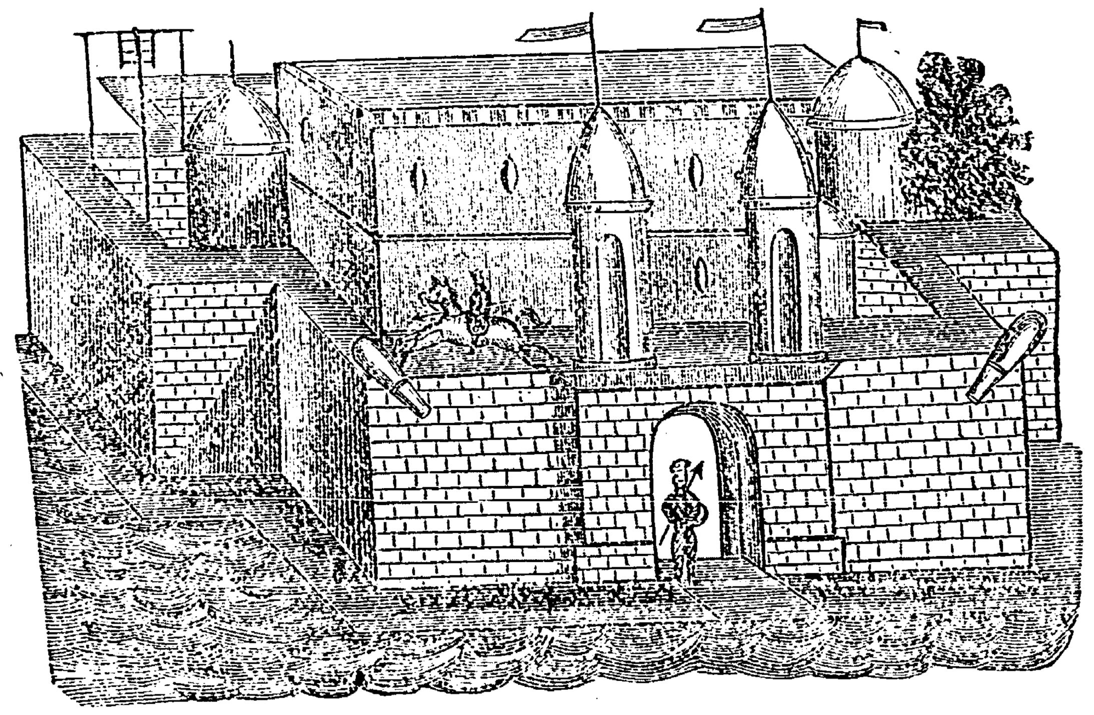

বাল্মীকি-বর্ণিত লঙ্কার দুর্গটি ঠিক এই জাতীয়। যথা—

"দৃঢ়বদ্ধকবাটানি মহাপরিঘবন্তি চ
চত্বারি বিপুলান্যস্য দ্বারাণি সুমহান্ত্যপি॥
তত্রেষূপলযন্ত্রাণি বলবন্তি মহান্তি চ।
আগতং প্রতিসৈন্যং তৈস্তত্র প্রতিনিবার্য্যতে॥
দ্বারেষু সংস্কৃতা ভীমাঃ কালায়সময়া স্থিতাঃ।
শতশো রচিতা বীরৈঃ শতঘ্ন্যো রক্ষসাংগণৈঃ॥
সৌবর্ণস্তু মহাং স্তস্যা প্রাকারো দুষ্প্রধর্ষণঃ।
সর্ব্বতশ্চ মহাভীমা শীততোয়া মহাশুভা॥
অগাধা গ্রাহবত্যশ্চ পরিখা মীনসেবিতা।

দ্বারেষু তাসাং চত্বারঃ সংক্রমাঃ পরমায়তাঃ।
হ্রিয়ন্তে সংক্রমাস্তত্র পরসৈন্যাগতে সতি।
যন্ত্রৈস্তৈরবকীর্য্যন্তে পরিখাসু সমন্ততঃ।
একস্ত্বকম্প্যো বলবান্ সংক্রমঃ সুমহাদৃঢ়ঃ।
কাঞ্চনৈর্বহুভিঃ স্তম্ভৈর্বেদিকাভিশ্চ শোভিতঃ॥

* * * * [২, যুদ্ধকাণ্ড]

হনুমান্ রামকে লঙ্কার দুর্গ, সৈন্য ও গুপ্তি-কর্ম্মাদির পরিচয় দিতেছেন। প্রভো! লঙ্কার দুর্গস্থ কবাট দৃঢ়বদ্ধ ও মহা অর্গল-যুক্ত। এই দুর্গের প্রকাশ্য দ্বার চারিটি এবং বিপুল ও মহান্। প্রত্যেক দ্বারে সুদৃঢ় উপল-যন্ত্র সকল স্থাপিত আছে। শত্রু-সৈন্য নিকটগত হইবামাত্রই তদ্দ্বারা তাহারা নিবারিত হয়। তথায় অনেক শত বীর রাক্ষসের নির্ম্মিত অতি ভীষণ লৌহসারময় শতঘ্নী আছে। দ্বারভূমি হইতে চতুর্দিক-অবচ্ছেদে ভীমদর্শন দুরাক্রম্য সুবর্ণময় প্রাচীর। তাহার চারি দিকে গভীর জলজন্তুপূর্ণ শীতল-জলযুক্ত পরিখা আছে। পরিখার উপর দিয়া চারিটি বিশাল সেতু আছে, ইহা প্রধান চারিটি দ্বারের সহিত সংলগ্ন। তাহার মধ্যে তিনটি সচল-সেতু। শত্রুসৈন্য আগমন করিলে সচল-সেতুগুলি খুলিয়া লয়। একটি যে নিশ্চল সেতু আছে, সেটি অতি দৃঢ় এবং অনেক শত সুবর্ণ স্তম্ভে ও বেদিকা দ্বারা পরিশোভিত।

লক্ষণানুসারে লঙ্কাপতি রাবণের দুর্গটি প্রাকার-পারিখ্য দুর্গ হইতেছে। চতুষ্কোণ প্রাকার-পারিখ্য দুর্গের যে চিত্রটি দেওয়া হইয়াছে, উহার প্রত্যেক অংশের নাম, প্রত্যেক অংশের কার্য্যকারিতা এবং দুর্গ মধ্যে কি কি বস্তু রক্ষিত হইত, শত্রুর আক্রমণ কালে কি রূপ কার্য্য করা হইত এসকল বিষয় ক্রমশঃ বিবৃত হইবে।

ক্রমশঃ

পরমেশ্বর কর্ত্তা ও হর্ত্তা হইয়াও স্বকৃত কর্ম্মের ফল-ভোক্তা নহেন।

(কোন বেদান্তবিৎ ব্রাহ্ম-প্রণীত।)

আমরা ফলাসক্তি সহকারে যে কোন কর্ম্ম করি আমাদের চরিত্রে তাহার শুভাশুভ অবশ্যই সঞ্চিত হয় এবং তাহা আমাদিগকে ইহ লোক অথবা পরলোকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যদি কোন কর্ম্ম করা যায় তবে তাদৃশ কর্ম্মের সিদ্ধিতে হর্ষ এবং অসিদ্ধিতে শোক এ দুইয়ের কিছুই কর্ত্তাকে স্পর্শ করে না। এই জন্য শাস্ত্রে নিয়ম করিয়াছেন যে, তাদৃশ নিষ্কাম কর্ম্ম কর্ম্মই নহে এবং সে কর্ত্তাও অকর্ত্তা। শাস্ত্রে পরমেশ্বরকে যে সকল কারণে অকর্ত্তা বলেন, এই রূপ যুক্তিও তন্মধ্যে একটি কারণ। বেদে আছে পরমেশ্বর "অক্রতুং" বিষয়ভোগসঙ্কল্পরহিতং। তিনি বিষয়-ভোগের বাসনা রহিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি পালন ও সংহার করিয়া থাকেন। তিনি "প্রপঞ্চোপসমং" সংসার-ধর্ম্মাতীতং—সংসার সৃষ্টি করিয়াও তাহার সুখ দুঃখরূপ ধর্ম্মে নির্লিপ্ত। তিনি স্বকীয় ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান-জন্য প্রবৃত্তিবশতঃ এই জগতের সৃষ্টি পালনাদি করেন না। ব্রহ্ম-সূত্রে কহিয়াছেন "সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন-বৈশেষ্যাৎ" (১।২।৮) জীবের ন্যায় পরমেশ্বরের কর্ম্মজন্য সম্ভোগের প্রাপ্তি নাই, কেননা তাঁহার চিৎশক্তি দেদীপ্যমান। "করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ" ভোগ্য ও ভোগোপকরণ বিষয় সকল জীবের পক্ষে স্বতন্ত্র-শক্তিবিশিষ্ট হওয়াতে এবং তাঁহার মন ও ইন্দ্রিয়াদি করণ সমূহ ঈশ্বর-প্রেরিত স্বভাবাধীন তন্নিষ্ঠ থাকাতে জীবের ভোগাদি উপ-

স্থিত হয়, কিন্তু পরমেশ্বরের পক্ষে কিছুই স্বতন্ত্র শক্তি-বিশিষ্ট নহে, এবং কিছুরই নূতনত্ব, মোহজনকত্ব, মায়িকত্ব বা আকর্ষণ নাই। যে শক্তি হইতে জগৎ হইয়াছে—যাহা দ্বারা পালিত হইতেছে—যাহাতে গিয়া অন্তে লয় হইবে এবং যাহা হইতে পুনঃ প্রকটিত হইবে তাহা তাঁহার নিজেরই শক্তি। সেই শক্তির কার্য্যে মোহিত হইয়া সুরাসুর নর ভোগে উন্মত্ত আছে, কিন্তু তাঁহার পক্ষে সেই পুরাতন শক্তির কিছুমাত্র মোহকারিতা নাই এবং ভোগ করিবার "করণ" স্বরূপ তাঁহার মন অথবা ইন্দ্রিয়াদিও নাই। সুতরাং স্বীয় ইষ্টসাধনা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কিন্তু সর্ব্বভূত স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্র শক্তির অভাবে কেবল ব্রহ্মশক্তিরই সাপেক্ষ হইয়া আছে। সেই সাপেক্ষত্বই তাহাদিগের ভোগাদির হেতু। গীতাস্মৃতি (৪ ১৩—১৪) কহিয়াছেন,

"চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ং॥
ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বাধ্যতে॥"

গুণ কর্ম্ম সকলের বিভাগ দ্বারা চারিপ্রকার বর্ণবিশিষ্ট মনুষ্যলোক আমারই সৃজন করা যথার্থ বটে—তাহাতে আমাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতে পার সত্য, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমাকে অকর্ত্তাই জানিবে, কেন না আমি অব্যয় আসক্তি-রহিত। বিশ্বসৃজনাদি কর্ম্ম সকল আমাকে আসক্ত করিতে পারে না, যেহেতু আমি পূর্ণকাম ও ভোগেচ্ছারহিত, এই প্রযুক্ত আমার কর্ম্মফলে স্পৃহা নাই। আমাকে এই তাৎপর্য্যে অকর্ত্তা বলিয়া যে জানে সে ব্যক্তি কর্ম্মে বদ্ধ হয় না। কেননা ঐরূপ জ্ঞানদ্বারা তাহার অহঙ্কারাদির শৈথিল্য হয়। পরমেশ্বর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াও যেমন সেই সৃষ্টি-ক্রিয়ার ফলভোগী কর্ত্তা নহেন সেইরূপ এই জগৎকে এবং ইহার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমস্ত জীবকে তিনি স্বীয় শক্তিতে পুনঃসংহরণ' করিয়াও তৎসমুদয় সম্ভোগ করিবেন না। কারণ কোনরূপ ইষ্ট-সাধনতার বশবর্ত্তী হইয়া তাদৃশ সংহার করা তাঁহার স্বভাব নহে। বেদে আছে,

"যস্য ব্রহ্মচ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনং মৃত্যুর্য্যস্যোপসেচনঙ্কইত্থাবেদ যত্র সঃ॥ (কাঠক ২।২৫)

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকলেই সেই পরমেশ্বরের ভক্ষ্য দ্রব্য এবং সর্ব্বহর মৃত্যু তাঁহার উপসেচন*। পূর্ব্বকালে আশঙ্কা হইয়াছিল যে 'তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি' কঠবল্লীর এই বচনে যখন পরমেশ্বরের ভোগরাহিত্য এবং কেবল সাক্ষিত্ব ও প্রকাশকত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে তখন তিনি কিপ্রকারে এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি পরিপূর্ণ সংসারকে এবং সেই সংসারের বিনাশক কালকে ভক্ষণ করিবেন? সুতরাং উক্ত প্রকার ভোজনক্রিয়া ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করে না। হয় উহা সংসারক্ষেত্রের ফলশষ্যভোগী জীবকে, নয় সর্ব্বদহনকারী জাতবেদা অগ্নিকে প্রতিপন্ন করে। এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করণার্থ মহর্ষি ব্যাসদেব ব্রহ্মমীমাংসায় (১।২।৯—১০।) নিম্নস্থ দুইটী সূত্র গ্রথিত করিয়াছেন, যথা

"অত্তাচরাচরগ্রহণাৎ। প্রকরণাচ্চ॥"

উপরিউক্ত শ্রুতিতে ভক্ষণের অর্থ "সংহার" অর্থাৎ জগতের সংহারকর্ত্তা পরমেশ্বর। চরাচর এবং মৃত্যুপর্য্যন্তকে গ্রাস করা জীব অথবা অগ্নির ক্ষমতা নহে। বিশেষতঃ ঐ শ্রুতি ব্রহ্মপ্রকরণে সন্নিবেশিত আছে সুতরাং জীবাদির ভোক্তৃত্ব-প্রতিপাদক নহে।

"নহি তাদৃশস্য ভোজ্যস্য ঈশ্বরাদন্যঃ অত্তা সম্ভবতি"

সেই ভোজ্যের ভোক্তা ঈশ্বর-ভিন্ন অন্য কেহ নহে। "তস্মাদীশ্বরোঽত্র, প্রতিপাদ্যঃ" অতএব এস্থলে ঈশ্বরই প্রতিপাদ্য।

* ঘৃত, ডাউল, ঝোল, ইত্যাদি উপকরণ।

"অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতীশ্বরস্য ভোক্তৃত্বং নিষিদ্ধমিতিচেৎ তর্হ্যকর্ত্তৃত্বং নাম সংহর্ত্তৃত্বং ভবিষ্যতি"
(অধিকরণমালা।)

অনশ্নন্ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে পরমেশ্বরের ভোক্তৃত্ব নিষেধ থাকিলেও এস্থলে তাঁহার ভোজনের নাম সংহার বুঝিতে হইবে। এতাদৃশ সংহারে তাঁহার ভোগাভিলাষ নাই। যেমন জাগ্রদবস্থার ভোগক্ষয়ে নিদ্রা উপস্থিত হয় এবং নিদ্রাভোগাবসানে জাগ্রদবস্থার পুনরুদয় হয় সেইরূপ ঐশী নিয়ম অনুসারে এই ব্রহ্মাণ্ডের জাগ্রদ্দশার ভোগ ক্ষয় হইলে ইহা তাঁহার শক্তিতে পুনঃ প্রবেশ করিবে,এবং ঐশী নিয়ম অনুসারে সেই বিরাম কালের অবসানে আবার প্রকটিত হইবেক।

এই রূপ সৃষ্টি সংহারের নিয়ম পরমেশ্বরের স্বার্থ ও সম্ভোগার্থ নহে। সুতরাং তিনি কর্ত্তা হর্ত্তা হইয়াও স্বকৃত সৃষ্টি সংহার রূপ কর্ম্মের ফল-ভোক্তা নহেন।

বেদান্তদর্শন।

৪১৩ সংখ্যক পত্রিকার ১৬২ পৃষ্ঠার পর।

ভৃগু পুনরায় পিতার সকাশে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন। বরণ কহিলেন,

"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপোব্রহ্মেতি।"

তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জান। তপস্যাই ব্রহ্মের সাধন। ভৃগু পুনরায় তপস্যা আরম্ভ করিলেন এবং তাহাতে আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন। যদিও তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্রহ্মবল্লীতে উক্ত আছে,

"তস্মাদ্বা এতস্মাৎ বিজ্ঞানময়াৎ অন্যোন্তরআত্মা আনন্দময়ঃ।"

উপরি উক্ত বিজ্ঞানময় হইতে অতিরিক্ত অভ্যন্তর আনন্দময় আত্মা (জীব), কিন্তু ঐ শ্রুতিরই শেষাংশে আছে, 'ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা' ব্রহ্মই সেই আনন্দময় জীবের প্রতিষ্ঠা সুতরাং ব্রহ্মই মুখ্য আনন্দ। তদ্দ্বারা জীব প্রচুর রূপে আবৃত থাকায় জীবই আনন্দময় শব্দের বাচ্য। এস্থলে সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই যে দুই প্রকার আনন্দ উক্ত হইয়াছে সেই সম্বন্ধ জ্ঞানাভাবে অনেকে সবিশেষ যে জীবানন্দ তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করেন। যদিও ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠারূপে তাহারই অন্তর্ভূত আছেন, কিন্তু উক্ত সবিশেষ আনন্দ ভেদ পূর্ব্বক অনেকে দেখিতে পান না। যতক্ষণ মানব আপনার দেহ, প্রাণ,মন, বুদ্ধি এবং আনন্দকে বিস্মৃত না হইবেন,ইহ জীবনের ক্রমোন্নতিতে যতদিন মানব ক্রমেই আপনাকে অধিকাধিক অপূর্ণ বলিয়া বোধ না করিবেন, ততদিন ধরিয়া তিনি ব্রহ্মকে আপনার আত্মারূপে দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু ভৃগু আপনার সুদৃঢ় তপস্যার প্রভাবে তাদৃশ জীবানন্দকে হেয় করত একেবারে পূর্ণানন্দকে আপনার জীবত্বের প্রতিষ্ঠারূপে অনুভব করিলেন। তাহাতে সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মই তাঁহার আত্মারূপে প্রত্যক্ষ হইলেন। তাঁহাকেই আনন্দরূপে আস্বাদ করত তিনি তৃপ্ত হইলেন এবং আনন্দ পূর্ব্বক কহিলেন,

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসম্বিশন্তি।"

আনন্দ হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হইয়া আনন্দ দ্বারা জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে আনন্দেতে গমন করে ও আনন্দেতেই প্রবেশ করে। ইতিপূর্ব্বে তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্রহ্মবল্লীতে তন্ন তন্ন করিয়া অন্নময় অবধি আনন্দময় পর্য্যন্ত পঞ্চকোষের ব্রহ্মত্ব নিষেধ করিয়াছেন কিন্তু সমাহার করিয়াছেন যে "ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" সেই আনন্দময়ের অর্থাৎ জীবের প্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম।

"স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ।"

তিনি বিশ্বসৃজনার্থ আলোচনা করিয়া এই সমুদায় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন।

"রসোবৈ সঃ। রসংহ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি।"

সেই পরমাত্মা রসস্বরূপ তৃপ্তি-হেতু। সেই রসস্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া (অয়ং জীবঃ) জীব আনন্দিত হয়েন। "এষহ্যেবানন্দযাতি" ইনিই লোক সকলকে ধর্ম্মানুরূপ আনন্দিত করেন। ইনি আনন্দের আধার। পঞ্চকোষ মধ্যে যদিও তাঁহার বিভূতি দেদীপ্যমান আছে কিন্তু তন্মধ্যে তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হয় না। এমন কি জীবানন্দও তাঁহার তটস্থ-লক্ষণ মাত্র। স্বরূপ-লক্ষণে তিনি সেই আনন্দময় জীবের আধার, আলোক, রস বা প্রতিষ্ঠা। জীব যখন সেই আধারে আপনার স্থিতি দর্শন করেন, সেই আলোকে আপনাকে প্রকাশিত দেখেন, সেই রস আস্বাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে জীবন ও আত্মা বলিয়া অভিনন্দন করেন,

"যদাহ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেনাত্ম্যেনিরুক্তে নিলয়নে ভয়ং প্রতিষ্ঠাম্ বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতোভবতি।"

যৎকালে এই অদৃশ্য নিরবয়ব, অনির্ব্বচনীয়, নিরাধার পরব্রহ্মে নির্ভয়ে স্থিতি করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হয়েন।

"যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ আনন্দং ব্রহ্মনোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।"

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়,সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন,তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না। 'মন ইতি বিজ্ঞানং' এস্থানে মনের গ্রহণে বিজ্ঞানকেও গ্রহণ করা হইয়াছে। এইরূপে ব্রহ্মবল্লীতে অন্নময় অবধি আনন্দময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ দেহ অবধি জীব পর্য্যন্ত পঞ্চকোষ বর্জন পূর্ব্বক আনন্দময়-কোষাবচ্ছিন্ন জীবের প্রতিষ্ঠারূপে ব্রহ্মকে স্থাপন করত সেই ব্রহ্মকেই প্রকৃত আনন্দ কহিয়াছেন। ভৃগু সেই আনন্দের রসজ্ঞ হইলেন। ভার্গবী বারুণী বিদ্যাতে সেই আনন্দের প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্মের তটস্থ-লক্ষণ-জ্ঞাপক যতোবা ইমানীত্যাদি শ্রুতি এই প্রকারে আনন্দরূপ স্বরূপলক্ষণে পর্য্যবসিত হইয়াছে। উক্ত বিদ্যাতে আখ্যায়িকা সমাপ্ত কালে সমাহার করিয়াছেন যে,

"সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা। স য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদোভবতি। মহান্ ভবতি। প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা॥"

বরুণ-প্রোক্তা ভৃগু কর্ত্তৃক বিদিতা এই ব্রহ্মবিদ্যা 'পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা' হৃদয়াকাশ-গুহাতে প্রতিষ্ঠিত। ভৃগুর ন্যায় যিনি এই ব্রহ্মবিদ্যাকে জানেন, তিনিও ব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। কিন্তু কেহ মনে করেন যে অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, জীবানন্দ সমস্ত ত্যাগ করিয়া যদি ভৃগুর ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে হয় তবে সে অসম্ভব। জনকাদি ব্রহ্মজ্ঞানীরা কেহই সেরূপ ত্যাগী হইতে পারেন নাই। এই আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত কহিলেন যে, তাদৃশ ব্যক্তি ভোগ-কামনা-শীল না হইলেও অন্নবান, অন্নভোক্তা আর প্রজা,পশু, তেজ ও কীর্ত্তি দ্বারা মহান্ হয়েন। যিনি পঞ্চকোষ বর্জন পূর্ব্বক, বাসনাশূন্য হইয়া ব্রহ্মানন্দে রমণ করেন ঈশ্বর তাঁহার অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ সম্বন্ধে উন্নতি বিধান করেন। গীতাস্মৃতিতে ভগবান কহিয়াছেন,

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥

অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা আমার উপাসনা করেন সেই সকল নিত্যাভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের নিকট আমি ধনাগমের ও ধনরক্ষার উপায় বহন করিয়া দেই। কি জানি,পঞ্চকোষ ত্যাগের ব্যবস্থাতে যদি কেহ

অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতিকে ঘৃণা করেন এজন্য কহিলেন যে, যাঁহারা ঐ সকল পদার্থের বাহ্যাকর্ষণে আবদ্ধ না হইয়া তাহার অভ্যন্তরে পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান অনুভব পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করেন তাঁহারা ঐ সকল পদার্থকে ত্যাগ করিয়াও আদর করেন। উপরি উক্ত ভৃগুবল্লীর দশমানুবাকে কহিয়াছেন,

"ক্ষেম ইতি বাচি। যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ। কর্ম্মেতি হস্তয়োঃ। গতিরিতি পাদয়োঃ। বিমুক্তিরিতি পায়ৌ।

বাক্যেতে ধনরক্ষার উপায় রূপে, প্রাণাপানে ধনাগমের উপায়রূপে, পদদ্বয়ে গতিরূপে, পায়ুদেশে বিমুক্তিরূপে, ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক। এইরূপে মনোবুদ্ধি প্রভৃতিতে তাঁহার বিভূতি দর্শন পূর্ব্বক উপাসনা করিবেক। তিনি সর্ব্বত্রই বিরাজমান আছেন। সর্ব্বত্র তাঁহাকে দর্শন পূর্ব্বক ব্যবহারিক প্রলোভন-স্বরূপ অন্নময়াদি কোষ ত্যাগ করিবেক, কিন্তু অন্নাদিতে তাঁহার অধিষ্ঠান অনুভব পূর্ব্বক তাহাদের পবিত্রতা সন্দর্শন করিবে এবং আপনার স্বার্থ পরিত্যাগ করত সর্ব্বত্র তাঁহার ভাবের ভাবুক হইবেক। সমস্ত কথার সমাহার এই যে, হৃদয়-কমলে আত্মারূপে ব্রহ্মদৃষ্টি হইলে সমস্ত জগতের সম্বন্ধে সন্ন্যাস উপস্থিত হয় অথচ তিনি সর্ব্বত্রেই প্রতিষ্ঠারূপে দৃষ্ট হওয়ায় কিছুই ত্যাগ হয় না। অর্থাৎ সম্পত্তি প্রভৃতি ত্যাগে সন্ন্যাস হয় না, কেবল বাসনাত্যাগেই হইয়া থাকে। বাহ্য বিষয়ের বাসনা ও মনোরাজ্য ত্যাগ হইলেই আত্মারূপে ব্রহ্ম দৃষ্ট হইয়া থাকেন। সেই দৃষ্টি প্রত্যক্ষ। তিনি কোন দূরস্থ স্বর্গলোকে আছেন এরূপ জানিলে তিনি প্রত্যক্ষ হন না। তিনি জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের কারণ, এরূপ জানিলেও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। মনোবুদ্ধিতেও তিনি প্রত্যক্ষ হন না। কেবল জীবের প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ আত্মারূপেই তিনি প্রত্যক্ষ হন। এতাবতা "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই ব্যাসসূত্রে তটস্থ-লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মবিচার করেন নাই—কোন প্রকার লৌকিক তর্ক যুক্তিকে আশ্রয় করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান দানে ব্রতী হন নাই কিন্তু কেবল শ্রুতিসম্মত অনুভব-সিদ্ধ প্রসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষ-যোগ্য আনন্দ ও রস-স্বরূপ স্বরূপ-লক্ষণকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইল যে অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, জীব, ব্রাহ্মণ, বেদ, প্রকৃতি প্রভৃতি অন্য কোন আভিধানিক ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গের কারণ নহে কিন্তু কেবল একমাত্র আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মই উক্ত কারণ হয়েন। অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা সূত্রে তাঁহাকেই জানিবার উপদেশ দিয়াছেন। তিনিই হৃদয়-কমল-বাসী প্রসিদ্ধ আত্মা এবং জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের কারণ। জগতে এমত কোন পদার্থ নাই যাহা তিনি সৃষ্টি করেন নাই। জগতের অনাদি-সত্তা-বাদিরা জগৎ সৃষ্টি হয় নাই বলিয়া যতই অনুমান করুন কিন্তু বেদান্ত-মতে ব্রহ্মের শক্তিই জগতের মূল প্রকৃতি। সেই শক্তি হইতে কোটি কোটি বার সৃষ্টি হইয়াছে, কোটি কোটি বার তাহাতেই লয় পাইয়াছে। এইরূপে জগৎ অনাদি। এইরূপে সৃষ্টি ও প্রলয় চিরকাল হইবে। কি নৈমিত্তিক, কি প্রাকৃতিক সর্ব্ব প্রকার সৃষ্টি প্রলয় তাহারই অন্তর্গত। যদিও প্রাকৃতিক প্রলয়কে মহাপ্রলয় বলা যায়, কিন্তু যেরূপ প্রলয় হইলে জগতের মূলীভূত প্রকৃতি ধ্বংস হইয়া আর সৃষ্টি হইবে না সেরূপ মহাপ্রলয় অসম্ভব। যদিও বেদে নানা স্থানে আছে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ "অসৎ" ছিল কিন্তু এই বেদান্ত-মীমাংসা শাস্ত্রের ১।৪।৪ অধিকরণে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,

"যদসচ্ছব্দেনাভিধানং তদব্যাকৃতত্বাভিধানাভিপ্রায়ং নতু অত্যন্তাভাবাভিপ্রায়ং। অভাবস্য কারণত্বনিষেধাৎ। তাৎপর্য্য বিষয়ে তু জগৎস্রষ্টরি ব্রহ্মণি ন কাপি বিবাদোস্তি।"

শাস্ত্রে যে "অসৎ" শব্দের উল্লেখ আছে তাহার অভিপ্রায় "অব্যাকৃত সৎ"। অর্থাৎ অব্যক্ত কারণ। অত্যন্তাভাব অভিপ্রেত নহে, কেননা অভাব কারণ হইতে পারে না। ফলতঃ পরমেশ্বর যে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা তাহাতে কাহারো বিবাদ নাই। ব্রহ্ম নির্গুণ অতএব কিরূপে সৃষ্টি করেন? ইহার উত্তরে মহর্ষি ব্যাসদেব ২।১।১৩ অধিকরণে কহিয়াছেন "সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ", সকল ধর্ম্ম ও সকল শক্তি তাঁহাতে সিদ্ধ আছে। সৃষ্টি ও প্রলয় সকলই তাঁহার শক্তি হইতে হয়। সে শক্তির অত্যন্তাভাব হয় না। সুতরাং অত্যন্ত মহাপ্রলয় নাই। আরো ২।১।৩৫ সূঃ কহিয়াছেন "ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ" যদি বল এই জগতের পূর্ব্বে আর কখনও জগৎ ছিল না অতএব কর্ম্মের অভাবে ফলাফলের হেতু নাই। তদুত্তরে কহিলেন যে, সৃষ্টি আর কর্ম্মের পরস্পর কার্য্যকারণত্বরূপে আদি নাই। সুতরাং সৃষ্টি অনাদি। প্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণি ন্যায়সিদ্ধান্তলক্ষণে লিখিয়াছেন "মহাপ্রলয়ে প্রমাণাভাবাৎ। বেদান্তের উপরি উক্ত অভিপ্রায়ে তাঁহার উক্তি প্রায় সংলগ্ন হইতেছে। এতাবতা কোটি কোটি সৃষ্টি ও প্রলয় সহিত সমগ্র বিশ্বব্যাপারের কর্ত্তা ব্রহ্মই। আপনা আপনি সৃষ্টি প্রলয়ও হয় না আর সৃষ্ট না হইয়া যে অনাদিরূপে জগৎ প্রকট অবস্থাতেই চলিয়া আসিতেছে ও চলিয়া যাইবে এমতও নহে। ব্রহ্ম যেমন জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা সেইরূপ জগতের অন্তর্গত সমুদয় পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা।, জগৎকারণ বিধায় তিনিই "সর্ব্বজ্ঞ" শব্দের বাচ্য

"এষ সর্ব্বেশ্বর, এষসর্ব্বজ্ঞ, এষোন্তর্যাম্যেষযোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং।"

ইনি ভেদজাত সকলের ঈশ্বর, সর্ব্বভেদাবস্থার জ্ঞাতা, অন্তর্যামীরূপে সর্ব্বভূতের নিয়ন্তা, যোনি-রূপে সমুদয়ের কারণ, এবং ইহাঁ হইতেই সর্ব্বভূতের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ হয়। ইনিই বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রধানা কারণস্বরূপিণী সমষ্টি প্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্যস্বরূপ। এইরূপ মীমাংসাতে এই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে ব্রহ্ম কিরূপে সকলের কারণ ও সর্ব্বজ্ঞ হইবেন? যদিও অন্যান্য বিষয়ে সেরূপ হইতে পারেন কিন্তু সর্ব্বজ্ঞানের আকর-স্বরূপ বেদের তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। কেন না বেদ অপৌরুষেয় নিত্য, ও স্বতঃসিদ্ধ। বেদই ব্রহ্ম। অতএব তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই। অতএব "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্র বেদ ব্যতীত অন্যত্রে সংলগ্ন হইতে পারে। এই সন্দেহ নিরাস করণার্থ মহর্ষি ব্যাসদেব নিম্নস্থ সূত্র উপস্থিত করিতেছেন।

বিজ্ঞান ও মানব-জাতির উন্নতি।

অসভ্য ও বর্ব্বর জাতীয় ব্যক্তিগণ অপেক্ষা সভ্যজাতীয় ব্যক্তিদিগের সুখ ও আনন্দ উপভোগ করিবার অনেক উপায় আছে। পশুগণের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হয় যে, তাহারা উচ্চ শ্রেণী হইতে যত নিম্ন শ্রেণীতে নামিয়াছে ততই উদ্ভিদের ন্যায় স্বভাব ধারণ করিয়াছে। তাহারা কষ্টানুভব ও সুখ উপভোগ বিষয়ে অনেক পরিমাণে অপারগ। অনেক পশু যাহাদিগের শরীরের গঠন ও প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে পশু বলিয়া নির্দেশ করা যায় তাহাদিগের সুখবোধের এমন কি জীবনের ভাব বৃক্ষ লতাদির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। যে সকল পশুর অনুভবোপায় স্নায়ু-প্রণালী মনুষ্যের নিকটতর রূপে প্রতীয়মান হয় তাহাদিগেরও কষ্টবোধ ও সুখ

ভোগের শক্তি সামান্য। পশুদিগের বোধ-শক্তির কার্য্যের বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত হওয়া অতিশয় কঠিন ; কিন্তু আমরা ইহা অবগত আছি যে তাহাদিগের বোধ-শক্তি মনুষ্যের বোধ-শক্তি অপেক্ষা অল্প এবং ক্ষীণতর। সকলেই স্বীকার করিবেন যে আমরা যদি একটী নূতন ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হই কিম্বা একটী পুরাতন ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক অবস্থার উন্নতি সাধন করি তাহা হইলে তাহা অবশ্য আমাদিগের নূতন সুখের প্রস্রবণ হয়। মনুষ্য যে কখন একটী ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। দর্শনেন্দ্রিয় বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধন করা দূরে থাকুক আমরা একটী কুঞ্চিত কেশকেও সরল করিতে পারি না। কিন্তু দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্র আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধনের উপায় সকল উল্লিখিত কল্পিত স্বাভাবিক উৎকর্ষের সমান ফলদায়ক ও সুখের প্রস্রবণ। আবার আমরা শ্রবণেন্দ্রিয়ের গঠন-পরিবর্ত্তন দ্বারা তাহার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারি না বটে, কিন্তু নূতন নূতন সুমধুর সঙ্গীত রচনা দ্বারা আমরা তাহাকে শিক্ষিত ও পরিমার্জিত করিতে পারি। অসভ্য জাতিগণের সঙ্গীত কর্কশ ও রূঢ় এবং উদ্বেগ-জনক। যদিও মনুষ্যের শ্রবণ-শক্তি পরিবর্ত্তিত হয় নাই, তথাপি ইহা হইতে আমরা যে সুখ ও আনন্দ প্রাপ্ত হই তাহা উল্লিখিত প্রকারে প্রচুররূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। অসভ্য জাতিরা বালকের ন্যায় যাহা সম্মুখে দেখিতে পায় তাহাই দেখে এবং যাহা শুনিতে পায় তাহাই শুনে; কিন্তু সুসভ্য জাতিরা প্রকৃতি গূঢ়রূপে পর্য্যবেক্ষণ করত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও নানা প্রকার উৎকৃষ্ট উপায় দ্বারা প্রকৃতিতে লুক্কায়িত সত্য ও সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করেন। এই সকল দেখিয়া বোধ হয় যেন অসভ্য জাতিদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের একটী অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় আছে।

দেশভ্রমণ করিবার ইচ্ছা মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ে গূঢ়রূপে নিহিত আছে, কিন্তু তাহা সভ্যতা দ্বারা বিশেষরূপে স্ফুরিত হয়। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে পর্য্যটন করিয়া তত্তৎদেশের আচার ব্যবহার অবগত হওয়া মনুষ্য মাত্রেরই পক্ষে বহুল আনন্দ-দায়ক ও আমোদকর। আবার মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে মানবজাতির মধ্যে অসামান্য-বুদ্ধি-বল-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের সহিত সহজেই আমাদের মিলন হয়। উহার সাহায্যে সেকস্পিয়ার এবং টেনিসনের ন্যায় সুকবিদিগের চিন্তামালা এবং নিউটন ও ডারউইনের ন্যায় বৈজ্ঞানিকদিগের আবিষ্কৃত সত্য সকল সকলের সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছে। এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত মানব জাতির বুদ্ধি ও চিন্তা-শক্তির যে উন্নতি হইয়াছে তাহা মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণেই হইয়াছে, এবং ক্রমে ক্রমে যত পুস্তকের মূল্য স্বল্পতর হইবে, নূতন নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং শিক্ষাপ্রণালী উৎকর্ষ লাভ করিবে ততই আরও মঙ্গল ফল উৎপন্ন হইবে।

ক্রমোন্নতিশীল সভ্যতা দ্বারা প্রকৃতি হইতে আমরা যাহা কিছু পাইয়াছি তাহা আমরা যত বিশেষরূপে পরীক্ষা করি ততই তাহা প্রশংসনীয় ও আদরণীয় বলিয়া প্রতীতি করি। এই সকল নূতন সুখের প্রস্রবণ কোন সময়ে আমাদিগের নূতন দুঃখের কারণ হইবে না, কিন্তু যতই আমাদিগের সুখের উপায় বৃদ্ধি পাইবে ততই দুঃখের ও কষ্টের কারণ দূরীভূত হইবে। যে সকল দুঃখের কারণ আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা দুরপনেয় বলিয়া মনে করিতেন, বর্ত্তমান কালে আমরা নানা উপায়ে তাহা দূর করিতে সক্ষম হইয়াছি। কেবল একটী

রাসায়নিক দ্রব্য ক্লোরোফরম আবিষ্কৃত হওয়াতে মানবজাতির কত কষ্ট ও দুঃখ দূরীভূত হইয়াছে। মনুষ্যের কষ্ট-বোধের ক্ষমতা অদ্যাপি সমান রহিয়াছে কিন্তু তাহা সহ্য করিবার আবশ্যকতা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। আমরা যতই স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম জানিতে পারিব, এবং তদনুসারে কার্য্য করিব ততই আমরা নীরোগ হইব ; ততই বংশানুক্রমে আমাদিগের শরীরে যে সকল রোগের বীজ নিহিত রহিয়াছে তাহা ধ্বংশ হইবে, এবং যদ্যপি আমরা কখন স্বাস্থ্যের কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আমাদিগের শরীরে রোগের নূতন বীজ বপন না করি তাহা হইলে এক কালে আমাদিগের পুত্র পৌত্রেরা পূর্ণ স্বাস্থ্য উপভোগ করিবে, সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞান-শাস্ত্রের যতই উন্নতি হইবে ততই, মানব জাতির অবস্থা বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত হইবে আমরা ইহা সম্পূর্ণরূপে আশা করিতে পারি। অনেকে ইহা বলিতে পারেন যে আমাদিগের বর্ত্তমান কষ্ট ও দুঃখ পাপ হইতে উৎপন্ন হইতেছে এবং মানব জাতির নৈতিক উন্নতি কেবল ধর্ম্ম দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে, বিজ্ঞান দ্বারা কখন হইবে না। কিন্তু আমরা বলি ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান এই উভয়ই মানব জাতির উন্নতির প্রধান উপায়। অনেকে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানকে দুই বিরোধী পদার্থ ভাবিয়া আসিয়াছেন এই জন্য মানব জাতির উন্নতির স্রোত পশ্চাদ্গামী হইয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে অজ্ঞ ও মূর্খ লোকদিগের মধ্যেই পাপ ও দোষের অধিক প্রাদুর্ভাব। ১৮৬৫ শালে ইংলণ্ডের সমস্ত কারাগারে প্রায় ১২৯০০০ ব্যক্তি ছিল। তন্মধ্যে ১৮২৯জন মাত্র পড়িতে ও লিখিতে পারিত। প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ দোষী ব্যক্তি অজ্ঞ ও মূর্খ।

মনুষ্য পাপের জন্য পাপ কার্য্য করে না, কিন্তু প্রলোভিত হইয়া পাপে প্রবৃত্ত হয়। আমাদিগের সকল দুঃখ ও কষ্ট-ভ্রম হইতে উৎপন্ন হয়। যাহা দুঃখের প্রস্রবণ ও কারণ, ভ্রমান্ধ হইয়া আমরা তাহাতেই সুখান্বেষণ করি। মনুষ্য ভ্রমান্ধ হইয়া অথবা পাপের দণ্ড পাইবে না অথচ তাহার যে সুখ তাহা উপভোগ করিবে, এই মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পাপে প্রবৃত্ত হয়। অনেকে বিশ্বাস করেন অনুতাপই পাপের দণ্ড। পাপ করিলে হয় সেই পাপের নৈসর্গিক দণ্ড বা অনুতাপ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেই হয়। পৃথিবীর যেরূপ প্রকৃতি তাহাতে অনুতাপ করিয়া মনুষ্য ভবিষ্যতে পাপ না করিতে পারে—কিন্তু সে তাহার কেবল অনুতাপ দ্বারা কৃত পাপের বিষময় ফল একেবারে দূর করিতে সক্ষম হয় না। প্রকৃতির নিয়ম ন্যায়সিদ্ধ ও মঙ্গলময়, কিন্তু অপরিবর্ত্তনীয়। পাপ করিলেই কষ্ট পাইতে হয় ইহা প্রায় সকলেই স্বীকার করে; কিন্তু কেহ কেহ বিশ্বাস করে যে এমন কতকগুলি পাপ কার্য্য আছে যাহার ফল সুখ। কিন্তু ইহা কখনই হইতে পারে না। ইহা প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ, সম্পূর্ণ অসম্ভব। রাত্রির পর দিন হওয়া যেমন স্বাভাবিক ও অনুল্লঙ্ঘনীয়, প্রত্যেক পাপের ফল দুঃখ ও কষ্ট সেইরূপ স্বাভাবিক ও অনুল্লঙ্ঘনীয়। কতকগুলি পাপের ফল দৈহিক অথবা মানসিক রোগ অথবা সাংসারিক দুরবস্থা ও অন্য পাপের ফল লোক-গঞ্জনা-জনিত কতকগুলি মানসিক যাতনা। পাপ কার্য্য কখন লুক্কায়িত থাকে না ; তাহা প্রকাশিত হইলে লোক-গঞ্জনা-জনিত মানসিক যাতনা উপভোগ করিতেই হয়। যদি সকলে ইহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারে যে, পাপ করিলে দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করিতেই হইবে, পাপের ফল সুখ কখনই হইতে পারে

না; তাহা হইলে পাপের কারণ প্রলোভনের প্রভাব বিনাশ পাইবে, এবং মানব জাতি বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অবশ্য পাপশূন্য হইবে। এইরূপ বিজ্ঞান মনুষ্যের নৈতিক উন্নতি সাধন করে।

প্রকৃত বিজ্ঞান মানব জাতিকে নির্দ্দোষী করিবে এবং ধর্ম্মপরায়ণও করিবে। ঈশ্বর আমাদিগের মনোবৃত্তি সমূহকে কত প্রধান ও মহৎকার্য্য সম্পাদন করিবার উপযোগী করিয়াছেন বিজ্ঞান শিক্ষা না করিলে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। প্রকৃত বিজ্ঞানই আমাদিগের মনকে সেই সকল কার্য্যে নিযুক্ত করে যাহা ধর্ম্ম ও সুখের পথে উপনীত হইবার একমাত্র উপায়।

এক্ষণে মানব জাতি সভ্যতার বিস্তৃত প্রাঙ্গণের দ্বার-দেশে মাত্র দণ্ডায়মান। আমাদিগের উন্নতির শেষ নাই। পুরাকাল অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে উন্নতির স্রোত অধিকতর বেগে চলিয়াছে। এই উন্নতির স্রোত যে কখন রুদ্ধ হইবে তাহা আমরা চিন্তা করিতে পারি না। মনুষ্যের মনোবৃত্তি সকল অদ্যাপি পূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করে নাই এবং প্রকৃতি-ভাণ্ডারে এমন অনেক বস্তু রহিয়াছে যাহার বিষয় মনুষ্য আজিও কিছুই জানিতে পারে নাই; এমন অনেক সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে যাহা ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইবে ও মনুষ্যের অশেষ সুখ সচ্ছন্দের কারণ হইবে। আজিও মানব জাতি জ্ঞান-সমুদ্রের বেলা-ভূমির উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছে কিন্তু জ্ঞান-সমুদ্র পূরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

ভবিষ্যতে মানব জাতি যে উন্নতির চরম দশায় উপনীত হইবে তাহা আমরা উক্ত জাতির গত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া জানিতে পারিতেছি। এত দিন যে উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে তাহা যে হঠাৎ রুদ্ধ হহয়া যাইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। যাঁহারা মনে করেন যে মনুষ্যের বর্ত্তমান অবস্থাই সর্ব্বোত্তম অবস্থা এবং সভ্যতা উন্নতির সহকারী নহে তাঁহাদিগকে আমরা অন্ধ আখ্যা প্রদান করিতে বাধ্য হই।

আমরা এক্ষণে যে সকল অমঙ্গল দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছি তাহা আমাদিগের অজ্ঞতা ও পাপ হইতে উৎপন্ন। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের অজ্ঞতা ও অজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের পাপ যে দূরীভূত হইবে তাহার আর কোন প্রমাণ আবশ্যক করে না। মানব জাতি ভবিষ্যতে পূর্ণ সুখের অবস্থায় উপনীত হইবে ইহা কবিগণ আশা করিতে সঙ্কুচিত হয়েন কিন্তু বিজ্ঞান ইহা নিশ্চয় করিয়া দিতেছে। মনুষ্য কখন পূর্ণ সুখের অবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারে কিনা সে বিষয়ে আমরা একাল পর্য্যন্ত সন্দেহ করিতাম, কিন্তু তাহা এক্ষণে প্রাকৃতিক নিয়মের নিশ্চয় ফল বলিয়া জানিতে পারিতেছি, এবং দেখিতেছি যে সত্য কল্পনাকেও উল্লঙ্ঘন করিয়া যায়।

নূতন নূতন সত্যের বিস্ময়কর আবিষ্ক্রিয়া ও মানব-জাতির বিশেষ উন্নতি আমরা না দেখিতে পাই, আমাদিগের পুত্র পৌত্রাদি দেখিবে। তাহারা এমন অনেক বিষয় জানিতে পারিবে যাহা এক্ষণে আমাদিগের দৃশ্য হইতে লুক্কায়িত রহিয়াছে। আমাদিগের অপেক্ষা এই সুন্দর পৃথিবীকে অধিক প্রিয় জ্ঞান করিবে। আমাদিগের অপেক্ষা অনেক অল্প দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করিবে, অনেক সুখ ভোগ করিবে, এবং অনেক পরিমাণে প্রলোভন দমন করিয়া নিষ্পাপ ও সুখী হইবে।

জ্ঞানী বাক্য।

(গ্রীক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত)

৪১৩ সংখ্যক পত্রিকার ১১২ পৃষ্ঠার পর।

(৪১)

ঈশ্বর সর্ব্বগ ও সর্ব্বব্যাপী।

স্বফিউস্।

(৪২)

দৃশ্যমান জগত জগত নহে, তাহা তাহার অল্পাংশ মাত্র।

এম্পিডক্লিস।

(৪৩)

(প্রার্থনা)

সর্ব্বময় মঙ্গল দেবতা! এই অনুগ্রহ প্রদান কর যে আমার অন্তর সুন্দর হউক এবং আমার অধিকৃত বাহ্য বস্তু সকল ধর্ম্মানুশিষ্ট মনের সম্মত হউক এবং তাঁহাকেই যেন আমি ধনবান বলিয়া জ্ঞান করি যিনি জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক।

সক্রেটিস।

(৪৪)

(নমস্কার)

সেই স্বয়ম্ভু পুরুষ, যিনি সকল স্থানে ব্যাপ্ত-আছেন এবং যিনি স্বীয় বাহু দ্বারা ভ্রাম্যমান দ্যুলোক ধারণ করিতেছেন, যিনি কখন উজ্জ্বল আলোক দ্বারা পরিবেষ্টিত, কখন অন্ধকার রজনী যাঁহার পরিচ্ছদ, এবং যাঁহার চতুর্দ্দিকে হর্ষযুক্ত তারকাগণ নৃত্য করত চিরস্থায়ী গতিতে প্রদক্ষিণ করিতেছে, তাঁহাকে নমস্কার।

ইউরিপাইডিস।

(৪৫)

আত্মা যখন প্রকৃতিস্থ থাকে তখন ঈশ্বরকে না প্রীতি করিয়া ও তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে ইচ্ছুক না হইয়া থাকিতে পারে না। এই প্রীতি বিশুদ্ধ, স্বর্গীয় ও নির্দ্দোষ, কুমারীদিগের প্রীতির ন্যায়। কিন্তু যখন উহা পার্থিব প্রীতি ও প্রমোদে অবতরণ করে তখন উহা মর্ত্ত্য সুখ দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া স্বর্গীয় ও দৈব প্রীতির বিনিময়ে মর্ত্ত্য প্রীতির বশীভূত হয়। কিন্তু যখন উহা এই সকল অপবিত্র প্রীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধসত্ত্ব হইয়া পিতা ও স্রষ্টার নিকট পুনরাবর্ত্তন করে তখন উহা পুনরায় প্রকৃতিস্থ হয়।

প্লেটোইনস।

(৪৬)

ঈশ্বর সমস্ত জগতের ঈশ্বর; সকল বস্তুর কারণ, সকল বস্তুর প্রকাশক ও জীবন এবং সকল গতির মূল। তাঁহা হইতে সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে এবং অসৎ হইতে সতে নীত হইয়াছে।

পিথাগোরাস।

(৪৭)

ঈশ্বর বিনা আয়াসে সমস্ত জগৎ পরিচালিত করেন।

জেনোফেনিস।

(৪৮)

এই শরীর প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অন্য কিছুতে পরিণত হইবে কিন্তু আমার আত্মা কখন বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না। উহা অমর পদার্থ, উহা স্বর্গের অভিমুখে উড্ডীন হইবে। ঐ সকল দিব্য ধাম আমাকে গ্রহণ করিবে এবং মনুষ্যের সঙ্গে নহে, দেবতাদিগের সঙ্গে আমি আলাপ করিব।

হিরাক্লাইটস্

(৪৯)

বীরপ্রধান হরকিউলিসের ন্যায় আমাকে অনেক সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। আমি লোভ জয় করিয়াছি, ভয় ও চাটুকারিতা জয় করিয়াছি, অতিভোজন ও পানদোষ আমার প্রতি আধিপত্য করিতে পারে না, শোক এবং ক্রোধ আমাকে ভয় করে এবং আমার নিকট হইতে পলায়ন করে। এই সকল জয়লাভের জন্য আমাকে কোন রাজা শোভন মুকুট * পুর-

* এইরূপ মুকুট প্রদান গ্রীক রীতি ছিল।

ষ্কার প্রদান করেন নাই, কিন্তু আমি আপনার রাজা আপনি হইয়াছি।

ঐ।

(৫০)

হে অজ্ঞ মূঢ় ব্যক্তিগণ! আমাকে নাস্তিকতা ও অধার্ম্মিকতার অপবাদ দিতেছ কিন্তু তোমাদিগের কথা বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে আমি তোমাদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে ঈশ্বর কিরূপ ও কোথায় তিনি আছেন তাহা কি তোমরা বলিতে পার? তিনি কি মন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যে বদ্ধ আছেন? তাঁহার পাষাণময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাই কি ধর্ম্ম হইল? মূর্খগণ! তোমরা কি জান না যে ঈশ্বরকে হস্ত দ্বারা নির্ম্মাণ করা যায় না। তাঁহার কোন প্রতিষ্ঠা-ভূমি নাই। কোন মন্দিরের প্রাচীর দ্বারা তিনি বদ্ধ নহেন, উদ্ভিদ, প্রাণী ও গ্রহ, তারা, নক্ষত্র পরিশোভিত এই জগতই তাঁহার মন্দির।

ঐ।

(৫১)

হে ইউথিক্লিস! আমিই কি অধার্ম্মিক যে কেবল তোমাদিগের মধ্যে ঈশ্বরকে জানে? মন্দিরে ব্যতীত কি অন্যত্র ঈশ্বর নাই? পাষাণই কি কেবল তাঁহার পরিচায়ক? না, তাঁহার নিজের কার্য্য সকল তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। সূর্য্য প্রধানতঃ তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতেছে, রাত্রি দিবা তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতেছে, ফলবতী বসুমতী তাঁহাকে ঘোষণা করিতেছে, তাঁহার নির্ম্মিত ইন্দুকলা আকাশে তাঁহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ঐ।

(৫২)

জ্ঞানই জগতের নির্ম্মাতা। জ্ঞানই অদ্যাপি জগতকে শাসন করিতেছে। জ্ঞানই স্বর্গ মর্ত্ত্যের রাজা ও সম্রাট।

এনেক্সগোরাস্।

(৫৩)

উত্তম ও উপযুক্ত পদার্থের কারণ যিনি তিনিই ঈশ্বর।

ঐ।

(৫৪)

ঈশ্বর জ্ঞান স্বরূপ। তিনি সকল বস্তুর কারণ অতএব বুদ্ধি মনের কারণ। তাঁহাতে অর্থাৎ তাঁহার চিন্তাতে সমস্ত বস্তু সংক্ষেপরূপে ও একত্ব ভাবে অবস্থিত আছে।

পার্মিনাইডিস্।

(৫৫)

সকল বস্তু এইএক বস্তু হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ্বর একমাত্র, কেবল, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, অকৃত, স্বয়ম্ভু, অশরীরি, আকৃতি-বিহীন, নির্ব্বিকার, অপরিবর্ত্তনীয়। তাঁহার স্থিতি আমাদিগের স্থিতি হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। তাঁহাতে পারম্পর্য্য নাই। তিনি ভূত-ভবিষ্যৎ-শূন্য নিত্য বর্ত্তমানে অবস্থিত।

ঐ।

(৫৬)

ঈশ্বর যখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ তখন তিনি অবশ্যই একমাত্র পদার্থ।

জিনোইলিয়াটিস্।

(৫৭)

সকলের উপর আধিপত্য করা, সকলকে পরাজয় করা, সকলকে বশীভূত করা, ঐশী শক্তির লক্ষণ। কোন বস্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা হইতে যত ন্যূন, ঈশ্বর হইতে তত ন্যূন।

ঐ।

(৫৮)

যাহা কিছু জলে স্থলে শূন্যে বিদ্যমান আছে, সকলই জগৎনিয়ন্তা ঈশ্বরের কার্য্য।

এম্পিডক্লিস।

(৫৯)

ঈশ্বর সকলের নিয়ন্তা ও রাজা, সদা এক মাত্র, ধ্রুব, অচল, আপনিই আপনার সদৃশ, অন্য কোন বস্তুর সদৃশ নহেন।

ফাইলোলেয়স্।

(৬০)

ঈশ্বর ধর্ম্মানুসারে কৃত সকল বস্তুর আদি অন্ত ও মধ্য।

আর্কাইটস্।

(৬১)

ইন্দ্রিয়ের কথা শুনিবে না। সকল বস্তু নির্ম্মল জ্ঞান দ্বারা আলোচনা করিবে।

এম্পিড্‌ক্লিস।

(৬২)

আত্মা অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ পদার্থ আছেন। তাঁহাকে আমরা ঈশ্বর বলি।

আর্কাইটস্।

(৬৩)

সেই নিত্য পরমেশ্বর এই সকল বস্তুর রাজা, মূল ও পিতা। তাঁহাকে, কেবল আত্মা দ্বারা দেখা যায়।

টাইমিয়স লোক্রস্।

(৬৪)

কাল, অস্পৃষ্ট নিত্য কালের প্রতিরূপ। যেমন এই দৃশ্য জগত অদৃশ্য জগতের আদর্শে সৃষ্ট হইয়াছে, তেমনি নিত্য কালের প্রতিরূপ-স্বরূপ কাল এই জগতের সঙ্গে একত্রে সৃষ্ট হইয়াছে।

ঐ।

(৬৫)

যেমন গায়ক-সম্প্রদায়ে মূল গায়ক আরম্ভ করিলে সেই গায়ক-সম্প্রদায়ের পুরুষ ও স্ত্রীরা তাহাকে অনুসরণ করে, প্রত্যেকে কেহ উচ্চ স্বরে কেহ নীচ স্বরে গান করে, কিন্তু সকলে মিলিত হইয়া সম্পূর্ণ সঙ্গীত উৎপাদন করে সেইরূপ এই জগতে ঈশ্বর মূল গায়ক স্বরূপ সঙ্গীত আরম্ভ করিলে গ্রহ তারা নক্ষত্র নির্দ্দিষ্ট স্বর ও তান অনুসারে তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া এক অতি অপূর্ব্ব সঙ্গীত উৎপাদন করে।

ডিমণ্ডো নামক গ্রন্থ প্রণেতা।

(৬৬)

যিনি একমাত্র, অপরিবর্ত্তনীয়, এবং সর্ব্বদা সমান তাঁহার নাম মঙ্গল। এই আদি-মঙ্গলের সদৃশ ও সমস্বরূপ হওয়ার প্রতি মনুষ্যের মঙ্গল নির্ভর করে।

সিসিরো-ধৃত মিগারিক সম্প্রদায়ের মত।

(৬৭)

সাইলোপবাসী ডাইয়োজিনিস একটী স্ত্রীলোককে প্রতিমা-পূজা করিতে দেখিয়া তাহার অজ্ঞানান্ধতা মোচন জন্য বলিলেন "হে রমণি! তোমার সম্মুখে বিদ্যমান ঈশ্বরের সাক্ষাতে এরূপ অনুচিত ব্যবহার সম্বন্ধে কেননা সাবধান হও, কারণ সকল বস্তু তাঁহার দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে।" অর্থাৎ সর্ব্বত্র বিদ্যমান ঈশ্বরের সম্মুখে প্রতিমা-পূজা দ্বারা তাঁহার অবমাননা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

ডাইয়োজিনস্ লেয়র্টিয়স্।

(৬৮)

এরিষ্টোডিমস্ নামক নাস্তিকের সহিত সক্রেটিসের কথোপকথন হওয়াতে এরিষ্টোডিমস এইরূপ আপত্তি করিলেন যে "যেমন আমি মনুষ্যের কৃত বস্তুর নির্ম্মাতাদিগকে দেখিতে পাই সেইরূপ ত কই জগতনির্ম্মাতাকে দেখিতে পাই না। সক্রেটিস উত্তর করিলেন "তোমার শরীর-নিয়ামক আত্মাকেও তুমি দেখিতে পাও না। যেমন আত্মাকে দেখিতে পাও না বলিয়া তোমার সকল কার্য্য অজ্ঞান-কৃত, জ্ঞান-কৃত নহে, এরূপ নিশ্চয় করা অন্যায়, সেইরূপ জগতের সকল বস্তু জ্ঞানকৃত নহে এরূপ নিশ্চয় করা অন্যায়। তৎপরে যখন এরিষ্টোডিমস ঈশ্বর-উপাসনা বিষয়ে এইরূপ আপত্তি করিলেন যে "হে

সক্রেটিস! আমি ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করি না কিন্তু আমার উপাসনাতে তাঁহার প্রয়োজন আছে ইহা মনে না করিলে তাঁহাকে আরও মহৎ মনে করা হয়।" সক্রেটিস উত্তর করিলেন "যিনি তোমার রক্ষক তিনি যত মহৎ সেই অনুসারে তিনি তোমার দ্বারা পূজিত হওয়া কর্ত্তব্য। তৎপরে এরিষ্টোডিমস একটী-মাত্র ঈশ্বর এক কালে এত বস্তুর প্রতি মনোযোগ প্রদান করিতে পারেন ইহা বিশ্বাস যোগ্য নহে এই কথা বলিয়া ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্বে অবিশ্বাস প্রকাশ করাতে সক্রেটিস সেই অবিশ্বাস দূরীকরণার্থ বলিলেন "বন্ধো! আমি তোমায় মিনতি করি এইটী বিবেচনা কর যে আমাদিগের শরীরস্থ মন শরীরকে যদৃচ্ছাক্রমে নিয়মিত করিতে পারে তবে জগতের অধিপতি জ্ঞান-স্বরূপ পদার্থ যথোপযুক্তরূপে জগতস্থিত সকল বস্তুকে কি পরিচালনা করিতে পারেন না? যদি তোমার চক্ষু যোজনস্থিত বস্তুকে দেখিতে পারে তবে ঈশ্বরের চক্ষু কি সকল বস্তু দেখিতে পারে না? যদি তোমার মন অত্রস্থ, মিসরস্থ ও সিসিলিস্থিত বস্তু সকলকে এককালে চিন্তা করিতে পারে তবে ঈশ্বরের জ্ঞান সকল স্থানের সকল বস্তুর প্রতি এক কালে কি মনোযোগী হইতে পারে না?" তৎপরে সক্রেটিস এই কথা বলিয়া শেষ করিলেন যে "যদ্যপি, হে এরিষ্টোডিমস! ঈশ্বরের উপাসনায় সংযতরূপে প্রবৃত্ত হও তাহা হইলে তুমি অনায়াসে বুঝিতে পারিবে ঈশ্বর এতদ্রূপ মহান্ যে তিনি এক কালে সকল বিষয় দর্শন করেন, সকল বিষয় শ্রবণ করেন, সকল স্থানে উপস্থিত থাকেন, এবং সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করেন।

জেনোফন্।

ক্রমশঃ

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

ভারতী হইতে উদ্ধৃত।

গ্রীকদেশের প্রধানতম তত্ত্ববিৎ প্লেটো এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে বহির্জগতের রহস্য ভেদ করা মনুষ্যের ক্ষমতাতীত, কেবল তত্ত্বজ্ঞানেই মনুষ্যের অধিকার আছে এবং জ্ঞানী ব্যক্তির প্রয়োজনও তাহাই। কিন্তু এরূপ কথায় কাহার উদ্যম ভঙ্গ হয়? যাহার হয়, সে কি আর মনুষ্য? মনুষ্য কখন কথায় ভুলিবার পাত্র নহে। মনুষ্যের মন যাহা চায় মনুষ্য তাহা না পাইলেই নয়। মনুষ্যের নিকুট দুর্গম পর্ব্বত তৃণ-তুল্য, সমুদ্র গোষ্পাদতুল্য, পৃথিবী মৃৎপিণ্ডতুল্য। আর্কিমীডীস্ অকুতোভয়ে বলিলেন যে, পৃথিবীর বাহিরে যদি আমি কেবল একটু দাঁড়াইবার স্থান পাই তবে আমি পৃথিবীকে স্থানভ্রষ্ট করিতে পারি। নিউটন ক্ষুদ্র একটা ফলপতনের সঙ্গে অসীম জগতের অনন্ত গতির সঙ্গে, অনায়াসে ভ্রাতৃসম্বন্ধ বাঁধিয়া দিলেন। নিউটনের জ্ঞানে অসীম জগৎ একটা আপেল্ ফলের সহোদর! ধরাকে সরাজ্ঞান করা আর কাহাকে বলে! কিন্তু বাস্তবিক নিউটনের আর এক প্রকার জ্ঞান ছিল! তিনি জানিতেন যে বিজ্ঞান রত্না-কর বিশেষ, তিনি কেবল উপকূলের কতিপয় উপলখণ্ড মাত্র সঙ্কলন করিয়াছেন! সে যাহা হউক, প্লেটোর সময়ে বাহ্য জগতের বিজ্ঞান গোকুলে বাড়িতেছিল, প্লেটো তাহা স্বপ্নেও জানিতেন না। প্লেটোর ভুল কোন্ খানে সেটি একবার মনঃসংযোগ করিয়া দেখা যাউক। তিনি তত্ত্বজ্ঞানেরই অনুশীলন করিয়াছেন, বিজ্ঞানের অনুশীলন করেন নাই। এ যদি হইল, তবে তত্ত্বজ্ঞানে মনুষ্যের অধিকার কি পর্য্যন্ত, ক্ষমতা কি পর্য্যন্ত, উপকার কি পর্য্যন্ত, তাহাই তিনি আমাদিগকে বলুন যে, তাঁহার কথা আমরা আগ্রহের সহিত শুনি এবং নতমস্তকে গ্রহণ করি। বহির্জগতের বিজ্ঞান তাঁহার নিকট নিতান্তই অপরিচিত প্রদেশ; তাহাতে মনুষ্যের অধিকার আছে কি না, ক্ষমতা আছে কি না, উপকার আছে কি না, ইহার সিদ্ধান্ত তাঁহার নিকট প্রত্যাশা করা বিফল। হয় ত তিনি বাহ্য জগতের রহস্য ভেদ করিবার জন্য এক সময়ে বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কৃতকার্য্য না হওয়া প্রযুক্ত পরিশেষে ক্ষান্ত হইলেন। কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইলেন না, বা তাঁহার পূর্ব্বে কেহ তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই, এই মাত্র কারণে তিনি যে একেবারে এই নির্ঘাত কথাটি কহিয়া দিলেন যে, অনন্ত ভবিষৎ কালেও কোন ব্যক্তি তাহাতে কৃতকার্য্য

হইতে পারিবেন না, ইহা তাঁহার সদৃশ ব্যক্তির মুখে কখনই শোভা পায় না।

অধুনাতন প্রামাণিক সম্প্রদায় * যদিও প্লেটোর সঙ্গে কোন বিষয়েই কোন সম্পর্ক রাখে না, তথাপি প্লেটোর ঐ ভ্রমটিতে প্রকারান্তরে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বহির্জগতের বিজ্ঞানকে প্লেটো যে চক্ষে দেখিতেন, তত্ত্বজ্ঞানকে ইহাঁরাও সেই চক্ষে দেখেন। ইহাঁরা বলেন যে, তত্ত্বজ্ঞান মনুষ্যের সাধনাতীত, অতএব তাহার আলোচনা নিষ্ফল। বিজ্ঞানের প্রতি প্লেটোর ঐ যে বিরাগ এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি ইহাঁদের এই যে বিরাগ, উভয়েরই প্রতি আমাদের অবিকল একই প্রকার বক্তব্য, এজন্য পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহাই এখানে পুনরুল্লেখ করি। প্রামাণিক পণ্ডিত বিজ্ঞানেরই অনুশীলন করিয়া থাকেন, তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন করেন না। এ যদি হইল তবে বিজ্ঞানে মনুষ্যের অধিকার কি পর্য্যন্ত, ক্ষমতা কি পর্য্যন্ত, উপকার কি পর্য্যন্ত তাহাই তিনি আমাদিগকে বলুন যে, তাঁহার কথা আমরা আগ্রহের সহিত শুনি এবং নত মস্তকে গ্রহণ করি। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান তাঁহার নিকটে নিতান্তই অপরিচিত প্রদেশ, তাহাতে মনুষ্যের অধিকার আছে কি না, ক্ষমতা আছে কি না, উপকার আছে কি না, তিনি তাহার কি জানিবেন? হয়ত তিনি তত্ত্বজ্ঞানের রহস্য ভেদ করিবার জন্য পূর্ব্বে এক সময়ে বহু যত্ন করিয়াছিলেন, কৃতকার্য্য না হওয়া প্রযুক্ত তাহাতে ক্ষান্ত হইলেন। কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইলেন না, বা তাঁহার পূর্ব্বে কেহ কৃতকার্য্য হন নাই, এই মাত্র কারণে তিনি যে একেবারে এই নির্ঘাত কথাটি কহিয়া দেন যে, অনন্ত ভবিষৎ কালেও কেহ তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, ইহা তাঁহার ন্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তির মুখে কখনই শোভা পায় না। এক বিজ্ঞান অপর বিজ্ঞানের কোথায় সাধ্যানুসারে আনুকূল্য করিবে, তাহা না করিয়া যদি প্রতিকূলতাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তবে সে ভ্রাতৃবিরোধ যেমন শীঘ্র চুকিয়া গেলেই ভাল হয়, তেমনি তত্ত্বজ্ঞানে বিজ্ঞানে বিবাদ লাগিলে, সে ঘরাও বিবাদ শীঘ্র নিস্পত্তি হইয়া গেলেই ভাল হয়। মনুষ্য কি এমনই কথায় ভুলিবার পাত্র যে, তুমি তাহাকে বলিবে "বাহিরে যত ইচ্ছা বিচরণ কর, ভিতরে প্রবেশ করিতে যাইও না" অথবা আর এক জন বলিবে, "না, তুমি ভিতরে যত ইচ্ছা প্রবেশ কর, বাহিরের দিকে যাইও না" আর অমনি সে তাহাতে মাথা নোয়াইবে! এও কি কখন সম্ভবে! "ওদিকে জুজু ওদিকে যাইও না" এরূপ কথা যিনিই বলুন না কেন, প্লেটোই বলুন, আর কম্‌টিই বলুন, অজ্ঞান শিশুকেই যেন বলেন, মনুষ্যকে ওরূপ কথা যত অল্প বলেন ততই ভাল; আদবেই না বলেন সর্ব্বাপেক্ষা ভাল! পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, মনুষ্য কখন কথায় ভুলিবার পাত্র নহে। মনুষ্যের মন যাহা চায়, তাহা সে না পাইলেই নয়। যে মনুষ্যের নিকট দুর্গম পর্ব্বত তৃণ-তুল্য, সমুদ্র গোষ্পদতুল্য, পৃথিবী মৃৎপিণ্ড-তুল্য, যে মনুষ্য আপেল্ ফলের পতনে অসীম জগতের গতি-বিধি প্রতিবিম্বিত দেখে, সেই মনুষ্যই আপনার ক্ষুদ্র আত্মাতে অপরিসীম মহান্ আত্মাকে প্রতিবিম্বিত দেখে। নিউটন্ যেমন অনির্দ্দেশ্য অসীম অনন্ত জগৎকে করতলন্যস্ত আপেল্ ফলের ন্যায় প্রতীতি করিয়াছিলেন, অস্মদ্দেশীয় কোন পূর্ব্বতন আচার্য্য সেইরূপ অনাদ্যন্ত পরমাত্মাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ প্রতীতি করিয়াছিলেন—দুইই আশ্চর্য্য—একের মনে সত্যের বিস্তার, অপরের মনে সত্যের প্রগাঢ়তা যত দূর প্রকাশ পাইতে পারে তাহা পাইয়াছে। অথবা মনুষ্যের নিকটে আবার আশ্চর্য্য কি? মনুষ্য নিজেই আশ্চর্য্য।

বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে এক্ষণে এই একটি কথার সৃষ্টি হইয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞান বিজ্ঞানের ন্যায় প্রামাণিক নহে। ইহার তাৎপর্য্য কেবল এই কথাটি সকলকে বলা যে, তত্ত্বজ্ঞানের দিকে যাইও না, বিজ্ঞানের চর্চ্চাতে ক্রমাগত নিযুক্ত থাক। প্রকৃত বৃত্তান্তটি এই—এক পাত্র জলে যদি অল্প পরিমাণে শর্করা মিশ্রিত থাকে, তবে তাহাতে বাস্তবিক শর্করা আছে কি না ইহা, প্রমাণ করিতে হইলে বিজ্ঞানের সাহায্য আবশ্যক হয়! কিন্তু যদি সেই জলে প্রচুর পরিমাণে শর্করা মিশ্রিত থাকে, তবে তাহার স্বাদগ্রহই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ, অন্যতর প্রমাণের কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। বহির্জগতে সত্য বহুধা বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, এজন্য তথাকার কোন একটি সত্যের প্রমাণ দিতে হইলে অন্য আর একটি বা ততোধিক সত্যের সহায়তা আবশ্যক হয়। "পৃথিবী গোল" এই সত্যটির প্রমাণ দিতে হইলে, জাহাজের মাস্তুর দিগন্তরেখায় ক্রমে ক্রমে নিমগ্ন হইয়া যায়, এই আর একটি সত্যের সহায়তা আবশ্যক হয়। প্রত্যুত আত্মাতে সত্য এমনি প্রগাঢ় রূপে ওতপ্রোত রহিয়াছে যে, তাহা সহজ অনুভব ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা করে না। বহির্জগতে সত্য বিক্ষিপ্ত ভাবে রহিয়াছে বলিয়া তথায় একাধিক প্রমাণের প্রয়োজন হইয়া থাকে। আত্মাতে সত্য প্রগাঢ় ভাবে রহিয়াছে বলিয়া, একমাত্র স্বানুভূতি

*Positive Philosopher,

ভিন্ন তাহার দ্বিতীয় প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। এই কারণে যদি বিজ্ঞানকে প্রামাণিক জ্ঞান বল তবে তাহাতে আমাদের অল্পই আপত্তি থাকে। কিন্তু যদি বল যে, তত্ত্বজ্ঞান প্রমাণের সহিত আদবেই কোন সম্পর্ক রাখে না সুতরাং তাহা খ-পুষ্পবৎ অলীক, তবে তাহাতে আমরা কখনই সায় দিতে পারি না। কেন না স্বানুভূতিকে আমরা প্রমাণের পরাকাষ্ঠা বলিয়া স্বীকার করি। যেখানে স্বানুভূতি সম্ভবে না, সেই স্থানেই অন্য প্রকার প্রমাণ দর্শান আবশ্যক হয়। যেমন জ্বলন্ত প্রদীপকে দেখিবার জন্য দ্বিতীয় প্রদীপ আবশ্যক হয় না, তেমনি আত্মাকে জ্ঞানায়ত্ত করিতে হইলে দ্বিতীয় কোন বস্তুর প্রয়োজন হয় না। আত্মা আপনিই আপনার প্রমাণ। এই আত্মপ্রত্যয়টি তত্ত্বজ্ঞানের প্রথম সোপান। অতঃপর আত্মার অতলস্পর্শ গভীরতা এবং জগতের অপরিসীম বিস্তার এ দুয়ের মধ্যে অপরিমেয় ভাবের যেরূপ মিল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে দুইকে একই অসীম সত্যের এপিট ওপিট মনে না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারা যায় না। সে সত্য এমনি যে তাহাতে অতলস্পর্শ জ্ঞানের গভীরতা এবং অপরিসীম শক্তির বিস্তার উভয়ই একাধারে পাওয়া যায়। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে প্রথমে স্বানুভব, এবং তাহার পরে তাহার অসীম বিস্তার এবং প্রগাঢ়তা, এই দুই প্রকার প্রমাণের উপরে তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, বালুকার বাঁধের উপরে নহে। অতএব তত্ত্বজ্ঞানকে অপ্রমাণ না বলিয়া স্বপ্রমাণ বলাই যুক্তিসিদ্ধ। শুদ্ধ কেবল বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে প্রামাণিক বলিলে প্রকারান্তরে বলা হয় যে তত্ত্বজ্ঞানের পদ্ধতি প্রামাণিক নহে; এরূপ অত্যুক্তিতে না গিয়া এখন অবধি বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং তত্ত্বজ্ঞানের পদ্ধতিকে দার্শনিক পদ্ধতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। এক্ষণে সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কে কিরূপ সাক্ষ্য প্রদান করেন, একবার অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক।

ক্রমশঃ

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রতি মাসের প্রথম তারিখেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। যদি কেহ সপ্তাহের মধ্যে উহা প্রাপ্ত না হন তাহা হইলে আমার নিকট লিখিলেই সত্বর পাওয়ার বন্দবস্ত করিয়া দিব।

শ্রী প্রসন্নকুমার বিশ্বাস
সহকারী সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৭৯৯ শক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১৭৫২ ।/ ৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৩০৪ ৸৶/১৫
সমষ্টি	২০৫৭ ।/০
ব্যয়	১৮৮৮৸/০
স্থিত	১৬৮ ॥০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	১১৭৪ ॥/০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২১৫ ৶/১৫
পুস্তকালয়	৩৬ ॥৵/১০
যন্ত্রালয়	২৪৪ ।৶০
গচ্ছিত	৮১ ।৶০
সমষ্টি	১৭৫২ ।/ ৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ ...	১২৮৭ ।/০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৫৫ ৻১৫
পুস্তকালয়	৫৭ ।৶/১০
যন্ত্রালয়	২৩১॥ ৫
গচ্ছিত	৫৭ ।৶/১০
সমষ্টি	১৮৮৮৸/০

দান প্রাপ্তি।

বোম্বাই দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য দান সংগ্রহ	১১০৩৸০
শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরী রায়বাহাদুর	২৫
" তারকনাথ দত্ত ...	১০
" রাজারাম মুখোপাধ্যায় ...	৫
" রাজনারায়ণ বসু ...	২
" হরচন্দ্র সার্ব্বভৌম ...	১॥৵০
" প্রসন্নকুমার দাস ...	১
	১১৪৮ ।৵০
দানাধারে প্রাপ্ত	১৮৸/০
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয় ...	৭।৵০
	১১৭৪॥/০

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সম্বৎ ১৯৩৪। কলিগতাব্দ ৪৯৭৯। ১ মাঘ রবিবার।

Registerd No. 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প
তৃতীয় ভাগ
ফাল্গুন ১৭৯৯ শক।

৪১৫ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৮

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যোবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

উপদেশ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১০ মাঘ ১৭৯৯ শক।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু কর্ত্তৃক
বিবৃত।

ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন উপলক্ষে আমরা বর্ষে বর্ষে যে ব্রহ্মোৎসব করিয়া থাকি সেই শুভ দিন আবার আসিয়া উপস্থিত হইল। অদ্য আমরা এই শুভ ক্ষণে পুনর্ব্বার সেই মহোৎসাহ-পূর্ণ আনন্দোৎসবের দ্বারোন্মোচন করিলাম। জ্ঞানপিপাসু, প্রেমপিপাসু এবং মোক্ষাভিলাষী সকলে সত্বর হইয়া আগমন কর, সংযতচিত্তে শ্রদ্ধার সহিত ইহাতে ব্রতী হও, হৃদয় ভরিয়া ব্রহ্মজ্ঞানামৃত পান কর এবং প্রাণ ভরিয়া ঈশ্বরকে ডাকিয়া মানব জন্মের সাফল্য অনুভব কর।

ব্রহ্মজ্ঞান-সাধন, প্রিয়তম পরমাত্মার দর্শন এবং ঈশ্বরের কার্য্য-জ্ঞানে অর্থাৎ তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিতেছি এই মনে করিয়া জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদন ইহার কোনটিই হৃদয়ের যোগ ব্যতীত, জ্ঞান-প্রীতির সমন্বয় ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। সংসারে এমন কার্য্য অনেক আছে যাহা জ্ঞানযোগ ও হৃদয়ের যোগ ব্যতীত কেবল নিয়ম ও অভ্যাসের বশে সংসাধিত হইয়া থাকে। অনেক কার্য্য এমনও আছে যাহা আমরা বিনা জ্ঞান, বিনা প্রেমে, কেবল স্বার্থবশে, ও ফল-কামনার সহিত সাধন করিয়া থাকি। ভৃত্য স্বীয় প্রভুকে প্রীতি না করিয়াও কেবল সুনিয়ম ও অভ্যাসাধীন তাঁহার কর্ম্ম সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারে, অথবা স্বার্থের অনুরোধে তাঁহার সেবা ও প্রিয় কার্য্য করিতে পারে। তাদৃশ কোন স্থানে মানবের হৃদয় কার্য্য করে না, জ্ঞান প্রেম উৎসাহিত হয় না এবং সেই সকল নিয়ম ও অভ্যাসের অন্ধ কারাগার হইতে জীবাত্মা উদ্ধার লাভ করিতে পারে না।

চক্ষুরুন্মীলন করিলে নেত্রগত-স্বভাবাধীন সূর্য্যকে দেখা যাইতে পারে, কিন্তু প্রেম ব্যতীত, জ্ঞান ব্যতীত, হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন ব্যতীত, সূর্য্যের অন্তর্যামী ও বরণীয় স্বরূপ বিধাতাকে দেখা যায় না। প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া, প্রাকৃতিক সংস্কারাধীন পুত্রের মুখ চুম্বন করিতে পারি, কিন্তু ভগবৎ-প্রেম ব্যতীত, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত, সে প্রকৃতি-রাজ্য

—সে মায়ারাজ্য ভেদ করিয়া, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির নিয়ন্তাকে দেখিতে পাই না। যত দিন দেখিতে না পাই তত দিন কেবল প্রবৃত্তির, কেবল মায়ার দাস হইয়া থাকি। নিয়মে বদ্ধ হইয়া প্রতি দিন অথবা পর্ব্ব দিনে ঈশ্বরের পূজা করিতে পারি, অথচ তাঁহাকে প্রেম করিতে বা তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে যত্ন করি না এবং যে সকল মন্ত্র দ্বারা তাঁহার পূজা করি তাহারও অর্থ জানি না। ফল-কামনার ও প্রবৃত্তির দাস হইয়া ঈশ্বরের নিকটে কাম্য বিষয় প্রার্থনা করিতে পারি, কিন্তু তাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা হয় না। যত দিন জীব এইরূপে প্রেমহীন জ্ঞানহীন প্রবৃত্তির ও প্রকৃতির স্বার্থের ও অর্থবাদের দাস হইয়া থাকেন তত দিন পরমেশ্বরের অভয়পদ লাভ করিতে পারেন না। তত দিন তাঁহাকে পরমেশ্বরের উপাসক বলা যাইতে পারে না, কিন্তু তিনি প্রবৃত্তির ও বেদের দাস বলিয়া কথিত হন।

এইরূপ জ্ঞান-প্রেম-শূন্য অজ্ঞানান্ধ-কারাগার ও দাসত্ব হইতে ভারতবাসীদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানের ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইয়াছে। দিশাহারা নিশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুপথ দেখাইয়া দিলে তাহার মনে যত আনন্দ হয়, অন্ধকারাগারস্থ বন্দীকে স্বাধীনতা ও মুক্তি দান করিলে তাহার যত আনন্দ হয় অকুল পাথারে পতিত ব্যক্তিকে কোন উপায়ে কুল দিলে তাহার যেমন আনন্দ হয়, মাতৃহারা শিশুকে মাতৃক্রোড়ে স্থাপন করিলে তাহার যত আনন্দ হয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে পাইয়া আমাদের তদপেক্ষা অধিক আনন্দ লাভ হইয়াছে। কেন না ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে প্রবৃত্তির অধীন ও দাসের ন্যায় হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে উপদেশ দেন না, কিন্তু জ্ঞান ও প্রেমোত্তপ্ত হৃদয়ের যোগে, স্বাধীন ভাবে, বুঝিয়া সমঝিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা ও ঈশ্বরার্থে সংসার-ধর্ম্ম সাধন করিতে আদেশ দিয়া থাকেন॥ এই জন্য ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন উপলক্ষে আমাদের এত আনন্দ।

হে প্রবৃদ্ধ তাত, প্রেমাস্পদ বন্ধু এবং কল্যাণীয় বৎসগণ! আমি এই মহোৎসবের আরম্ভেই অত্রাবির্ভূত পরমেশ্বরের সম্মুখে আপনাদের নিকটে এ সম্বন্ধে ভারতের পূর্ব্ব রহস্য সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

অতি পূর্ব্বকালে কালবশে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স-ফলপ্রদ বেদ-বিহিত সজীব ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে যখন ভারতসমাজে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল তখন লোকের হিত কামনায় মহর্ষিগণ সেই ধর্ম্ম-রক্ষার নিমিত্তে নানা শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। লোকে জ্ঞান প্রেমের দ্বারা দুর্গম ক্ষুরধারাতুল্য ঈশ্বরতত্ত্ব অনুভব না করিয়াও যাহাতে কেবল সুনিয়মের বলে নিত্য নৈমিত্তিক এবং শ্রৌত ও গৃহ্য ক্রিয়া সকল অনায়াসে সাধন করত ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারে মহর্ষি জৈমিনী ও স্মৃতিকারগণ সেই উদ্দেশে কর্ম্মমীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। লোকে যাহাতে স্বতন্ত্ররূপে পরমেশ্বরকে বুঝিবার আয়াস না পাইয়া কেবল অভ্যাস ও সাধন-প্রভাবে প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ধ্রুব সত্য কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ আত্মকৈবল্য লাভ করিতে পারে মহর্ষি কপিল ও পতঞ্জলি তদনুযায়ী তত্ত্ব সকল ভেদ পূর্ব্বক সাংখ্য-জ্ঞান ও যোগ শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তির কঠোর সাধন না করিয়া লোকে সহজে কেবল পদার্থ-বিচার ও তর্ক সিদ্ধান্ত দ্বারা পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারে মহর্ষি গৌতম ও কণাদ সেই উদ্দেশে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন প্রচার

করিলেন। কিন্তু ভগবান ব্যাসদেব আত্মানুভবে—আত্মপ্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ-স্বরূপ উপনিষদ্‌রূপ বৈদিক জ্ঞানকাণ্ড বিচার করিয়া স্বীয় ব্রহ্মমীমাংসা-শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ঈশ্বরানুভব ব্যতীত, আত্মানুভব-সিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত, প্রেমোত্তপ্ত ও ভক্তি-চন্দন-চর্চ্চিত হৃদয়ের যোগ ব্যতীত, কোন রূপ নিত্য নৈমিত্তিক ও শ্রৌত স্মার্ত্ত ক্রিয়া দ্বারা বা অভ্যাসাধীন কোনরূপ যোগ-সাধন দ্বারা অথবা কোনরূপ তর্কানুমান দ্বারা অভিলষিত সিদ্ধি লাভ করা অসম্ভব।

এতাবতা নিয়ম ও বিধিবাদী জৈমিনী প্রভৃতির কর্ম্মকাণ্ড ও তৎ-ফল-স্বরূপ স্বর্গ ভোগ, অভ্যাস-বাদী কপিল প্রভৃতির যোগ-কাণ্ড ও তৎফলস্বরূপ কৈবল্য এবং পদার্থ-বিচারবাদী গৌতম প্রভৃতির তর্ককাণ্ড ও তৎফলস্বরূপ অপবর্গ ভেদ করিয়া ব্রহ্ম-বাদী মহর্ষি ব্যাসদেব নরলোকের অনন্ত মঙ্গল-কামনায় সকল মত সমন্বয় পূর্ব্বক সর্ব্বোপরি আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞানকাণ্ড ও প্রেমকাণ্ড সংস্থাপন করিলেন। তিনি কহিলেন—

"পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্বনুবন্ধঃ"

শারীরক ৩।৩।৫২।

'অনুবন্ধ' অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রতি ও জীবের প্রতি প্রীতি। 'তাদ্বিধ্যং' অর্থাৎ প্রীত্যনুকূল ব্যাপার, কিনা ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য, এই দ্বিবিধ সাধনই পরম উপাসনা। 'শব্দ' অর্থাৎ শ্রুতি শাস্ত্র এই কথা 'ভূয়ঃ' কিনা বার বার কহেন। যেখানে ব্রহ্ম-প্রীতি এবং তৎপ্রিয় কার্য্যের আচরণ সেই খানেই হৃদয়ের যোগ। সেই খানেই অনুভব ও আত্মপ্রত্যয়, সেই খানেই বিধি, অভ্যাস ও তর্কের ভেদ। নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম ক্রিয়ার বিধি, অষ্টাঙ্গ যোগাদি অভ্যাসরূপ কৃচ্ছ্র-সাধন এবং পদার্থ-বিচাররূপ তর্ক এই সকল সমন্বয় ও ভেদ পূর্ব্বক মহর্ষি ব্যাসদেব ভক্তি প্রীতি জ্ঞান ও প্রিয়কার্য্য সাধনপর জ্ঞান-যোগাত্মিকা ও নিষ্কামকর্ম্ম-যোগাত্মিকা ব্রহ্মোপাসনা স্থাপন করিলেন॥ সেই জ্ঞানকাণ্ড ও প্রেমকাণ্ডের আদর্শে এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভগবান ব্যাসদেব সেই পূর্ব্বকালীন তুমুল ধর্ম্মবিপ্লব-সময়ে বেদ হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক যে প্রীতি ও প্রিয় কার্য্যকে মুখ্যোপাসনা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের বীজ চতুষ্টয়ের মধ্যে চরম বীজ। তাহার উপনিষৎ ও অনুশাসন উভয় কাণ্ডেই উক্ত মহাবীজ অঙ্কুরিত পরিবর্দ্ধিত এবং পুষ্পফলে পরিশোভিত হইয়াছে॥ অতএব একবার সকলে পরমেশ্বরকে নমস্কার পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই আদি প্রচারক মহর্ষি ব্যাস দেবকে স্মরণ পূর্ব্বক জয় উচ্চারণ করুন।

ফলে কিছুই চিরকাল সমভাবে যায় না। মহর্ষি ব্যাসের, প্রচারিত অনুভবসিদ্ধ, ঈশ্বরের প্রীতি ও প্রিয়কার্য্যসমন্বিত, বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনে ও ব্রহ্মোপাসনায় কালক্রমে ত্রুটি হইতে লাগিল। জ্ঞান ও প্রীতি সাধনে যথেষ্ট হৃদয়-ব্যাপার ও অনুভবের প্রয়োজন। সাধারণ জনসমাজের ভাগ্যে সে সাধন ঘটিল না। সুতরাং চতুর্দিকে নীরস, নির্জ্জীব, ও জ্ঞান-প্রেম-বিরহিত কাম্য ও বিধিপর কর্ম্মকাণ্ড ও পদার্থ-বিচাররূপ তর্ককাণ্ড প্রবল হইয়া উঠিল। বিধিপর কর্ম্মকাণ্ডে বিস্তর ফল-শ্রুতি, পদার্থ-বাদরূপ তর্ককাণ্ডে বিস্তর পাণ্ডিত্য। এ উভয়ের লোভে জনসমাজ আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

সেই ঘোর অন্ধকার রজনীগ্রস্ত ভারত সমাজকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য একাকী দণ্ডায়মান হইলেন এবং হিমাদ্রি ব্রহ্মপুত্র পারাবার-বেষ্টিত ভারতের পণ্ডিত ও সাধুসমাজের দিগ্বিজয় করত জ্ঞান

প্রেম-বিহীন কর্ম্মকাণ্ড, তর্কানুমান, যোগাভ্যাস-পরতা বিদারণ পূর্ব্বক বহুকালের প্রচ্যুত উপনিষৎ ও ব্যাস-মীমাংসা-সিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান ও অনুভব-সিদ্ধ ব্রহ্মোপাসনাকে ভারতের ধর্ম্মরাজ্যে সিংহাসন প্রদান করিলেন। সেই বেদ-বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মোপাসনা স্থাপন করিবার কালে তিনি কহিলেন

"ন ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়ামিব শ্রুত্যাদয় এব প্রমাণং ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াং। কিন্তু শ্রুত্যাদয়োঽনুভবাদয়শ্চ যথা সম্ভবমিহপ্রমাণং।"

শারীরক ভাষ্য ১।১।১

অর্থাৎ বিধিবিহিত কর্ম্মকাণ্ডে লোক যেমন ঈশ্বরকে অনুভব না করিয়া, বেদমন্ত্রের অর্থচিন্তা না করিয়া, যেন ক্রিয়ার ও বেদের দাস হইয়া, নিতান্ত পরাধীন ভাবে ধর্ম্ম-ক্রিয়া-কলাপ করে, ব্রহ্মজ্ঞান সাধনে ব্রহ্মোপাসনায় সেরূপ অন্ধতা, দাসত্ব ও অধীনতা চলিতে পারে না। তাদৃশ জ্ঞানসাধনে ও উপাসনায় বেদবাণির অবলম্বন ও সাহায্যের প্রয়োজন বটে, কিন্তু আত্মপ্রত্যয়, প্রীতি, ব্রহ্মরূপ পরম বস্তু পরতন্ত্র-একনিষ্ঠ জ্ঞান এবং হৃদয়ের জ্বলন্ত অনুভব ব্যতীত বেদবাক্য সকল মুক্তিরূপ নিঃশ্রেয়স ফলদান করে না, প্রত্যুত তাহার আবৃত্তি ও অবলম্বন দ্বারা যজমান বেদ ও কর্ম্মরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। এইরূপ উপনিষৎ প্রমাণ, ব্যাসমীমাংসার প্রমাণ এবং আপনার হৃদয়ের প্রমাণ অনুসারে পূজ্যপাদ শঙ্করস্বামী আত্মপ্রত্যয়রূপ ভিত্তিমূলের উপরি যে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্ম-পূজা স্থাপন করিলেন। সেই ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনার সম্পূরণার্থ এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চঞ্চলা বুদ্ধি ও শুষ্ক পাণ্ডিত্য এযাবৎ কাল চতুর্দ্দিকে শঙ্করের মতকে নীরসরূপে প্রকাশ করিয়াছে সত্য কিন্তু সাধারণের অজ্ঞাতসারে তাঁহার বাক্যের স্থূলার্থ নহে তাহার নিগূঢ় ও পবিত্র তাৎপর্য্যই (বর্ত্তমান) ব্রাহ্মধর্ম্মরূপে পরিণত হইয়াছে। অতএব আপনারা এই উৎসবানন্দে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্যকে ধন্যবাদ প্রদান করুন।

কিন্তু পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি যে কিছুই চির দিন সমভাবে যায় না। অল্প দিনের মধ্যেই আবার বেদান্ত ও অনুভব-সিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা রহিত হইয়া পড়িল। বঙ্গের ভট্টাচার্য্যগণ এক দিকে ন্যায়শাস্ত্রের তর্কজালে, অন্য দিকে স্মৃতির ফলপ্রদ কর্ম্মফাঁশে বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। কামী পুরোহিতগণ আপাত-রমণীয় ফলশ্রুতি রূপ পুষ্পিত বাক্য দ্বারা ধর্ম্মবণিক যজমানদিগকে মোহিত করিতে লাগিলেন। চারিদিকে অনুভব-বিহীন, জ্ঞানবিহীন, ভগবৎ-প্রীতিবিহীন, কেবল বিধিস্বরূপ, অর্থবাদপূর্ণ, ঈশ্বর-তত্ত্ব-বিরহিত, কর্ম্মকাণ্ডই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভারতে যে বেদান্ত নামে কোন শাস্ত্র কখনও ছিল—জ্ঞানকাণ্ড শব্দে কোন প্রস্থান যে কখন ছিল তাহা, দুর্ভাগা বঙ্গবাসীগণ ভুলিয়া গেলেন। অধিকাংশ ধর্ম্মক্রিয়া ও দেবোৎসবে নানা প্রকার পার্থিব রসের উল্লাস প্রবেশ করিল। লোক সকল ধর্ম্মক্রিয়া এমন কি হরিকথার ছল করিয়া নানা দুষ্কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এমন দুরবস্থার কালে ভারত-মাতার সুজাত পুত্র, সর্ব্বশাস্ত্রের পারদর্শী, ব্রহ্মবাদী মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের অভ্যুদয় হওয়াতে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারত-গগনে যেন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল। তিনি সেই দুরবস্থাপন্ন মাতৃভূমির অধঃপতন দেখিয়া হৃদয়ে বেদনা পাইলেন এবং কটি-বন্ধন পুরঃসর তাঁহার দুঃখ দূর করিবার জন্য একাকী দণ্ডায়মান হইলেন। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে উপনিষৎ, বেদান্তসূত্র এবং অন্যান্য বৈদান্তিক গ্রন্থ এই বঙ্গদেশে কেহ কখনও চক্ষে

দেখিয়াছিলেন এমন বোধ হয় না। তখন কেবল ন্যায় ও স্মৃতি এই দুই শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা হইত। স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে ক্রিয়া কর্ম্ম আচার ব্যবহার নির্ব্বাহ হইত, আর ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে কেবল তর্ক ও বাদানুবাদ চলিত। জ্ঞান ও ভক্তির নিমিত্তে, পরমার্থ ও মুক্তির নিমিত্তে, লোক সকল কতিপয় ক্রিয়াপরতন্ত্র, পুরাণ এবং ভগবংগীতা আশ্রয় করিত। সেই সকল শাস্ত্রের বিধিভাগ সমূহ লোকদিগকে কেবল অনুভববিহীন ক্রিয়া কর্ম্মেই উৎসাহিত করিত এবং আখ্যান-ভাগ সমূহ তাঁহারা বিবশ হইয়া শ্রবণ করিতেন। তাহার জ্ঞান ও ভক্তিভাগানুযায়ী কোন স্বতন্ত্র উপাসনা-প্রণালী সংস্থাপিত ছিল না। সুতরাং অনুভব-বিহীন ঘোরতর কাম্য ক্রিয়া-কলাপের অবসানে লোকেরা যদি অবসর পাইতেন তবে তাঁহারা কেবল মনে মনে যথা-সম্ভব জ্ঞান ও ভক্তির সাধন করিতেন। নতুবা উপাসনা কেবল অনুভব-বিহীন বিধি নিয়মেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই সকল শাস্ত্রের কোন ভাষা-অনুবাদ ছিল না। সুতরাং সংস্কৃতানভিজ্ঞ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুগণ তাহার ব্যাখা ও তদনুযায়ী ক্রিয়ার নিমিত্তে গুরু পুরোহিত ও কথকগণের প্রতি নির্ভর করিতেন। তাহাতে লোক সকল শাস্ত্রের অর্থবাদ বাক্যে যত শ্রদ্ধা করিতেন বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ভক্তি-অঙ্গে তত শ্রদ্ধা করিতেন না। কিন্তু অর্থবাদ বাক্যের শাস্ত্রার্থে প্রামাণ্য নাই, এই শাস্ত্রীয় গভীর সত্য লোক-সমাজে অপ্রচারিত ছিল। এই সকল বিবিধ অভাব পূরণার্থে মহাত্মা রামমোহন রায় দ্বিতীয় ব্যাস ও দ্বিতীয় শঙ্করের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি হিন্দুস্থান, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ ও মিথিলা হইতে বেদ-শিরোভাগ-স্বরূপ, মূলবেদান্ত-স্বরূপ, উপনিষৎ সকল, শারীরক সূত্র সকল, শাঙ্কর ভাষ্য, অন্যান্য নানাবিধ বৈদান্তিক গ্রন্থ, এবং তন্ত্রশাস্ত্র সকল সংগ্রহ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যে ভাষ্য টীকা ও স্বকৃত ভাষা তাৎপর্য্যের সহিত সেই সমস্ত শাস্ত্রের অনেক গুলি মুদ্রিত করিয়া বর্ষাকালীন জলধরকৃত সুধাবৃষ্টির ন্যায় অঙ্গ বঙ্গ উপবঙ্গ কলিঙ্গে দ্বারে দ্বারে পরমার্থ তত্ত্ব বৃষ্টি করিয়া দিলেন। তিনি স্বকৃত ভাষা তাৎপর্য্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের ভাষ্য ও টীকা অনুসারে, তাহার অর্থবাদ বাক্য সকল ভাঙ্গিয়া, জনসমাজের মঙ্গলার্থে নিগূঢ় সিদ্ধান্ত সকল প্রচার করিয়া দিলেন। তাঁহার ভাষা অনুবাদ ও নানা শাস্ত্র-ঘটিত বিচার গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যগণ পর্য্যন্ত চমৎকৃত হয়েন। যাঁহারা শাস্ত্র-বিচারের প্রণালী অবগত আছেন, বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রহ্মমীমাংসার সহিত উপনিষৎ ও বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, রামমোহন রায়ের ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহাপুরুষ এদেশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। যে বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা এই বঙ্গদেশে একেবারেই ছিল না, রামমোহন রায়ের প্রসাদাৎ এখন তাহা এই ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মরূপে পরিণত হইয়াছে এবং পরমার্থ তত্ত্বানুরাগী সমস্ত ভদ্র লোকের ঘরে ঘরে মোক্ষপ্রদ হিন্দুধর্ম্ম রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার সেই যত্নের এতই ফল ফলিয়াছে যে, তাহার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া এক্ষণে বঙ্গের অনেক ভট্টাচার্য্য ও গোস্বামী উপনিষৎ প্রভৃতি বৈদান্ত শাস্ত্র পাঠে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহারা বৈদান্তিক উপদেশ ও বৈদান্তিক গ্রন্থ প্রচার দ্বারা চারি দিকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিতেছেন এবং কেহ কেহ হরিসভা ও ধর্ম্মসভায় ভাগবত ও পুরাণাদি শাস্ত্রের পরোক্ষবাদ ও অর্থবাদ সকল ভাঙ্গিয়া অপরোক্ষ ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতেছেন।

এই সকল কথা যিনি সৌভাগ্য ক্রমে স্মরণ করিবেন, তিনি রামমোহন রায়কে অগণ্য ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না। অধিকন্তু এদেশে পূর্ব্বে কেবল ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্রের বিচার-প্রণালীই প্রচলিত ছিল। শ্রাদ্ধ, যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াস্থলে অধ্যাপকেরা নিমন্ত্রিত হইয়া কেবল ঐ দুই শাস্ত্রেরই বিচার করিতেন। শ্রুতি, স্মৃতি, কর্ম্মমীমাংসা, ব্রহ্মমীমাংসা, গীতা, ভাগবৎ, পুরাণ, তন্ত্রাদি শাস্ত্র সমন্বয় দ্বারা বেদান্ত-প্রতিপাদ্য পরমার্থ তত্ত্বের বিচার যে কিরূপে করিতে হয় তৎকালে তাহার কোন প্রতিষ্ঠিত প্রণালী ছিল না। মহাত্মা রামমোহন রায় সেই বিচার-প্রণালী ও তাহার সারস্বরূপ রাশি রাশি বৈদান্তিক উপদেশ বঙ্গদেশের অস্থি-গ্রন্থিতে প্রবেশ করিয়া দিলেন। এখন বঙ্গের যেখানে যত উপনিষদের কথা, উত্তর মীমাংসা-ঘটিত ব্রহ্মবিচার, শারীরক ভাষ্য ও বেদান্ত পরিভাষার বিচার, বৈদান্তিক তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা এবং জ্ঞান-প্রেম-পূরিত ব্রহ্মকথা শুনিবে, টোলে হউক, শ্রাদ্ধকালে হউক, ধার্ম্মিক হিন্দুগণের ভবনে হউক, হরিসভা বা ধর্ম্মসভায় হউক, ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্মসম্মিলনে হউক, অথবা অন্যান্য শাস্ত্রবিচারের অবান্তরে হউক সে সমস্তকেই রামমোহন রায়ের পরিশ্রম ও সাধু ইচ্ছার ফল বলিয়া গ্রহণ করিবে।

তিনি লোকদিগকে কেবল ব্রহ্মজ্ঞান-উদ্দেশে, সকাম-কর্ম্ম-বন্ধন হইতে উদ্ধার করিবার মানসে শাস্ত্রের অর্থবাদরূপ ঘোরঘটাকর মায়িক শোভা হইতে মুক্তি দিবার অভিলাষে এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি করিয়া গিয়াছেন এবং বিধি নিয়মের বশে নহে, কিন্তু জ্ঞান প্রীতি ও অনুভব-যোগে ব্রহ্মোপাসনা করিবার নিমিত্তে এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই পবিত্র উপাসনা-মন্দির সেই বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ যত্নে ও পরিশ্রমে তাঁহার স্বীয় সেবিত এবং ব্যাস ও শঙ্করধৃত উপনিষৎ শাস্ত্রের সারধাতু দ্বারা ১৭৫১ শকের ১১ মাঘে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং ইহা এ যাবৎ কাল অর্থাৎ এই ৪৮ বর্ষ যাবৎ শিষ্য-পরম্পরা ভারতে জ্ঞান-প্রীতি-সমন্বিত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। এখন ভারতের প্রায় প্রধান প্রধান নগরেই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বঙ্গের অতি দূরস্থ গ্রাম নগরেও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-মণ্ডলে ইহার অল্পবিস্তর শুভ তত্ত্ব সকল প্রচারিত হইয়াছে।

জ্ঞান, প্রেম ও অনুভব-বিহীন, বিধি-পরাধীন কর্ম্মকাণ্ড ও হৃদয়শূন্য শুষ্ক তর্ক-শাস্ত্র ভেদ পূর্ব্বক যে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনাকে উপনিষৎ নামক বেদশিরোভাগ সকল প্রতিপাদন করেন, মহর্ষি ব্যাস তপোধন উক্ত মূল বেদান্ত স্বরূপ উপনিষৎ শাস্ত্ররূপ জ্ঞানারণ্য হইতে সুরভি কুসুম চয়ন পূর্ব্বক সুদৃঢ় বেদান্ত-সূত্র দ্বারা যে অক্ষয় জয়মালা রচনা করেন, বিষয়-বৈরাগী ব্রহ্মসর্ব্বস্ব শঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভুবন-বিখ্যাত ভাষ্য দ্বারা যাহার শোভা ও মনোহারিতা শত মুখে গান করেন, সেই অনুভবসিদ্ধ মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনার নিগূঢ় তত্ত্ব সকল ভারত-কর্ম্ম-ভূমিতে প্রচার করিবার নিমিত্তে মহাত্মা রামমোহন রায় এই ব্রাহ্মসমাজরূপ ভুবন-বিখ্যাত পবিত্র কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। তিনি দেখিলেন, লোক সকল চতুর্দ্দিকে মায়াকল্পিত সকাম কর্ম্মকাণ্ডে ও অর্থ না বুঝিয়া মন্ত্র পাঠ দ্বারা তাহার আচরণে দাসবৎ আবদ্ধ রহিয়াছেন। তদবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের কল্যাণ-কামনায় তিনি কহিলেন, "শব্দের অবলম্বন বিনা অর্থের অবগতি হয় না, অতএব পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব, ব্যাহৃতি গায়ত্রী ও শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্রাদির

অবলম্বন দ্বারা তদর্থ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তা করিবেন" (অনুষ্ঠান ১৭৫১ শক) অর্থাৎ সে সকল কেবল আবৃত্তি মাত্র করিয়া আপনাকে চন্দনবাহী গর্দ্দভের ন্যায় ভারগ্রস্থ করিবেন না। এই প্রকারে পরমাত্মার চিন্তাকরণ রূপ যে শাস্ত্র ও অনুভবসিদ্ধ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ উপাসনা তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন আমরা তদনুযায়ী আচরণ নিমিত্ত ব্রত গ্রহণ করাতেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। অতএব সেই ব্যাস-পরিবেষিত শঙ্কর-পরিসেবিত, এবং রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত স্বাধীনতাপ্রদ ব্রহ্মোপাসনা যে দিন এই বঙ্গভূমিতে প্রথম সংস্থাপিত হইয়াছিল সেই দিন অবশ্যই ভারতবাসীদিগের মহানন্দের দিন।

আমরা সেই জন্মদিন উপলক্ষে বর্ষে বর্ষে এই সময়ে মনের আনন্দে ভবতারণ মহেশ্বরের উপাসনা করি এবং সেই উপাসনা-নিষ্পন্ন, ব্রহ্মানন্দের ভাগী হইবার নিমিত্তে সর্ব্বসাধারণকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকি। এই ব্রাহ্মসমাজ যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রাণগত যত্নের ফল তিনি অনেক দিন হইল কলেবর ত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার এই পরমোজ্জ্বল কীর্ত্তি-তারকা চির দিন এই ভব-সাগরের মধ্যে আমাদিগের গম্য স্থান নির্দ্দেশ করিতে থাকিবেক।

হে ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধুগণ এবং ক্রিয়ানিষ্ঠ সাকারবাদিগণ! আপনারা এই উৎসবানন্দে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে পরমেশ্বরকে নমস্কার পূর্ব্বক ভারতের সেই প্রকৃত বন্ধু ও ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করুন এবং অক্ষুণ্ণ হৃদয়ে, সরল মনে বন্ধু বান্ধবে মিলিয়া এই উৎসবের ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করুন। যাঁহারা পুত্রশোকে কাতর আছেন, বিত্তবিভব হারা হইয়া দুঃখ-দারিদ্র্য-গ্রস্ত হইয়াছেন, পদচ্যুত হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছেন, জ্বরাগ্রস্ত হইয়া অসুখের ভার বহন করিতেছেন এবং পাপ কর্ত্তৃক অবসন্ন হইয়া আছেন, তাঁহারা আজ সেই পরম পিতা পরম মাতাকে লাভ পূর্ব্বক স্বস্ব শোক দুঃখ বিস্মৃত হউন। কেন না একমাত্র তিনিই পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় এবং সংসারের আর আর সমস্ত হইতে প্রিয়। তাঁহাকে লাভ করিলে অপর লাভ লাভ বলিয়া গণ্য হয় না এবং তাঁহাতে স্থিতি করিলে মানব গুরু দুঃখেও বিচলিত হন না।

অতএব যে উদ্দেশ্যে ঋষি ও আচার্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্থাপকগণ আত্মানুভব, আত্মপ্রত্যয়, হৃদয়গত জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্মযোগ-সমন্বিত সাক্ষাৎ পরমাত্মার উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন, হে ব্রহ্মব্রত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মগণ! আপনারা সেই উদ্দেশ্যের মর্য্যাদা রাখিবেন। যেন জ্ঞান, প্রেম, অনুভব ও ঈশ্বরার্থে কর্ম্মযোগকে জলাঞ্জলি দিয়া শূন্য ব্রহ্মনামের দাস না হন। যেন ব্রহ্মের প্রিয় কার্য্য সাধনের পরিবর্ত্তে প্রবৃত্তির প্রিয় কার্য্য না করেন। এই কথা হৃদয়ে ধারণ করিবেন যে, তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিতে গিয়া, সাংসারিক নিয়ম রক্ষায় অনবধানতা বশত যদি গরল উথলিয়া উঠে তবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কুতূহলে সেই গরল পান করিবেন। এইরূপ ঐকান্তিকী ব্রহ্মনিষ্ঠা ও ভাগবতী মতি উপার্জনের নিমিত্তই ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ—সাবধান যেন তৎপরিবর্ত্তে ব্রহ্ম ভিন্ন বিষয়-নিষ্ঠা ও আগম-অপায়-বিশিষ্ট দেহাভিমানের উদয় না হয়। এখন সকলে এক মনে সেই অগতির গতি দীননাথকে ডাক। বল ওহে অগতির গতি! আমাদিগকে তুমি বল দেও, বীর্য্য দেও, জ্ঞান দেও, বৈরাগ্য দেও, বিবেক দেও,

সুমতি দেও, যাহাতে আমরা তোমাকে নয়নে নয়নে রাখিয়া তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

উপদেশ।

১০ মাঘ ১৭৯৯ শক।

শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিবৃত।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা॥ ব্রাহ্মধর্ম্ম,
১খ, ৯অ, ৬শ্লো।

সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর যে এই পরমাত্মা, ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়।

পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের সুবিমল জ্যোতিঃ যাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্গীয় ভাব যিনি আত্মাতে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়াছেন, পরম কারুণিক পরমেশ্বরের মঙ্গলভাব যিনি কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি জানেন যে আমাদিগের সর্ব্বমঙ্গলময় পিতা ভয়ের কারণ নহেন, তাঁহার মঙ্গল স্বরূপ চিন্তার সময় তাঁহাকে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" বলিয়া মনে করিতে হয় না; কিন্তু শ্রদ্ধাবান্ পুত্র ভক্তিভাজন পিতার নিকট অথবা স্নেহাস্পদ শিশু স্নেহময়ী জননীর নিকট যে ভাবে থাকে আমাদিগেরও সেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পিতা নিখিল মাতার নিকট সেইরূপ প্রীতিপূর্ণ ভাবে অবস্থিতি করা আবশ্যক। ঈশ্বর আমাদিগের শাস্তা বা সংহর্ত্তা নহেন; তিনি আমাদিগের পিতা পাতা ও পরিত্রাতা। তিনি স্বয়ং আমাদিগের সংহারক বা ভয়ের কারণ হওয়া দূরে থাকুক, শিশু যেমন অন্য কাহারও নিকট ভয় প্রাপ্ত হইলে মাতার ক্রোড়কেই দৃঢ়তররূপে আকর্ষণ করে; আমারাও সেইরূপে কোন প্রকারে ভয় পাইলে সেই বিশ্ব-জননীর সর্ব্বত্র-প্রসারিত ক্রোড়কে আশ্রয় করিয়া ভয় হইতে মুক্ত হই, আনন্দদাত্রীর আনন্দময় ক্রোড়ে অবস্থিতি করিয়া ভয়াকীর্ণ সংসারের ভয় হইতে পরিত্রাণ পাই। যিনি লোক সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন এবং মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়; সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যখন আমরা জানি তখন আমরা আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হই না। যাহা কিছু ভীষণ যাহা কিছু ভয়ানক তাহা তাঁহা হইতে অনেক দূরবর্ত্তী; তিনি সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; ভয় তাঁহার নিকট অবস্থিতি করিতে পারে না; ভয়ানক-পদ-বাচ্য পদার্থ বা কল্পনা মাত্রেই তাঁহার পরিহার্য্য, তাহা তাঁহার নিকট গমন করিতে সক্ষম হয় না। তিনি অমৃত ও অভয়, সেই অভয়ের শরণাপন্ন হইলে আর কোন ভয় থাকে না। ভয়ের দ্বারা তাঁহার উপাসনা সম্পন্ন হয় না; তিনি কৃপাময়, সকলকেই অভয় দান করিতেছেন, তিনি পরম মঙ্গল স্বরূপ, ন্যায়বান্ পরম পবিত্র দেবতা, আমরা তাঁহাকে ভয়ের দ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারি না। যে ধর্ম্ম ভয়ের উপর নির্ভর করে, যাহা ঈশ্বরকে সর্ব্বসংহারক ভীষণ করাল কালরূপী বলিয়া বর্ণনা করে তাহা কখনই আমাদিগের পরমারাধ্য পবিত্র করুণাময়ের স্বরূপ বর্ণন করে না। কিন্তু যেমন তমসাবৃত কুজ্ঝটিকার মধ্যদিয়া কোন পদার্থকে নিরীক্ষণ করিলে তাহাকে ভীষণাকার দেখায়, তাহার প্রকৃত স্বরূপ আমরা কিছুমাত্র বুঝিতে পারি না, এবম্প্রকার ধর্ম্ম-সম্ভূত মোহান্ধকারের মধ্যে আমরা ঈশ্বরের যে ভাব প্রাপ্ত হই তাহাও সেইরূপ অনৈসর্গিক অপ্রাকৃতিক মূর্ত্তি ধারণ করে।

তবে কি ভাবে তাঁহাকে দেখা কর্ত্তব্য, কি কি প্রণালীতে তাঁহাকে চিন্তা করিলে আমরা তাঁহার যথার্থ স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারি? তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মে দেখিতে পাই যে "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবেক। প্রীতিই ধর্ম্মের পরম সাধন; প্রীতিই ধর্ম্মের আবাস-ভূমি; যে ধর্ম্মের মূলে পবিত্র প্রেম নাই, পবিত্র প্রেমরূপ ভিত্তির উপর যে ধর্ম্ম নির্ভর না করে, তাহা যে কেবল মধুরতা-শূন্য হয় এমন নহে, তাহা ধর্ম্ম-নামেরই যোগ্য হয় না। প্রীতিই ধর্ম্মের জীবন, প্রেমহীন ধর্ম্মে, ধর্ম্মের স্বরূপ কিছুই থাকে না। নীরস নির্জ্জীব ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলা কেবল ধর্ম্ম-নামের ব্যভিচার মাত্র। প্রীতিই ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তনভূমি, কেবল একমাত্র পূর্ণ প্রীতি ও পবিত্র প্রেমের উপর নির্ভর করিয়াই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীর এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে বিস্তীর্ণ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশস্থ বিবিধ জাতীয় লোকদিগকে ভ্রাতৃভাব রূপ একই গ্রন্থি দ্বারা বদ্ধ করিতেছে। ইহলোক হইতে পরলোকে এবং ভূলোক হইতে দ্যুলোকে ব্যাপ্ত হইয়া, ভূলোক দ্যুলোক স্বর্গলোকবাসীদিগকে এক পরমেশ্বরের সহিত সংযোগ বিধান করিতেছে। কেবল প্রীতিই এক পিতার সহিত সকল পুত্রকে একই ধর্ম্ম-গ্রন্থি দ্বারা আকৃষ্ট এবং সম্মিলিত করিয়া পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা প্রতিপাদন করিতেছে। ঈশ্বর-প্রীতিই উপাসনার আশ্রয়-তরু, প্রীতি ব্যতিরেকে যে উপাসনা তাহা প্রকৃত উপাসনা নহে; এই নিমিত্তেই ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এই যে "পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে"। এবং ইহা যে কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ তাহা নহে; পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মে এবং অন্যান্য কোন কোন ধর্ম্মেও এই ভাব বিশেষ উপলব্ধি হয়। প্রীতির একটী লক্ষণ এই যে আপনি যাহা ভাল বাসি, আপনার যে কার্য্যে সুখবোধ হয়, যদ্দ্বারা আমি স্বয়ং তৃপ্তিলাভ করি, সেই সমস্ত দ্রব্যের দ্বারা আমার প্রিয়তমেরও তুষ্টি জন্মাইব, যে খাদ্য আমার স্বাদু বোধ হয় তাহা নিজে না খাইয়া প্রিয়তমকে খাওয়াইব এই সমস্ত ইচ্ছাই মনে প্রবল হইয়া উঠে; তাহাতে যদিও প্রীতির অপব্যবহার হেতু অনেক সময়ে প্রার্থনীয় ফল লাভে বঞ্চিত হইতে হয়, কিন্তু তাহাতে সাধকের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিবার কোন ব্যাঘাৎ হয় না; এবং তদ্ভিন্ন আমাদিগের ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, যেমন সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তি বিশেষের দোষে সম্প্রদায়কে দূষণীয় মনে করা কর্ত্তব্য নহে, কেবল যাজক মাত্রের দোষে কোন ধর্ম্মকে কলঙ্কিত মনে করা কর্ত্তব্য নহে, সেইরূপ স্থান-বিশেষে অথবা লোক-বিশেষের নিকট প্রীতির অপব্যবহার হয় বলিয়া পবিত্র প্রীতি দূষণীয় বা কলঙ্ক-স্পৃষ্ট মনে করা কর্ত্তব্য নহে। প্রাণী-বিশেষ সূর্য্যের নিষ্কলঙ্ক প্রভায় অন্ধ হয় এজন্য দিবাকরের বিমল জ্যোতিঃ ম্রিয়মান হউক এরূপ ইচ্ছা করা যেমন অন্যায়; জীববিশেষে প্রভাকরের আলোক সহ্য করিতে পারে না এ নিমিত্ত পৃথিবী জগচ্চক্ষু তপন বিহীন হইলে ভাল হইত ইহা মনে করা যেমন নির্ব্বোধের কর্ম্ম, কোন কোন স্থলে প্রীতির অপব্যবহার হইয়াছে এনিমিত্ত প্রীতি বিনষ্ট হউক, বা সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেমশূন্য, মধুরতা-বিহীন এবং নীরস হউক ইহা মনে করাও সেই প্রকার ভ্রমের কার্য্য।

অতএব যে প্রকারে ইচ্ছা দৃষ্টি করি না কেন, কি অন্তরে কি বাহিরে যে দিকে ইচ্ছা দেখি না কেন; সরল-হৃদয় সাধুদিগের অন্তরের উচ্ছ্বাস, বা ঈশ্বর-পরায়ণ পণ্ডিতদিগের উপদেশ, যাহার প্রতি মনোযোগ করি না

কেন, সর্ব্বস্থান হইতেই এই সত্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইব যে, ঈশ্বরপ্রেমই ঈশ্বর-পরায়ণতার একমাত্র চিহ্ন। পুরাকালিক আর্য্য মহর্ষিগণকে জিজ্ঞাসা কর তাঁহারা সকলে একবাক্যে বলিবেন"সেই পরমাত্মা রস-স্বরূপ তৃপ্তি-হেতু, সেই রস-স্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়"; "পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবেক। যিনি পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় কখন মরণশীল হয় না"। অন্যান্য ধর্ম্মবিৎ সাধুদিগকে জিজ্ঞাসা কর তাঁহারা বলিবেন যে 'যে প্রীতি করে না সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর প্রীতি-স্বরূপ; ঈশ্বর প্রীতি-স্বরূপ অতএব যে প্রীতিতে অধিবাস করে সে ঈশ্বরেতে অধিবাস করে এবং ঈশ্বর তাহাতে অধিবাস করেন"। ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর এক্ষণেই দেখিবে যে "তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা"; ইহা যে কেবল এই উপাসনা-মন্দিরের প্রাচীরে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে তাহা নহে, তাহা প্রত্যেক ব্রাহ্মের হৃদয়ে তদপেক্ষা উজ্জ্বলতর অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে। প্রাচীরের অক্ষর কাল-সহকারে বিনষ্ট হইতে পারে; কিন্তু ব্রাহ্মের আত্মায় সেই সত্য যে প্রকারে নিহিত আছে তাহা কল্পান্তস্থায়ী এবং আত্মার ন্যায় অবিনাশী।

অনেকে একথা মনে করিতে পারেন যে, যদি কেবল প্রীতির প্রতিই ধর্ম্ম নির্ভর করে; যদি ঈশ্বর আমাদিগের ভয়ের কারণ না হন; যদি পাপ করিলে দণ্ড পাইতে হইবে এই ভয় আমাদিগের মনে সর্ব্বদা জাগরূক না থাকে, তাহা হইলে দুশ্চারিত্র্য হইতে মনুষ্যকে নিবৃত্ত করিবার কোন উপায়ই থাকে না। এ প্রকার সন্দেহ যাঁহাদের মনে উপস্থিত হয় তাঁহারা যে কেবল প্রীতির প্রকৃত স্বরূপ বুঝেন নাই তাহা নহে; পাপ পুণ্য কাহাকে বলে তাহাও তাঁহারা বিশেষরূপে অবগত নহেন। সত্য বটে যে সংসারে আমরা যেরূপে অবস্থিত আছি, চতুর্দ্দিকে আমরা যে প্রকার প্রলোভনে বেষ্টিত, কিঞ্চিন্মাত্র অসংযত বা অনতর্কচিত্ত হইলে পাপস্পৃহা বর্দ্ধিত হইবার যে প্রকার প্রবল সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন যে, পরলোকে দণ্ডের ভয় হৃদয়ে সর্ব্বদা দেদীপ্যমান না থাকিলে আমাদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক বা পাপ হইতে নিবৃত্ত রাখিবার কোন মাত্র উপায় থাকে না। কিন্তু অনেক বিষয়ে যেমন আমরা ইহ লোকের অবস্থা সমস্ত হইতে পরলোকের কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হই, পাপ পুণ্য সম্বন্ধে সেই রূপ যে কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় তৎপ্রতি মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে দণ্ডের ভয়ে দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হওয়াকে পুণ্যের লক্ষণ বলা দূরে থাকুক তাহাতে পাপ হইতে নিবৃত্তিও বলা যায় না। যে ব্যক্তি রাজদণ্ডের ভয়ে দস্যুবৃত্তি নরহত্যা বা অন্য কোন প্রকার অপরাধ হইতে নিবৃত্ত থাকে তাহাকে কেহই সাধু বলে না। দণ্ডের ভয় না থাকিলে এ প্রকার লোক যে ঐরূপ অপরাধ হইতে বিরত থাকিত তাহার কোনই সম্ভাবনা নাই; এবং তাহার বাহিরের কার্য্যে কোন প্রকার দুষ্ক্রিয়া বা দুশ্চরিত্রের লক্ষণ দৃষ্ট না হইলেও এ প্রকার ব্যক্তি অসাধু প্রবৃত্তি ও দুশ্চিন্তা-জনিত যে অন্তরে কত পাপ করে তাহার ইয়ত্তা নাই; এবং তদ্ভিন্ন পরোক্ষে এবং ধৃত হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে এই সমস্ত বাহ্যসুন্দর, সাধু-ভেকধারী পাপিষ্ঠেরা যে কত প্রকার দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে তাহা বলা যায় না। যখন পার্থিব কার্য্য সম্বন্ধেই দেখা যাইতেছে যে, যাহারা কেবল দণ্ডের ভয়ে দুষ্কর্ম্ম

হইতে বিরত হয় তাহারা প্রকৃত সাধু নহে এবং সুযোগ পাইলে তাহারা সহজেই অপরাধ করিতে পারে; তখন যেখানে কেবল বাহিরের কার্য্যই সাধুতা বা অসাধুতার পরিচায়ক নহে; যে রাজ্যে মন বাক্য কার্য্য ও বুদ্ধি সর্ব্ব প্রকারে পরিশুদ্ধতা লাভ করিতে না পারিলে এবং ফল-নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্ব প্রকার ত্যাগ স্বীকার করত কেবল ঈশ্বরোদ্দেশে ও কর্ত্তব্যবোধে সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠব সৎকর্ম্মের অনুশীলনে প্রবৃত্ত না হইলে মনুষ্য পুণ্য-পথের পথিক হইতে পারে না, সেখানে ভয়ের দ্বারা ধর্ম্ম সঞ্চয় বা অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি কিরূপে হইবে? তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে যাহাকে অধর্ম্ম হইতে বিরত করিবার জন্য নরকের ভয়ের প্রয়োজন হয়; যুগান্ত নরক-ভোগেও তাহার পাপের মোচন হয় না, অনন্ত-কাল-স্থায়ী নরকাগ্নিতেও সে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করিতে পারে না। ভয়-জনিত পাপ-নিবৃত্তি যেমন প্রকৃত ধর্ম্ম নহে, পুরস্কার-লোভে ধর্ম্মে মতিও সেই প্রকার প্রকৃত পুণ্য নহে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে এস্থলে অধিক কিছু বলার প্রয়োজন নাই।

যদি শাস্তির ভয় মনুষ্যকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত এবং তাহাকে পুণ্যপথে স্থির রাখিবার নিমিত্ত যথেষ্ট না হইল; যথেষ্ট হওয়া দূরে থাকুক তাহা হইতে যখন বিপরীত ফলোদ্ভবের সম্ভাবনা দৃষ্ট হইল, তখন মনুষ্যকে ধার্ম্মিক এবং প্রকৃত রূপে মনুষ্য-নামের যোগ্য করিবার উপায় কি? ঈশ্বর-রাজ্য হইতে ভয় তিরোহিত হইলে কি ধর্ম্মও লোপ হইবে? তাহা কোন মতেই সম্ভব নহে। আমাদিগের সহজ জ্ঞান ও স্বাভাবিক সংস্কার ইহার প্রতিরোধী, বিবেক এবং স্থির বুদ্ধি ইহার অপনোদক, এমন কি প্রলাপভাষী কল্পনাও এ প্রকার ভয়ানক কথার অনুমোদন করিতে চাহে না। এক্ষণে দেখা যাউক যে কি উপায়ের দ্বারা মনুষ্য পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে ও ধর্ম্মপথে স্থির থাকিতে পারে। ব্রাহ্মধর্ম্মে দেখিতে পাই যে "সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর যে এই পরমাত্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিয় বিত্ত হইতে প্রিয় আর আর সকল হইতে প্রিয়" "পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবেক।" এই ভাব যখন আমরা বিশেষ রূপে উপলব্ধি করিতে পারি; ইহা যখন আমাদিগের হৃদয়ে সুন্দররূপে দৃঢ় নিবদ্ধ হয়; যখন আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের এই উপদেশ অনুসারে প্রকৃতরূপে কার্য্য করিতে সমর্থ হই, তখন পাপ আর আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না; তখন পাপ-স্পৃহা বিষয়-লালসা, ধনতৃষা, অধর্ম্ম-চিন্তা সমুদয় মন হইতে দূর হয়। কেবল এই স্বর্গীয় ভাবই আমাদিগকে, হীন আশা এবং দুশ্চিন্তারূপ নরক হইতে উদ্ধার করে। যখন এই শ্রেষ্ঠ ঋষিবাক্য আমাদিগের কার্য্য সমূহের অভ্যন্তরে দেদীপ্যমান থাকে, যখন ইহাই আমাদিগের কার্য্যের প্রবর্ত্তক ও মূলীভূত কারণ হয় তখন আমরা পাপশূন্য পরিশুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক-হৃদয় হইয়া বিগত-শোক হই, এবং সমস্ত কার্য্য ঈশ্বরোদ্দেশে এবং সেই পরমাত্মার প্রীত্যর্থে সম্পাদন করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্ম নামের যোগ্য হই।

এদিকে যদি পাপের কারণের প্রতি দৃষ্টি করি; কি নিমিত্ত মনুষ্যের পাপে মতি হয়, কি কারণে তাহার পাপাচরণে প্রবৃত্তি জন্মে তাহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাই যে ঈশ্বর অপেক্ষা পার্থিব পদার্থ সমূহকে ভাল বাসাই তাহার প্রধান কারণ। মনুষ্য-প্রকৃতি স্বভাবতই পাপ-পূর্ণ, মনুষ্য-আত্মা স্বভাবতই কলুষিত, একথা অন্য ধর্ম্মাবলম্বি লোকেরা বলুক কিন্তু কোন ব্রাহ্ম কখন তাহা স্বীকার করিতে পারেন না।

মানবাত্মা স্বভাবতঃ পাপপূর্ণ হওয়া দূরে থাকুক তাহা পাপের পক্ষপাতীও নহে। সত্যভাষী স্বকুমার-মতি শিশু তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল, এবং পাপচিন্তা প্রথমতঃ মনে প্রবিষ্ট হইলে মানবাত্মাকে যে প্রকার অনুতাপানলে দগ্ধ করে তাহা হইতেও আমরা বুঝিতে পারি যে মানবাত্মা স্বভাবতঃ পাপের পক্ষপাতী নহে। অনবরত পাপে ও দুষ্কর্ম্মে রত থাকিয়া যখন মানবাত্মা পাপ তাপে দগ্ধ ও অসাড় হইয়া পড়ে; যখন বিবেকের তীক্ষ্ণতা এক কালে নষ্ট হইয়া যায়, যখন মনুষ্যের হিতাহিত জ্ঞান এককালে লোপ হয়, যখন দুরবগাহ পাপপঙ্কে মনুষ্য এতদূর মগ্ন হয় যে তাহার উঠিবার ক্ষমতা আর কিছুমাত্র থাকে না; তখন যদিও এরূপ দেখা যায় যে কেবল পাপেতেই তাহার আমোদ হয় এবং দৃশ্যত কোন ফল লাভের প্রত্যাশা না থাকিলেও যদিও তখন তাহাকে পাপে লিপ্ত থাকিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু মনুষ্য যখন প্রথম পাপে লিপ্ত হয় তখন তাহার অন্তরের ভাব পরীক্ষা করিয়া দেখ তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে কেবল পাপের অনুরোধেই মনুষ্য পাপে লিপ্ত হয় না; নিঃস্বার্থ অধর্ম্মাচরণ করিতে প্রথমে কাহারও অভিরুচি হয় না। তস্কর যখন প্রথম চৌর্য্য-বৃত্তি অবলম্বন করে তখন সে নিজের পার্থিব অভাব মোচন অথবা স্ত্রী পুত্র পরিবারদিগের ক্ষুধা নিবারণের নিমিত্তই সেই প্রকার জঘন্য পাপে লিপ্ত হয়। বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্ন নরাধম যখন স্বীয় প্রভুর সর্ব্বস্ব অপহরণে প্রথম প্রবৃত্ত হয় সে কেবল দুর্নিবার ধনতৃষা বা বিষয়-লালসা চরিতার্থতার নিমিত্ত। প্রভূত ধনশালী ব্যক্তি স্বীয় অধর্ম্মার্জ্জিত অর্থে পরিতৃপ্ত না হইয়া দুরাকাঙ্ক্ষা বশত প্রথমে যে নরহত্যায় প্রবৃত্ত হয় সে কেবল পার্থিব উচ্চপদাভিলাষ বা অন্য কোন দুষ্প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনের নিমিত্ত। এই সমস্ত হইতে কি সাব্যস্ত হয়? ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে ঈশ্বর অপেক্ষা ধন সম্পত্তি প্রভুত্ব প্রভৃতি পার্থিব পদার্থ সকলকে ভাল বাসাই এই সমস্ত দুষ্ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক, ঈশ্বর-প্রীতির অভাবই পাপের মূলীভূত কারণ। কিন্তু যিনি পরমেশ্বরকে পুত্র বিত্ত সংসার প্রভৃতি সকলের অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় বলিয়া ভাবেন, স্নেহময়ী জননী আত্মার অন্তরতম প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া আমার সমস্ত কার্য্য এমন কি আমার অন্তরের গূঢ়তম চিন্তা পর্য্যন্ত বিশেষ রূপে দেখিতেছেন এই বিশ্বাস যাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় নিবদ্ধ থাকে, সেই করুণাময়ের প্রিয়কার্য্য সাধন সংসারের সর্ব্বপ্রকার কার্য্য হইতে শ্রেষ্ঠতর এবং আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ইহা যিনি সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনি কখনই এই সমস্ত ক্ষণস্থায়ী পদার্থের জন্য প্রিয়তম ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইতে পারেন না; কাজেই ঈশ্বরের অপ্রিয় কোন কার্য্য করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে না; এবং কোন কারণে বা কোন অবস্থাতেই তিনি ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ! ব্রাহ্মধর্ম্মের এই সত্য যেন আমাদিগের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে, যেন ধনতৃষা বিষয়-লালসা বা সংসারের অন্য কোন প্রকার প্রলোভনে লুব্ধ হইয়া আমরা আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম পরমেশ্বরকে অথবা আমাদিগের চিরন্তন ধন ধর্ম্মকে না ভুলি। যে করুণাময়ের করুণাপ্রভাবে আমরা পুত্র বিত্ত প্রভৃতি এই সংসারের সুখকর সমস্ত সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছি, একমাত্র যাঁহার প্রসাদে আমরা রক্ষিত এবং দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছি, সেই সমস্ত সুখপ্রদ সামগ্রীর উপভোগে মুগ্ধ হইয়া যেন আমরা আত্মবিস্মৃত না হই; যেন সংসারের মধ্যে থাকিয়া সকলের মূল কারণ সকল

কল্যাণের আকর আমাদিগের প্রিয়তম পরপরমেশ্বরকে না ভুলি। যেন আমরা সর্ব্বদা এরূপ প্রস্তুত থাকি যে, সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতেই ধন জন দারা পুত্র সংসার প্রভৃতি যাহা কিছু 'আমার' বলি তৎ সমস্ত সরল হৃদয়ে সেই হৃদয়নাথের হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে পারি। যেন সকল সময়েই আন্তরিক প্রীতির সহিত বলিতে পারি যে 'হে নাথ! তুমি যাহা কিছু দিয়াছ তাহা অসঙ্কুচিত হৃদয়ে তোমারি নিমিত্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তোমাকে কখন পরিত্যাগ করিতে পারিব না"। তিনি আমাদিগের হৃদয়ের ধন, সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, আমরা ক্ষণমাত্রও যেন তাঁহা হইতে দূরে অবস্থিতি না করি, তাহা হইলে দেখিব যে পাপের প্রলোভন আমাদিগকে কখনই মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না; এবং সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর প্রিয়তম যে পরমেশ্বর তাঁহার পবিত্র সহবাসে পাপতাপ-বিমুক্ত নির্লিপ্ত এবং পরিশুদ্ধ হইয়া সেই পরমাত্মাতেই আত্মসমর্পণ করত তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পবিত্র পথে বিচরণ করিতে থাকিব। ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ! উপস্থিত মহোৎসবের প্রতি মনোযোগ করিয়া দেখুন এবং যাহাতে তাহার শুভ ফল হইতে বঞ্চিত হইতে না হয় তজ্জন্য যত্নবান হউন। এই রজনীর অবসানে আমাদিগের জীবন পুস্তকের একটী পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ হইবে, আমাদিগের ধর্ম্মজীবনের পত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে নূতন পৃষ্ঠা আরম্ভ করিতে হইবে। যদিও বিগত জীবন বৃথা কার্য্যে অতিবাহিত' হইয়া থাকে, যদি এত দিন কেবল পাপ-ভার বহন করিয়া থাকি তাহা হইলেও যেন এই উপস্থিত ব্রাহ্ম সাম্বৎসরিক হইতে আমরা নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়া যাহাতে ভবিষ্যতে এ প্রকার পাপ তাপে তাপিত বা শোকে মুহ্যমান হইতে না হয় তজ্জন্য যত্নবান হই। করুণাময়ের করুণার কখনই অভাব নাই। তিনি তাঁহার সন্তানগণের ক্রন্দন কখন উপেক্ষা করেন না। পাপী অনুতাপিত হৃদয়ে তাঁহার নিকট ক্রন্দন করিলে তিনি তাহার অশ্রুজল অবশ্যই মুছাইবেন, অতএব আসুন আমরা অনুতাপিত অথচ প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে উপস্থিত হই, এবং বিগত জীবনের দুষ্ক্রিয়া সমস্ত পরিহার করত ধনতৃষা বিষয়-লালসা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পাপচিন্তা হইতে নিবৃত্ত এবং অমৃতের পরমসেতু সেই করুণাময় পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া বিগতশোক হই। এবং পুত্র হইতে প্রিয় বিত্ত হইতে প্রিয় আর আর সকল হইতে প্রিয় সেই অন্তরতর প্রিয়তম পরমাত্মাকে আত্ম সমর্পণ করিয়া পরম সাম্য প্রাপ্ত হই, এবং তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই জীবনের পরম উদ্দেশ্য জানিয়া সেই অদ্বিতীয় মঙ্গল স্বরূপে আত্ম সমাধান করত জীবনের সাফল্য লাভ করি!

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ বুধবার ১৭৯৯ শক। প্রাতঃকাল।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা

আজিকে যেমন শুভ দিন, তেমনি শুভ প্রাতঃকাল, তেমনি শুভ সজ্জন-সমাগম। সর্ব্বশুভদাতা পরমাত্মার প্রসাদ-বারিতে অভিসিক্ত হইয়া নব জীবন লাভ করিবার এমন শুভ অবসর সম্বৎসর কালের মধ্যে আর আমাদের ঘটিবে কি না জানি না। এই শুভ মুহূর্ত্তে আমরা যদি পরমাত্মাকে আত্মার অভ্যন্তরে স্থাপন করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের অনন্ত জীবনের কার্য্য অগ্র-

সর হইয়া থাকিবে, তাহাতে আর সংশয় নাই। সকল সময়ই পরমাত্মাকে লাভ করিবার সোপান হইতে পারে, কিন্তু আজিকার দিন তাহা অবশ্যম্ভাবী। যেখানে ঈশ্বর-ভক্তেরা অনুরাগের সহিত একত্র মিলিত হন সেখানে উপবেশন করিলেও হৃদয় ঈশ্বর-প্রেমে অভিষিক্ত হয়। আমরা ত অদ্য বিশেষ রূপে পরমাত্মার উপাসনা করিব, বিশেষ রূপে তাঁহার করুণা দর্শন করিব, বিশেষরূপে তাঁহার প্রসাদ-বারি হৃদয়ে সঞ্চয় করিব, এইরূপ সংকল্প করিয়া এখানে সমাগত হইয়াছি, আমাদের এ সংকল্প কেননা সিদ্ধ হইবে? ঈশ্বরের সংকল্পের সহিত আমাদের সংকল্পের যে সময় সম্মিলন হয় তাহা অতীব শুভ সময়, তাহাকে আমাদের সমস্ত জীবনের আদর্শ-স্বরূপ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। অদ্য সেই শুভ সময় উপস্থিত, এমন শুভ সময় কখনই বিফলে যাইবার নহে। রীতিমত এই সময়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলে আমাদের হৃদয় প্রেমামৃতরসে পূর্ণ হইতে পারে, শরীর প্রাণে পূর্ণ হইতে পারে, মন জ্ঞানে পূর্ণ হইতে পারে, আত্মা পরমাত্মার প্রভাবে পূর্ণ হইতে পারে, এককালে আমাদের সকল মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারে। এমন শুভ সময় অতীব বিরল।

নিদাঘতপ্ত মেদিনীকে যেমন জলভারাবনম্র মেঘমালা অচিরে দর্শন দেয়, সেইরূপ আমাদের তপ্ত হৃদয়কে শান্ত করিবার জন্য পরমাত্মা আমাদের হৃদয়ে দর্শন দিবেন। এই প্রত্যাশায় আমরা অদ্য এখানে আনন্দের সহিত একত্র সম্মিলিত হইয়াছি; এখন তাঁহাকে পাইলেই আমাদের হৃদয় আপনার প্রিয়তমকে পায়, প্রাণ আপনার প্রাণকে পায়, আত্মা আপনার অন্তরতম আত্মাকে পায়। নদী যেমন সাগরে আপন-প্রমাণ যথাসাধ্য জল দান করিয়া সাগর-প্রমাণ শান্তিলাভ করে, আমরা আইস সেইরূপ আমাদের সাধ্যানুসারে তাঁহাতে প্রাণ মন সমর্পণ পূর্ব্বক অগাধ তৃপ্তি-সাগরে সমস্ত পাপতাপ দুঃখশোক প্রক্ষালিত করিয়া তাঁহার সহবাসের বিমল আনন্দ উপভোগ করি। প্রাণস্বরূপে প্রাণ সমর্পণ করিতে আমরা কাতর হইব কেন, আমরা ত মৃত্যুতে প্রাণ সমর্পণ করিতেছি না, যাঁহাতে প্রাণ মন সমর্পণ করিবার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি তিনি আমাদের প্রাণদাতা। তিনি আমাদের শরীরের প্রাণদাতা, আত্মার সাক্ষাৎ প্রাণ। তিনি যদি আত্মার প্রাণ না হইতেন, তবে আমাদের এই ব্রাহ্মধর্ম্ম কোথায় থাকিত। শরীরে প্রাণ থাকিতেই শরীর যেমন অন্ন আয়োজনে স্বভাবতই প্রবৃত্ত হয়, আত্মাতে প্রাণরূপে পরমাত্মা বিদ্যমান থাকাতেই আত্মা ধর্ম্মের আয়োজনে ধাবিত হয়। আমাদের দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম আছে বলিয়া বোধ হইতেছে যে, আমাদের দেশের প্রাণ আছে; সে প্রাণকে রক্ষা করিতে কি আমরা ভার বোধ করিব। অগ্নি-উপাসকেরা জড় অগ্নিকে কেমন যত্নের সহিত রক্ষা করে! আমরা কি সচেতন আত্মাকে ততোধিক যত্নের সহিত রক্ষা করিব না? যাহাতে হৃদয়ে হৃদয়ে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিত হয় ইহাতেই যেন আমাদের প্রাণের যত্ন সমর্পিত হয়; যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আজ আটচল্লিশ বৎসর আমাদের দেশকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, শত শত বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে দিন দিন বাড়িতেছে বই কমিতেছে না, সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন আমাদের হৃদয়কে রীতিমত অধিকার করিবে তখন তাহা হইতে যে কি শুভ ফল ফলিবে, তাহা আমাদের কল্পনারও অগোচর! ঈশ্বর করুন যেন সেই আনন্দের দিন উদিত হইয়া শীঘ্র আমাদের দেশের মুখশ্রী উজ্জ্বল করে।

হে পরমাত্মন্! তুমি তোমার মুখজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া আমাদের দেশের মোহান্ধকার দূর করিয়া দেও। আমরা সকল বন্ধুবান্ধবে মিলিয়া যদি একবার জানিতে পারি তুমি আমাদের কেমন সম্পদ তাহা হইলে কখনই তোমাকে আমরা ছাড়িতে চাহিব না। তুমি আমাদের তেমন পিতা মাতা নহ যে, আমাদিগকে অপরাধী দেখিলে আমাদের মঙ্গলের আশা ভরসা পরিত্যাগ করিবে, তেমন বন্ধু নহ যে কেবল মুখেই বন্ধু কার্য্যে নহে, তেমন আশ্রয় নহ যাহা আজ আছে কাল নাই, যথার্থ পিতা মাতা যদি কেহ থাকে, যথার্থ সুহৃৎ যদি কেহ থাকে, যথার্থ দাঁড়াইবার স্থান যদি কিছু থাকে, তবে তাহা তুমিই; তোমার প্রসাদে আমাদের দেশে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম উদিত হইয়াছে তাহা যদি শুদ্ধ কেবল আমাদের এই দুর্ব্বল হস্তের উপর নির্ভর করিত তাহা হইলে এত দিনে কোন্ কালে বিনাশ পাইত! তুমিই তাহার "সেতুর্বিধরণঃ" তুমিই বাঁধ হইয়া তাহাকে ধরিয়া রখিয়াছ তাই তাহা রহিয়াছে। তোমার করুণা স্মরণ হইলে আমাদের শরীর লোমাঞ্চিত হয়, বাক্যের অবসান হয়; তোমার করুণা আমাদের মহৌষধি—তৃষিত যে আমরা আমাদের জল, দুর্ব্বল যে আমরা আমাদের বল, নিরাশ্রয় যে আমরা আমাদের দাঁড়াইবার স্থল, আমরা আপনার দোষে যেন তাহা হইতে বিমুখ না হই, আমাদের প্রতি এই প্রসাদ বিতরণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ির প্রার্থনা

হে অনাথশরণ! আমাদিগকে দর্শন দেও। আমরা তোমার কারণ ব্যাকুল হইয়া এই উৎসব-ক্ষেত্রে আসিয়াছি। একাকী তোমাকে ডাকি—স্মরণ করি—হৃদয়-মন্দিরে পূজা করি। একাকী তোমার নিকট মনোদ্বার মুক্ত করিয়া সুখ দুঃখের সকল কথা কহি, আজি সকলে মিলিয়া তোমাকে ডাকিব, তোমার পবিত্র চরণ পূজা কবির, আপনাপন আত্মাকে তোমার চরণের সুশীতল ছায়ায় আনিয়া শোক দুঃখের তীব্রতা বিস্মৃত হইব। হে আনন্দময়! একবার আত্মাতে প্রকাশিত হও—"আবিরাবির্ম্মএধি" আমাদের এ মৃতপ্রায় আত্মাকে তোমার অমৃত জলে সিক্ত কর। নাথ! আমরা আপন ইচ্ছাতে এ পৃথিবীতে আসি নাই, তুমিই আমাদিগকে এখানে আনিয়াছ। এ অতি কঠোর শিক্ষার স্থান, ইহা মৃত্যুর প্রতিকৃতি, অমৃতের ভাব ইহাতে কিছুই নাই, অবশ্যই কোন মঙ্গল অভিপ্রায় সংসিদ্ধির নিমিত্ত তুমি ইহাকে অতি কঠোর স্থান করিয়াছ। এখানকার সুখ সুখই নহে, এখানকার সুখরূপ পদ্ম কেবল মুদিত হইবার নিমিত্তই প্রস্ফুটিত হয়, এখানকার "সম্পদ তড়িত-সমান উন্মীলি নিমীলয়ে।" এখানে রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা অপ্রতিহত প্রভাবে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। এখানে যিনি অতি বড় সাবধান তাঁহারও নিষ্কৃতি নাই, এস্থান এমনিই ভয়ঙ্কর যে যার পর নাই ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিলে বা স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিলেও মনুষ্যের হস্তে নিস্তার নাই, এখানে মনুষ্য পর্য্যন্ত মনুষ্যের প্রতি পিশাচবৎ ব্যবহার করে। হায়! ধর্ম্মের অনুরোধে—কর্ত্তব্যের অনুরোধে—সত্যের অনুরোধে—ঈশ্বরের অনুরোধে কত লোকের বিষয় বিভব মান সম্ভ্রম এবং প্রাণ পর্য্যন্ত গিয়াছে। এ সুখধাম নহে এ শান্তিগৃহ নহে। তুমিই আমাদের সুখধাম, তুমি আমাদের শান্তিগৃহ। কৃপানাথ! তোমার শান্তি নিকেতনের দ্বার ছাড়িয়া দাও—তোমার পবিত্র সন্নিধানে

উপস্থিত হইতে দাও, আর সংসার-যন্ত্রণা সহ্য হয় না। আপনার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি আমি অতি হীন, ভজন-পূজন-বিহীন, পাপ তাপে তাপিত। কেমন করিয়া তোমার পবিত্র সন্নিধানে উপস্থিত হই। আবার পরক্ষণেই ভাবি "কুপুত্র যদি হয় কুমাতা কভু নয়"। তোমার স্নেহের সীমা নাই "কেহ দেখে নাই শুনে নাই তোমার সমান" ইহাতেই সাহস প্রাপ্ত হই—সেই সাহসে নির্ভর করিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি—দেখ এ মলিন আত্মাকে দেখ "দরশন দেও হে কাতরে দীন হীন আমি শোকে আকুল রোগে কাতর মলিন বিষাদে" বলিয়া ইহা আর্ত্তনাদ করিতেছে। জননি! আর কোথা যাই "কেহ নাহি আর আমার সব তুমি, লয়েছি শরণ তব চরণে"। তুমি কৃপা-চক্ষে আমাকে দেখ—তোমার নিকটে যাইতে এবং তোমার অভয় ক্রোড়ে থাকিতে আমাকে দিক্ষা দেও। সংসার হইতে আকর্ষণ করিয়া যাহাতে আত্মাকে তোমার পদতলে প্রত্যর্পণ করিতে পারি তুমি আমাকে সেই বল দাও। কত আর কাঁদিব তুমি আমার অশ্রুজল মোচন কর—তুমি শোকাশ্রুকে আনন্দাশ্রুরূপে পরিণত কর। নাথ! আর কিছুই চাহি না, এখন কেবল তোমাতে অবস্থিতি করিতে পারিলেই আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করি—এখানকার শোক দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা আর কিছুতেই অন্তর্হিত হইবার নহে কেবল তোমার ধ্যানধারণাতেই এই সমস্ত বিনাশ পায়। যে কয়েক দিন আর বাঁচিব কেবল তোমাকেই বক্ষে ধারণ করিতে দেও। নাথ! শুনিয়াছি ভগ্নহৃদয়ে প্রীতির নিবাস। তবে একবার আমার এই ভগ্নহৃদয়ে তোমার পবিত্র প্রীতির আলোককে উজ্জ্বল রূপে জ্বলিতে দাও। বিষাদের অন্ধকার জন্মের মত তিরোহিত হউক—সেই আলোকে আমি যেন জ্যোতির্ময় আনন্দধাম দেখিতে পাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগ ভৈর—তাল ঝাঁপতাল।

"অনুপম-মহিম পূর্ণব্রহ্ম কর ধ্যান নিরমল
পবিত্র উষা কালে।
ভানু-নব তাঁর সেই প্রেম মুখ ছায়া,
দেখ ঐ উদয়-গিরি-শুভ্র-ভালে।
মধু সমীরণ বহিছে এই যে শুভ দিনে,
তাঁর গুণ গান করি অমৃত ঢালে।
মিলিয়ে সবে যাই চল ভগবত নিকেতনে,
প্রেম-উপহার লয়ে হৃদয়-থালে।

রাগিণী ললিত বসন্ত—তাল সুরফাঁকতাল।

অগতির গতি অনাথ-নাথ হে— -তুমি
কৃপা-সিন্ধু তুমি দিন-বন্ধু শরণ দাও হে।
হৃদয় অতি জরজর পাপ-বিকারে, তোমা
বিনে প্রভু হে কে তারে।
বিতরি প্রসাদ-অমৃত শীতল কর হৃদি-মম,
শান্তি-সলিল তুমি প্রভু এভব-সন্তাপে।
কারে কহিব আর এ মম মরম-বেদন,
তোমা সম অন্তরতম আর কে আছে।

অষ্টচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ বুধবার ১৭৯৯ শক। স্বায়ংকাল।

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা

প্রায় সার্দ্ধ শতাব্দীকাল পূর্ণ হইতে চলিল, পবিত্র ব্রহ্মসাধন, আশ্রম হইতে আলয়ে, অরণ্য হইতে নগর গ্রামে, গিরি-গুহা হইতে পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে সাদরে আনীত হইয়াছে। কেন সেই ভারতের

সর্ব্বস্ব ধনকে নিভৃত স্থান হইতে এমন প্রকাশ্য স্থলে আনয়ন করা হইল? কেন সেই যুগ যুগান্ত তপস্যালব্ধ অমূল্যনিধিকে সাধারণের চক্ষুর সমক্ষে ধারণ করা হইয়াছে? কেন সেই ব্রহ্মগত-প্রাণ মহর্ষিদিগের হৃদয়-কন্দর-নিহিত নিগূঢ় ভাবরত্নরাজিকে সকলের সন্নিধানে উৎঘাটন করা হইতেছে? মৃতকল্প বঙ্গ-সমাজে প্রকৃত জীবন দিবার জন্যই—সমগ্র ভারতের যথার্থ প্রাণ সঞ্চার-নিমিত্তই সেই মৃত-সঞ্জীবন ব্রহ্ম-পূজা প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। সেই অমর-সেব্য ব্রহ্মামৃত অকুণ্ঠিত চিত্তে চতুর্দ্দিকে সিঞ্চন করা যাইতেছে। ধর্ম্ম যেমন প্রতি আত্মার প্রাণ; তেমনি ধর্ম্মই সমস্ত জনসমাজের প্রকৃত জীবন। কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম-নিয়ম পালন করিলে, ধর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে আত্ম-সমর্পণ করিলে, যেমন তাহার শরীর-মন আত্মা দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ পবিত্র পরিশুদ্ধ ও প্রশস্ত হয়, তেমনি সমস্ত জন-সমাজ উন্নত ধর্ম্মের, শীতল ছায়ায় পরিপোষিত হইলে, ধর্ম্মের অনুশাসন দ্বারা চালিত হইলে, ধর্ম্মের উন্নততম উপদেশ পালনে যত্ন-যুক্ত হইলে, সমাজগত দুঃখ-দুর্ব্বলতা পাপ-মলিনতা অন্তরিত হইয়া ক্রমে বল-বীর্য্য, জ্ঞান-ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হয় এবং অধিকাধিক রূপে পুণ্য-ভাব, দেব-ভাবের আবির্ভাব হইতে থাকে। সেই সকল উন্নতির অভ্রান্ত আদর্শ, ঈশ্বরের অনন্ত-মঙ্গল-ভাব, সকলের অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে নিপতিত হয়, এই প্রত্যাশাতেই সকল মঙ্গলের নিদান-স্বরূপ, সকল উন্নতির একাধার-স্বরূপ, এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ, এই শুভ দিনে শুভক্ষণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গুরু যদি সুদক্ষ ও সুবিচক্ষণ হন, তাহা হইলে যেমন দুর্বৃত্ত স্বেচ্ছাচারী ছাত্রও অল্প কাল মধ্যে সুশিক্ষিত হইয়া উঠে; নেতা যদি সবল ও সাহসী হন, তাহা হইলে দুর্ব্বল ও ভীরু সেনা সকলও যেমন কিছু দিন-মধ্যেই বলবান্ ও সাহসী হইয়া, তাঁহার অনুসরণে সমর্থ হয়, তেমনি ধর্ম্ম যদি উন্নত অসাম্প্রদায়িক হয়, তাহা হইলে সমগ্র মনুষ্য-সমাজ, বিবাদ বিসম্বাদ, বিদ্বেষ কলহ পরিত্যাগ করিয়া, ইন্দ্রিয়-সুখ বিষয়-সুখের দাসত্ব-শৃঙ্খল ছেদ করত স্বার্থ-সম্পর্কে বিসর্জ্জন দিয়া জীবনের সার কর্ত্তব্য-সাধনে—ঈশ্বরের সঙ্কল্প-সংসাধনে দৃঢ়ব্রত হইয়া উঠে। পৃথিবীতে স্বার্থ লইয়াই আত্ম-কলহ, স্বার্থ লইয়াই ভ্রাতৃ-বিরোধ, স্বার্থের জন্যই যুদ্ধ-সংগ্রামে লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের শোণিত-স্রোতে বসুন্ধরা কলঙ্কিত হইতেছে! মত-ভেদ লইয়াই দ্বন্দ্ব বিবাদ, মত-ভেদ জন্যই বন্ধুবিচ্ছেদ, মতামত লইয়াই, মনুষ্য-জাতি এক পিতার পরিবার, এক-গুরুর শিষ্য, এক রাজার প্রজা হইয়াও, নানা দলে বিভক্ত হওত অকৌশল অপ্রণয়ের বিষাক্ত বীজ চতুর্দ্দিকে বপন করিতেছে! পবিত্র ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করত আপনাপন ক্ষুদ্র লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরের মহান্ লক্ষ্যের প্রতি অন্তর্দ্দৃষ্টি নিপতিত হইলে সকল বিবাদ-বিসম্বাদ, অনৈক্য-অপ্রণয় তিরোহিত হইয়া যায়। মতভেদ নিবন্ধন পিতা পুত্র, এক গৃহে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না; মাতা স্বীয় হৃদয়ধন সন্তান সন্ততি লইয়া নির্ব্বিবাদে এক পরিবার মধ্যে দিনপাত করিতে পারে না। কিন্তু দেখ, সেনাদলের মধ্যে, সকলে বিভিন্ন-প্রকৃতি, বিভিন্ন-স্বভাবের লোক হইলেও কেবল রাজার লক্ষ্য সাধনের প্রতি তাহারদের দৃষ্টি বলিয়া, কেমন নির্ব্বিবাদে সহস্র সহস্র লোক এক-হৃদয় হইয়া সুকৌশলে শিক্ষিত হইতেছে! কেমন অপ্রতিহত উৎসাহে দুর্লঙ্ঘ্য সাগর সেতু, পর্ব্বত প্রান্তর অতিক্রম করত সহস্র কষ্ট সহ্য করিয়া সমর-ক্ষেত্রে ধাবিত হই-

BLEED THROUGH.

তেছে। সেনাপতির আদেশ উপদেশের প্রতি যদি তাহারদের দৃষ্টি না থাকিত, আপনাপন মতামতের প্রতি নির্ভর করিয়া যদি তাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিত, রাজার লক্ষ্য সাধন করা দূরে থাকুক, আপনারদের লক্ষ্য সাধনের জন্যই, তাহারা আত্ম কলহে নিহত হইত! ব্রাহ্মধর্ম্ম—স্বর্গীয় ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবেও দেখ, এখনও মর্ত্ত্যলোকে জনসমাজের মধ্যে লোকে আপনাপন মতামত হইয়া ভ্রান্তিচক্রে ঘূর্ণিত হইতেছে!!

ঈশ্বরের লক্ষ্য সাধনের প্রতি লোকের তাদৃশ দৃষ্টি নাই, তাঁহার ইচ্ছা উদ্দেশ্য সম্পাদনের প্রতি আশানুরূপ যত্ন চেষ্টা, উদ্যম উৎসাহ নাই; সুতরাং সেই কর্ত্তব্য-বিমূঢ়তা নিবন্ধন অকৌশল অশান্তি, দুঃখ বিপত্তিতে চতুর্দ্দিক দগ্ধ হইতেছে। অপ্রণয় অকৌশলে জনসমাজ নানা দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর হীনবল হইয়া পড়িতেছে! ঈশ্বরের সদাব্রতের ভিখারী হইয়াও শিক্ষার অভাবে কত লোক, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গোলোযোগ দৃষ্টে সংশয়বাদী নাস্তিক হইয়া উঠিতেছে। পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম, প্রথমে যাঁহারদের হৃদয়ে পোষিত হইয়াছিল—যে সকল আর্য্য ঋষিগণ লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে পবিত্র ধর্ম্মের উচ্চতম শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেমন সকলের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া—সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া উচ্চতর শিক্ষা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বিদ্যা বুদ্ধি, ধৃতি প্রবৃত্তি অনুসারে সুশিক্ষিত শিক্ষকের ন্যায় উপদেশ দৃষ্টান্ত দ্বারা কেমন অল্পে অল্পে লোক সাধারণকে উচ্চতর সোপানে আনয়ন করিয়াছিলেন। জনসমাজের কলঙ্ক এবং কণ্টক-স্বরূপ সংশয় ও নিরীশ্বরবাদ হইতে কেমন বিচিত্র কৌশলে তাঁহারা আর্য্যভূমিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এখন সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম অরণ্য হইতে নগরে আনীত হইয়াছে, ব্যষ্টি হইতে সমষ্টির মধ্যে তাহা প্রচারিত হইতেছে; অথচ তাহা হইতে কেন আমরা আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারিতেছি না? কেন, আমরা জন-সাধারণকে এক পরিবারে পরিণত করিতে সমর্থ হইতেছি না? কেন আমরা অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে কৃতকার্য্য হইতেছি না? ব্রাহ্মধর্ম্মকে এখন আমরা হৃদয়ের ধর্ম্ম করিয়া তুলিতে পারি নাই; ব্রাহ্মধর্ম্মের উজ্জ্বলতর উপদেশ আমরা এখন সাধনে প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হই নাই; পরব্রহ্মকে আমরা অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হই নাই; তাঁর সত্ত্বাতে আমরা নিঃসংশয় হইয়া তাঁহাতে আত্মসমাধান করিতে পারি নাই বলিয়াই, আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণ-জনিত প্রত্যক্ষ ফললাভে সমর্থ হইতেছি না। আমরা ব্রহ্মপূজার পুরস্কার শান্তি মঙ্গল, আরাম ও অমৃত ভোগে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না। ব্রাহ্মধর্ম্মকে এখনও অনেক পরিমাণে আমরা মুখের ধর্ম্ম করিয়া রাখিয়াছি বলিলেই হয়। ব্রহ্মপূজা বাক্য-উপকরণেই প্রায় সম্পন্ন হইয়া থাকে! সুতরাং আমরা তন্নিবন্ধন স্থায়ী ফললাভে বঞ্চিত হইতেছি! ব্রহ্মনাম নানাস্থানে প্রচারিত হইতেছে সত্য বটে; কিন্তু যেরূপ গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য্য সহকারে তাহা লোকের হৃদয়-নিহিত হওয়া আবশ্যক, তাহা হইতেছে না বলিয়াই ব্রহ্মপূজারূপ অনন্তকাল-প্রতিপাল্য মহাব্রত অনেকেরই দ্বারা অকালে উদ্‌যাপিত হইতেছে!! ব্রাহ্মধর্ম্মের যে সকল উচ্চতর সত্য, বজ্রসমান বলে, লোকের পাষাণ-হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত হইলে, তাহা অন্তঃপ্রবিষ্ট হইবে, সে স্থলে সামান্যরূপে সহজ ভাবে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে বলিয়া পর্ব্বত-গাত্র-স্পৃষ্ট লোষ্ট্রের ন্যায় তাহা আবার পুনর্বিক্ষিপ্ত হইতেছে! ব্রাহ্মধর্ম্মের যে অমৃত-ধারা অল্পে অল্পে সিঞ্চিত হইলে, লোকের হৃদয়-উদ্যানে বহুবিধ জ্ঞান-প্রেম-বীজ অঙ্কুরিত হইবে, সে স্থানে হয় তো প্রচার-দোষে প্লাবন-বেগে প্রবাহিত হওয়াতে এককালে হৃদয়-ভূমিকে কর্দ্দমাক্ত ক্ষেত্রের ন্যায় অকর্ম্মণ্য করিয়া দিতেছে! ব্রহ্মের যে অতুলন প্রীতি সৌরভ মন্দ মন্দ হিল্লোলে প্রবাহিত হইলে, সকলের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আমোদিত হইবে, সেস্থলে প্রবল বাত্যাপ্রবাহে নিক্ষিপ্ত হইতেছে বলিয়া, কেহই সেই স্বর্গীয় মকরন্দের আঘ্রাণে সমর্থ হইতেছে না। যেখানে মৃদু মধুর বাক্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সহজ সরল সত্য সকল প্রচার করা কর্ত্তব্য, সেখানে লোকের আত্মার ক্ষুৎপিপাসার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, মহা আড়ম্বরে উচ্চতম সত্য সকল ব্যাখ্যাত হইতেছে বলিয়া, তাহা তাহারা গ্রহণ করিতে সমর্থ না হওয়াতে পরিতোষ হইতেছে না। কণ্টকাবৃত অকর্ষিত ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেমন কোন ফলই দর্শে না, তেমনি অশান্ত অসংযত হৃদয়ে যতই কেন সত্য-বীজ প্রক্ষিপ্ত হউক না, তদ্দ্বারা কোনরূপ ইষ্টসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। চক্ষুর সমক্ষে যেমন প্রজ্বলিত আলোক ধারণ করিলে, দৃষ্টি অন্ধীভূত হইয়া যায়, তেমনি চঞ্চল অসমাহিত চিত্তে, ঘোর বিষয়াসক্ত লোকের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্ম ধারণ করিলে, সে ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই জন্য উপদেশ দিতেছেন 'নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥' আমরা এই নিগূঢ় সত্য-গর্ভ উপদেশের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কার্য্য করিতেছি, সুতরাং আশা পূর্ণ হইতেছে না; পরিশ্রম-অনুরূপ ফললাভ করিতে না পারিয়া কেবল পদে পদে ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ হইতেছি!!

হে ব্রহ্মপরায়ণ সাধু সজ্জন সকল! আপন আপন ক্ষুদ্র লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া সেই বিশ্বাধিপতি পরমেশ্বরের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের প্রতি অন্তশ্চক্ষু স্থির রাখিয়া, তাঁহার অভিপ্রায় সংসিদ্ধ করিতে যত্নবান্ হও, যে তাঁহার জয়ে জয়যুক্ত হইবে। বহির্জগতে ও অন্তর-রাজ্যে তাঁহার পালন-পোষণ-প্রণালী প্রত্যক্ষ করত, তাঁহাকেই সকল কার্য্যের আদর্শ করিয়া অকুতোভয়ে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন কর, যে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও সিদ্ধকাম হইবে। তাঁহার শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হও যে, অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য, অপ্রণয়ের মধ্যে প্রণয়, অমঙ্গলের মধ্যে শান্তি মঙ্গল আসিয়া উপস্থিত হইবে। মনুষ্যের কর্ম্ম-জনিত অশুভ অমঙ্গল, অনৈক্য অত্যাচার দৃষ্টে, কদাচ ভীত হইয়া, সত্য হইতে, ধর্ম্ম হইতে, শুভ কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহান সত্যের প্রতি সকলে কর্ণপাত কর 'সত্যমেব জয়তে নানৃতং।'

হে পরমাত্মন্! যখন তুমি কৃপা করিয়া আমারদের দুর্গতি দুর্দ্দশা পরিহার করিবার জন্য পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়াছ, তখন যাহাতে আমরা সেই পবিত্র ধর্ম্মকে সম্যক্‌রূপে হৃদয়ে রক্ষা করিতে পারি, তাহার আদেশ উপদেশ সকল পালন করত তোমার লক্ষ্য সাধন করিতে সমর্থ হই, তুমি আমারদিগকে এরূপ ধর্ম্মবল ও শুভ বুদ্ধি প্রদান কর—যোড় করে তোমার সন্নিধানে এই প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগিণী নট্‌বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

জয় পরম শুভ-সদন ব্রহ্ম সনাতন,
করুণার সাগর কলুষ-নিবারণ।

'জয় বিশ্বপাতা, অনন্ত বিধাতা, জয় দেব-দেবেশ; জীবের জীবন।

রাগিণী কেদারা—তাল সুরফাঁকতাল।

দরশন দাওহে হৃদয়-সখা পূর্ণ কর হে আশ, নয়নেরি আলো তুমি মম।

দেখিলে তোমারে হৃদয় জুড়ায় হে, প্রেম-ভরে ডাকি ঘন ঘন।

প্রাণ মন দিনু সঁপিয়ে তব পদে, এস এস ওহে হৃদয়ের প্রিয় ধন।

কাঁদি হে দিবা নিশি তোমার পিয়াসে, কর শান্তির বারি বরিষণ।

রাগিণী বসন্ত—তাল সুরফাঁকতাল।

আনন্দে আকুল সবে দেখি তোমারে, পূরিল হৃদয় প্রীতি-বিমল-কুসুম-সুবাসে, তব প্রসাদ সব দুখ-তাপ নিবারে।

সকল কলুষ-ভঞ্জন, জগ-জন-চিত-রঞ্জন, তোমারি প্রেম মধুময় জীবন সঞ্চারে।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধামাল।

ব্যাকুল হয়ে তব আশে প্রভু এসেছি তব-দ্বারে।

দ্যাখা দাও মোরে নাথ হৃদি-মাঝে সকল দুখ-তাপ যাবে দূরে।

রাগিণী সিন্ধু—তাল চৌতাল।

কঠিন দুখ পাই হে মোহান্ধকারে তোমারি দরশন বিনা—দাও দরশন দীননাথ, আর যাতনা সয় না।

আছি নিশি দিন হায়রে পথ চাহিয়ে, কবে প্রসন্ন হবে প্রভু তারণ-দাতা এ দীনে।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

পরম দেব ব্রহ্ম জগজন-পিতামাতা।

সেবকে প্রসন্ন হও হে সর্ব্বসিদ্ধি-দাতা, থাকে নিত্য তব পদে মতি, এই ভিক্ষা দেহি নাথ।

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালি।

হৃদয়ের মর্ম যতনের ধন তুমিহে, অন্তর-যামী, আত্মারি স্বামী, পিতা তুমি, পুত্র আমি, জাগ্রত কৃপা তোমারি দীন জনে।

তোমার করুণা দিবারাত, প্রতি মুহু মুহু জীবনে ভায়, মিনতি করি তোমায়, মোহ পাশ কাটিয়ে আমায় রাখ হে নাথ তব সাথ সাথ।

জ্ঞানী বাক্য।

(গ্রীক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত)

৪১৪ সংখ্যক পত্রিকার ১৯৩ পৃষ্ঠার পর।

(৬৯)

সক্রেটিস বলিয়াছেন যে, সকল অপূর্ব্ব বস্তুর আধার এই জগতকে যে ঈশ্বর সৃজন করিয়াছেন এবং যিনি সেই সকল বস্তু আমাদিগকে বিধান করিতেছেন তিনি যদ্যপিও সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কার্য্য করিতেছেন তথাপি তিনি নিম্নে অদৃশ্য ও অননুভূত। কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য হওয়া উচিত নহে। এই সূর্য্য সকলের নিকট স্বপ্রকাশ কিন্তু আপনাকে স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতে দেন না। যদি কেহ অসমসাহসিকতা পূর্ব্বক তাঁহার-দিকে চাহিয়া দেখে তাহা হইলে সে অন্ধ হয়। ঈশ্বরের প্রতিরূপ মনুষ্যের আত্মাও আমাদিগের অন্তরে স্পষ্টরূপে বিরাজ ও আধিপত্য করিয়া নিম্নে দৃষ্ট হয় না।

জেনোফন্।

(৭০)

সক্রেটিস বলিলেন হে ইউথিফ্রো! এই জন্য কি আমি অপবাদগ্রস্থ হই নাই যে যখন আমি দেবতাদিগের সম্বন্ধে এই সকল অলীক উপন্যাস শ্রবণ করি তখন আমি তাহা বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছু হই এবং প্রকাশ্যরূপে তৎপ্রতি আমার ঘৃণা প্রকাশ করি! হে ইউথিফ্রো! কবি এবং চিত্রকারেরা দেবতাদিগের মধ্যে বিবাদ এবং তাহাদিগের সম্বন্ধে অন্যান্য যে কথা বলে তাহা কি তুমি বিশ্বাস কর।

প্লেটো।

ক্রমশঃ

Registerd No 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প

তৃতীয় ভাগ

চৈত্র ১৭৯৯ শক।

৪১৬ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৮

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

উপদেশ।

১১ মাঘ বুধবার ১৭৯৯ শক।

ভারতের এই দুর্গতি অবনতির অবস্থাতেও যদি কিছু তাহার গৌরব ও স্পর্দ্ধার বিষয় থাকে, তবে তাহা ব্রহ্ম-বিদ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভারতবাসীদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভের যদি কোন প্রশস্ত উপায় থাকে, তবে ব্রহ্মসাধনই কেবল তাহারদের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল লাভের একমাত্র সোপান। নিখাত ভারত-আকরে যদি কোন অমূল্য নিধি এখনও প্রচ্ছন্ন থাকে, তবে তাহা ব্রহ্মবিদ্যা ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই। সমরশায়ী মৃতকল্প ভারত-শরীরে যদি এখনও কিছু মহামূল্য আভরণ অস্পৃষ্ট থাকে, তবে ধর্ম্মভূষণ ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। পরাধীন ভারতবাসীদিগের যদি কিছু নিজস্ব সম্পত্তি থাকে, তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম—কেবল পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মই তাহারদের সেই একমাত্র স্বাধীন বিষয় বিত্ত। তদ্ভিন্ন আমারদের বলিয়া স্পর্দ্ধা করিবার বিষয় ক্রমে ক্রমে, সকলই অপহৃত ও স্থানান্তরিত হইয়াছে।

মনুষ্যের বিলাস-সজ্জা যত অপহৃত হয়, তাহার ভোগ ঐশ্বর্য্য উপকরণ যত তিরোহিত হয়, তাহার অজস্র সুখসেব্য সামগ্রী যত স্থানান্তরিত হয়, ততই তাহার জীবন ধারণের প্রধানতম উপাদান কেবল অন্নের প্রতিই দৃষ্টি নিপতিত হইতে থাকে। তখন সেই হৃত-সর্ব্বস্ব ব্যক্তি যেমন কেবল এই আশা-যষ্টি অবলম্বন করিয়াই দণ্ডায়মান থাকে যে, অন্নপান লাভ করিয়া জীবিত থাকিতে পারিলেই ক্রমে ক্রমে সকলই হস্তগত হইবে, আমারদেরও এখন ঠিক্ সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। আমারদের আত্মার প্রাণ ধারণের সারতম উপাদান যে ধর্ম্ম, তাহারই প্রতি অনেকেরই অন্তশ্চক্ষু নিপতিত হইয়াছে। বাহিরের বিষয় ভাবিতে গেলে, শরীর ভূমিসাৎ হইয়া পড়ে, বুদ্ধি মন অবসন্ন হইয়া যায়, যখন সেই নিখিল-নির্ভর যষ্টি ধর্ম্মকে আশ্রয় করি, তখনই নানা দুঃখ বিপত্তির মধ্যে অটল ভাবে দণ্ডায়মান হই। তখনই হৃদয়ে এই আশার সঞ্চার হয়, যে যখন আত্মার প্রাণ ধর্ম্মকে লাভ করিয়াছি, তখন অল্পে অল্পে সকলই লাভ হইবে, তখন সকল দুঃখ দুর্গতি চলিয়া যাইবে, তখন

আত্মার জ্ঞান-প্রেম-ক্ষুধার প্রকৃত অন্ন সত্য সুন্দর মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বরকে উপভোগ করিয়া শরীর মন আত্মা ক্রমে দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হইয়া সকল বাধা বিঘ্নের প্রতিকূলে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে।

ভারতের ভাবী মঙ্গল চিহ্নের মধ্যে, এখন কেবল এইই দৃষ্ট হইতেছে যে. সকলে সেই পুরাকালের প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন। পূর্ব্ব-পিতৃপিতামহগণের শৌর্য্য বীর্য্য মহত্ত্বেরই কথা এখন অনেকের মুখে শ্রুত হওয়া যাই-তেছে। অনেক ভারত সন্তান সেই সত্য যুগের ভাব বর্ত্তমান সময়ে আনয়ন করিবার জন্য উদ্‌যুক্ত হইতেছেন। সেই পুরাকা-লের প্রতি নিগূঢ়তম রূপে দৃষ্টিপাত করিতে গিয়া অমানিশার শুক্রতারকের ন্যায় সেই জ্বলন্ত ধর্ম্ম-জ্যোতির প্রতি অন্তশ্চক্ষু নিপ-তিত হওয়াতে অনেকেই আপনারদের প্রকৃত অবস্থা সুন্দররূপে বুঝিতে পারিয়াছেন। অনেকেই আপনারদিগকে গম্য-পথহারা দেখিয়া অনুতপ্ত চিত্তে ধর্ম্মপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে যত্নবান হইতেছেন। যে সকল মেঘ-কুজ্‌ঝটিকা আমারদিগকে ব্রহ্ম-জ্যোতি দেখিতে দেয় না, সেই সকল ধর্ম্মজঞ্জাল ধর্ম্মাবরণ অন্তরিত করিবাব জন্য অনেক সাধু সজ্জন প্রাণমন সমর্পন করিতেছেন। প্রথম পদচালনা শিক্ষার সময়, যেমন পদে পদেই পতন-আশঙ্কা থাকে, তেমনি আমারদের সম্মুখে যে রূপ রাশি রাশি প্রলোভন, যে প্রকার অযুত অগণ্য অসৎ দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই উদয়-কালে স্থিরপদে দণ্ডায়মান থাকা অথবা সাব-ধানে পদনিক্ষেপ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। এক এক সময় বিজাতীয় ধূলিরাশি উড্ডীয়মান হইয়া জনসমাজকে যেরূপ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তাহাতে প্রকৃত কল্যাণ-বর্ত্ম নির্ব্বাচন করিয়া স্বচ্ছন্দে ব্রহ্মধামে গ-মন করা দুর্ঘট হইয়া উঠে। এক একটী বাত্যা এমনি প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হয় যে, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, গরল অমৃতকে একত্রে মিশ্রিত করিয়া দিবার উপক্রম করিয়া তোলে; কিন্তু সত্যের এমনই প্রভাব, ধর্ম্মের এমন জ্যোতি, ঈশ্বরের এমনই মঙ্গল ইচ্ছা যে আবার কিছুকাল পরেই মেঘ-মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় ধর্ম্ম স্বীয় স্বর্গীয় মহিমা বিস্তার করিতে করিতে প্রকাশিত হন।

আমারদের বহু সৌভাগ্যবলে যখন আ-ত্মার সারতম অবলম্বন পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রাপ্ত হইয়াছি, তখনি নিশ্চয়ই উপস্থিত দুঃখ দুর্গতি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ক্রমে ধর্ম্মের জয়ে জয়যুক্ত হইব। এই অসৎ বিষয় ব্যাপার হইতে ধর্ম্মই আমারদিগকে সত্যের পথে লইয়া যাইবেন, এই নিবিড় অন্ধকারের মধ্য হইতে ধর্ম্মই আমারদিগকে হস্ত ধারণ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় আনন্দরাজ্যে লইয়া যাইবেন, এই প্রাণশূন্য মৃতাবস্থা হইতে ধর্ম্মই আমারদিগকে প্রকৃত জীবন সুখে পূর্ণ করিয়া ক্রমে সমুন্নত করিবেন। বাহিরের বিভীষিকা দেখিয়া যেন আমরা এখন এই ধর্ম্মকে পরিত্যাগ না করি। প্রে-য়ের মধুরতম বাক্যে যেন আমরা প্রবঞ্চিত হইয়া ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট না হই। সং-সার-সমুদ্রের তরঙ্গ তুফান দেখিয়া যেন আমরা জীবন-তরণীর হাল ছাড়িয়া না দিই। এখন আমারদের এই আর্য্যসমাজের ঘোর পরিবর্ত্তনের অবস্থা। পরাধীনতার উপর পরাধীনতাতে সমাজ-বন্ধন ক্রমে শিথিল হইয়া যাইতেছে। বিজাতীয় সভ্যতার তীব্র জ্যোতিতে লোকে দিশাহারা হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। চিন্তাস্রোতে বিক্ষিপ্ত হইয়া নানা ভাব ধারণ করিতেছে। সামাজিক আচার ব্যবহার শিক্ষা সাধন-প্রণালী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নানারূপে পরি-

ণত হইতেছে। এই প্রবল পরিবর্ত্তন-কালে যেন আমরা সেই নিখিল-বিধরণ পরমেশ্ব-রকে পরিত্যাগ না করি। এই সমাজবিপ্লব সময়ে যেন আমরা সেই আর্য্য-কুল-তিলক মহর্ষিগণ-আরিত পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রাণ-পণে রক্ষা করি। এই ধর্ম্মকে যদি নষ্ট না করি, আমরাও কোনরূপেই বিনষ্ট হইব না। যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্মই তা-হাকে রক্ষা করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই আশা-পূর্ণ সারগর্ভ উপদেশ এই সঙ্কট সময়ে যেন আমরা কোন রূপেই বিস্মৃত না হই। "ধর্ম্ম এব হতোহন্তি ধর্ম্মোরক্ষতি রক্ষিতঃ।

আমরা পবিত্র ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া থাকিলে, এই সামাজিক বিপ্লব বিদ্রোহ অচি-রাৎ প্রশমিত হইবে। অদৃষ্টবাদ, সংশয়-বাদ, নাস্তিবাদ, প্রত্যক্ষবাদ প্রভৃতি ধর্ম্ম-কণ্টক সকল অনতিকাল বিলম্বেই সমূলে নি-র্মূল হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বীয় অপরাজিত শক্তি প্রভাবে সকলকেই ব্রহ্মবাদী, নিঃশং-সয় পরমার্থতত্ত্ববাদী করিয়া তুলিবেন। এই পুণ্যক্ষেত্র ভারত-ভূমি এরূপ স্থানই নয় যে, এখানে নিরীশ্বরবাদরূপ বিষ-বৃক্ষ বদ্ধমূল হইতে সমর্থ হইবে। আর্য্য-কুল-দেবতা পরব্রহ্ম আমারদের এমন ইষ্ট দেবতাই নহেন, যে, তাঁর অনুগত ভক্ত-সমাজে অন্য কাহারও আধিপত্য হইবার সম্ভাবনা। অতীত কালের সমুদয় বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যেমন ব্রাহ্মধর্ম্ম বর্ত্তমানে ভারত-বক্ষে ব্রহ্মের জয় ঘোষণা করিতেছেন, তেমনি বর্ত্ত-মানের বিঘ্ন-বিপত্তি প্রশমিত হইয়া, ভবিষ্যৎ কালেও কেবল সেই "একমেবাদ্বিতীয়ং" পরাৎপর পরব্রহ্মেরই মহিমা ঘোষিত হইবে।

সদ্য-ভূমিষ্ঠ শিশু, যৌবন-সীমায় উপনীত হইবার মধ্য-পথে কত বাধা বিঘ্ন সহ্য করে, তাহার উপর দিয়া কত পরিবর্ত্তন-স্রোত চলিয়া যায়, কত রোগ-বিপত্তির সঙ্গেই তাহাকে সংগ্রাম করিতে হয়, কিন্তু কেবল তাহার প্রাণমাত্র থাকাতেই, সে সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া, কালেতে যৌবন-শ্রী ধারণ করে। ব্রাহ্মসমাজেরও সেইরূপ এখন শৈশব-কাল। এখন তাহার বাধা বিঘ্ন রাশি রাশি। কিন্তু ইহার প্রাণের উপর কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই। যিনি সমগ্র জগতের প্রাণ, তিনিই ব্রাহ্মসমাজের অধিষ্ঠাত্রী দে-বতা,—তিনিই ইহার প্রত্যক্ষ জীবন। ইহার জীবনকে বিনষ্ট করে, কাহারও এরূপ সাধ্য নাই। এই ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে থাকিয়া —এই পবিত্র ধর্ম্ম-পথে দণ্ডায়মান হইয়া, পাপীদিগের আশু বিপর্য্যয় দৃষ্টে হে ব্রাহ্ম-সকল! কদাচ অবসন্ন হইও না; কাদচ অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিও না। "ন সীদন্নপি ধর্ম্মেন মনোঽধর্ম্মে নিবেশয়েৎ। অধার্ম্মি-কানাম্ পাপানামাশু পশ্যন্ বিপর্য্যয়ম্।"

দেখ,—প্রত্যক্ষ দেখ! ঈশ্বর এই ব্রাহ্ম-সমাজের রক্ষক বলিয়া তাঁহার দুই একটি ভক্তের যত্ন চেষ্টায়—দুই এক জনের অগ্নি-ময় মহাবাক্যে এই নিদ্রিত জন-সমাজ সকল জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে! কত পথ-ভ্রান্ত আত্মা শশব্যস্ত হইয়া ঈশ্বরের পথে ধাবিত হইতেছে। কত শত পাপ-ভীরু ধর্ম্ম-সাহসে সাহসী হইয়া উঠিতেছে! কত নিরাশ নিরুদ্যম চিত্ত আশা উদ্যমে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে! মরু-ক্ষেত্র-সদৃশ কত নীরস পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়া যাইতেছে! এই অন্ধতম অবস্থাতেও সেই করুণাময় পরমেশ্বর, তাঁহার মঙ্গল জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া আমারদের ভবিষ্যৎ গম্য-পথ কেমন আলোকিত করিয়া দিতেছেন! চতু-র্দ্দিকে দুর্ভিক্ষ দুর্দ্দশা, বিলাপ ক্রন্দনের মধ্যেও কেমন বিষয়াতীত এই আনন্দ উৎসব-দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিতেছেন! আপনি ইহার আলোক, আপনি ইহার সৌন্দর্য্য আপনি

ইহার জীবনরূপে বিরাজ করত আমারদের আশা ভরসা, আনন্দ উৎসাহ কেমন বর্দ্ধিত করিতেছেন! সংসারের অতীত সুখে বিষয়ের অতীত জ্ঞানে, তিনি আমারদের হৃদয়-ভাণ্ডার কেমন বিচিত্র কৌশলে পূর্ণ করিতেছেন! জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সকলে তাঁহাকে দর্শন কর। তাঁর প্রেম-মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, সকলে সন্তাপাশ্রু মার্জ্জন কর। তাঁহাকে জান—তাঁহাকে লাভ কর, যে, মৃত্যু-পাশ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। বিপদ্ মঙ্গলের আধার হইবে; মৃত্যু অমৃতের সোপান হইবে!

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

নীতি।

(মহাভারত হইতে সংগৃহীত)

সাধুগণ সদা সাধু-সংসর্গ দ্বারা পূত সুভাষিত বাক্যরূপ বারি দ্বারা আপনাদিগকে পবিত্রীকৃত বলিয়া বোধ করেন। যদি স্বকীয় ভাব নির্ম্মল না হয়, তবে পাঠ শ্রবণ নাম সংকীর্ত্তন সকলি মিথ্যা হয়। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়-ভোগ দুষ্কর নহে, পরন্তু আত্ম-যোগে বিষয়ের অতীত অমৃতত্ব ভোগ দুষ্কর, যেহেতু তাহা অনায়াস-সম্পাদ্য নহে। যাঁহারা মনোবুদ্ধি বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা পাপাচরণ না করেন, সেই মহাত্মাদিগেরই তপস্যা করা হয়; শরীরশোষণ ত্রিদণ্ডধারণ, মৌনব্রত, জটাভার ধারণ, মুণ্ডন, বল্কল বা অজিন পরিধান, ব্রতচর্য্যা, তীর্থাভিষেচন, অগ্নিহোত্র ও বনে বাস করিলেই যে তপস্যা হয় এমত নহে। যাঁহার পুত্র ভার্য্যাদির প্রতি দয়া নাই সে ব্যক্তি নির্ম্মলদেহ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ হইলেও নিষ্পাপ হইতে পারেন না। কেননা সেই নির্দ্দয় ভাবই তাঁহার তপস্যার হিংসা। অতএব সংসারভোগ ত্যাগ করিলেই যে তপস্যা হয় এমত উক্ত হয় নাই। যিনি নিত্য শুচি, ও যাবজ্জীবন দয়াবান হইয়া গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করেন তিনিই মুনি, তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। অনশনাদি দ্বারা পাপকর্ম্ম পবিত্র হয় না, কিন্তু মাংসশোণিতলিপ্ত শরীরই অবসন্ন হয়। ভাবশূন্য দেহী অজ্ঞাত কর্ম্ম করিয়া ক্লেশ মাত্রই ভোগ করে, পাপশূন্য হইতে পারে না। সে যদি পাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য অগ্নিকে পবিত্রকর জ্ঞানে অগ্নি-প্রবেশ করে তথাপি সে অগ্নি তাহার পাপ-নষ্ট করিতে পারে না, কেবল তাহার শরীরই দগ্ধ করে। মনুষ্যেরা বাক্‌শুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি, ও দয়া প্রভৃতি পুণ্য দ্বারাই পবিত্র ও প্রব্রজিত হইয়া শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন নতুবা কেবল ফলমূল ভক্ষণ, মৌনব্রত, বায়ু-ভক্ষণ, শিরোমুণ্ডন, গৃহত্যাগ, জটাধারণ, স্থণ্ডিলশয়ন, নিত্য-অনশন, অগ্নিশুশ্রূষা, জল-প্রবেশ, ধরাশয়ন, এসকল দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন না। পূর্ব্বোক্ত পুণ্যাত্মারাই জ্ঞানকর্ম্ম দ্বারা জরা মরণ ব্যাধি হইতে প্রহীণ হইয়া উৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্ত হন। যে প্রকার অগ্নিদগ্ধ বীজ পুনরায় অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ জ্ঞানদগ্ধ ক্লেশের সহিত আত্মা আর পুনঃসংযুক্ত হন না। কাষ্ঠ-কুড্য-সদৃশ এই জড় শরীর আত্মা-বিহীন হইলে সাগর-ফেনের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। যিনি কোন শাস্ত্রের এক বা অর্দ্ধ শ্লোক দ্বারা যখন সর্ব্বভূতাশয় পরমাত্মাকে লাভ করেন তখন তাঁহার সমস্ত প্রয়োজন ক্ষীণ হইয়া যায়। কেহ কেহ শ্লোক-পদাঙ্কিত শত শত সহস্র সহস্র অক্ষর মধ্যে দুইটি অক্ষর হইতে অভিসন্ধান করিয়া পরমাত্মাকে লাভ করেন, কেহ বা বেদ বেদান্তাদি রাশি রাশি শাস্ত্র পাঠ করিয়াও তাহা করিতে পারে না। অতএব প্রত্যয়ই মোক্ষের লক্ষণ। জ্ঞান বিৎ-

বৃদ্ধ ব্যক্তিরা কহিয়াছেন, সংশয়াত্মা ব্যক্তির কি ইহলোক, কি পরলোক, কি সুখ ইহার কিছুই নাই অতএব কেবল প্রত্যয়ই মোক্ষের লক্ষণ। যিনি বেদের অর্থ জানিয়াছেন, তিনিই বেদের প্রয়োজন জ্ঞাত হইয়াছেন; যে প্রকার মনুষ্য দাবাগ্নি হইতে ভয় প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ সেই বেদার্থবিৎ ব্যক্তি বেদোক্ত কর্ম্ম হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ বেদার্থবিৎ ব্যক্তি যখন ইহা জানেন যে পরমাত্মাই কেবল উপাস্য তখন বেদোক্ত কর্ম্ম সাধনে তাঁহার আর ইচ্ছা থাকে না। অতএব শুষ্ক তর্ক ও অভিমান-জনক কর্ম্ম ও আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া অতি যত্ন সহকারে পরমাত্মতত্ত্বকে জান এবং অন্য বাক্য সকল পরিত্যাগ কর।

শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য।

সৌন্দর্য্য দুই প্রকার; শারীরিক ও আধ্যাত্মিক। শরীরের যেমন সৌন্দর্য্য আছে আত্মারও সেইরূপ সৌন্দর্য্য আছে। যেমন শরীরের সৌন্দর্য্য আমরা চর্ম্মচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই, সেইরূপ আত্মার সৌন্দর্য্য আমরা মনশ্চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই। শরীরের সৌন্দর্য্য ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। আত্মার সৌন্দর্য্য ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। শরীরের প্রকৃতির সহিত আত্মার প্রকৃতির যেরূপ বৈষম্য, শারীরিক সৌন্দর্য্যের সহিত আত্মার সৌন্দর্য্যের সেইরূপ বৈষম্য। শরীর যেমন ক্ষণভঙ্গুর ও অচিরস্থায়ী, শারীরিক সৌন্দর্য্যও সেইরূপ; এবং আত্মা যেমন অমর ও চিরস্থায়ী আত্মার সৌন্দর্য্যও সেইরূপ। আত্মার যেমন ধ্বংস নাই তাহার সৌন্দর্য্যেরও সেইরূপ ধ্বংস নাই। আত্মা যেমন পরকালে অনন্তকাল পর্য্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করিবে, আত্মার সৌন্দর্য্যও সেইরূপ তাহার সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর অনুপম স্বর্গীয় শোভা ধারণ করিবে। শরীরের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা আত্মার সৌন্দর্য্য উৎকৃষ্ট ও মনোহর, কেননা শারীরিক সৌন্দর্য্য পার্থিব ও আত্মার সৌন্দর্য্য স্বর্গীয়। পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যে যতদূর বৈষম্য, শারীরিক সৌন্দর্য্য ও আত্মার সৌন্দর্য্যের মধ্যে ততদূর বৈষম্য বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এই পৃথিবীতে শরীরের সহিত আমাদিগের আত্মার যেরূপ নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং আত্মা যেরূপ পার্থিব বস্তু দ্বারা মুগ্ধ হয় তাহাতে আমাদিগের আত্মা শারীরিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবে তাহার আশ্চর্য্য নাই, কিন্তু বাস্তবিক যাহার আত্মা প্রকৃতিস্থ, যাহার আত্মা আত্মার অবিকৃত গুণ সম্পন্ন তাহার আত্মা শারীরিক বা পার্থিব সৌন্দর্য্য দ্বারা মুগ্ধ হয় না। আত্মা আত্মারই সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। আত্মার সদ্গুণ সকল আত্মার সৌন্দর্য্য! ঈশ্বরের অনুপম গুণ সকল যেমন তাঁহার সৌন্দর্য্য, আমাদিগের আত্মার সদ্গুণ সকল আমাদিগের প্রকৃত সৌন্দর্য্য। আত্মার চক্ষু দ্বারা যেমন আমরা পরমাত্মার সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই সেইরূপ উহা দ্বারা আত্মারও সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই।

ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ, প্রেম, বন্ধুতা, কৃতজ্ঞতা, দয়া, পরোপকারপ্রিয়তা, নিঃস্বার্থতা, স্বদেশ-প্রেম, জ্ঞানানুরাগ ও ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি মানব মনের কমনীয় গুণ-নিচয়ের উৎকর্ষই তাহার সৌন্দর্য্য। পুত্র-কন্যা পিতা, মাতা ও অন্যান্য, গুরু জনকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেছে; ঈশ্বর-নিরত সাধু ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি-পূর্ণ হৃদয়ে ডাকিতেছে ও তাঁহার উপাসনা করিতেছে; আজ্ঞাবহ

প্রজাবৃন্দ ভক্তির সহিত ন্যায়বান রাজার আজ্ঞা পালন করিতেছে; পিতা মাতা স্নেহের পুত্তলী পুত্র-কন্যাগণকে লালন পালন করিতেছেন; ভ্রাতা ভগিনী পরস্পর স্নেহ ও সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করিতেছে; স্ত্রী স্বামীর প্রতি ও স্বামী স্ত্রীর প্রতি অকপট অকৃত্রিম ও অপরিবর্ত্তনীয় প্রেম প্রদর্শন করিতেছে; বন্ধু বন্ধুর সহিত পবিত্র সখ্য-ডোরে বদ্ধ হইয়া সংসারের সুখ দুঃখে পরস্পর সাহায্য করিতেছে; কৃতজ্ঞ ব্যক্তি উপকারী বন্ধুর নিকট অকপট কৃতজ্ঞতার চিহ্ন দেখাইতেছে, দয়ার্দ্রচিত্ত পরোপকারী ব্যক্তি স্বার্থপরতা-শূন্য হইয়া পরের উপকার-ব্রতে ব্রতী হইয়া সহস্র অভাবীর অভাব মোচন ও দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতেছেন; স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি স্বদেশের উন্নতি সাধনার্থ অসাধারণ যত্ন চেষ্টা ও পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন; জ্ঞানানুরাগী ব্যক্তি জ্ঞানার্জ্জন দ্বারা স্বীয় মনকে অজ্ঞতার অন্ধকার হইতে রক্ষা করিতে ও ভ্রমান্ধ পৃথিবীকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করিতে নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছেন; এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাপচিন্তা, পাপালাপ, ও পাপানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ ও পবিত্র হইয়া ধর্ম্মকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া দিন যাপন করিতেছেন, এই সকল দৃশ্য কেমন অলৌকিক অনুপম সৌন্দর্য্যপূর্ণ। ভক্ত, স্নেহী প্রেমিক, কৃতজ্ঞ, দয়ালু, পরোপকারী, নিঃস্বার্থ, স্বদেশানুরাগী, জ্ঞানী, ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি যদি শারীরিক সৌন্দর্য্যশূন্য হয়েন তাহা হইলেও তাঁহাদিগের প্রত্যেকেতে এমন এক অনির্ব্বচনীয় অপার্থিব মনোহর সৌন্দর্য্য দেখা যায় যে তাঁহাদিগের ঐ সৌন্দর্য্যের ন্যায় অলোকসামান্য কোন রূপবান পুরুষের বা রূপবতী স্ত্রীর শারীরিক সৌন্দর্য্য আমাদিগকে মোহিত ও আকৃষ্ট করিতে পারে না। শারীরিক সৌন্দর্য্যের মনোহারিতা ও আকর্ষণ শক্তি ক্ষণস্থায়ী, আত্মার সৌন্দর্য্যের মনোহারিতা ও আকর্ষণ-শক্তি চিরস্থায়ী। যিনি শারীরিক সৌন্দর্য্যের মনোহারিতা দ্বারা আকৃষ্ট ও মোহিত হইয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছেন, যে উহার আকর্ষণ-শক্তি ও মনোহারিতা কিছুকালের জন্য, এবং উহা ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইয়া থাকে। কিন্তু যিনি আত্মার সৌন্দর্য্যের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছেন তিনি জানেন যে উহার মনোহারিতা ও আকর্ষণ-শক্তি চিরকালের জন্য, এবং ক্রমশঃ হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। ইউরোপীয় সমাজে বিবাহ কালীন যে বর কন্যার ও যে কন্যা বরের শারীরিক সৌন্দর্য্য দ্বারা মোহিত হইয়া বিবাহ করেন, কিন্তু উভয় উভয়ের আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য আছে কি না তাহা দেখেন না, তাঁহারা পরিশেষে শিক্ষা পান যে আত্মার সৌন্দর্য্যই প্রকৃত সৌন্দর্য্য এবং তাহারই মনোহারিতা ও আকর্ষণ-শক্তি চিরস্থায়ী।

মনুষ্য-হৃদয়ে সুন্দর হইবার একটী বাসনা গভীররূপে নিহিত আছে। মনুষ্য সেই বাসনা, শরীরের নানা বেশভূষা পারিপাট্য দ্বারা শরীরকে সুন্দর করিতে চেষ্টা পাইয়া তাহার চরিতার্থতা সম্পাদন করে, কিন্তু যদি সে ঐ বাসনা আত্মাকে সুন্দর করিবার ইচ্ছাতে পরিণত করে তাহা হইলে তাহার পক্ষে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয় সন্দেহ নাই। যদি প্রত্যেক মনুষ্য আধ্যাত্মিক গুণ-নিচয়ের উপযুক্ত উৎকর্ষ সম্পাদন করে, যদি সে প্রকৃতরূপে ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, পরোপকারী, দয়ালু, নিঃস্বার্থ, স্বদেশপ্রেমী, প্রেমিক ও ভক্ত হয় তাহা হইলে তাহার মন স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইয়া স্বর্গবাসের উপযুক্ত হইবে।

আবার আমাদিগের অধ্যাত্মিক গুণ সকল প্রকৃত উৎকর্ষ লাভ করিলে আমাদিগের

শারীরিক সৌন্দর্য্যও কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, ইহা শারীরতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদিগের একটী সিদ্ধান্ত। শরীরের সহিত আত্মার যেরূপ নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে তাহাতে শারীরতত্ত্ববিদদিগের এই সিদ্ধান্ত সত্য ও যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস হয়। বাস্তবিক আমাদিগের আত্মা যখন যে ভাব দ্বারা উত্তেজিত হয় আমাদিগের মুখশ্রী তখন তদনুরূপ আকার ধারণ করে। যখন আমাদিগের আত্মা ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয় বা শোকে ম্রিয়মাণ হয়, বা অশান্তি-সমুদ্রে ভাসিতে থাকে, আমাদিগের মুখশ্রী তখন সেই সেই ভাব-প্রকাশক আকার ধারণ করে। যদি আমাদিগের আত্মা সর্ব্বদা ভক্তি, প্রেম, স্নেহ দয়া, ঈশ্বর-পরায়ণতা, জ্ঞানানুরাগ প্রভৃতি দেবোচিত স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ ও উত্তেজিত থাকে তাহা হইলে আমাদিগের বাহ্য মুখশ্রী দেবতুল্য স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ধারণ করিবে তাহার আশ্চর্য্য কি? আমেরিকার একজন শারীরতত্ত্ববিদ পণ্ডিত যথার্থই বলিয়াছেন "The noble religious feelings of our soul are Nature's grand cosmetic" শারীরিক সৌন্দর্য্য সাধন জন্য প্রকৃতি-দত্ত পদার্থ মধ্যে আমাদিগের আত্মার সুমহৎ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল প্রধান।"

অসভ্য জাতির অদ্ভুত ভাব ও রীতি।

অদ্যাবধি পৃথিবীর নানা অসভ্য জাতির মধ্যে যে অত্যদ্ভুত রীতি নীতি সকল প্রচলিত রহিয়াছে তাহা শুনিলে হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও দুঃখের উদয় হয়। অসভ্যদিগের এই সকল রীতি ও নীতি ও অন্যান্য অদ্ভুত ভাব সাধারণের মধ্যে অবিদিত থাকাতে আমরা তাহার কতকগুলি পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করি।

অসভ্য জাতিদিগের ভাষা সমূহ এত দূর অপরিপক্ক যে তাহাদিগের ভাষায় সভ্যজাতিদিগের ভাষায় ব্যবহৃত অক্ষরের মধ্যে অনেকগুলির উচ্চারণ হয় না। কলম্বিয়া-নিবাসী ইণ্ডিয়ানদিগের ভাষায় ব, ফ, ক্ষ, য, ড, প এবং ভ প্রভৃতি ব্যঞ্জন বর্ণের ব্যবহার নাই। অষ্ট্রেলিয়ার ভাষায় শ অক্ষর দ্বারা যে শব্দ উচ্চারিত হয় সে শব্দের ব্যবহার নাই। ফিজিয়ান ভাষায় স অক্ষর, সমো সমো ভাষায় ক অক্ষর, এবং রকি রকি ভাষায় ত অক্ষরের ব্যবহার নাই। নিউজিলাণ্ডীয় ভাষায় ব, স, ঙ, ফ, গ, য, ল, শ, ভ, ক্ষ, জ প্রভৃতি বর্ণের কোন ব্যবহার নাই।

অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে নীতি বিষয়ে আশ্চর্য্য মত সকল প্রচলিত আছে। নিউজিলণ্ড নামক দ্বীপবাসীরা সতীত্বকে একটি ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে না। উত্তর আমেরিকাবাসী ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে দয়া করা অন্যায় কার্য্য এবং মানসিক শান্তি বাসনা করা অসুখের কারণ এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে। ইহারা নম্রতা কাহাকে বলে তাহা বুঝাইয়া দিলেও বুঝিতে পারে না। নরমাংসাশী টিরা-ডেল ফিউগো নামক দ্বীপবাসিগণ দয়া-বৃত্তিকে পাপ ও নিষ্ঠুরতাকে ধর্ম্ম জ্ঞান করে। ইহারা মৃত্যুর পর মনুষ্যের আত্মা বর্ত্তমান থাকে এইরূপ বিশ্বাস করে কিন্তু বলিয়া থাকে যে যদি তাহাদিগের মধ্যে কোন স্ত্রীলোক জীবনের মধ্যে অঙ্গে উল্‌কীর ছাপ গ্রহণ না করে তাহা হইলে মৃত্যুর পর তাহাকে অতিশয় কষ্টে কাল যাপন করিতে হয়। এসকুইমো নামক অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে। লঙ্কা দ্বীপনিবাসী বেড্ডা নামক অসভ্যজাতি কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিবাহকে নীতিসম্মত ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহকে নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য

মনে করে। ফ্রেণ্ডলি নামক অসভ্য দ্বীপবাসীদিগের প্রধান ধর্ম্ম-যাজক বিবাহ করাকে পাপকার্য্য ও পরস্ত্রীগমনকে ন্যায়-সঙ্গত ধর্ম্মকার্য্য বিবেচনা করে। তজ্জন্য সে বিবাহ করে না, পরস্ত্রী-সহবাসে কালক্ষেপ করে। এলগনকুইন নামক অসভ্য ভাষায় 'প্রেম' এবং সিকুয়ানা নামক অসভ্য ভাষায় 'ধন্যবাদ" এই অর্থ-প্রকাশক কোন শব্দ নাই। এবিপোন নামক অসভ্য জাতীয় লোকেরা আপনার নাম উচ্চারণ করাকে একটী পাপ-কর্ম্ম মনে করে, এবং টেহিটি নামক দ্বীপবাসী অসভ্যেরা দুই বা ততোধিক জনে একত্র হইয়া ভোজন করাকে একটী নিতান্ত অন্যায় ও নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য মনে করে। নিউ-সাউথ ওয়েলস নিবাসীরা তাহাদিগের মধ্যে কোন বালক উলঙ্গ বাহির হইলে তাহা অতিশয় দোষাবহ ও ঘৃণার্হ বোধ করে কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে বয়স্থা স্ত্রীলোকেরা উলঙ্গ থাকে তাহা দূষ্য মনে করে না।

অসভ্য জাতিগণের কতকগুলি আচার ব্যবহারের সহিত সভ্যজাতিগণের কতকগুলি আচার ব্যবহারের অত্যাশ্চর্য্য বৈষম্য দৃষ্টিগোচর হয়। সভ্যজাতিগণের মধ্যে পিতাই গৃহের বা পরিবারের কর্ত্তা, কিন্তু টেহিটি নামক দ্বীপবাসীগণের মধ্যে পুত্রই প্রত্যেক গৃহের পরিবারের কর্ত্তা। সভ্য জাতিদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতার বিষয়ের অধিকারী হয়, কিন্তু নিউজিলণ্ড নামক অসভ্য দ্বীপবাসিগণের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রই পিতার বিষয়াকারী হয়। সভ্য জাতিগণের মধ্যে এইরূপ নিয়ম আছে যে প্রসবের পর প্রসূতি সন্তানকে লইয়া কিছুকাল সূতিকাগারে থাকিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ পোষণ করিবে; কিন্তু কেরিব নামক অসভ্য জাতির মধ্যে, দক্ষিণ-আমেরিকার সুরিনামের এরেওয়াক জাতির মধ্যে, এবং চীনদেশের অন্তঃপাতি ইউনান প্রদেশে, এইরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে যে প্রসবের পর প্রসূতি সন্তানকে সূতিকাগারে রাখিয়া গার্হস্থ্য কর্ম্মাদিতে নিযুক্ত হয়, আর নব-প্রসূত সন্তানের পিতা সূতিকাগারে গিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন পালন করে। অতি পূর্ব্বকালে এই প্রথা ইউরোপের নানা স্থানে প্রচলিত ছিল এরূপ নিদর্শন পাওয়া যায়। সভ্য জাতির লোকেরা মৃত্যুকে স্বভাবতই ভয় করিয়া থাকে, কিন্তু আমেরিকার অন্তঃপাতি পেরাগুয়ে নিবাসী ও টেরাডেলফিউগো নামক দ্বীপনিবাসী অসভ্য জাতিরা মৃত্যুকে একটী সামান্য ঘটনা জ্ঞান করে এবং প্রফুল্ল বদনে ইচ্ছা করিয়া উহার সম্মুখে উপনীত হয়। সভ্য জাতিগণ স্নেহ ও প্রেমের বাহ্য চিহ্ন স্বরূপ চুম্বন করিয়া থাকে, কিন্তু টেহিটি ও নিউজিলণ্ড দ্বীপবাসিগণ অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসীগণ এবং পেপোয়ান নামক অসভ্য জাতি চুম্বন-প্রথা অজ্ঞাত। সভ্য জাতিগণের মধ্যে পিতা মাতা, রাজা, ও অন্যান্য গুরুজন প্রভৃতি সম্মানযোগ্য, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপ বা কথোপকথন কালে দণ্ডায়মান থাকাই সম্মানের চিহ্ন, কিন্তু পলিনেসিয়াবাসী অসভ্যদিগের মধ্যে তৎকালে উপবিষ্ট থাকাই সম্মানের চিহ্ন। সভ্য জাতিগণের মধ্যে করতালি ও নানা প্রকার বাক্য দ্বারাই প্রশংসা ও সাধুবাদ করিবার নিয়ম আছে, কিন্তু মেলিকলো নামক স্থাননিবাসী অসভ্যদিগের মধ্যে রাজহংসের ন্যায় বিকট শব্দ করিয়াই প্রশংসা ও সাধুবাদ করিতে হয়। সভ্য জাতিগণের মধ্যে দুই জন লোক আলাপ করিবার সময় সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হওয়াই নিয়ম, কিন্তু বেটাবুলা নামক অসভ্য দেশে পশ্চাৎ ফিরিয়া কথোপকথন করা ভদ্রতা ও সম্মানসূচক। সভ্যজাতীয় লোক

দিগের মনে দুঃখ উপস্থিত হইলেই ক্রন্দন করিয়া থাকে এবং তাঁহাদিগের মধ্যে ক্রন্দন দুঃখ ও শোক-প্রকাশক বলিয়া বিদিত আছে, কিন্তু সেণ্ডউইচ নামক দ্বীপসমূহ-নিবাসীদিগের মধ্যে ক্রন্দন সুখ ও আনন্দ-প্রকাশক। সভ্য জাতিদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তির নাসিকা আকর্ষণ করা অপমানের চিহ্ন স্বরূপ, কিন্তু এসকুইমো নামক অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে নাসিকা আকর্ষণ করা পরম আদর ও সম্মানের চিহ্ন। সভ্য জাতিগণের মধ্যে কোন কোন জাতি মৃত শরীরের সমাধি করে, আর কোন কোন জাতি তাহা দাহ করে, কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকা-নিবাসী অসভ্যেরা মৃত শরীর বৃক্ষে লম্বমান করিয়া রাখিয়া আইসে; কোন কোন অসভ্য জাতি তাহা নদীতে বা সমুদ্রে ভাসাইয়া দেয়। সামুদ্রিক ডায়াকদিগের রাজার মৃত্যু হইলে তাহার যুদ্ধ-নৌকায় তাহার মৃত শরীর এবং তাহার প্রিয় অস্ত্র শস্ত্র ও ধনসম্পত্তি রাখিয়া ঐ নৌকা নদী বা সমুদ্রে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কতকগুলি অসভ্য জাতি মৃত শরীর হিংস্র জন্তুদিগকে ভক্ষণ করিতে দেয়; আর কতকগুলি অসভ্য জাতীয় লোকেরা তাহা পাক করিয়া ভক্ষণ করে। জাবা দেশীয় বট্ট নামক অসভ্য জাতীয়েরা বৃদ্ধ পিতা মাতাকে পাক করিয়া আহার করে। ব্রেজিল নিবাসী অসভ্যেরা মৃত শরীর পান করে। মৃত শরীর পান করিবার জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে। প্রথমে মৃত শরীরের সমাধি করা হয়, অন্যূন একমাসকাল পরে উহা পুনরায় উঠাইয়া আনা হয় এবং কিছুকালের জন্য উহা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অস্থি মাংস সহিত পেষণ করা হয় এবং পেষিত হইয়া যে ভস্ম হয় তাহা কেকিসরাই নামক মদ্যে মিশ্রিত করিয়া পান করা হয়। উহাদিগের এরূপ বিশ্বাস যে যাহার মৃত শরীর এইরূপে পান করা যায় তাহার গুণ সমূহ পানকারী ব্যক্তিগণ প্রাপ্ত হয়।

ন্যায় ও দয়া বিষয়ক বিচার।

১। ঈশ্বরের ন্যায় আর দয়া পরস্পর বিরোধী নহে। তিনি যেমন জগতের রাজা তেমনি ন্যায়বান্। যেমন পিতা তেমনি দয়াবান।

২। যাঁহারা মনে করেন ন্যায় আর দয়া একত্রে থাকিতে পারে না তাঁহারা প্রধানত দুই শ্রেণী। তার্কিক আর খ্রিষ্টিয়ান।

৩। ন্যায়কে পৃথক্ করিলে তাহা শুষ্ক নীরস নির্জীব বোধ হয়। আর ন্যায়শূন্য দয়ার অর্থ নাই।

৪। দণ্ড ও অনুগ্রহ উভয়স্থলেই ন্যায় ও দয়ার সমানাধিকরণ। জগদীশ্বরের দণ্ড-নীতি ন্যায়ত হইলেও মঙ্গলের জন্য, তাঁহার দণ্ডের উদ্দেশে করুণা, অন্তেও করুণা।

৫। ফলতঃ দয়া না থাকিলে ন্যায় জন্মিত না। মানবের অনন্ত মঙ্গলের জন্য, জগদীশ্বর কৃপা করিয়া দয়া পরিবেষণের যে নিয়ম করিয়াছেন তাহারই নাম ন্যায়। সে নিয়ম তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ।

৬। অনেকে মনে করেন ঈশ্বর ন্যায়তঃ দণ্ড দেন কিন্তু মূলে যে দয়া আছে তাহা ভ্রমেও দেখেন না। তাঁহার দণ্ডই মানবের পূর্ব্ব-দুষ্কৃতি দূর করে, এবং ক্রিয়াবান সুকৃতি সহকারে তাঁহার চরিত্র বিন্যাস করিয়া দেয়।

৭। যেমন মৃত্তিকায় জলীয় ভাগ না থাকিলে তাহার পরমাণু সকল অনন্ত গগন-পথে বিক্ষিপ্ত হইত এবং পৃথিবী না-থাকিলে অগাধ জলরাশি অসীম শূন্য ক্ষেত্রকে ঘোর তমসাচ্ছন্ন করিত, সেইরূপ দয়া বিনা ন্যায় অথবা ন্যায় বিনা দয়া কার্য্যোপযোগী হইত না।

৮। যেমন অস্থিতে মাংসের যোগ ব্যতীত ব্যবহার-যোগ্য সুঠাম শরীর হইত না এবং অস্থি বিনা কেবল মাংস জগতে উর্দ্ধমুখে দাঁড়াইতে পারিত না সেইরূপ ন্যায় ও দয়ার একটি, বিনা অন্যটী কোন কাজের হইত না।

৯। ন্যায় ব্যতীত দয়া পঙ্গু হইত এবং দয়া ব্যতীত ন্যায় শুষ্ক ও নীরস হইয়া থাকিত। বিচ্ছিন্ন ভাবে তাহারা কোন কার্য্য করিতে পারিত না। করুণার কার্য্য ন্যায় ভাবে অচল। ন্যায়ের কার্য্য করুণায় দেদীপ্যমান।

১০। রাজনিয়ম ন্যায়ের কার্য্য, কিন্তু তাহার মূলে করুণার অভাব নাই। দয়ার কার্য্য দর্শন কর, ন্যায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে।

১১। কিন্তু ঈশ্বরীয় ন্যায় ও দয়ার বিচারে মানবীয় ন্যায় ও দয়ার উদাহরণ আনা অনুচিত। শেষোক্ত ন্যায় ও দয়ার অনেক ভাগে স্বার্থ ও যশোলোভ বিরাজ করে।

১২। তথাপি মানুষ্যেও ন্যায় সংস্থাপন করিতে গিয়া দয়ার অধিকার অতিক্রম করিতে পারে না—যথা বেত্রাঘাতের ব্যবস্থায় ডাক্তারের উপদেশ। দয়া করিতে গিয়াও ন্যায়ের ক্ষমতাকে পরাভব করিতে পারে না যথা "দরিদ্রাণ্ ভর কৌন্তেয়।"

১৩। যে পাপ করিয়াছে সে দণ্ডের যোগ্য। অবশ্য। কিন্তু দণ্ড মঙ্গলের জন্য ভিন্ন চির নরক নহে। নিগ্রহোঽপি দণ্ডরূপোঽনুগ্রহঃ, ঈশ্বরের যে নিগ্রহ সে দণ্ডরূপ অনুগ্রহ মাত্র (স্বামী গীতা ৫।১৪)

অপিচ "নচৈবং দুষ্টনিগ্রহং কুর্ব্বতোঽপি নৈর্ঘৃণ্যং শঙ্কনীয়ং যথাহুঃ,লালনে তাড়নে মাতৃণাং কারুণ্যং যথার্ভকে, তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তু গুণদোষয়োরিতি।

দুষ্ট সকলের নিগ্রহ করাতে ভগবানের নির্দ্দয়তা শঙ্কা করিও না, যথা আচার্য্যেরা কহিয়াছেন যে, বালকের লালন, পালন এবং তাড়না করায় যেরূপ মাতার নির্দ্দয়তা হয় না তদ্রূপ ঈশ্বরেরও গুণদোষের নিয়ম-কর্ত্তৃতা বিষয়ে নির্দ্দয়তা সম্ভবে না (স্বামী ৪।৮ গীতা)

১৪। যদি দণ্ড দয়ার কার্য্য না হয় তবে ঈশ্বর নির্দ্দয় ন্যায়বান্। তবে তাঁহার ন্যায়ের উদ্দেশ্য অনন্ত নরক। তিনি কাহার প্রতি কোপ করিয়া এমত নিদারুণ ন্যায়বান্ হয়েন?

১৫। যদি সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে তিনি কুপিত থাকেন, তবে তিনি দৈত্য। যদি আদিতে কোন মানবের দোষে ক্রোধ করিয়া থাকেন তাহাতেই যে তাঁহার অপার করুণার চিরব্যতিক্রম উপস্থিত হইবে তাহাও নহে।

১৬। যদি উক্ত অপরাধীর মঙ্গলার্থে তাদৃশ কোপ করিয়া থাকেন তবে ত তাহাতে দয়ার যোগ রহিয়াছে। যদি অমঙ্গলার্থে, দ্বেষ ভাবে সে কোপ করিয়া থাকেন তবে তাহাতে দয়ার যোগ নাই।

১৭। একটু দুষ্কর্ম্ম দেখিয়া যদি এত রাগ হইল যে, দয়াকে দূর করিয়া কেবল ন্যায়দণ্ড হাতে রাখিলেন তবে সে অন্যায় ন্যায়। সুতরাং অনীশ্বরীয় ও অসম্ভব।

১৮। আর যদি পিতার ন্যায় সন্তানকে সংশোধন করিবার জন্য দণ্ড দেন সে তো দয়ারই কার্য্য।

১৯। ফলতঃ ঈশ্বরের নির্দ্দয় ন্যায়ও নাই অন্যায় দয়াও নাই। তাঁহার ন্যায় সদয় এবং দয়া ন্যায়যুক্ত। স্থূল কথা এই যে তাঁহার ন্যায়ও যাহা দয়াও তাহা।

২০। ঈশ্বরের ন্যায়ও যাহা দয়াও তাহা এই তত্ত্ব বুঝা কঠিন। কিন্তু অধ্যাত্মযোগে উহা সহজে বোধ হয়।

২১। ঈশ্বর এক। এক ভিন্ন দুই নহেন এই তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনি ঈশ্বরের ন্যায় ও দয়ার ঐক্য অনুভব করিতে পারেন।

২২। মানবীয় সত্তা ও গুণের সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপের তুলনা নাই। ঈশ্বরের অস্তিত্বও যাহা, আত্মাও তাহা, স্বরূপও তাহা।

২৩। তাঁহার স্বরূপের মধ্যে আমরা ন্যায়, দয়া, জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি যত গুণের আরোপ করিয়া উঠিতে পারি সে সমুদয় একত্র করিলেও তাঁহার পূর্ণ ভাব পাই না। কেন না আমরা স্ব স্ব গুণের আদর্শে তাঁহাতে ঐ সকল গুণ কল্পনা করিয়া থাকি।

২৪। কিন্তু তাঁহার কূটস্থ ভাব ও পূর্ণস্বরূপ অংশবিহীন, অখণ্ড এবং রূঢ়। সুতরাং সেই প্রজ্ঞানৈকরসস্বরূপে দ্বৈতের অভাব বশতঃ তাঁহার ন্যায় ও দয়া কখন দুই হইতে পারে না।

২৫। তার্কিকের কেবল তর্ক। অতএব তাঁহার যাহা কিছু আপত্তি তাহার মীমাংসা উপরেই প্রাপ্তব্য।

২৬। খ্রিষ্টিয়ানের বাইবলই সম্বল। সেই শাস্ত্র দ্বারা তাঁহার আপত্তির বিচার করা কর্ত্তব্য।

২৭। খ্রিষ্টানগণই করুণা ও ন্যায় বিষয়ক তর্কের উদ্ভাবক। তার্কিকগণ তাঁহাদেরই অনুকারী। ফলতঃ তার্কিকেরা এসম্বন্ধে খ্রিষ্টিয়ানদিগের অভিপ্রায়ও গ্রহণ করেন না, ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যাতেও পণ্ডিত হন না সুতরাং কেবল গোল করেন।

২৮। খ্রিষ্টিয়ানের উপদেশ এই যে ঈশ্বর ন্যায়বান্ অতএব তাঁহার শরণ লইলে মুক্তি হয় না। কিন্তু খৃষ্ট দয়ালু। তাঁহাকেই ত্রাণের নিমিত্তে আশ্রয় করিবেক। দয়ার অবতার স্বরূপ খৃষ্টের পূজা-প্রচারই ঐ উপদেশের উদ্দেশ্য! ফলতঃ ন্যায়কে স্বতন্ত্র রাখিয়া দয়ার দিকেই খৃষ্টধর্ম্মের প্রবাহ।

২৯। কিন্তু তার্কিকের তর্কের ঝোঁক ন্যায় রক্ষা করার নিমিত্তে। দয়ার নিমিত্তে নহে। ঈশ্বরের উপাসনা প্রত্যাখ্যান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

৩০। তিনি খ্রিষ্টিয়ানের সহিত একমত হইয়া ঈশ্বরকে নির্দ্দয় করেন অথচ দয়াময় খৃষ্টকে অবলম্বনও করেন না। সুতরাং উপাসনা রহিত হইয়া যায়। উপাসনা পরিত্যাগই তাঁহার লক্ষ্য।

৩১। যাঁহারা দয়াবাদী তাঁহারাই উপাসক। ন্যায়বাদী উপাসনা প্রয়োজন বোধ করেন না। দয়াবাদী ঈশ্বরের নিকট আপনার হীনতা প্রকাশ করেন, ভিখারীর ন্যায় তাঁহার দ্বারে অপেক্ষা করেন, ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করেন। কিন্তু ন্যায়বাদী স্বকীয় শক্তির প্রতি নির্ভর করত আপনার দর্প প্রকাশ করিয়া থাকেন।

৩২। দয়াবাদীর নির্ভর-স্থল অটল। সুতরাং তিনিই প্রকারান্তরে ন্যায়মতে কার্য্য করেন, কিন্তু ন্যায়বাদী যিনি আপনার পুরুষকারের প্রতি নির্ভর করেন তিনি বালুতটে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন।

৩৩। যদিও অনেকে তর্ককালে মনে করেন যে ঈশ্বরের ন্যায়-গুণের সহ দয়ার সামঞ্জস্য নাই, কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহারা কেবল দয়ারই শরণাপন্ন হন। খ্রিষ্টিয়ানগণ সেই দয়া খৃষ্টেতে দৃষ্টি করেন। ঈশ্বর বিশুদ্ধ ন্যায়ের দেবতা, খৃষ্ট বিশুদ্ধ করুণার অবতার। অতএব খৃষ্টকে অবলম্বন না করিলে পতিত নরের কল্যাণ নাই।

৩৪। ঈশ্বরেতে আদৌ দয়া ছিল না বা নাই খ্রিষ্টানগণ একথা কহেন না। কিন্তু তাঁহার দয়া যিষুতে হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে এই তাঁহাদের শ্রুতি। তবে বাইবলের কোনস্থানে যে ঐ কথার বিপরীত বাক্য নাই এমত নহে।

৩৫। বাইবলে এই শ্রুতি আছে যে আদম হাওয়ার কথায় এবং হাওয়া সর্পরূপী

সয়তানের ছলনায় নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভোজন করায় ঈশ্বর তাঁহাদিগকে অভিসম্পাৎ করেন।

৩৬। ঈশ্বর সয়তানকে অন্যান্য অভিসম্পাতের মধ্যে এই শাপ দিয়াছিলেন যে "যেমন তুমি হাওয়ার প্রতি ছলনা করিয়াছ তেমনি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বীজেতে ও নারীর বীজেতে পরস্পর বৈরভাব হইবেক তাহাতে সেই বীজ তোমার মস্তকে এবং তুমি তাহার পদ-মূলে আঘাত করিবে*।

৩৭। এইরূপে উক্ত আদি পিতামাতা সয়তানের ছলনায় পড়িয়া অভিশপ্ত হইলেন তাহাতে মানব বংশে পাপ প্রবেশ করিল।

৩৮। ঐ আদেশ লঙ্ঘন হইবার নহে। সুতরাং ঈশ্বরে আর দয়া নাই। মানব জাতি মৃত্যুতুল্য সেই পাপের ফল চিরকাল ভোগ করিবে।

৩৯। কিন্তু ঈশ্বর ঐ অভিসম্পাতের সঙ্গে সঙ্গে যে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, "সেই ইভের বীজ সয়তানের মস্তকে আঘাত করিবে" এই আদেশেই দয়া রহিয়াছে। ফলে সে দয়া ঈশ্বরেতে নাই তাহা সেই বীজেতে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

৪০। সেই বীজই যিযুখৃষ্ট। তিনি কেবল আদি স্ত্রী ইভের† বীজ বলিয়া কথিত হওয়াতে কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ঈশ্বরীয় দয়ার অবতার‡ স্বরূপে নরলোকে আবির্ভূত হইলেন।

৪১। তিনি জন্মিয়া পাপভারাক্রান্ত ধরণীর মঙ্গলার্থ দুইটি কার্য্য করিয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহার পূর্ব্বগামী মানবগণ আদম ও হাওয়া হইতে বংশপরম্পরা যে সয়তানের প্রদত্ত পাপ ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন তাহা মোচনের নিমিত্ত আপনার প্রাণ দান করিলেন। তাহাতে পূর্ব্বকার লোকান্তরিত নরগণ মুক্তি লাভ করিলেন এবং তাঁহার প্রাণ চিরকালের নিমিত্তে সার্ব্বভৌমিক পরিত্রাণ যজ্ঞে আহুতি স্বরূপে প্রদত্ত হওয়ায় প্রাচীন-কাল-প্রচলিত যজ্ঞ সমস্ত রহিত হইল।

৪২। দ্বিতীয়তঃ তিনি আপন সময় হইতে ভবিষ্যৎ কালের জন্য সত্য ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা সয়তানের মস্তকে আঘাত করিলেন অর্থাৎ পাপের পরাক্রম খর্ব্ব করিলেন।

৪৩। সয়তানের পরাক্রম খর্ব্ব করিবার নিমিত্তে জগদীশ্বর যদি এই উপায় না করিয়া দিতেন তবে নিতান্ত নির্দ্দয় ব্যবহার হইত। ফলত তাহাতে যে দয়া করা হইয়াছে তাহা তিনি স্বয়ং একাএক প্রত্যেক মানুষের প্রতি না করিয়া যিযুর যোগে করিয়াছেন।

* See Genesis III—সয়তানের মস্তকের অর্থ পাপের গৌরব। বীজের পদমূলের অর্থ নিকৃষ্ট মনুষ্য।

† Mary held as substitute for Eve.

‡ ঈশ্বরেতে মানব যত গুণ কল্পনা করিয়াছেন তন্মধ্যে যে গুলিকে প্রধান বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহাই প্রতিমা পূজার প্রধান উপাদান। ভারতবর্ষে তাঁহার সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় এই তিন ক্ষমতা, ক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেবে আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ তিনেই এক ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বাক্য। প্রাচীন ইজিপ্তদেশেও ঈশ্বরের ত্রিত্ব স্বীকৃত হইত। তাদৃশ ত্রিদেবী Nef, Nu, Num এই তিন নামে অভিহিত হইতেন (See Welknisons ancient Egyptians Vol I p: 327) অপরঞ্চ তাঁহাদের মধ্যে সত্য ও ন্যায়ের দেবী ছিলেন (ibid Vol II pp 205 and 382) মুসলমানদিগের মধ্যেও সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে মহম্মদ ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতিরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিলেন (See Defence of Hindoo Theism by Ram Mohon Roy p: 14) কৃশ্চানগণও তদ্রূপ ঈশ্বরের ন্যায়, দয়া ও পবিত্রতাকে ক্রমে জনকেশ্বর, তনয়েশ্বর ও কপোতেশ্বর অভিধানে পৃথক ভাবে গ্রহণ করেন। ফলে যদি বাইবেল অনুসারে ন্যায় ও দয়ার সামঞ্জস্য অসম্ভব না হইত তবে উক্ত পৃথক পৃথক দেবতা বা ভাবকে একই ঈশ্বরে লয় করা যাইতে পারিত।

৪৪। স্ত্রীর বীজস্বরূপ যিযুতে যে ঈশ্বরীয় দয়া হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহা বিচারসঙ্গত। কেন না সয়তান স্ত্রীকে পাপী করিয়াছিল সেই স্ত্রীর বীজই সয়তানের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া ধরণীকে নিষ্পাপ করিবেন। *

৪৫। অতএব ঈশ্বরের ন্যায়-বিচারানুসারে ঈশ্বরের দয়া খৃষ্টের যোগে নরলোকের কল্যাণ জন্য ধরণীতে অবতীর্ণ হইল। সুতরাং খৃষ্ট ঈশ্বরের দয়াগুণের অবতার এবং পুণ্যের অকলঙ্ক চন্দ্রমা।

৪৬। এখন খৃষ্টই যজ্ঞপুরুষ, খৃষ্টই যজ্ঞের পুরোহিত, খৃষ্টই হবি, খৃষ্টই যজ্ঞাগ্নি এবং খৃষ্টই আহুতি স্বরূপ। তাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার পর যত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ত্রাণের নিমিত্তে মুসাপ্রণীত যজ্ঞীয় ব্যবস্থার অনুসরণ অনাবশ্যক। তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে দয়ার নিমিত্তে খৃষ্টের শরণাপন্ন হন?

৪৭। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলে তিনি তাহা গ্রাহ্য করিবেন না কেননা তিনি ন্যায়মতে দয়ার ভাণ্ডার খৃষ্টেতে রাখিয়াছেন।

৪৮। মানব সয়তানের প্রভাবেই সমুদয় পাপ করেন। সুতরাং সয়তানের গর্ব্ব খর্ব্বের ভার জগদীশ্বর দয়া করিয়া যে মহা পুরুষের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন অগত্যা সকল লোককেই পরিত্রাণের জন্য সেই মহাপুরুষের শরণাপন্ন হইতে হইবে।

ক্রমশঃ

* For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead.

I cor: Xv. 21.

For as in Adam all die even so in Christ shall be made alive.

Ibid-22.

In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten son in to the world that we might live through him.

I John IV. 9.

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

(ভারতী হইতে উদ্ধৃত)

সৃষ্টি বিষয়ে বিজ্ঞান কি বলেন প্রথমে শুনা যাউক, পশ্চাতে তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধান্ত কিরূপ তাহা দেখা যাইবে। বিজ্ঞান বলেন যে, আদিতে জগৎ এখনকার মত এরূপ স্থূল ছিল না—অতি সূক্ষ্মভাবাপন্ন ছিল, এবং তাহার সর্ব্বত্র সমভাব ছিল, প্রথমে এক মাত্র সূর্য্য একাকী সর্ব্বে-সর্ব্বা ছিল, গ্রহ উপগ্রহ কিছুই ছিল না, সেই এক সূর্য্য হইতে গ্রহাদি ক্রমে ক্রমে প্রসূত হইল। এখন যেখানে গ্রহ উপগ্রহ বিদ্যমান আছে, পূর্ব্বে সেখানে সূর্য্যের প্রান্তভাগ তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া ছিল; সূর্য্যের প্রান্তভাগ বার বার বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রহের পর গ্রহ সম্ভূত হওয়াতে এক্ষণে সূর্য্যের কলেবর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি জেকব্ এনিস্ নামক এক জন জ্যোতির্ব্বেত্তা তারকাগণের আদিবৃত্তান্ত (The origin of the stars) নামক এক খানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এই পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে প্রথমেই তিনি এইরূপ বলিতেছেন;

বর্ত্তুলাকার সুন্দর জলবিন্দু-সকল যাহা ইন্দ্রধনুতে বিভাসিত হয়, তাহারা যেমন জলীয় বাষ্পের সংঘাত হইতে উৎপত্তি লাভ করে; সেই রূপ বর্ত্তুলাকার সুন্দর তারকা-রাজি যাহা আকাশে দীপ্তি পায় তাহারা, সমস্ত আকাশময় ব্যাপিয়া ছিল যে আদিম ভৌতিক পদার্থ সেই সূক্ষ্ম ভৌতিক পদার্থের সংঘাত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার কিয়ৎ পরে গ্রন্থকর্ত্তা বলিতেছেন;—

কি শক্তির বলে সেই সূক্ষ্ম ভৌতিক পদার্থ সমস্ত-আকাশময় ব্যাপিয়া ছিল?—পরমাণু-গত বিক্ষেপ-শক্তির বলে; সেই বিক্ষেপ-শক্তি, যাহার প্রভাবে আধ্ ছটাক্ জল-জনন বাষ্প, আধ্ ছটাক প্লাটিনম্ অপেক্ষা, সার্দ্ধ দুই লক্ষ গুণ অধিক পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া থাকে! গ্রন্থকার ইহার কিয়ৎপরে বলিতেছেন;—

এই বিক্ষেপ-শক্তিকে দমন করা যায় কি প্রকারে?—রাসায়ণিক শক্তি দ্বারা;—সেই রাসায়ণিক শক্তি যাহার প্রভাবে অম্লজান এবং জলজান বাষ্প একত্র সংহত হইয়া জলাকারে পরিণত হয়।

জগতের আদিম উপাদান যে কত সূক্ষ্ম, তদুপলক্ষে গ্রন্থকার এই রূপ বলেন ;—

বহু পূর্ব্বে সূর্য্য যখন নেপচুন গ্রহের গতিচক্র পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল, তখন তাহা জল-জনন বাষ্প অপেক্ষা চতুর্দ্দশ কোটি গুণ সূক্ষ্ম ছিল। * * * আলোকের কম্পন এক পলকে ৪৫৮০০০০০০০০০০ এত গুলি ; এবং তাহা ঐ কাল মধ্যে এক লক্ষ ক্রোশ পথ অতিবাহন করে। অতএব আলোক কি অচিন্তনীয় সূক্ষ্ম পদার্থ একবার মনে করিয়া দেখ ! কিন্তু এ মনে করিও না যে, সূর্য্য নেপচুন গ্রহের গতিচক্র পর্য্যন্ত যখন প্রসারিত ছিল তখন তাহা আলোক পদার্থ অপেক্ষা অল্প সূক্ষ্ম ছিল। এই ত বিজ্ঞানের মত।

এ সূর্য্যের এই—আবার সূর্য্যেরও সূর্য্য আছে ; তাহা যে সময়ে এই সূর্য্যের চরমপ্রান্তবর্ত্তী গ্রহের গতি-চক্র পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল, তখন তাহার উপাদান আরো যে কত সূক্ষ্ম ছিল তাহা ভাবিতে গেলে জগতের আর কিছুই থাকে না, সকলই লোপাপত্তি হইয়া যায়। অতএব আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই যে বলিয়াছেন যে, সর্ব্ব-প্রথমে আকাশ সৃষ্ট হইয়াছিল—কি মন্দ বলিয়াছেন ? উক্ত গ্রন্থকার পুনশ্চ বলেন ;—

ইহা আমরা বলিতে পারি না যে, সেই আদিম কালের সূক্ষ্ম ভূত জ্বলন্ত অবস্থায় ছিল। আমাদের এই যে সূর্য্য, ইহাও বুধ-গ্রহের পরিধি পর্য্যন্ত প্রসারিত থাকা কালীন জল-জনন বাষ্প অপেক্ষা বিশ গুণ সূক্ষ্ম ছিল। সূক্ষ্ম বাষ্প-সকল রাসায়ণিক যোগে প্রবৃত্ত হইবার সময় আলোক উদ্গীরণ করে না, যদি করে সে অতি যৎসান্য অপরিস্ফুট আলোক।

উক্ত গ্রন্থকার ইহাও বলেন যে, পূর্ব্বে যেমন আলোক ছিল না, তেমনি উত্তাপও ছিল না ;* পরমাণুসকলের পরস্পর ঘষাঘষি এবং রাসায়ণিক যোগাযোগ দ্বারা উত্তাপের আবির্ভাব পরে হইয়াছে। ইহাতে-করিয়া প্রমাণ হইতেছে যে, ব্রহ্মাণ্ড অগ্নি-আকার ধারণ করিবার পূর্ব্বে সূক্ষ্মতম বায়ু-আকারে বিদ্যমান ছিল। দেখ, আমাদের দেশের তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের এই যে পুরাতন উক্তি যে, আকাশের পরে বায়ু, বায়ুর পরে অগ্নি সৃষ্ট হইয়াছে—ইহা আজিও টলিতেছে না। নিত্য-নূতন পরিবর্ত্তনের আবর্ত্ত-মুখে না টলিয়া, যে অকুতোভয়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, সে কেবল এক আমাদের দেশের পুরাতন বচন। তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, অগ্নির পরে জলের উৎপত্তি এবং জলের পরে কঠিন মৃত্তিকার উৎপত্তি ;—বিজ্ঞানও অবিকল তাহাই বলেন ; যথা, পৃথিবী প্রথম ধূমকেতুর লাঙ্গূলের ন্যায় জ্বলন্ত বাষ্পাকারে ছিল, পরে উত্তপ্ত দ্রব ধাতুপিণ্ডের রূপ ধারণ করে, তাহার পরে জলের অভ্যন্তরে নানা প্রকার স্তর নির্ম্মিত হইয়া সময়ে সময়ে তাহাদের কোন কোন অংশ তথা হইতে মস্তকোত্তোলন করাতে পৃথিবী জলস্থল দুই অংশে বিভক্ত হয়। এইরূপ, প্রথমে আকাশ, পরে বায়ু, পরে অগ্নি, পরে জল, পরে স্থল, সৃষ্টির এই যে একটি ধারাবাহিক ক্রম, ইহা তত্ত্বজ্ঞান বহু পূর্ব্বে স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন—এক্ষণে বিজ্ঞান নানা প্রকার প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা তাহার দৃঢ়তা সাধন করিতেছেন—ইহা অতি সুখের বিষয় তাহার আর সন্দেহ নাই। তত্ত্বজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের মধ্যে বিবাদ লাগিলে যাঁহারা কৌতুক দর্শন করিয়া আমোদ পান, তাঁহাদের সুখের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইল—কি করা যায় ! বলিলাম কি—তাঁহাদের সুখের ব্যাঘাত ? তাঁহাদের জন্য মিল্ কম্‌টি ডার্বিন্ এই সকল পর্ব্বত-প্রমাণ গ্রন্থকর্ত্তারা দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন,— তাঁহাদের আবার সুখের ব্যাঘাত ! রসনাকে ধিক্ ! তাঁহাদের অনেকেরই এই রূপ মনোগত ভাব যে, মনুষ্য পৃথিবীর জীব, পৃথিবীতেই আপনার জীবিকা সংস্থাপন করিয়া সুখে বিচরণ করুক—আকাশে হাত বাড়াইলে কি হইবে ? ইঁহাদিগকে বুঝাইতে হইলে হয় বিস্তর শ্রম নয় বিস্তর ত্যাগ দুয়ের একটি না একটি স্বীকার করিতে হয়। আমাদের এই উষ্ণপ্রধান দেশে শ্রম স্বীকার যত কষ্টকর, ত্যাগ

* We cannot suppose that matter was originally diffused through space by the repulsion of heat ; because heat is a well known effect produced by some action. We can conceive of no action to produce such an enormous amount of heat. And if all space were pervaded by such heat, it must have remained It could not have radiated away ! for where could it go ?—Ennis Origin of the stars.

স্বীকার তত নহে, এজন্য আমাদের দেশের পুরাতন তত্ত্ববিৎগণ ত্যাগ স্বীকারকেই শ্রেয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদের জ্ঞানের অধিকাংশ জলাঞ্জলি দিয়া লোককে জ্ঞানোপদেশ করিতেন,—অজ্ঞান হইয়া অজ্ঞানদিগকে বুঝাইতেন। ব্রহ্মা এই বলিয়াছেন, শিব এই বলিয়াছেন, বশিষ্ঠ এই বলিয়াছেন, ব্যাস এই বলিয়াছেন অতএব অত্র নাস্তি বিচারণা, নির্ব্বিচারে সমস্তই মানিয়া যাও, এই তাঁহাদের শিক্ষা-প্রণালী। তাঁহারা ব্রহ্মা, শিব, বশিষ্ঠ, ব্যাস এইরূপ এক একটি নাম যখনি উচ্চারণ করিয়াছেন, তখনি সহস্র সহস্র বিচার বিতর্ক বাদানুবাদ প্রথম উদ্যমেই হতবীর্য্য হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়াছে। রোমক ইতিহাসে আছে যে, পুরাকালে ইতালীয়েরা হস্তী কিরূপ তাহা চক্ষে দেখে নাই, হানিবাল নামক সুবিখ্যাত কার্থেজীয় সেনাপতি হস্তিদল সমভিব্যাহারে প্রথমে যখন সে দেশে যুদ্ধার্থে প্রবেশ করিলেন, তখন হস্তীর আকার প্রকার বল বিক্রম দেখিয়াই ইতালীয় সৈন্যেরা সর্ব্বত্র রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে যখন ইতালীয় সৈন্যগণের চক্ষু ফুটিল তখন তাহারা আগ্নেয় গোলা দ্বারা হস্তীদিগকে তাড়না করিতে লাগিল। তাহাতেই জয়-স্রোত একেবারে উলটিয়া গেল, হস্তিগণ কোথায় বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিবে, তাহা না করিয়া পলায়নের বেগাতিশয্যে স্বপক্ষীয় দল বলেরই সমূহ অনিষ্ট সাধন করিতে লাগিল।

আমাদের দেশে ইহারই ন্যায় অনিষ্ট সাধন হইতেছে। পূর্ব্বে অজ্ঞান-বিনাশের জন্য যে সকল বিভীষিকা দলবদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহারা এক্ষণকার আগ্নেয় শকট এবং তাড়িত বার্ত্তাবহ দ্বারা তাড়িত হইয়া অস্মদ্দেশীয় তত্ত্বজ্ঞান-পক্ষে প্রভূত অনিষ্টসাধন করিতেছে। অতএব ব্যাস, বশিষ্ঠ, ব্রহ্মা, শিব এ-সকল কল্পিত নামের সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করা এক্ষণে যুক্তি-সিদ্ধ নহে। এক্ষণে শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক যুক্তি এবং বিচারের সাহায্যে আমাদের দেশের পুরাতন তত্ত্বজ্ঞানকে স্ব-পদে উত্থাপন করাই একমাত্র প্রয়োজন। পূর্ব্বকার পুরাণ-কর্ত্তারা মিথ্যার সাহায্যে অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট সত্য প্রচার করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, ইহাতেই আমাদের দেশ বিদ্যার জন্মভূমি হইয়াও অবিদ্যাতে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। মিথ্যার সাহায্যে সত্য প্রচার করা, এবং অন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা পরোপকার করা, উভয়েই আপাতত মধু কিন্তু পরিণামে বিষ। আমাদের দেশে পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে সত্য জানা ছিল; সত্য-প্রণালী দ্বারা সত্যের শিক্ষাদান হইত না বলিয়াই কালক্রমে সত্য নির্জীব ভাবে পরিণত হইল। অতএব যেন তেন প্রকারেণ সত্য শিক্ষা দেওয়া এখন আর চলে না। সত্য-প্রণালী অবলম্বন করিয়াই সত্য শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। সত্যের ক খ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে শিক্ষা দেওয়া অতীব কষ্টকর ব্যাপার তাহার আর ভুল নাই, কিন্তু কষ্টকর বলিয়া কি তাহা ছাড়িয়া দেওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য। গ্রীক-দেশে দুই একটি কষ্টকর ব্যাপারের সূত্রপাত হওয়াতেই তাহার প্রসাদাৎ ইউরোপের অজ্ঞানান্ধকার কাল-ক্রমে বিনষ্ট হইয়াছে। জ্যামিতি বিদ্যা আমাদের দেশে না ছিল এমন নয়, দোষের মধ্যে কেবল সত্য-প্রণালী অনুসারে তাহার শিক্ষা প্রদান হইত না। গ্রীক দেশে যে অবধি জ্যামিতি বিদ্যা সত্য-প্রণালী অনুসারে প্রচারিত হয়, সেই অবধি করিয়া ইউরোপে বিজ্ঞান-শাস্ত্র ক্রমশই উচ্চ উচ্চ সোপানে পদনিক্ষেপ করিতেছে। আমাদের দেশে পৌরাণিক মিথ্যা-প্রণালী অনুসারে যে অবধি সত্যের প্রচার আরম্ভ হইয়াছে, সেই অবধি বিদ্যা অবিদ্যা-দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ক্রমশই হ্রাস পাইয়া আসিয়াছে। ইহা দেখিয়া শুনিয়া মিথ্যার পথ দিয়া সত্য প্রচার করিতে কাহার আর প্রবৃত্তি জন্মিবে ? অতীব সুখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের দর্শন শাস্ত্র-সমূহে সত্য-প্রণালীর প্রথম সূত্রপাত হয়।

পুরাণের মধ্যে অনেক সত্য আছে, কিন্তু সত্য-প্রণালী একটুও নাই। দর্শনকারেরা সাধ্যানুসারে সত্য-প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক সৃষ্টিতত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহাদের মূল সিদ্ধান্ত-গুলি এমনি পাকা হইয়াছে যে, কিছুতেই তাহার আর মার নাই। পুরাণকর্ত্তারা অন্যদিকে গিয়াছেন— তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যের নিকট হইতে সত্য উপার্জ্জন করিয়া মিথ্যার সাহায্যে সেই গুলি প্রচার করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। এই জন্য সৃষ্টি সম্বন্ধে

পৌরাণিক সত্য অপেক্ষা দার্শনিক সত্য আমাদের পূজার্হ। দর্শন-শাস্ত্রে অল্প সত্য থাকিলেও প্রণালী-গুণে তাহা জিজ্ঞাসু ব্যক্তির নিকট বহুমানাস্পদ হইয়া থাকে; পুরাণ শাস্ত্রে বহুবিধ সত্য থাকিলেও প্রণালী-দোষে তাহা প্রকৃত জিজ্ঞাসু ব্যক্তির হাস্য উদ্দীপন করে। অতএব অস্মদ্দেশীয় তত্ত্ববিদ্‌গণ সৃষ্টি-সম্বন্ধে যেরূপ যেরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সংগ্রহ করিয়া মাত্র ক্ষান্ত থাকিলে এক্ষণে আর চলিবে না, কোন্ শাস্ত্র কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া কিরূপ ফল লাভ করিয়াছেন, ইহা না অবগত হইতে পারিলে শাস্ত্রালোচনার প্রকৃত ফল আমাদের হস্তগত হইবে না। শুদ্ধ যদি জানা থাকে যে দশ দুগুণে কুড়ি হয়, তবে একশ দুগুণে কি হয় তাহা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু কি প্রণালীর অনুসারে দশ দুগুণে কুড়ি হয় ইহা জানা থাকিলে একশ দুগুণে কি হয়, দশ-শ দুগুণে কি হয়, ইত্যাদি সমস্তই অবলীলা-ক্রমে বলিতে পারা যায়। প্রকৃত জ্ঞান-প্রণালী অনুসারে সামান্য একটি অণ্ডের প্রকরণ জানিতে পারিলে, সেই সোপান অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের প্রকরণ জানা যাইতে পারে।

সৃষ্টি-সম্বন্ধে অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্র সকলের প্রধান প্রধান মত গুলি একত্র সংগ্রহ করাই যদি সৃষ্টি গ্রন্থকর্ত্তা চন্দ্রসেখর বসু মহাশয়ের উদ্দেশ্য হয়, তবে তাঁহার পরিশ্রম সফল হইয়াছে ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। তাঁহার সাধু ইচ্ছা এবং অধ্যবসায় উভয়ই ধন্যবাদের যোগ্য, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। ইতিপূর্ব্বে আমরা যখন তাঁহার বেদান্ত-প্রবেশ সমালোচনা করি তখন ভাবিয়াছিলাম যে, গ্রন্থকার যদি সাংখ্য এবং বেদান্তের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেন তবে ভাল হইত। বর্ত্তমান গ্রন্থে দেখিতেছি যে, প্রধানত তিনি সাংখ্যের মত অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। বেদান্ত-দর্শন এবং সাংখ্য-দর্শন উভয়ের মধ্যে যে মত-ভেদ দেখা যায়, পৌরাণিক এবং অন্যান্য শাস্ত্রকারেরা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া উভয়কেই অভেদ ভাবে দৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা বেদান্তের মায়া এবং সাংখ্যের প্রকৃতি উভয়কেই সমদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। অথবা কি বেদান্ত কি সাংখ্য কাহারো দিকে ঝোঁক না দিয়া উপনিষদ্ হইতেই রসাকর্ষণ করত স্ব স্ব পুরাণের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা 'মায়া' শব্দ ভূয়োভূয় ব্যবহার করিয়াছেন, অথচ মায়াবাদে লিপ্ত হন নাই; 'প্রধান' শব্দ ভূয়োভূয় ব্যবহার করিয়াছেন অথচ নিরীশ্বর মত অনুমোদন করেন নাই।

তবে কি দর্শন অপেক্ষা পুরাণ শ্রেষ্ঠ? বেদান্তও এক দিকৃদর্শী, সাংখ্যও এক দিকৃদর্শী, ইহা যেন আমি মানিলাম। কিন্তু যে দিকে যিনি চলুন না কেন, তিনি যদি সত্য-প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলেন, তবে ক্রমশঃ সত্যের দিকে অগ্রসর হইবেন ইহাতে আর সন্দেহ নাই। বেদান্ত এবং সাংখ্য উভয়ই সত্য-প্রণালীর পক্ষপাতী এজন্য উভয়ই সত্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। পুরাণ, সত্য বিষয়-সকলকে, মিথ্যা-প্রণালী অনুসারে প্রচার করিতে গিয়াছেন, এই অপরাধে তিনি উত্তরোত্তর মিথ্যার দিকেই পদনিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং ক্রমে ক্রমে তন্ত্রশাস্ত্রের অন্ধ-তমিস্রাতে পরিণত হইয়া চরম বৈয়র্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্রের তুলনায় নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শনও জ্যোতির্ম্ময় ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। পুরাণাদিতে অনেক উচ্চ মূল্যের সত্য আছে, ইহা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় যে, সে-সকল সত্য মিথ্যা রাশির মধ্যে জন্মাবচ্ছিন্ন বাস করিতেছে। আলোক যে কি তাহা তাহারা জানিল না, এবং জানিবেও না, তবে তাহাদের জন্মিবার প্রয়োজন কি? তথাপি পুরাণ যে একদর্শিতা-দোষ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, সে কিরূপে? তিনি সকল পক্ষেরই কথা বলিয়াছেন; কথা-গুলি পরস্পর সঙ্গত হইল কি না, ইহাতে কিছুমাত্র দৃক্‌পাত করেন নাই। এইরূপ বহু-পক্ষীয় কথা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করাতেই তিনি বহুদর্শী হইয়াছেন। কিন্তু এরূপ বহুদর্শিতা শ্লাঘার বিষয় নহে, ইহা বলা বাহুল্য। দর্শন-শাস্ত্র সকল যেমন বিচার পূর্ব্বক স্ব স্ব পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, অন্য কোন শাস্ত্র যদি সেইরূপ বিচার পূর্ব্বক সর্ব্বপক্ষের মধ্য হইতে উচ্চতর এবং ব্যাপকতর সত্য উদ্ধার করিতে পারিতেন, তবেই তাঁহাকে প্রকৃতরূপে বহুদর্শী বলা যাইতে পারিত। অতএব দর্শন-শাস্ত্র একদিকৃদর্শী হইলেও, তাহা পুরাণ অপেক্ষা শ্রেয়, এবং পুরাণ বহুদর্শী হইলেও তাহা দর্শন অপেক্ষা হেয়। সৃষ্টি তত্ত্বের গ্রন্থকার পুরাণ এবং দর্শন উভয়কেই নির্ব্বিশেষে সাক্ষী মানিয়াছেন। গ্রন্থকারের যেরূপ উদ্দেশ্য তাহাতে ওরূপ নির্ব্বিশেষ দৃষ্টি দোষের হয় নাই। গ্রন্থকার সংগ্রহ-কার্য্যেরই ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাহাতে তিনি সুসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু পুরাণাদি যেমন নির্ব্বিচারে সাংখ্য-বেদান্ত উভয়েরই মত অনুমোদন করিয়াছেন, তিনি যদি তাহা না করিয়া বিচার পূর্ব্বক উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিতেন, তবে একটি প্রকৃত কাজ করিতেন। যাহা করিয়াছেন তাহাতে শেষোক্ত গুরুতর কার্য্যের একটি উত্তম সোপান নির্ম্মিত হইয়া রহিল—ইহা অল্প সুবিধার বিষয় নহে। বলিতে কি, আমাদের দেশের একটি বড় দোষ—জ্ঞানের প্রণালী এবং সেই প্রণালীর উপযুক্ত প্রয়োগ, এ দুই বিষয়ে আমরা আদবেই মনোযোগ করি না। গোরার দোকানের ভাল ভাল দ্রব্য ক্রয় করিয়াই আমরা সন্তুষ্ট; কি প্রণালীতে যে কোন্‌টি নির্ম্মিত হয়, তাহার প্রতি আমরা কিছুমাত্র মনোযোগ করি না, এক দিকে এই; আর এক দিকে,—পূর্ব্বতন জ্ঞানী-ব্যক্তিরা যে-সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতেই আমরা সন্তুষ্ট; কি প্রণালীতে আবিষ্কার করিয়াছেন, আমরা তাহা আদবেই দেখি না। কপিল মুনি বলিয়াছেন প্রকৃতি সত্ত্ব রজ তমোগুণের সাম্যাবস্থা, তৎপরে বলিয়াছেন প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহংকার, অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত, এই যে তিনি বলিয়াছেন—কি প্রণালীতে? সৃষ্টির গ্রন্থকার এ প্রশ্নের প্রতি সমুচিত আদর প্রকাশ করেন নাই। তিনি এ শাস্ত্র এই বলিয়াছেন, ও শাস্ত্র ঐ বলিয়াছেন, এই করিয়া পুস্তকের অনেক স্থান ভারগ্রস্ত করিয়াছেন; যদি ঐ সকল নানা শাস্ত্রোক্ত বচনের মধ্যে একটা যুক্তির বাঁধুনি আঁটিয়া দিতে পারিতেন, তাহা হইলে এখন যাহা দোষ বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, তাহা উল্টা আরো গুণ বলিয়াই প্রকাশ পাইত। আদ্যোপান্ত প্রণালী-শুদ্ধ হওয়াতেই বিজ্ঞানের এত মূল্য, তত্ত্বজ্ঞান যদি সেরূপ প্রণালী-সঙ্গত না হয়, তবে সে দোষ কি তত্ত্বজ্ঞানের? পূর্ব্বে বিজ্ঞান ছিল, কিন্তু তাহা প্রণালীবদ্ধ ছিল না, সে কি বিজ্ঞানের দোষ? তত্ত্বজ্ঞানেরও নয়, বিজ্ঞানেরও নয়, দোষ গ্রন্থকারের, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

তত্ত্বজ্ঞান-সম্বন্ধীয় সত্য আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণেই আছে,—এক্ষণে আবশ্যক তাহার আদ্যোপান্ত একটা প্রণালী বাঁধিয়া দেওয়া। তত্ত্বজ্ঞানের বচন আমাদের দেশের আপামর সকলেরই কর্ণগোচর হইয়া থাকে—তত্ত্বজ্ঞানের প্রণালী টোলের অধ্যাপক-গণেরও ধ্যানের অগোচর। আমাদের মতে প্রণালী এবং প্রয়োগ এই দুইটিই মুল কথা—আঁর সকলই তাহার নীচে।

বিজ্ঞানেরই বা কি প্রণালী, এবং তত্ত্বজ্ঞানেরই বা কি প্রণালী, তাহার ইংরাজী নাম সকলেই জানেন, তাহার দেশী নাম কি দেওয়া যাইবে তাহাই এক্ষণে ভাবনার বিষয়। সংক্কীর্ণ দৃষ্টান্ত অবলম্বন পূর্ব্বক ব্যাপক সিদ্ধান্ত অন্বেষণ করা বিজ্ঞানের প্রণালী; অখণ্ড সত্য অবলম্বন পূর্ব্বক খণ্ড সত্য সমর্থন করা, তত্ত্বজ্ঞানের প্রণালী। সঙ্কলন (তেরিজ) এবং ব্যবকলন (জমাখরচ) গুণন এবং হরণ, ইত্যাদি প্রণালী-যুগল যেমন গণিত শাস্ত্রে সমাদৃত হইয়া থাকে, ও-প্রণালী-যুগল তেমনি সাধারণতঃ সমুদায় বিজ্ঞানশাস্ত্রেই সম্মানিত হইয়া থাকে। এখানে এইটি বিশেষ করিয়া মনে রাখা উচিত যে, শরীরের যেমন দক্ষিণ এবং বাম এইরূপ যুগলাঙ্গ, গণিত শাস্ত্রের যেমন সঙ্কলন ব্যবকলনাদি যুগলাঙ্গ, জ্ঞানের তেমনি, বিজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞান, যুগলাঙ্গ। বিজ্ঞানের প্রণালী নীচে হইতে উপরে উঠা (স্থূল বিষয় হইতে সূক্ষ্মতত্ত্বে ওঠা) তত্ত্বজ্ঞানের প্রণালী উপর হইতে নীচে নাবা। এই দুই প্রণালীর মিলন ব্যতিরেকে উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা কখনই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। উচ্চ অঙ্গের গণিত বিদ্যার প্রাণনামের যোগ্য যদি কিছু থাকে তবে তাহা সমীকরণ, এবং সেই সমীকরণের প্রাণ নামের যোগ্য যদি কিছু থাকে তবে তাহা গণিত-প্রকরণের যুগলাঙ্গতা; এক পক্ষে সংকলন, গুণন বর্গ ইত্যাদি; অপর পক্ষে ব্যবকলন হরণ বর্গমূল, ইত্যাদি; এই দুই পক্ষে ভর করিয়া গণিত বিদ্যা যে কৃত উচ্চে উঠিয়াছে, তাহা কৃতবিদ্য ব্যক্তি মাত্রেই জানিতেছেন। কেবল গণিত বিদ্যা বলিয়া নহে, সাধারণতঃ সকল বিদ্যাই ঐরূপ যুগ-

লাঙ্গে ভর করিয়া উচ্চ উচ্চ সোপানে পদনিক্ষেপ করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলে সৃষ্টির যে একটি ধারাবাহিক ক্রম পাওয়া যায়, দার্শনিক প্রণালীতে আলোচনা করিলেও ঠিক তাহাই পাওয়া যায়, ইহা ইতিপূর্ব্বে এক প্রকার প্রদর্শন করিয়াছি। মূল কথা এই; —সৃষ্টির অথবা প্রকৃতির দুই প্রান্ত; একটি সূক্ষ্ম, আর একটি স্থূল। আদি প্রান্ত সূক্ষ্ম চরম প্রান্ত স্থূল। দুই প্রান্তের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ, এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পৌঁছিতে হইলে মধ্যে কোন একটা সেতু বা সোপান পদ্ধতির আশ্রয় মিলে কি না, যদি মিলে তবে তাহা কিরূপ ইহাই জিজ্ঞাস্য বিষয়। এই জিজ্ঞাস্য বিষয়টি মীমাংসা করিতে হইলে, চাই সূক্ষ্ম প্রান্ত হইতে স্থূল প্রান্তে নাবি, চাই স্থূল প্রান্ত হইতে সূক্ষ্ম প্রান্তে উঠি, তাহাতে আইসে যায় না, যে দিক দিয়াই হউক উভয় প্রান্তের মধ্যে সোপান-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই ইষ্টসিদ্ধ হয়। সঙ্গীত শাস্ত্র হইতে আরোহ এবং অবরোহ এই দুয়ের পারিভাসিক বচন তুলিয়া লইয়া উক্ত প্রণালী-দ্বয়ের নামকরণ সমাধা করা যাইতে পারে। সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে নাবাকে অবরোহ-প্রণালী এবং স্থূল হইতে সূক্ষ্মে ওঠাকে আরোহ-প্রণালী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এক্ষণে উভয় প্রণালীর সমবেত সাহায্যে সৃষ্টিতত্ত্ব আমরা কতদূর জ্ঞানায়ত্ত করিতে পারি, তাহা এক বার অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক।

বিজ্ঞাপন।

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ আগামী ৩১ চৈত্র শুক্রবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে হইবে,

এবং

নববর্ষের ব্রাহ্মসমাজ আগামী ১ বৈশাখ শনিবার প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৭৫১ শকের ১১ মাঘে প্রতিষ্ঠিত।

সংস্থাপক।

শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়।
শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।
শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ রায়।
শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

বিশ্বস্ত অধিকারি।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ ঘোষাল।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু।

কর্ম্মাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(পাথুরিয়া ঘাটা)
শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজারাম মুখোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র।
শ্রীযুক্ত বাবু ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু।

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার বিশ্বাস।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।